CSSSC/KPL

RECORD NO. KPL 8	CONDITION Brittle
KPL ACC. NO (S). 870	COLOUR B & W, illustrated (coloured)
TITLE Bharatmahila (ভারতমহিলা)	SIZE 18 x 24 cms.
PERIODICITY Monthly	PLACE(S) OF PUBLICATION Dhaka: Uari - Bharat Mahila Karyalaya (by Hemandranath Dutta)
EDITOR(S) Sarojubala Dutta	VOLUMES IN RECORD Vol. 4 : 1315 b.s. (1908-09)

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত

সম্পাদিত।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩১৫

ঢাকা;

উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

চিত্রের সূচী।

কৈকেয়ী ও মন্থরা, সেক্সপিয়র ও কলা-লক্ষ্মী, ঢাকার বালিকাশ্রম, জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সীতাদেবীর অগ্নিপ্রবেশ, আসামের কুকীরমণী, শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, আসামের কুকী পুরুষ, শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্যপথে রাত্রিযাপন, জিঞ্জোনা রুসে ও শিক্ষিতা জাপানী মহিলা, লবকুশেররামায়ণ শিক্ষা, খাসিয়া মহিলা, ভাসমান মোসেস্ ও ফেরুয়া-নন্দিনী, অধ্যয়নের জন্য সন্তানকে প্রথম বিদেশ প্রেরণ, শান্তনু ও গঙ্গা, স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী রায় ও চীনের বৃদ্ধা মহারাণী, স্বর্গারোহণ-পথে যুধিষ্ঠির ও কুকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুম মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্ত, কুমারী তরু দত্ত ও অরু দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মান্দ্রাজীার মহিলা, শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের রণসজ্জা, ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়, মহীশূরের মহারাজা।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা।
অতিথি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল,	১৪
অনুতপ্ত (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৭৬
অনুপমা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৩৬
আদর্শ সতী বেহুলা	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু	৫২
আমাদের আশার ভিত্তি	শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,	১২১
আশ্বস্ত (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৬
আহ্বান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল,	২৬৮
আসামের কয়েকটি অসভ্য জাতি	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস	৩৮,৬৯,৮৭,১২৫
ইংরাজ বালকের শিক্ষা	... ...	১৬৮,২২৭
ইংরাজ বালিকার শিক্ষা	... ...	২৭০
ইন্দু (কবিতা)	শ্রীমতী সুশীলা রায়	১৯২
উতা ইমাই	... ...	৪৫
কবিবর নবীনচন্দ্র	শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	২৮৪
কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন	... ...	২৮৭
কাউণ্টেস সিলিনা	শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু	৩৫
কাছে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়	২৬২
কিশা গোতমী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৭৬
কুমারী হুয়েটলির সেবাব্রত	... ...	৯০
চিত্র-পরিচয়	... ...	২৪
চিত্র-বিচার	... ...	২৬০
ীনের পরলোকগতা বৃদ্ধা মহারাণী	... ...	১৮৮
াপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়	... ...	৯৭
াপান-মহিলার সামাজিক অবস্থা	... ...	২৭৩
ীবন-সঙ্গীত	শ্রীমতী সুশীলা সেন	১৮৭
ীবনের আরম্ভ	শ্রীযুক্ত ডাঃ পরেশরঞ্জন রায় এল, আর, সি, পি	৭৭
ঁসিয়াস লিখিত ভারত-বিবরণী	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	২৯
ীর্থ যাত্রা	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,	১১৯
রস্ক-রমণী	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত	১৭১
রস্কের নবজীবন	... ...	১২০
দবী অঘোরকামিনী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত	১০৫, ১৩৫, ১৭৯
শের কথা	... ...	২২৪
র্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ	৬,৩১,৬৪,৮০,১১৪,১৩৯,১৪৭,১৮১, ২০৪,২২০,২৫৩,২৬৯
াগিলা	শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	৮৩
ারীর ঈশ্বরভক্তি ও তাহার প্রভাব	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত	২
ারী সংবাদ	... ...	২৪,৭২,৯৬,২৬২
বেদন	... ...	১
রিবারে ধর্ম্মসাধন	শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	২৫
ীক্ষা	... ...	১৭৪,১৯৬
্যকাহিনী	... ...	১৮

বিষয়	লেখক লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা।
প্রাচীন ভারতে নারীপূজা	শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	৪১
বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি	২৩০,২৪
বর্ত্তমান সভ্যতার এক পিঠ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত	১৯
বাল্যবিবাহ	শ্রীমতী হাচেল	২৫
বাসবদত্তা	শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ	২৭
বিজ্ঞান ও মৃত্যু	শ্রীযুক্ত পরেশরঞ্জন রায় এল, আর, সি, পি,	১
বিধবা-বিবাহ	... ...	১
বিলাতে স্ত্রীশিক্ষা ও লর্ড টেনিসন	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫
বিবিধ প্রসঙ্গ	... ...	৪
বিশ্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
বোলপুর	শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
ভজ্জি	শ্রীমতী মনোরমা দেবী	২১
ভগ্নিগণের প্রতি নিবেদন	শ্রীমতী মহারাণী গজপতি রাও	২৭
ভারত-নারীর অবস্থা	... ...	২৩
ভারত-নারী ও হিন্দু নীতিবিজ্ঞান	শ্রীমতী লক্ষ্মী আম্মল	২৭
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিঠি	... ...	৪
মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু বি, এল	৫
মহীশূর মহারাণী-কলেজ	শ্রীমতী শ্রীরঙ্গম্মল বি, এ	২৮
মানবের বিশেষত্ব	শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,	৫
মিলনের উৎসব	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১
মেনকা (গল্প)	শ্রীমতী কমলা সথিয়াসাধন এম, এ	১৫
য়িহুদী জাতি	... ...	১৭
রমণীর কার্য্য	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত	২
রমণীজাতি ও শিশু	শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, ডি,	১
রাস্কিন ও রোজ লাটুস্	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ,	১
রুরু ও প্রমদ্বরা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৯,
লক্ষ্মীবাই	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	২০১,২
শব্দতত্ত্বে নারীগৌরব	শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী	২
সয়তানের শোক	... ...	২
সাধ্বী-চরিত্র	শ্রীমতী সরলা মজুমদার	১
সুজাতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১
সেক্সপিয়রের নারীচরিত্র	শ্রীমতী কমলাসথিয়ানাধন এম, এ,	
সোলানের মেলা	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ	
স্ত্রীজাতির স্বাধীনজীবিকা	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি বি, এল	১০৭,
স্বর্গীয়া গোলোকমনি দেবী	শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	
স্বদেশী শিক্ষার একটী যন্ত্র	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত	
সংবাদ-পত্র ও রাজদ্রোহ	... ...	
সমালোচনা	... ...	

জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৪র্থ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ. ১৩১৫। | ২য় সংখ্যা।

পরিবারে ধর্ম্মসাধন।

উপনিষদে এই জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধবাচক
ত বচন আছে, তন্মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট বচন এই ঃ—
স সেতু র্বিধৃতিরেষাং লোকানা মসম্ভেদায়।"
র্থাৎ তিনিই সেতু স্বরূপ হইয়া এই সকল লোককে
ারণ করিয়া আছেন, ইহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দিতেছেন
।। কৃষকগণ স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে জল আবদ্ধ করিয়া
াখিবার জন্য মৃন্নির্ম্মিত সেতু দ্বারা ক্ষেত্র সকলকে
াবেষ্টিত করিয়া রাখে, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন।
শ এই, কৃষকের সেতু দ্বারা জল যেমন ক্ষেত্রে বিধৃত
ইয়া থাকে, তেমনি, কোন্ শক্তির দ্বারা লোক সকল
য় স্বীয় স্থানে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, উৎসন্ন দশা
াপ্ত হইতে পারিতেছে না? সূর্য্য চন্দ্রাদি গগনবিহারী
্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলি, যে
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তাহাদের পরমাণু সকল বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। যে অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে জড়ীয় পরমাণু সকলের মধ্যে ঘননিবিষ্টতা রক্ষিত হইতেছে, তাহার প্রকৃতি কি বিচিত্র, তাহা এস্থলে আলোচনা করিব না। যে শক্তির প্রভাবে মানব-সমাজ দৃঢ়-সম্বদ্ধ আছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অদ্যকার উদ্দেশ্য।

মানব-সমাজের স্থিতি ও উন্নতি এক গভীর রহস্য। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদকুল বহু বহু কাল এজগতে বাস করিতেছে। অতি প্রাচীনতম কালেও তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎপরে তাহাদের সংখ্যাও যে জগতে অল্প ছিল তাহাও নহে। কত কত অরণ্যানী ঐ সকল শ্বাপদে পূর্ণ ছিল। প্রশ্ন এই, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহারা কেন সমাজবদ্ধ হইতে পারে নাই? তাহারা যদি সমাজবদ্ধ

হইতে পারিত, যদি একের দুঃখে অপরে দুঃখী হইতে জানিত, যদি একের বিপদে অপরে সহায় হইত, যদি সমগ্র ভাবে স্বজাতির উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে জানিত, তাহা হইলে মানবকুল তাহাদিগকে এরূপে নিধনপ্রাপ্ত করিতে পারিত না। কিন্তু এই সকল গুণের অভাবে তাহারা সমাজবদ্ধ হইতে পারে নাই; প্রত্যেকে কতকগুলি বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন হওয়াতে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদপরায়ণ হইয়া বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করি, যেরূপ বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন হওয়াতে শ্বাপদকুল চিরদিন একা একা বিচরণ করিতেছে, তদনুরূপ সমাজবিরোধী গুণ কি মানবে বিদ্যমান নাই? স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নৃশংসতা কি মানব-মনে অল্প আছে? জগতের ইতিবৃত্ত দেখ, অদ্যাপি জাতিবৈর স্থলে দর্শন কর, মানব মানবের প্রতি যে নৃশংসতা প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে তদনুরূপ নৃশংসতা কোনও শ্বাপদ অপর কোনও পশুর প্রতি কি কোনও দিন করিয়াছে? জগতের শ্বেতবর্ণ বিজেতা জাতিগণ কৃষ্ণকায় বিজিত জাতিদিগের প্রতি চিরদিন যে অত্যাচার করিয়াছে এবং অদ্যাপি করিতেছে তাহা স্মরণ করিলে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে কাহার না মস্তক লজ্জাতে অবনত হয়? মানবের অন্তরে এরূপ শ্বাপদ আছে, যাহাকে উত্তমরূপে শৃঙ্খলিত না রাখিলে মহা অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে। বল দেখি মানবের এই শ্বাপদ প্রবৃত্তিকে কে শৃঙ্খলিত রাখিয়াছে? উপনিষদের প্রদত্ত উত্তর এই—"ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া ইহাদিগকে শৃঙ্খলিত রাখিতেছেন।" ইহা আপাততঃ অনেকের পক্ষে কবিত্ব বা কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু ইহা কবিত্ব বা অত্যুক্তি নহে। ইহার অর্থ এই, যে সকল গুণের প্রভাবে মানব-সমাজ সুরক্ষিত হইতেছে, তাহা ঈশ্বরেরই স্বরূপ-নিহিত। সে গুণ গুলি কি? উত্তর—সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা। তিনি সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও পবিত্রস্বরূপ। ইহার বিরোধী যাহা অর্থাৎ অসত্য, অন্যায়, অপ্রেম ও অপবিত্রতা, তাহাদেরই গতি সমাজ ভগ্ন করিবার দিকে; সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার গতি সমাজস্থিতি রক্ষার দিকে। মানব-হৃদয়ে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা আছে বলিয়া অর্থাৎ মানবাত্মাতে ঈশ্বরাংশ বিদ্যমান বলিয়াই লোকস্থিতি রক্ষিত হইতেছে।

অতএব এ সত্য সকলেরই অনুভব করা কর্ত্তব্য, ঈশ্বর স্বয়ং আপনাতে মানব-সমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন এবং মানব-সমাজ মানবাত্মার রক্ষা ও শিক্ষার জন্য তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট বিধান। এই তত্ত্ব প্রতীতি করাতেই এদেশে সমাজবিরোধী ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে। এদেশের চিরপ্রচলিত সংস্কার এই, জনসমাজে থাকিয়া উন্নত ধর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশীয়দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে জনসমাজে থাকিয়াও উন্নত ধর্ম্মের সাধন হয়; আমরা বলিতেছি, জনসমাজই উন্নত ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত স্থান। ইহা অতীব সত্য কথা। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, যে সকল গুণাবলী লইয়া ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, যথা ঈশ্বরপ্রীতি, মানব-প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা, সংযম, বৈরাগ্য প্রভৃতি, তৎসমুদায় মানব-সমাজের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের সহিত মানবাত্মার সংঘর্ষণ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না; সংগ্রাম ভিন্ন তাহার কেহই দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। জনসমাজ তাহাদের সংগ্রামের প্রধান স্থান, সুতরাং জনসমাজ তাহাদের বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। যদি কেহ বলে একান্ত নির্জ্জন বনে থাকিয়া ঐ সকল বিকশিত হইতে পারে; মানব সমাজের সহিত সংশ্রবে না আসিয়া মানব-প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে, পাপ প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার না হইয়াও সংযম বর্দ্ধিত হইতে পারে, জীবের দুঃখের সহিত সংস্রব না হইয়াও দয়ার উদ্রেক হইতে পারে; তবে তাঁহার মতে নিজগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাবা খেলার কাষ্ঠফলকে রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতি লইয়া কল্পিত সংগ্রাম করিয়াও একজন স্বার্থত্যাগী হিতৈষী সেনাপতি বীর হইতে পারে!! বরং নির্জ্জন বনবাসী সাধকের অপেক্ষা, দাবাখেলার সাধকের অবস্থা ভাল। কারণ সে কল্পিত সংগ্রামও করে; বনবাসী সাধকের যে তাহাও নাই।

শালগ্রাম শিলা কেমন সুগোল ও সুন্দর! দেখিতে কেমন স্পৃহনীয়। যদি কোন কারিকরকে পাষাণ-খণ্ড খুদিয়া ঐরূপ সুন্দর বৃত্তাকার করিতে হয়, তবে তাহা কত শ্রমের কার্য্য! কিন্তু ঐ শালগ্রাম শিলার অনুরূপ সহস্র সহস্র বৃত্তাকার পাষাণখণ্ড গিরিপাদ-বাহিনী নর্ম্মদার জলে পাওয়া যায়। কোন মানবের শ্রম তাহা উৎপন্ন করে না। গিরিপৃষ্ঠবিচ্যুত পাষাণখণ্ড নদীপ্রবাহ দ্বারা নীত হইয়া পরস্পরের সংঘর্ষণে ঐ প্রকার বৃত্তাকার ও সুন্দর হইয়া থাকে। সেইরূপ তুমি আমি যে জনসমাজে প্রতিনিয়ত বিচরণ করিতেছি, ইহা কি অনুভব কর, যে তুমি আমিও পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ দ্বারা ঐরূপ বৃত্তাকার হইতেছি, অর্থাৎ শিক্ষিত ও উন্নত হইতেছি? মানবাত্মার শিক্ষার জন্যই মানবসমাজের সৃষ্টি। ইহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। আধুনিক বিজ্ঞান এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম জীবন-সংগ্রাম। জীবনসংগ্রামের অর্থ এই, কি ভৌতিক জগতে, কি প্রাণিরাজ্যে, কি মানব-সমাজে, সর্ব্বত্রই নিরন্তর সংগ্রাম, অর্থাৎ জীবে জীবে সংঘর্ষণ চলিয়াছে; যে এই সংগ্রামে যে সুগুণসম্পন্ন সে-ই বাঁচিয়া যায়, যে গুণহীন সে নিধনপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী দেখিলে এইরূপ বোধ হয়, যেমন কোন শিকারী দুইটা উড্ডীয়মান পক্ষীকে মারিবার জন্য নিজ বন্দুকে বিংশতিটী গুলি পুরে, তাহার দুইটির দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় এবং অষ্টাদশটী কেবল সেই দুইটীর বলবৃদ্ধি করে, নতুবা পর দিকে দেখিতে যেন বৃথা যায়, তেমনি প্রকৃতি বিংশতিটীর দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শতটী জীব সৃষ্টি করেন; সেই শতটী জীবের মধ্যে অশীতিটী উক্ত বিংশতিটীকে শক্তিশালী করিয়া দিয়া অকালে নিধন প্রাপ্ত হয়। একি বিস্ময়জনক ব্যবস্থা!! ইহাতে ভাল দ যিনি যেরূপ বিচার করিতে হয় করুন, ইহাই প্রকৃতি-জ্যের ব্যবস্থা। সংগ্রামের দ্বারাই শক্তির বিকাশ।

অতএব জনসমাজই মানব-চিত্তের মহত্ত্ব বিকাশের প্রকৃত স্থল। জন সমাজ যদি মানবের ধর্ম্মজীবন বিকাশের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিধানস্বরূপ হইল, তাহা হইলে জনসমাজের ভিত্তিস্বরূপ পরিবারও যে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান তাহাও সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। যে সকল শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ আজীবন মানবকে এজগতে উন্নত ও সুখী করে তাহার অভ্যুদয়, রক্ষা, শিক্ষা ও বিকাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান পরিবার।

প্রথম, পরিবারের ভিত্তি স্থাপন প্রণয় ও পরিণয়ে। পুরুষ ও রমণী যখন প্রণয় দ্বারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন, তখন কি তাঁহারা অনুভব করেন, ঈশ্বর কিরূপ বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিতেছেন? তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাব-নিহিত প্রবৃত্তির গুণেই পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় হস্তে এই প্রণয় তাঁহাদের উভয়ের শিক্ষা ও বিকাশের একটী অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ হয়। মানুষ আপনাকে না ভুলিলে অপরে ডুবিতে পারে না। যেখানে আত্মবিস্মৃতি নাই; কিন্তু স্বসুখপরতা আছে, সেখানে প্রণয় নাই, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে। প্রণয়ের মূলময় আত্মবিস্মৃতি। আত্মবিস্মৃতি দিয়া যে শিক্ষার আরম্ভ তাহার আধ্যাত্মিক ফল কিরূপ তাহা একবার ধীরচিত্তে চিন্তা কর। এই জন্য অনেক বার দেখা গিয়াছে, এক জন পুরুষ, দুর্বৃত্ত, যথেচ্ছাচারী, নিকৃষ্ট সুখপ্রিয় ও নিকৃষ্টচেতা ছিল; কালক্রমে কোন পবিত্রহৃদয়া রমণীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইল; সেই প্রণয় তাহাকে নবজীবন ও ধর্ম্মজীবন আনিয়া দিল; সেই প্রণয় তাহাকে জন্মের মত পাপপথ হইতে উদ্ধার করিল! প্রণয়ের মহিমা কোন কবি বর্ণনা করিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং আমিও সে প্রয়াস পাইব না। কেবলমাত্র নিগূঢ় ভাবে এই রহস্যের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ, যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী যাহাদের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিল ও যাহাদের ক্রোড়ে চিরদিন প্রতিপালিত হইল, তাঁহারা যে হৃদয়কে আকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিলেন না, সেই হৃদয়কে অপর এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া এরূপ আকৃষ্ট ও সুখী করিল, যে তাহার হস্তে দেহ, মন, প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া মানুষ আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিল, ও তাহার সঙ্গে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। কি বিশ্বাস, কি নির্ভর! যাহাতে মানব-হৃদয়কে এই শিক্ষা দেয় তাহাতে কি বিধাতার হস্ত নাই?

Tight Binding

প্রণয় ও পরিণয় হইতে পরিবারের উৎপত্তি, তৎপরে প্রতিপদেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা। মানবচরিত্রকে যে সকল সদ্‌গুণে সমুন্নত করে তন্মধ্যে প্রীতি, নিঃস্বার্থতা, সংযম, ও দায়িত্ববোধ বা কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রধান। চিন্তা করিয়া দেখ, পিতামাতার ক্রোড়ে শিশুসন্তান জন্মিলেই তাঁহাদের অন্তরে এই চারিটী সদ্‌গুণের বিকাশ হয় কি না? প্রথমতঃ স্নেহের কি অপূর্ব্ব শক্তি! ইহা মনকে পবিত্র, সুস্নিগ্ধ ও নিঃস্বার্থ করে। পিতামাতার স্নেহ এবং শিশুসন্তানদিগের কপটতাশূন্য, চাতুরীশূন্য, সরলতাপূর্ণ গতিবিধি এই উভয়ে মিলিয়া পরিবার মধ্যে এমন এক প্রকার পবিত্রতার বায়ু প্রস্তুত করে, যাহাতে বাস করিলে উত্যক্ত চিত্ত পবিত্র ও শান্ত হয়। স্নেহ পিতামাতার চিত্তকে কেমন সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ করে। তাহা কি তাঁহাদের পক্ষে এক সুমহৎ শিক্ষা নহে? ইহা কতবার দেখিয়াছি যে এক জন উদ্ধত, গর্ব্বিত, আত্মম্ভরী ও নীরস-হৃদয় পুরুষ যাহাকে কেহই এবং কিছুতেই নরম করিতে বা বাঁধিতে পারে নাই, তাহাকে একটী ক্ষুদ্র শিশু এমনি বাঁধিয়াছে, যাহা এক গাছি তৃণের দ্বারা একটী মদমত্ত বারণকে বাঁধা অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প বিস্ময়কর নহে। এ কেমন শিক্ষা, এ কেমন গুরুর বিদ্যালয়!

তৎপরে নিঃস্বার্থতা; স্নেহই নিঃস্বার্থতা আনিয়া দেয়। সন্তানদিগের কল্যাণচিন্তায় পিতামাতাকে নিজ নিজ স্বার্থ ভুলিয়া যাইতে হয়। আপনারা না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, আপনারা না পরিয়া তাহাদিগকে পরাইতে হয়। ইহা কেমন শিক্ষা! তৃতীয়তঃ এই সঙ্গে সঙ্গেই সংযম অভ্যাস হইয়া যায়। সন্তানদিগের মুখ চাহিয়া পিতা মাতাকে সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়, তাঁহারা যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন না; যথেচ্ছ সঞ্চরণ করিতে পারেন না, যথেচ্ছ নিজ সুখবাসনাকে চরিতার্থ করিতে পারেন না; আপনাদের প্রবৃত্তি, রুচি, বাসনা, প্রভৃতিকে সংযত করিয়া চলিতে হয়। ইহাতে কি তাঁহাদের চরিত্রকে দৃঢ়, উন্নত ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন করে না? চতুর্থতঃ দায়িত্ববোধ; পরিবারের ন্যায় দায়িত্ববোধ-শিক্ষার উপযুক্ত স্থান কোথায় আছে? এই পারিবারিক ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা কর, শিশুটী আপনার মনে একাকী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, বরিত্রে বর্দ্ধিত করা কঠিন। এই জন্যই বিধাতা পরিবার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, আধ্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণ পিতা মাতা একাগ্র চিত্তে তাহার রক্ষা, শিক্ষা এবয়োবৃদ্ধদিগের সঙ্গে, দুর্ব্বল সবলের সঙ্গে, অজ্ঞ অভিজ্ঞের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রবল চিন্তাসঙ্গে একত্র বাস করিবে। এতদ্দ্বারা চরিত্রে বিশ্বাস, নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ কেমন দৃশ্য! যে নিজের অনির্ভর, বিনয় ভক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয়। তৎ সঙ্গে চিন্তা করিতে জানে না, ঈশ্বর তাহার জন্য চিন্তসঙ্গেই আত্ম শাসনেরও শক্তি জন্মে। শিশুর স্বভাব এই করিবার লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কেম, যাহা তাহার পক্ষে প্রীতিকর তাহাই সে লইতে চায়। বন্দোবস্ত! ইহাকেও যদি বিধাতার লীলা না বল তবৃত্তিকে যে নিরোধ করিতে হয় তাহা সে জানে না। বিধাতার লীলা কোথায় দেখিবে? ইহা দেখিয়াই প্রাচীহার ইচ্ছা যখন জনকজননীর ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতে কালের সাধুগণ পিতামাতাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াকে, তখনি সে অনুভব করে, এজগতে তাহার ইচ্ছা ছিলেন, তাহা কি অত্যুক্তি? যিনি জনক জননীকেমাত্র ইচ্ছা নহে, এজগতে তাহাকে আত্মশাসন করিয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া দেখিতে সমর্থ নহেন তাঁহালিতে হইবে। এই শিক্ষা মানবের পক্ষে অতীব বিশ্বাসচক্ষু পাইতে এবং বিধাতার বিধাতৃত্বের মর্ম্ম গ্রহণবান। কারণ আত্মশাসন শক্তির উপরেই মানবের করিতে এখনও বিলম্ব আছে। দায়িত্ববোধের সর্ব্ববিধ উন্নতি নির্ভর করে। যে সকল বালক বালিকা মানব চরিত্রকে গঠন করিবার উপাদান অতি অল্পই আছে। ছাচারিতাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহারাই উত্তর কালে আত্ম-সুতরাং পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ন্যায় মানবে যমে অসমর্থ হইয়া পাপে পতিত হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল স্থান অল্পই দেখিতে পাওরিবার মধ্যে বিধাতা মানবের শিক্ষার কি উৎকৃষ্ট উপায় যায়। হিত করিয়া রাখিয়াছেন! এই জন্য নিম্নলিখিত

পিতা মাতার পক্ষে যেরূপ, সন্তানদিগের পক্ষেথাটীকে মানবের সামাজিক উন্নতির মূলমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ সেইরূপ। যেমন কুলায়ের মধ্যে পক্ষিশাবক জল যারা যাইতে পারে:—সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পারিবারিক হইতে সুরক্ষিত হইয়া নিরাপদে বাস করে, সেইরূবনের উন্নতি বিধান কর, তাহাদের গৃহকে জ্ঞানে ধর্ম্মে গৃহমধ্যে মনুষ্যশিশু সমাজের বিবাদ বিদ্রোহ পাপ তাপেন্নত ও আকর্ষণের পদার্থ কর, তাহা হইলে তাহাদের উত্তাপ হইতে সুরক্ষিত হইয়া বাস করে; এবং পামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির সূত্রপাত মাতার সন্নিধানে থাকিয়া, বিশ্বাস, নির্ভর, গুরুভক্তিথিতে পাইবে।*
ও আত্মশাসন শিক্ষা করে। ইহার সকল গুলিই ধ

টিসিয়াস-লিখিত ভারত-বিবরণী।

জীবনের ভিত্তি স্থাপন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা কর
ইহার মধ্যে গুরুভক্তি ও আত্মশাসন সম্বন্ধে বি
বলা আবশ্যক। বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের প্র
সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি মানবের ধর্ম্মজীবনের একটী প্র
উপাদান। এই শ্রদ্ধাভক্তি যে চিত্তে নাই, তাহা
বিনয় নাই এবং তাহাতে ঈশ্বরভক্তিও সমুচিত
বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বিনয় ধর্ম্মের প্রথ
ইহা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন গঠন হয় না। এই শি
ভক্তিভাজন ব্যক্তিদিগের চরণে বাস না করি
জন্মে না। কেবল মাত্র উপদেশের দ্বারা ইহা মাধবনাথ শাস্ত্রী এম-এ প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশে
সিয়াস নামক একজন প্রতিভাশালী চিকিৎসাব্যবসায়ীর
াবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার যশোরাশি দেশে বিদেশে
কীর্ণ হইয়া পড়ে। পারস্যের অধিপতি দ্বিতীয় দারিয়াস
াহার যশোকাহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্ব-দরবারে
াহ্বান করেন। তদনুসারে টিসিয়াস জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যে উপনীত হন এবং একাদিক্রমে সপ্তদশ বৎসর তত্রত্য রাজসভার ভূষণ স্বরূপ অবস্থিতি করেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

চিকিৎসা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের আলোচনাতেই টিসিয়াসের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় নাই। দর্শন, কাব্য ও ইতিহাসের অনুশীলনেও তাঁহার আনন্দ ছিল। তিনি পারস্য দেশের এক সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ। আমরা তাঁহার আর একটি কীর্ত্তিকাহিনীর উল্লেখ করিতেছি। ইহা তাঁহার লিখিত ভারত-বিবরণ। টিসিয়াস কখনও স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দর্শন করেন নাই। তৎকালে নানা কার্য্যোপলক্ষে পারসীক রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন; তদ্ব্যতীত বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষীয়দেরও পারস্য দেশে গমনাগমন ছিল। টিসিয়াস পারসীক রাজপুরুষ এবং ভারতবাসীর প্রমুখাৎ যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

টিসিয়াস-লিখিত বিবরণ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোটিয়াস নামক একজন লেখক ঐ বিবরণের এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করেন, তাহাই এখন বিদ্যমান আছে; এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি গ্রীক ইতিহাসেও টিসিয়াস-লিখিত বিবরণের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই সমুদয় হইতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু টিসিয়াস অলৌকিকতা-প্রিয় ছিলেন; তাঁহার সমালোচনা শক্তিও তাদৃশ প্রখর ছিল না। এই কারণে তাঁহার লিখিত ভারত-বিবরণ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট এবং অলৌকিক বিবরণে পূর্ণ। ফলতঃ তদীয় বিবরণে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের অবস্থার যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থলেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। একারণ পুরাতত্ত্ববিদ্ সমাজে টিসিয়াসের উচ্চাসন ছিল না। তথাচ তল্লিখিত বিবরণ পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করিত। টিসিয়াসের বর্ণিত অলৌকিক কাহিনী অতি-প্রাকৃত-বিশ্বাসীদিগকে মুগ্ধ করিত; এবং সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকই তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা, সরলতা এবং মধুরতায় প্রীত হইতেন। অন্য একটি কারণেও তাঁহার লিখিত ভারত-

* কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

বিবরণ পাঠকসমাজের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল ; আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ জন্য টিসিয়াসের গ্রন্থই গ্রীকগণের এক মাত্র অবলম্বন ছিল। যাহা হউক, টিসিয়াস-লিখিত ভারত বিবরণ অদ্যাপি পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপন করিয়া থাকে। আমরা এখানে সে বিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষের আয়তন এসিয়ার অবশিষ্ট দেশ সমূহের তুল্য। ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

অন্য স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষের সূর্য্য দশগুণ বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতের উষ্ণতা বড় বেশী ; তাদৃশ উষ্ণতা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ঝটিকা বা বৃষ্টি নাই ; একমাত্র নদনদীর জল দ্বারাই সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু সময় সময় প্রবল ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া থাকে, এই বায়ুমুখে যাহা কিছু পতিত হয়, তাহাই সুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়। সূর্য্যোদয়ের ভ্রময় প্রকৃতি সুশীতল থাকে, কিন্তু দিবা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য উষ্ণতা উপস্থিত হয়।

ভারতবর্ষীয়েরা আকর হইতে লৌহ ও স্বর্ণ উত্তোলন পূর্ব্বক দ্রব করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত লৌহ ও স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত আছেন। তাঁহারা নদনদী-গর্ভস্থ বালুকা হইতেও স্বর্ণ সংগ্রহ করেন।

টিসিয়াস লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় শুপারী অন্যান্য স্থানের শুপারী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের মনে হয়, এই ফল ভারত-জাত নারিকেল ব্যতীত আর কিছু নহে।

সিন্ধুভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। ভারতবাসীরা বাঁশ দ্বারা এক প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করে ; এই সকল নৌকায় তিন চারি জন লোক আরোহণ করিতে পারে।

টিসিয়াসের লিখিত বিবরণে আমরা বৃক্ষত্বকনির্ম্মিত এক প্রকার অঙ্গরাখার উল্লেখ দেখিতে পাই। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতীয়গণ বৃক্ষত্বক দ্বারা অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিত, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

টিসিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিন্ধু দেশবাসীরা প্রকার জলজন্তুর তৈল প্রস্তুত করিত ; এই তৈলের স প্রকার জিনিস প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা ছি এই বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন তৎকালে ভারতবাসীরা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার অব ছিলেন।

টিসিয়াসের সময়ে ভারতবর্ষে সুরাপান প্রচলিত ছি তদীয় গ্রন্থে আমরা এক প্রকার সুমিষ্ট সুরার উ দেখিতে পাই ; আঙ্গুরফল ভারতবর্ষে চিরকালই দুষ্প্রা সম্ভবতঃ তাল ও ইক্ষুরসের সংমিশ্রণে এই সুরা প্র হইত।

গ্রীক ইতিহাস সমূহে টিসিয়াস-লিখিত বিবরণীর সকল সকল অংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতে ভার পশুপক্ষীর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন অনেক স্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও প্রদত্ত হইয়া একারণ অনুমিত হয় যে, টিসিয়াস ভারতবাসীর আ ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করি ছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এতৎ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ।

টিসিয়াস ভারতীয় পশু পক্ষীর যে বিস্তৃত বিবরণ রা গিয়াছেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবে বিবেচনায় এখানে কেবল ভারতবাসীর আচার ব্যব রীতি নীতি সম্বন্ধে লেখা হইল।

ভারতবাসীরা অনেকে কৃষ্ণবর্ণ ; কিন্তু গ্রীষ্মাধি নিবন্ধন তাহাদের বর্ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এরূপ নির্দ্দেশ যাইতে পারে না, কারণ ভারতবর্ষে সুগৌর নরনারী অভাব নাই। ভারতবাসী ন্যায়পরায়ণ, রাজভক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে ভয়শূন্য ; তাঁহাদের ব্যবহারশাস্ত্রের বি সমূহ এবং আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট। ভারতবাসীরা দর্শন উপলক্ষ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করেন ; এই তীর্থে চন্দ্র ও সূর্য্য পূজিত হন। ভারতবাসীরা অতি দীর্ঘজী ভারতবর্ষে দুই শত বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও দেখিতে পা যায়। শীতল জলের ব্যবহারে নানা ব্যাধি উপশমিত হই পারে, এই তত্ত্ব ভারতবাসীর নিকট পরিজ্ঞাত ; অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমা

ভাব হইলে তাহাকে এক প্রকার ঔষধ-মিশ্রিত সুরা নার্থ দেওয়া হয় ; অভিযুক্ত ব্যক্তি এই সুরা বা ঔষধ ন করিয়া মত্ততা বশতঃ আত্মদোষ ব্যক্ত করে। নরত্যাকারীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। রতবাসী শশক ও শৃগাল শিকার করিবার সময় কুকুর য়োগ করে না ; শকুনি, কাক এবং বাজপক্ষী শিক্ষিত রিয়া তাহাদিগকে মৃগয়ায় নিয়োজিত করিয়া থাকে।

টিসিয়াস সর্ব্বত্রই মাত্র এক জন নরপতির উল্লেখ রিয়াছেন। কিন্তু এই কারণে তৎকালে সমগ্র পশ্চিম রতে এক জন অধিপতি রাজত্ব করিতেন বলিয়া নির্দ্দেশ রা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ তৎকালে পশ্চিম ভারতে একাক নরপতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এই রাজন্য বৃন্দধ্য মাত্র এক জনের বিষয় টিসিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন, ইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

টিসিয়াস স্বীয় গ্রন্থে দক্ষিণাপথবাসী একটি অসভ্য তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা পর্ব্বত-গহ্বরে বাস ং তৃণ বা বৃক্ষপত্র রচিত শয্যায় শয়ন করিত। তাহারা পরিষ্কার করিতে পারিত ; তাহাদের স্ত্রীপুরুষগণ হস্ত-নির্ম্মিত সুন্দর পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত ; তাহাদের যা যাহারা সবিশেষ ধনশালী ছিল, কেবল তাহারাই র্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিত। তাহারা বহুসংখ্যক গর্দ্দভ মেষ পালন করিত, এই সকলই তাহাদের সম্পদ বলিয়া রগণিত ছিল। দুগ্ধ, ফল ও মৃগয়ালব্ধ সূর্য্যাকর-শুষ্ক স তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী ছিল। তাহারা অসভ্য লেও ন্যায়পরায়ণ ছিল। পরের অনিষ্ট সাধন হইতে দূরে কত। তাহারা সুসভ্য আর্য্যগণের সহিত ব্যবসায় ণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তাহারা প্রতি বৎসর দক্ষিণাপথের র্য্যনরপতিকে শুষ্ক ফলাদি বহুবিধ সামগ্রী উপহার ান করিত। আর্য্যনরপতিও প্রতি পঞ্চম বৎসর াদিগকে ধনুর্ব্বাণ, মৃগয়া ও যুদ্ধের উপকরণ রাজপ্রসাদ প দিতেন।

বস্তুতঃ টিসিয়াসের প্রাগুপ্ত বিবরণ হইতে তৎকালে র্য্যজাতির সহিত অনার্য্যজাতির কীদৃশ সম্পর্ক এবং র্য্যজাতির সংশ্রবে অনার্য্যজাতি কি ভাবে সভ্যতা করিতেছিল, আমরা তাহার আভাস প্রাপ্ত হই। অনতিক্রম্য পর্ব্বত অনার্য্যদিগকে পরাধীনতার হস্ত হইতে রক্ষা করিত ; কিন্তু তথাপি তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী আর্য্যজাতির সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদের সহিত শান্তিতে বাস করিবার জন্যই প্রয়াসী ছিল। অনার্য্যগণ আপনাদের সংসারযাত্রার সৌকর্য্য সাধন জন্য আর্য্যজাতির সংশ্রবে আসিত এবং তৎকালে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের অধীন হইয়া পড়িত।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সায়ংকালে আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ সমাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজও গত রবিবারের ন্যায় মন্দির লোকপূর্ণ, কিন্তু আচার্য্যের মুখে আজ সে প্রফুল্লতা, সে উৎসাহ নাই। তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন দীর্ঘকাল কঠিন রোগে ভুগিয়া সম্প্রতি উঠিয়া আসিয়াছেন। আচার্য্য-পত্নী আজ মন্দিরে আসেন নাই। সেই মুদ্রাকরের মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক পরে তাহার শিশু কন্যাটী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তিনি তাহাকে লইয়া গৃহেই রহিয়াছেন।

উপাসনা কালে যথা সময়ে পাঠ করিবার জন্য আচার্য্য তাঁহার লিখিত উপদেশটী খুলিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষের সমক্ষে যেন সেই মৃত মুদ্রাকরের মুখচ্ছবি ভাসিতে লাগিল, তিনি আর উপদেশ পড়িতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে সেই লিখিত উপদেশটী এক ধারে রাখিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য মৌখিক বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

মন্দিরের লোক তাঁহাকে এইরূপে উপদেশ দিতে কখনও দেখে নাই। তিনি চিরদিনই তাঁহার উপদেশের প্রত্যেকটী কথা সযত্নে লিখিয়া আনিতেন। আজ তাঁহার উপদেশ যেন তেমন হৃদয়গ্রাহী হইল না। তিনি যেন কেমন দ্বিধার সহিত কথা বলিতেছিলেন। কি একটা মহৎ ভাব যেন তাঁহার মনের মধ্যে সংগ্রাম করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার ভাষায় সেই ভাব ঠিক প্রকাশিত হইতেছিল না। উপদেশের পর বেদী হইতে নামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ—

"আমাদের সেই ভাই—(আচার্য্য অমরেন্দ্র নাথের মুখে এই ভাষা একটু আশ্চর্য্য শুনাইল)—আজ সকালে চলে গিয়েছেন। আমি এখনও তাঁর সব ইতিহাস জান্‌তে পারি নাই। তাঁর এক ভগ্নী পূর্ব্ববাঙ্গলায় বাস করেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু আজও উত্তর পাই নাই। তাঁর ছোট মেয়েটী আমাদের কাছে আছে—আমাদের কাছেই থাক্‌বে।"

একটু থামিয়া আচার্য্য গৃহের চারিদিকে একবার চাহিলেন। তাঁহার সমগ্র আচার্য্য-জীবনে তিনি চতুর্দ্দিকে এত আগ্রহপূর্ণ মুখ আর কখনও দেখেন নাই। যে সংগ্রাম তাঁহার হৃদয়কে তখনও আন্দোলিত করিতেছিল, যে শিক্ষা আজ তাঁহার প্রাণে নূতন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসক-মণ্ডলীকে তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই বোধ হইতেছিল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ভাবের তরঙ্গ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়েও আসিয়া আঘাত করিয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"গত রবিবারের ঘটনা আমার হৃদয়ে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। আমি আপনাদের নিকট আজ গোপন করব না, যে সেই আগন্তুকের কথা এবং তার পর আমাদের বাড়ীতে তাঁর মৃত্যু আমার মনে সজোরে এই প্রশ্ন উপস্থিত করেছে, 'মহাপুরুষদিগের অনুসরণ' কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? এমন ভাবে নিজেকে এই প্রশ্ন আমি পূর্ব্বে কখন করি নাই; কিন্তু আমি যতই এবিষয় ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে, তিনি যা বলেছিলেন তা অতি সত্য। আমরা হয় যথার্থ উত্তর দিবার জন্য এ প্রশ্নের সম্মুখীন হব, না হয় আমাদিগকে ব্রাহ্ম নামের কলঙ্কস্বরূপ হতে হবে—মহাপুরুষদিগের প্রশংসা-গানে বিরত হতে হবে। আমি এখন প্রতিদিন বেশী করে অনুভব করছি, যে গত সপ্তাহের ঘটনা আমাদিগকে জাগিয়ে দিবার জন্যই এসেছিল। এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তরও আমি পেয়েছি, আর আমার মনে হচ্ছে, সে কথাটা উত্থাপন করবার এখনকার চেয়ে আর উৎকৃষ্ট সময় কখনও হবে না।"

আচার্য্য আবার থামিলেন এবং সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। উপাসকমণ্ডলীর কয়েকটী দৃঢ় উৎসাহী সভ্যকে তিনি উপস্থিত দেখিতে পাইয়া 'দৈনিক' সংবাদ পত্রের সম্পাদক অরবিন্দ সে দেখিতে পাইলেন। পনর বৎসর হইল তিনি ব্রাহ্মস যোগ দিয়াছেন, সমাজে তাঁহার ন্যায় সম্মানিত অতি অল্পই আছেন। নবীনচন্দ্র দাস আসিয়াছি তিনি রেলওয়ে বিভাগে উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। কল অধ্যাপক আনন্দমোহন সরকার উপস্থিত ছি "ভারত-ভাণ্ডারের" অধ্যক্ষ কালীমোহন গুপ্ত আ ছিলেন। তিনি কলিকাতার একজন বড় ব্যব তাঁহার অধীনে প্রতিদিন দুই তিন শত লোক কাজ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায় আসিয়াছিলেন। ম হইলেও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকরূপে তিনি ইতিমধ্যেই খ্যা করিয়াছেন। যুবক সুরেশচন্দ্র বসু আসিয়াছি একখানি সুন্দর উপান্যাস লিখিয়া তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সম্প্রতি আর একখানি লিখিতে কুমারী নলিনী রায় আসিয়াছিলেন। ধনশালী মৃত্যুতে সম্প্রতি তিনি অগাধ ধনরাশির উত্তরাধি হইয়াছেন। উপরে গ্যালারিতে সরলা বসু এই ঘটনা তাঁহার হৃদয়েও বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিল। সকলের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে ভাবিতেছিলেন, তিনি যে কঠিন সংকল্পের কথা 'ইঁহাদিগকে বলিতে যাইতেছেন এঁরা কয়জন তাতে দিবেন? তিনি ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন

"আমি যা বল্‌তে যাচ্ছি তা কারও অস্বাভাবিক অসাধ্য ব'লে মনে করা উচিত নয়। সকলে যা' ক'রে বোঝেন সেই জন্য আমি আমার সংকল্পের স্পষ্টরূপে এবং সরল ভাবে বলতে চেষ্টা করব। ব্রাহ্মসমাজ থেকে এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক চাই এক বৎসরের জন্য এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ' জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে 'মহাপুরুষেরা কি কর্‌তে প্রশ্ন করার পর মহাপুরুষেরা যা কর্‌তেন ব'লে তাঁরাও ঠিক তাই করবেন—ফলাফল যাই হোক। অবশ্য এই সেবকদলের মধ্যে নিজেকেও গণ্য কর আমি এখানেই ব'লে রাখ্‌ছি যে সমাজের কোন ব্যক্তি

বিষয়ে আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হবেন না এবং আমি ই করি না কেন, যদি তাঁরা মনে করেন যে মহাত্মারাও াই কর্‌তেন তবে তা'তে বাধা দেবেন না। আমি কি ামার কথার অর্থ ভাল করে প্রকাশ কর্‌তে পেরেছি?

যাঁরা এই সেবক দলভুক্ত হ'তে চা'ন তাঁরা াসনার পর এখানেই থাক্‌বেন।

আমাদের জীবনের পরিচালক হবে, 'মহাপুরুষেরা কর্‌তেন, এই প্রশ্নের উত্তর; আমাদের লক্ষ্য ব ফলাফল নিরপেক্ষ হ'য়ে প্রতিপদে 'মহাত্মাদের অনু- রণ।' এক কথায়, সকল কালের সকল দেশের াপুরুষদের ধর্ম্মের সার গ্রহণ ক'রে আমরা সেই অনুসারে ব।"

আচার্য্য আবার থামিয়া চারিদিকে চা'হিলেন। তাঁহার দৃষ্টতঃ সামান্য সংকল্প মন্দিরগৃহে যে ভাবের সঞ্চার রল তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। নরনারী বিস্ময়ে স্পরের দিকে চাহিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং মহাপুরুষদের শিষ্যত্বের এরূপ বর্ণনা রেন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার আশা করেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে সকলের মনেই সংগ্রাম উপস্থিত হইল। াটা সকলেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ন্তু মহাপুরুষদের শিক্ষা এবং কার্য্য সম্বন্ধে অনেকেরই র বিভিন্নতা ছিল।

আচার্য্য ধীরভাবে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলেন। া শেষ গান ধরিলেন এবং জনসংঘ মন্দির হইতে রে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

উত্তেজিত জনমণ্ডলী মন্দিরের ভিতরে এবং বাহিরে াইয়া এই বিষয়ে কথা বলিতে লাগিলেন। আচার্য্যের প্রস্তাব নিশ্চয়ই গভীর আলোচনা-সাপেক্ষ।

কিছুক্ষণ পরে আচার্য্য যাঁহারা থাকিতে ইচ্ছা করেন াদিগকে উপরে যাইতে বলিলেন। তিনি নিজে রের সম্মুখে কয়েক জনের সহিত কথা বলিতে লেন।

যখন তিনি মন্দিরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন তখন র জনশূন্য। আচার্য্য উপরে গেলেন এবং উপস্থিত দিগকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। সমাজের কোন্ ব্যক্তি আসিবেন এবং কোন্ ব্যক্তি আসিবেন না সে বিষয় তিনি পূর্ব্ব হইতে কোন কল্পনাই করেন নাই; কিন্তু এই কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে যে এত লোক আসিবেন তাহা তিনি কখনই আশা করেন নাই।

সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সরলা বসু, নলিনী রায়, অরবিন্দ সেন অধ্যাপক আনন্দমোহন, রেলওয়ে কর্ম্মচারী নবীনচন্দ্র দাস, কালীমোহন গুপ্ত, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং সুরেশচন্দ্র বসু ছিলেন।

আচার্য্য তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ; ভাবাবেগে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কাঁপিতেছিল। তিনি কি করিবেন? এতদিনের অভ্যাস, চিন্তা বাক্য ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইবে তাহা তাঁহাকে কে বলিয়া দিবে? কি যে হইতেছে এবং হইতে যাইতেছে তাহা তিনিই তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে সে সময় এই ধূলিমাখা পৃথিবী হইতে বহু উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

সমবেত নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, এই সময় সর্ব্বপ্রথম উচ্চারণ করিবার উপযুক্ত বাক্য—প্রার্থনা। তিনি সকলকে তাঁহার সহিত প্রার্থনায় যোগ দিতে বলিলেন। সেই সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সকলের হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করিল, সকলে অন্তরে ঈশ্বরের সান্নিধ্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। সে স্থান পরম মঙ্গলময়ের পবিত্র সত্তাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রার্থনার পর সকলেই কিছুকাল নীরব রহিলেন। সকলের মস্তক ভক্তির সহিত অবনত হইল। আচার্য্যের মুখ অশ্রুসিক্ত। অতি ধীরভাবে তিনি বলিলেন :—

"আমরা কি কর্‌তে যাচ্ছি তা আমরা সকলেই বুঝ্‌তে পারছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি—"দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কাজ করবার পূর্ব্বে 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' এই প্রশ্ন করব এবং মহাপুরুষেরা যা করতেন ব'লে বুঝ্‌ব—ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে তাই করব।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমার জীবনের উপর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এসে পড়েছে, তা আমি আপনাদের এক সময় বল্‌ব, এখন নয়।

গত রবিবারের পর থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা আমাকে আমার পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে এতদূর অসন্তুষ্ট করে তুলেছে যে আমি এই উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। একা একাজ আরম্ভ কর্‌তে আমার সাহস হয় নাই। আমি জানি, এসব বিষয়ে আমি এক অদৃশ্য প্রেমের হস্ত দ্বারা চালিত হচ্ছি ; নিশ্চয় সেই একই পবিত্র প্রভাব আপনাদেরও চালিত করেছে।

আমরা কি দায়িত্ব গ্রহণ কর্‌তে যাচ্ছি তা কি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝেছি ?"

সরলা বলিলেন—"আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে।"

সকলে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখের উপর এমন একটা সৌন্দর্য্য আসিয়া পড়িয়াছিল, যাহার সহিত পার্থিব কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে না।

তিনি বলিলেন, "আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুসারে আমরা কি করে বুঝব যে মহাপুরুষেরা আমাদের অবস্থায় কি করতেন ? আমার অবস্থায় মহাপুরুষেরা কি কর্‌তেন তা আমাকে কে ব'লে দেবে ? এটা স্বতন্ত্র কাল—আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতায় এমন অনেক কঠিন প্রশ্ন আছে, যা মহাত্মারা তাঁদের শিক্ষার ভিতরে উল্লেখ ক'রে যান নাই। আমি কি করে বুঝ্‌ব তাঁরা কি কর্‌তেন ?"

আচার্য্য বলিলেন—"মহাপুরুষদের চরিত্র ভক্তির সহিত অনুশীলন, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ছাড়া এর অন্য কোন উপায় আছে ব'লে আমি জানি না। তিনিই আমাদের সত্যের পথে চালাবেন। মহাপুরুষেরা কি করতেন তা আমাদের নিজেদের জ্ঞান অনুসারেই ঠিক কর্‌তে হবে। ঈশ্বর আমাদের একমাত্র সহায়।"

নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাপুরুষেরা কর্‌তেন মনে ক'রে আমরা যখন কোন কাজ করব তখন যদি অন্য কেউ বলেন যে মহাপুরুষেরা তা কর্‌তেন না ?"

"আমরা তাঁদের বাধা দিতে পার্‌ব না, কিন্তু আমরা নিজেদের কাছে সম্পূর্ণরূপে খাঁটি থাক্‌ব।"

অধ্যাপক আনন্দমোহন বলিলেন :—"কিন্তু
আমরা 'মহাপুরুষদের অনুসরণ' মনে ক'রে যা
সমাজের অন্য লোক তা'কে মহাপুরুষদের বিরুদ্ধ আ
ব'লে মনে কর্‌তে পারেন। আমাদের আচরণ সক
মতানুসারে মহাপুরুষদের মত কি করে কর্‌ব ? স
বিষয়ে সকলের পক্ষে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হ
কি সম্ভব ?"

আচার্য্য কিছুকাল নীরব রহিলেন। তাহার
বলিলেনঃ—"না—আমরা তা আশা কর্‌তে পারি
কিন্তু যখন আমরা প্রকৃত ভাবে, সততার সহিত
পুরুষদের পদানুসরণ কর্‌তে চাইব তখন আমাদের নিজে
মনে কিম্বা অপরের বিচারে কোন রকম বিঘ্ন হবে
আমি বিশ্বাস করি না। আমরা অতিরিক্ত ব্যস্ততা
অতিমাত্র সতর্কতা থেকে মুক্ত থাক্‌ব। মহাপুরু
দৃষ্টান্ত যদি জগতের দৃষ্টান্ত হয় তাহ'লে জগতের
নিশ্চয়ই ধীরতার সহিত তাঁদের অনুসরণ কর্‌বে।
দের এই মহাসত্য মনে করে রাখ্‌তে হবে যে অ
ঈশ্বরের কাছে 'মহাপুরুষেরা কি কর্‌তেন' এই
জিজ্ঞাসা কর্‌ব এবং তার যা উত্তর পাব ফলাফল নির
হয়ে সেই অনুসারে আমাদের কাজ কর্‌ব। এটা
সকলে বুঝেছেন ?"

সকলের মুখ নীরব সম্মতিতে আচার্য্যের দিকে
হইল। সকলেই এই বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলে

আচার্য্য যখন তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলেন,
হৃদয় আবার কম্পিত হইল।

তাঁহারা আরও কিছুক্ষণ এই বিষয়ে আলোচন
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং এ বিষয়ের অ
সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে পরস্পরের সহিত কথা ব
স্থির করিলেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার প্রার্থনা করি
ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাবে আবার তাঁহাদের
পূর্ণ হইল। তাঁহারা নীরবে গৃহত্যাগ করি
চলিয়া যাইবার সময় সকলে আচার্য্যকে প্রণাম করি
তিনিও সকলকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ দান করি
তাহার পর তিনি নীচে আসিয়া একাকী বেদীর
বসিলেন। সেই খানে তিনি কতক্ষণ সেই ভাবে ঈশ্ব

ত্মসমর্পণ এবং প্রার্থনায় কাটাইলেন তাহা কেহ জানে
। নির্জ্জনে, নীরব নিশীথে তাঁহার হৃদয় শক্তি ও জ্ঞানের
ক্রন্দন করিয়া উঠিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি জানিতে
রিলেন না, যে আজ এমন এক মহা আন্দোলনের সূত্র-
ত হইল যাহা শুধু কলিকাতায় নয়, শুধু বঙ্গে নয়—সমগ্র
রতে একদিন যুগান্তর আনয়ন করিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

কাউণ্টেস্ সিলিনা।

সত্যানুরাগী ব্যক্তিরা সকল সময়েই সকল দেশ ও
তি হইতে সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। রমণীকুলের
এ দেশে যেমন উচ্চ জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে
স্থিত হয়, তেমনি প্রতীচ্য জগতের অনেক রমণী-
নের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তও আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া
,—তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া
। আমাদের দেশই কেবল সাধুতার একমাত্র স্থল
মনে করিয়া, অন্যান্য দেশের জীবনী পর্য্যালোচনায়
রা বীতরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহারা আপনাদিগের
কে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া নিজেদের
ল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিষ্টার সায়ার প্রদেশের ষ্ট্যানটন
স্থানে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট সিলিনা সার্লে
গ্রহণ করেন। ইনি ভবিষ্যতে কাউন্টেস অব হন্টিং-
নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-
নী নরনারী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, অনেক সময়,
জীবনেই তাঁহাদিগের ভাবী মহত্ত্বের কোন না কোন
লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিলিনার জীবনেও
অভাব হয় নাই ; কৈশোরেই তাঁহার তীক্ষ্ণ
ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যে সময়
বালিকারা বাল্যক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে,
সময়েই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্ম ভাবের স্ফূরণ হইয়াছিল,
হৃদয় মনে গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। একটি
তাঁহাকে বাল্য জীবনের প্রারম্ভ হইতেই, পারলৌকিক
র নিমিত্ত প্রস্তুত করিবার জন্য ধর্ম্ম ও নীতির পথে
আকর্ষণ করিয়াছিল। কথিত আছে, ইউরোপের প্রধানতম ধর্ম্মসংস্কারক ধর্ম্মবীর মার্টিন লুথার, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তাঁহার নিকটেই অশনিপাতে একটী বন্ধুর মৃত্যু দেখিয়া আজীবন ধর্ম্মের কঠিন নিয়মে আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সিলিনা যখন নয় বৎসরের বালিকা তখন একটী সমবয়স্কা বালিকার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে দেখিয়া পরলোকের চিন্তায় এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন, যে জীবনে তিনি ইহার প্রভাব কখনও বিস্মৃত হন নাই।

যে জীবনের পথ অনুসরণ করিয়া নরনারী প্রকৃত সুখ ও শান্তির অধিকারী হইয়াছে, সেই জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি তদ্গত চিত্তে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং প্রাণ বিনিময়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পরিত্রাণপ্রদ শক্তি লাভ করাই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা বলিয়া অনুভব করিলেন।

কুমারী সিলিনা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বাল্যের রূপলাবণ্য যৌবনে আরো ফুটিয়া উঠিল ; বিকাশোন্মুখ ফুলের কোরকের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্ম ও ভক্তিভাবের কোরকগুলিও ক্রমে বিকশিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের চিরসহচারিণী বৈরাগ্যকেই চির আশ্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্পই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মভাবের এই প্রবল আধিক্যে তিনি খৃষ্টীয় জগতের রোমান ক্যাথলিক অথবা প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অনেক অপরিণামদর্শী কুমারীর ন্যায় আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া জীবন যাপনের সংকল্পে আপনাকে আবদ্ধ করেন নাই ; কিন্তু তিনি সতত এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "ধর্ম্মে উদাসীন, কেবল ইহসংসারের আমোদেই মত্ত, এইরূপ স্বামী অথবা এরূপ পরিবার যেন আমার ভাগ্যে না ঘটে।"

বিধি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিলেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি হন্টিংডনের প্রভূত ধনশালী আর্ল থিওফিলাসের সহিত পরিণীতা হইলেন। থিওফিলাস তাঁহার পত্নীর ঈদৃশ ধর্ম্মপ্রবণতার বিশেষ পক্ষপাতী না হইলেও তাঁহার ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়া সে পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত করেন নাই।

ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন, যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সুশিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে আপনাদিগের প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ইঁহাদিগের প্রভাবে বিলাসপ্রিয় ইংরাজ-সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; জন ওয়েসলি ও জর্জ্জ হুইটফিল্ড এই ধর্ম্মোদ্দীপনার প্রধান কারণ। এই অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদিগের স্বার্থত্যাগ, ও প্রচারের গুণে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত, ইঁহাদিগের মুখঃনিসৃত পরিত্রাণের বার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য অসংখ্য শ্রমজীবী সমবেত হইত,—কয়লার ধূলায় ধূসরিত কয়লার খনির কুলিরা দলে দলে উপস্থিত হইত, এবং ইঁহাদিগের মুখ হইতে যখন যীশুর প্রেমের কথা শ্রবণ করিত, তখন তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে মুক্তার ন্যায় পবিত্র অশ্রুবারি নির্গত হইয়া তাহাদিগের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিত।

এই ধর্ম্মান্দোলনের তরঙ্গ যে কেবল দরিদ্রদিগের হৃদয়তন্ত্রীই বাজাইয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে; সে প্রভাব ধনীদিগের প্রাণকেও স্পর্শ করিয়াছিল। হর্টিংডনের কাউণ্ট থিওফিলাসের প্রাসাদেও উহার প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। থিওফিলাসের দুই ভগ্নী মারগারেট হেষ্টিংস ও বেটে হেষ্টিংস একদিন এই মেথডিষ্টদিগের প্রচার দেখিবার জন্য গমন করেন। সে দিন বেঞ্জামিন ইয়া নামক একজন প্রচারক বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ভগ্নীদ্বয় বড়ই প্রীতিলাভ করেন। মারগারেট এই প্রচারকের সুললিত বক্তৃতায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে অবশেষে তাঁহারা উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপরিবার সংগঠন করিয়াছিলেন।

এই দুই ভগ্নী নিয়মিতরূপে ইহাঁদিগের প্রচার ক্ষেত্রে গমন করিয়া ক্রমে নিজেরাও প্রার্থনাশীলা হইয়া উঠিলেন, এবং প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনেরা যাহাতে তাঁহাদিগের এই শান্তির অধিকারী হইতে পারে তজ্জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মারগারেট হেষ্টিংস একদিন কথা প্রসঙ্গে ভ্রাতৃবধূ সিলিনার নিকট ব্যক্ত করেন যে, খৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি অন্তরের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন; সে এমন আনন্দ যে স্ব ভিন্ন আর কেহই বোধ হয় তেমন আনন্দের অধি হইতে পারে না। ইনি মেথডিষ্ট প্রচারকদি প্রাণপ্রদ প্রচারের কাহিনীও তাঁহার গোচর ননদিনীর এই বাক্য তাঁহার অন্তরের প্রধূমিত ধর্ম্মা ব্যজন করিয়া, আরও প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল। সিলিনা শান্তির জন্য ভগবানের উপর আরো নির্ভর হইতে যত্নবতী হইলেন এবং মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ সহায় হইয়া উঠিলেন।

ধর্ম্মপ্রবণতা অনেক সময় অজ্ঞানতা দূর করিতে সমর্থ হয় না। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি মানুষ অনেক সময়, আত্মার কোন অপরাধে পরলোকের ছবি তাঁহার সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল। এই পীড়া ভগবানের প্রতি নির্ভরের অভাব হেতুই উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি আরও ভাবে সেই ক্রুশবিদ্ধ প্রেমাবতার যীশুকে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ অর্পণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অতি অপূর্ব্ব। উহার মানুষ অনেক সময় কঠিন পীড়াকেও দূরে করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে যখন আবা বিশ্বাসের মিলন হয়, তখন মনিকাঞ্চনের যোগ থাকে। ইচ্ছা শক্তির দ্বারা, প্রার্থনা দ্বারা ম অনেক সময় অনেক রোগের হস্ত হইতে মু করে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া এই বিশ্বাসের প্রভা অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি ধী এই দারুণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ ক এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয় যীশুর প্রচারিত স্বর্গরাজ্য স্থাপনে অধিকতর রূপে হইয়া উঠিলেন।

ধনীর ঘরের মেয়েরা সংসারের বিলাসে বিমুখ হইলে দিগের নিকট তাহা বড় প্রীতিকর বোধ হয় না। লিনার ব্যবহারে তাঁহার স্বামীর বন্ধুদিগেরও যেন দাহ উপস্থিত হইল; সিলিনাকে এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা তে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহারা থিওফিলাসকে রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই বিফল ধর্ম্মানুরাগের জ্বলন্ত অগ্নি কে নির্ব্বাণ রিতে পারে? জন ওয়েসলি ও জর্জ্জ হুইটফিল্ড যেরূপ ব্যাকুলতার পরিচয় দিতেন, এবং পথে ও মাঠে কাশ্যরূপে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের জন্য যেরূপ বক্তৃতা রিতেন, বড় বড় গির্জ্জার ধর্ম্মযাজকদিগেরও তাহাতে বড় সহানুভূতি ছিল না। ডাক্তার জন বেনসন নামক একজন খ্যাত যাজক এক সময়ে সিলিনার স্বামী থিওফিলাসের ক্ষক ছিলেন; ইনি সিলিনার মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদানে ই বীতরাগ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু সেলিনা কিছুতেই লিত হইতেন না। ডাঃ জন বেনসন হুইটফিল্ডের াগুরু ছিলেন। সেলিনা তাঁহাকে বলিলেন, "দেখিবেন, পনার মৃত্যুশয্যায় আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, টফিল্ডের দীক্ষানুষ্ঠানই আপনার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ারবজনক দীক্ষানুষ্ঠান।" সিলিনার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবিকই ল হইয়াছিল। মৃত্যুকালে জন বেনসন হুইটফিল্ডকে কিয়া তাঁহার আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ রিয়াছিলেন।

মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সিলিনা অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের নানা স্থানে প্রচারার্থ তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীর্জ্জাঘর (Chapel) র্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। একটী গীর্জ্জাঘর তাঁহার জীবনের নেতাস্বরূপ জর্জ্জ হুইটফিল্ড স্বয়ং প্রতিষ্ঠা রেন। এই সকল গীর্জ্জায় সিলিনা নিজে বৃত্তি দিয়া চারক নিয়োগ করিয়াছিলেন। একবার এইরূপ টী গীর্জ্জাঘরে একটী মহিলা সংসারের বিলাসিতাকে তি তীব্র আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন; বিলাসপ্রিয় াজ দলের তাহা বড় ভাল লাগিল না, তাহারা াকে "বসো বসো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এমন সময় সিলিনা সেই মহিলার নিকটে গিয়া তাঁহার সত্যপ্রচারে নির্ভীকতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মধুর বচনে শ্রোতৃমণ্ডলীর উত্তেজনা নিবারণ করিলেন।

তিনি যে কেবল নরনারীর হৃদয়ে ভক্তি প্রচারের জন্য নানাস্থানে গীর্জ্জাঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি যুবকদিগের খৃষ্টধর্ম্মে মতি দৃঢ় করিবার জন্য থিওলজিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সংসারের শোক তাপ হইতে একেবারে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। তাঁহার দুইটী পুত্র অকালে পরলোক গমন করে; তৎপর ১৭৪৬ অব্দে তাঁহার স্বামী ৫০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ২৬ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণোপমা কনিষ্ঠা কন্যা মৃত্যুগ্রাসে পতিতা হন; এই সকল ঘটনায় যে তাঁহার হৃদয়ে শোকানল জ্বলিয়া উঠে নাই এমন বলা যায় না; কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তিনি সে অনল নির্ব্বাণ করিবারও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। মাতার সদ্গুণ পুত্র কন্যাতে প্রতিফলিত না হইয়া যায় না; তাঁহার কন্যা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, I am happy as my heart can desire." অর্থাৎ আমার প্রাণ যতদূর আনন্দ উপভোগ করিতে চায়, আমি তাহাই উপভোগ করিতেছি।"

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর জরার অধিকারভূত হইয়া পড়িল। যিনি সতত কার্য্যশীলা ছিলেন, তিনি শয্যায় শায়িত হইলেন। কিন্তু শরীরের উপর মনের প্রভাব যে প্রবলতর তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। সিলিনা শয্যায় শায়িত হইলেন বটে, কিন্তু এ সময়েও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসজনিত চিত্তের প্রসন্নতা এবং প্রচার-কার্য্যের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কোনরূপ অনবধানতা প্রদর্শন করেন নাই। মৃত্যুর ৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে জনৈক প্রচারক প্রচার-ক্ষেত্রে গমন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "My peace I give unto you" আমার অন্তরের শান্তি আমি তোমাদিগকে দান করিতেছি। যীশুর এই কন্যাও সেই শান্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

"My work is done, I have nothing to do but to go to my Father" আমার জীবনের কার্য্য শেষ হইল, এখন আমি পরলোকে আমার পিতার কাছে চলিলাম, এই কথা বলিয়া তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। ১৭৯১ অব্দের ১৭ই জুন, ৮৫ বৎসর বয়সে সিলিনা ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীশশীভূষণ বসু

আসামের কয়েকটী অসভ্য জাতি।

ভূগোল পাঠে জানা যায়, পৃথিবীর যে সকল স্থান এখনও সভ্যসমাজের অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, আসামের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী স্থান সমূহ তাহার অন্যতম। যে সভ্যজাতি দুরধিগম্য সমুদ্র পার হইয়া নানা স্থানে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছেন, মেরু সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ আবিষ্কার করিয়া জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন, তাঁহারা অদ্যাপি এই সকল স্থানে বড় একটা প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়কর হইলেও সত্য। যদিও ইংরাজ ভৌগোলিকগণ আশা করেন যে অনতিকাল মধ্যেই ঐ সকল ভূখণ্ডের প্রকৃত বিবরণ অধ্যবসায়ী ভ্রমণকারীগণের জ্ঞানগোচর হইবে কিন্তু ঐ প্রদেশের অসভ্য জাতিগণ যেরূপ একপ্রাণতা ও দৃঢ়তার সহিত আপন জন্মভূমিতে বিদেশীয়ের আগমনে বাধা দিতেছে তাহাতে কবে তাঁহাদের এই আশা ফলবতী হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। যাহা হউক ইহারা যে আরও বহুকাল আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্য বটে মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সত্য ধর্ম্মের আলোক এবং বিদ্যা হইতে তাহারা বঞ্চিত, কিন্তু সভ্য সমাজের ন্যায় বিলাসিতার প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া ইহাদিগকে কখনও আর্ত্তনাদ করিতে হইবে না।

মিশ্‌মী।

"কামরূপের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম, বর্ত্তমান সদিয়া অঞ্চলের কৌণ্ডিল্য নামক নগরে শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর ভীষ্মক রাজার বাড়ী ছিল। পাঠক পাঠিকাগণ অভয় প্রদান করিলে আমরা এখন একটী গুরুতর কথা বলি চাই। এই স্থানে চুলকাটা-মিশমী নামে এক শ্রে অসভ্য জাতি বাস করে, শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী দেবী মিশমী বংশোদ্ভবা ছিলেন। স্বয়ং ভগবানের অবত শ্রীকৃষ্ণের পত্নী অবশ্যই লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভূতা হইবে অসভ্য বংশে লক্ষ্মীর জন্ম বিচিত্র হইলেও অসম্ভব নহে ভগবানের চক্ষে সকলেই সমান। রামচন্দ্র যদি চণ্ডাল সহিত মিত্রতা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালের ঘ লালিত পালিত হইয়া যদি গরু চরাইতে পারেন, তবে ল মিশমীদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাহা অসম্ভব কে হইবে? ভীষ্মক রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি সদিয়া নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়।

মিশমীদের 'রজার' মেয়েকে "গোঁথাই" (গোসাঞি-ঈশ্বর) বিবাহ করিয়াছিলেন, একথা বলিয়া এখন তাহারা গৌরব প্রকাশ করে। কুণ্ডলপাণি নামক এক নদীর তীরে কৌণ্ডিল্য নগর অবস্থিত; এই নদীর জল খ গোলা জলের ন্যায় সাদা; মিশমীরা বলে রুক্মিণীর বিবাহে সময় পিঠে তৈয়ার করিবার জন্য যে চাউলের গুড়া ক হইয়াছিল, তাহাতেই উক্ত নদীর জল সাদা হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সে জল যে কিছুদিন পান করি তাহার নিশ্চয়ই গলগণ্ড রোগ হইবে। রাজা ভীষ্ম কন্যার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হ আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। মিশমী শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে বিবাহ বিষয়ে এখনও সেই অবলম্বন করিয়া থাকে। কোন মিশমীর বয়স্কা ক আছে, তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য পিতার কিছু ব্যস্ততা নাই, ঘটকের দৌরাত্ম্যে অথবা দানসামগ্রীর বি ফর্দ্দ লইয়া পিতাকে বিন্দু মাত্রও বিচলিত হইতে হয় কোথাও কিছু নাই, একদিন হয় ত পিতা দেখিল, মে ঘরে নাই, যুবক নাগা মিশমীকেও খুঁজিয়া পাওয়া না। বলা বাহুল্য ইহা নাগারই কীর্ত্তি। বাপ অস্থির, এমন সময় হঠাৎ নাগা আসিয়া শ্বশুরকে এ কি দুইটা মিথুন (পার্ব্বত্য গাভী) প্রদান করিল, অ শ্বশুরের হৃদয় জল হইয়া গেল। এবং ইহাই ন্যায়স বিবাহে পরিণত হইল। যে মিশমীর অনেকগুলি মি

র্থাৎ গরু আছে সে অনায়াসেই দশ বারটী বিবাহ করিতে রে; কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে বলিয়া পত্নী শমীদের একটা বিশেষ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য; তবে গরু পেক্ষা স্ত্রীর মূল্য কিছু বেশী। স্ত্রী এবং গরুর সংখ্যা াই মিশমীদের মধ্যে ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্য র্দ্দেশ করা যায়। রুক্মিণীর রূপের খ্যাতি ভারতের পর প্রান্তস্থিত দ্বারকা নগরীর রাজা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত কর্ষণ করিয়াছিল, মিশমী-রমণীদের সৌন্দর্য্য দেখিলে হা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ ইহাদের জ্জ্বল গৌর বর্ণ এবং স্বাস্থ্যজ্ঞাপক সুগঠিত দেহাবয়ব তোভাবে প্রশংসার যোগ্য। আমাদের বঙ্গভগিনীগণের শুদ্ধ মুক্ত বাতাসের অভাবজনিত হিষ্টিরিয়া এবং রাময় রোগের আধারভূতা সুকোমল দেহলতার তুলনায়, াদের শারীরিক পরিশ্রমে এবং বিলাসবিবর্জ্জিত খাদ্যে রপুষ্ট দেহ অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু াভাবিক সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা বৃদ্ধির জন্য কৃতির সহিত যুদ্ধ করিবার যে রীতি মানবজাতির মধ্যে লিয়া আসিতেছে, মিশমীরাও তাহা লঙ্ঘন করে না। ণের নিম্ন ভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিদ্র করিয়া তাহার ধ্য অস্থি বা প্রস্তরখণ্ড গুজিয়া দেওয়া চাইই। যে শরাজি প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী বর্দ্ধিত হইতে দিয়া আমরা ৌরব বোধ করি, মিশমী রমণীগণ তাহা কাটিয়া ছাটিয়া কটা কিম্ভূত কিমাকার করিয়া ফেলে, এইজন্যই াদিগকে চুলকাটা-মিশমী নামে অভিহিত করা হইয়া কে। পাখীর পালক এবং মৎস্যের কাঁটা প্রভৃতি াদের প্রিয় অলঙ্কার। পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইহাদের ই নাই বলিলেই হয়। ইহাদের গাত্র এত অপরিষ্কার যে হাতে কখনও জলের সংস্পর্শ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । বাসস্থান নরককুণ্ড বিশেষ; ভোজন, শয়ন, রন্ধন ং প্রয়োজন মত মল মূত্রাদিত্যাগ প্রায় একই গৃহে পন্ন হইয়া থাকে। জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে জন্মগ্রহণ রিলেও ইহারা পশু হইতে অতি অল্পই উন্নতি লাভ রিয়াছে। নারীগণ এক প্রকার রঙিন মোটা কাপড়ে টদেশ হইতে হাঁটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া খে। কিন্তু ইহা যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় এরূপ মনে করে না, পরিবারের সকলে মিলিয়া আহার করিতে বসিয়াছে এমন সময়ে কাহারও মল মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন, পাশেই তাহা ত্যাগ করিয়া আসিল, ইহাতে কেহই কিছু মনে করে না।

মিশমীগণ অতন্ত অতিথিসৎকার-পরায়ণ; প্রাণান্তেও অতিথির অপকার করে না; মিঃ নিদাম যখন ইহাদের বিবরণ সংগ্রহের জন্য মিশমী-রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন মিশমীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি এক মিশমীর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন বলিয়াই সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহারা মিথ্যাকথা বলিতেও জানে না, সুতরাং অপরাধীর শাস্তি বিধান অতি সহজ ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মানুষের জীবন ইহাদের নিকট তেমন মূল্যবান নহে, সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধেই প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার কোন পুরুষ কোন রমণীর উপর অত্যাচার করিলে, একটি মিথুন দান করিলেই তাহার অপরাধের ক্ষমা হয়, নতুবা প্রাণদণ্ড হইতে পারে।

ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অদ্ভুত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানে না, এবং কতকগুলি কল্পিত উপদেবতাকে যথেষ্ট ভয় করিয়া থাকে; এই সকল উপদেবতাকে ইহারা সাধারণতঃ "দেও" বলিয়া থাকে।

আমরা উপরে 'চুলকাটা-মিশমীর' কথাই বলিলাম, মিশমীগণ দিগারু, থামতি, মিকির প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, আমরা উহাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

রুরু ও প্রমদ্বরা।

(পৌরাণিক গাথা)

রুরু। মনে পড়ে প্রেমময়ি! সেই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যা-সুন্দরীর সম নিঃশব্দে একেলা
নিরুপম সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ মায়া-জালে
মুগ্ধ করি বসুন্ধরা তরু-আলবালে
আনন্দে করিতেছিলে সলিল সিঞ্চন!
নব প্রাণ নব দীপ্তি করি বিতরণ

যেন তব কৃপা-বিন্দু শত লক্ষ ধারে
ঝরিয়া পড়িতেছিল সন্তপ্ত সংসারে
মুর্হমুহু হে কল্যাণী ; মৌন কৃতজ্ঞতা
তোমারে জানাতে ছিল ফুল্ল তরু-লতা
বরষি' প্রসূনপুঞ্জ পূত পুজাচ্ছলে
ত্রিদিব বাঞ্ছিত ওই পদ্ম পদ-তলে
ক্ষণে ক্ষণে রহি' রহি' ; সান্ধ্য-সমীরণ
কুঞ্চিত কুন্তল তব করিয়া চুম্বন
পুলক-হিল্লোল তুলি' মুহূর্ত্তে কোথায়
ছুটেছিল আত্ম-হারা ! দূর-অভ্র-গায়
ক্লান্ত-কায় বিহঙ্গম নিজ শান্ত নীড়ে
ফিরে যেতেছিল প্রিয়ে, শুনায়ে সুধীরে
বিদায় সঙ্গীত তোমা ; বুঝি পক্ষ-পুটে
তপনের শেষ রশ্মি তখনও লুটে'
ছিল হায়, মানবের শেষ-সাধ সম !
কুরঙ্গ শাবক এক হর্ষে অনুপম
তোমার অঞ্চল-ছায়ে ক্রীড়া-রঙ্গে মরি
কি কৌতুকে মত্ত ছিল !

সমিধ আহরি'
আশ্রমে ফিরিতেছিল ঋষি সুতগণ
প্রফুল্ল অন্তরে করি পুত আলাপন
পরস্পর স্মিত-মুখে ; হোম-পিঠে দূরে
পবিত্র গোময়-লিপ্ত ক্ষুদ্র স্থান জুড়ে'
শুচিস্মিতা স্নেহশীলা মুনি পত্নীগণ
করিতেছিলেন সান্ধ্য-হোম-আয়োজন
সযত্নে সানন্দে অতি ; সন্ধ্যাকৃত্য সারি'
কমণ্ডলু ভরি লয়ে পুণ্য সান্দ্র বারি
শিষ্য সহ স্থূলকেশ ঋষি সহৃদয়
আশ্রমে ফিরিতেছিলা।

এমন সময়
পিতার সন্দেশ বহি' বহু দূর হতে
শ্রান্ত দেহে পশেছিনু তপোবন-পথে
শুষ্ক-কণ্ঠ তৃষ্ণাতুর ; মনে পড়ে প্রিয়া ?
অকস্মাৎ সে নির্জ্জনে তোমা নিরখিয়া
বন-দেবী ভ্রমে হর্ষে চাহিনু বন্দিতে !
নিবারিলে তুমি ! তার পর—

প্রমদ্বরা। তারপর স্বামি,
কহিতে হবে না আর ! সরমে যে আমি
মরমে মরিগো নাথ, হইলে স্মরণ
মোর জীবনের সেই মহা শুভক্ষণ
প্রথম দর্শন তব ! সে কি ভুলিবার ?
তোমার দারুণ ভ্রান্তি, ক্ষুদ্র বালিকার—
হায় বুঝি ক্ষুদ্র-কায়া পল্লী-তটিনীর,
উন্নত নীহার-শৃঙ্গ দেব হিমাদ্রির
নিস্ফল-অর্চ্চন-চেষ্টা ! সে কি ভুলিবার ?
অনন্ত অমৃত-গর্ভ প্রেম-পারাবার
বক্ষে মোর সে প্রথম আত্ম-বিসর্জ্জন
চিরতরে প্রাণেশ্বর ! অজ্ঞাত গোপন
ছিল যেই চিন্তা ভাব অন্তরে আমার
অস্ফুট কোরক-বদ্ধ গন্ধ সুকুমার
ওগো মোর জীবনের বসন্ত প্রথম,
আরাধ্য বাঞ্ছিত চির, নিত্য প্রিয়তম,
তোমার দর্শনে তা'রা উঠিল জাগিয়া
তোমারি বন্দনা গাহি', যেমতি নাচিয়া
জেগে উঠে ঊর্ম্মিমালা নবীন বর্ষার
প্রথম-প্রবাহ লভি' !

দেবতা আমার !
নিজ কর্ম্ম সারি' তুমি চলে গেলে পরে
আপন আশ্রমে তব, সকল অন্তরে
জাগিল কি ব্যাথা মোর ! হ'ল শুধু মনে
কি যেন অচিন্ত্য-নিধি না বুঝি কেমনে
হইয়াছে অপহৃত কবে কোন্ ক্ষণে
একান্ত অজ্ঞাতে মোর ! হায় ! তা'রি সনে
জীবনের সুখ-শান্তি সকলি আমার
চলে গেছে প্রাণনাথ, এই মত আর
লাগেনি নিঃসঙ্গ কভু ! স্মৃতি শুধু তব
হ'ল যেন এ দাসীর অন্তিম-বৈভব
জীবন-বল্লভ ওগো !

তুমি অনায়াসে
চলে গেলে আপনার স্নিগ্ধ শান্তি-বাসে ;
জাগিল না বুঝি চিত্তে একটি স্পন্দন
বারেক ভুলেও কভু ; ব্যাকুল নয়ন
নিল না সন্ধান কারো, পুরুষের প্রাণ
বুঝিলাম সেইদিন নির্ম্মম পাষাণ ;—
প্রাণেশ্বর, ক্ষম মোরে !

হে সুর সুন্দরি,
তুমি ভাব গিয়েছিনু তোমায় বিস্মরি
প্রথম-দর্শন-অন্তে ? নহে, কভু নহে,
যতক্ষণ দেহে মোর প্রাণ-বায়ু বহে
তোমা ভুলা সাধ্যাতীত ! শিরায় শিরায়
তুমি যে আমার প্রতিরক্ত-কণিকায়
অলক্ষ্যে গিয়াছ মিশি' ফুল-গন্ধ মরি,
যেমতি লুকায়ে রহে দিবস-শর্ব্বরী
অতি সূক্ষ্ম রেণুদলে ! ভুলিব কেমনে
কহ তবে প্রাণময়ী ?

আপন সদনে
ফিরিলাম, সত্য বুঝি নহে এই বাণী—
সকল 'আমিত্ব' মোর অয়ি লো কল্যাণী,
তব পদে রক্ষা করি' পুত্তলিকা প্রায়
চিত্ত-হারা, প্রাণ-হারা আত্ম-হারা হায়,
'আমি'-শূন্য আমি শুধু ফিরেছিনু ঘরে
দুর্ব্বহ এ দেহ-ভার বহিয়া কাতরে
যেন কোন্ মন্ত্র-বলে ! যোগ-অধ্যয়ন,
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা ভীষণ,
রূপ-রস-গন্ধ ভরা বসুন্ধরাতলে
মনে হ'ল কোন তীব্র দুরদৃষ্ট-ছলে
আত্ম-প্রবঞ্চনা সখি, বিশ্ব-মানবের ;—
কিছু নাহি সত্য তায় ! নাহি আনন্দের
অনন্ত উচ্ছ্বাস সেথা, ক্ষণেকেরো তরে
উদ্‌ভ্রান্ত পাগল করি' সকল অন্তরে
বিশ্ব-হারা ঊর্দ্ধগতি ! তুমি সত্য শুধু,—
সত্য আর—সত্য আর তব ধ্যান বঁধু !

অয়ি সর্ব্বসারাৎসার আনন্দ-নিলয়া
প্রণয়-প্রতিমা মোর ! পুনঃ পুনঃ হিয়া
তব পার্শ্বে ছুটে যেতে করিত কামনা
সঙ্গ তব চতুর্ব্বর্গ মঙ্গল-সাধনা
মনে হ'ত অনুক্ষণ ; তাই প্রেমময়ী,
তোমার দর্শন-আশে ভগ্ন-প্রাণ লই'
আসিতাম কতদিন আশ্রমে তোমার
করেছ কি লক্ষ্য তুমি? অজ্ঞাত অপার
ছিল তব রুদ্ধ-হৃদি, কহিতে না কথা—
ভাবিতাম এ হৃদির তীব্র ব্যাকুলতা
তোমারে করে না স্পর্শ ; তুমি দিব্যাঙ্গনা,
এ মর্ত্ত্যের দুঃখ-ব্যথা কিছুই বুঝ না
কোন দিন ভ্রমে সখি ! তবু আত্ম-হারা
তোমারে বাসিয়া ভাল স্বর্গ-সুধা-ধারা
লভিতাম দগ্ধ বক্ষে ; দূর হতে তবু
সুধ-বর্ষী কণ্ঠ তব শুনিতাম কভু
আবেশ-বিহ্বল হয়ে, মনে মনে হায়,
দিতাম ধিক্কার শত মুরলী-বীণায়
বসন্ত-সুহৃদে আর মত্ত মধুকরে
তব পাশে বিশ্বে তারা কিবা তুচ্ছ-স্বরে
নিস্ফল-গৌরব করে ! হায়, কোনদিন
তব দিব্য পুণ্য-মূর্ত্তি কলঙ্ক-বিহীন
হেরিতাম তপঃ-লব্ধ ঈশ-দ্যুতি সম
ক্ষণতরে অকস্মাৎ ! সার্থক জনম
তাহাতেই হ'ত জ্ঞান, শান্তি-তৃপ্তি কত
গ্লাবি' যেত শরতের চন্দ্রিকার মত
এ চিত্ত-শ্মশানে মোর ! ক্ষুদ্র ধূলি-কণা
কি পারে অধিক আর করিতে কামনা
দীপ্ত দিবাকর পাশে ? সহস্র ইচ্ছায়
স্পর্শিতে তোমার শুভ্র নির্ম্মল ছায়ায়
হ'ত না সাহস কভু ; তুমি পুণ্যময়ী,—
এ দাস অযোগ্য তব ; কেমনে বা কহি'
কেমনে বা খুলি মোর গোপন মর্ম্মের
একান্ত গোপন উৎস, অনন্ত সাধের
পঙ্কিল-আবর্ত্ত শুধু !

কোন দিন যদি
খুলে দিতে তব ওই গুপ্ত রুদ্ধ হৃদি
আজিকার মত প্রিয়ে, তবে কিবা আর
সহিতে হইত নিত্য তীব্র হাহাকার
প্রতি তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাসে ? হে রহস্যময়ি,
নাহি জানি বিশ্ব-স্রষ্টা স্তরে স্তরে অয়ি,
কি কুহেলি সৃষ্ট 'করি' নারীর অন্তর
গড়েছেন নিরুপম ! একটি লহর
বাহিরে উঠে না জাগি' লক্ষ প্রতিঘাতে—
জীবন-নাট্যের শুধু প্রতি পাতে-পাতে
রহে তাহা অতি উহ্য—অতি সংগোপন
ফল্গুর প্রবাহ সম ! ধন্য সেই জন,
সে প্রপঞ্চ-জাল যেবা পারে উদ্‌ঘাটিতে
উদগ্র তপস্যা-ফলে !

নাহি নিও চিতে
কঠিন প্রস্তর শুধু পুরুষ-হৃদয়
চির-কোমলতা-হীন, লুকাইয়া রয়
তা'রো মাঝে প্রীতি-প্রেম-দয়া-ধর্ম্মচয়
প্রশান্ত বীর্য্যের সনে, তার পরিচয়
কিছু কি পাওনি সখি ?

প্রমদ্বরা। অনন্ত বিস্ময়
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার ! মোর মনে হয়
একদিন অপরাহ্নে হে শ্রেষ্ঠ দেবত',
প্রথম দর্শন তব পেয়েছিনু যথা
শমীবৃক্ষ-তলে সেই শ্যাম শষ্পাসনে
নিঃশব্দে একেলা বসি পূর্ণ-আন-মনে
গাঁথিতেছিলাম ফুল্ল লোধ্রফুল-মালা
অশ্রু-ধৌত সুনির্ম্মল ; এ যে প্রিয় খেলা
ছিল মোর প্রিয়তম ! নিত্য খেলিতাম,
বন-ফুলে বন-বালা সাজি' অভিরাম
নিত্য নিত্য পূজিতাম বন-জননীরে
আকুল আবেগে হর্ষে, যবে বিশ্ব-তীরে
পাইনি দর্শন তব ; তার পর আর
সে সাধ হ'ত না কভু, অভ্যাস আমার
তথাপি ছাড়েনি মোরে ! পুষ্প চয়ি' তবু
নিত্য গাথিতাম মালা, হে জীবন-প্রভু,
মানস-প্রতিমা গড়ি' বুঝিবা তোমার
সাজাতাম মনে মনে, পূজিতাম আর
সকল হৃদয় দিয়ে !

থাক্ সেই কথা ;—
সে দিন বিশ্বের যেন সকল স্তব্ধতা
সেথায় সংহত ছিল, নিশার আঁধার
চৌদিকে আপন রাজ্য করিয়া বিস্তার
সুধীরে আসিতেছিল, এমন সময়
মৃত্যু-রূপী কাল-সর্প অতীব দুর্জ্জয়
গর্জ্জি' রোষে অকস্মাৎ করিল দংশন
কনিষ্ঠ চরণাঙ্গুলে, নিখিল ভুবন
হেরিলাম অন্ধকার, তব নাম স্মরি'
লুটানু ভূতলে নাথ !— (বারান্তরে স

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিঠি

কিছু দিন হইল ইংরেজীতে "সম্রাজ্ঞী ভিক্টো
পত্রাবলী" নামে এক খানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্র
হইয়াছে। ইহাতে স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞীর অনেকগুলি
সুন্দর সুন্দর পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্রাট
এডওয়ার্ডের অনুমত্যনুসারে মিঃ বেনসন ও ভাইন
এসার নামক দুই জন সাহিত্যিক পুস্তকখানি স
করিয়াছেন। সম্রাজ্ঞীর উন্নত জীবন
সকলেরই পরম শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। এই সকল
তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবনের যে সুন্দর পরিচয়
যায় তাহাতে সেই শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি হয়।
সর্ব্বদা চক্ষে দেখিয়া যতটুকু বোঝা যায় ঘনিষ্ঠ আত্মী
নিকট লিখিত তাঁহার চিঠি পত্র পাঠ করিলে
অন্তরের পরিচয় তা অপেক্ষাও বেশী করিয়া পাওয়
গ্রন্থ-সম্পাদক মিঃ বেনসন লিখিয়াছেন :
তেজস্বিনী ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিশালিনী ছিলেন

কোমল স্নেহ প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তাঁহার
রীত্ব পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। স্ত্রীজনোচিত
ণাবলিতে তিনি আদর্শ নারী ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-
ান ও আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি
থষ্ট আত্মনির্ভরশীলা ছিলেন, আবার কোন কোন প্রবল
নসিক শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রীর প্রতি স্ত্রীলোকের ন্যায়
র্ভরপ্রিয়তা ও তাঁহাতে দেখা যাইত।"

বস্তুতঃ সম্রাজ্ঞীর প্রধান গুণ তাঁহার পূর্ণবিকশিত
রীত্ব। তাঁহার প্রত্যেক পত্রে নারীজনোচিত কোমল স্নেহ
লবাসার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। "তাঁহার প্রতি
ত্রই যেন তাঁহার হৃদয়ের মধুর সহানুভূতিতে অনুরঞ্জিত।
হার ভালবাসা গভীর, সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত ছিল ; পক্ষান্তরে
হার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রবল ছিল, সাহস অত্যন্ত বেশী
ল, প্রকৃতি সহজেই উত্তেজনা-পরায়ণ ছিল ; কিন্তু
খর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও গভীর ঈশ্বরভক্তি তাঁহার হৃদয়কে
র্ব্বদাই শাসনাধীনে রাখিত। মহামহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী
লেও তিনি আপনার নারীজনোচিত দোষত্রুটীর বিষয়
শেষ ভাবে অবগত ছিলেন এবং চিরদিনই শিখিতে,
নিতে ব্যস্ত ছিলেন, বিনয়ে তাঁহার অন্তর পূর্ণ ছিল।"

মহারাণী লিখিয়াছেন, তাঁহার দুঃখময় বাল্যজীবনের
াপেক্ষা সুখের দিনগুলি তাঁহার মাতুল লিওপোল্ডের গৃহেই
তবাহিত হয়। লিওপোল্ড শেষে বেলজিয়মের সিংহাসন
করেন। মহারাণীর হৃদয়ের প্রেম যে কত গভীর
া লিওপোল্ডের নিকট তাঁহার লিখিত পত্র পাঠে তাহা
ং পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়। এক খানা চিঠিতে
লিখিয়াছেন :—"আমার অতি প্রিয়তম মাতুল, কাল
লে আমি তোমার পত্র পাইয়াছি। এই স্নেহপূর্ণ,
র, সুদীর্ঘ চিঠিখানি লিখিয়া তুমি আমাকে কত সুখ
ছ তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। এই
খানির জন্য আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা তুমি
কর। প্রিয়তম মামা, আমি বোধ করি তুমি
, যে আমা অপেক্ষা এই পৃথিবীতে আর কোনও
তোমাকে বেশী ভালবাসে না, বেশী প্রশংসার
তোমাকে দেখে না। তুমি আমার জন্য যাহা
াছ তার জন্য তোমার নিকট উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত ; কিন্তু সে উপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা প্রকাশ করিবার মত কথা ভাষায় নাই। এই ভালবাসা আমার অন্তর্নিহিত। কারণ শিশুকাল হইতে যত নাম শুনিয়াছি, "মামা" নামই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট, আর আঙ্কল (uncle) বলিতে আমি শুধু তোমাকেই বুঝি।" *

এই গভীর প্রীতি মহরাণীর সিংহাসনারোহণের পরও একই ভাব প্রবাহিত হইয়াছিল :—

"আমার প্রতি তোমার অসংখ্য সস্নেহ ও সদয় ব্যবহারের নিমিত্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে ধন্যবাদ করিবার জন্য তোমাকে এই চিঠিখানি লিখিলাম। তুমি চলিয়া গেলে আমার হৃদয় দুঃখে কত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, আমি কত একাকী অনুভব করিতেছি তাহা ঈশ্বরই জানেন। প্রিয় মামা, চতুর্দ্দিকে আমি তোমার অভাব অনুভব করিতেছি। তোমার সঙ্গে আমি আর সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা বলিতে পারিব না ; ওঃ ! তোমার কথা বলিতে গেলে আমি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি না।"

একবার বেলজিয়ম-রাজ লিওপোল্ড এবং ইংলণ্ডের স্বার্থ সম্বন্ধে একটী কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে মহারাণী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রতি মহারাণীর প্রেম এবং তাঁহার (লিওপোল্ডের) রাজ্যের উন্নতির অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তদুত্তরে রাজা লিওপোল্ড সম্রাজ্ঞীকে লিখিয়াছিলেন :—

"আমার অতি প্রিয়তম ভিক্টোরিয়া, তুমি আমাকে একখানি অতি সুন্দর এবং সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছ। তোমার পত্র পাঠে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি ; আমি কখনও তোমার প্রীতিতে সন্দেহ করিব না, তোমার মহৎ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করিব।"

---

* ইংরাজী uncle আঙ্কল শব্দে কাকা, মামা, মেসো প্রভৃতি অনেক সম্বন্ধ বুঝায়।

দুরূহ রাজকার্য্য পরিচালনায় সম্রাজ্ঞী অনেক সময় অতি কঠিন সমস্যায় পতিত হইতেন। কিন্তু মধুর আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতাবলে তিনি এই সকল সমস্যাপূর্ণ অবস্থা অতিক্রম করিতেন। প্রকৃতির দৃঢ়তা বশতঃ মন্ত্রীগণের কথা অনুসারে চলিতে তিনি অনেক সময় প্রস্তুত হইতেন না। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমি খুব শান্ত ভাবেই ছিলাম, কিন্তু আমার অভিমত অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার সেই শান্ত ভাব এবং কঠিন দৃঢ়তা দেখিলে তুমি খুব সুখী হইতে; ইংলণ্ডের রাণী কোন ছলে ভুলিবে না।" কিন্তু অনেক সময় শেষে তিনি বুঝিতে পারিতেন, মন্ত্রীগণের কথাই ঠিক, তাঁহারই বুঝিতে ভুল হইয়াছিল। সদ্বিবেচনা বশতঃ তিনি তখন মন্ত্রীদিগের মীমাংসা অনুসারেই কাজ করিতেন।

আপন রাজ্যশাসনে এবং অন্যান্য দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ যথোচিত রূপে স্থির রাখিতে তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগী ছিলেন। ন্যায় বিচার এবং শান্তি সংরক্ষণেই তাঁহার প্রভাব সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমি বুঝিতে পারি না, মন্ত্রী পামারষ্টোনকে কিসে ফরাসী-রাজ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এত শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। একটুখানি ভদ্র ব্যবহার পাইলেই ফরাসী-জাতি সন্তুষ্ট হইত। শত্রু সম্পূর্ণরূপে না মরিলে তাহার উপর জয় লাভ করিয়া কোন রাজনৈতিকেরই আস্ফালন করা উচিত নয়। কারণ লোকে বরং একটা ক্ষতি সহিতে পারে কিন্তু অপমান কখনও ভুলে না।"

আর একবার তিনি রাজা লিওপোল্ডকে লিখিয়াছিলেন :—"এই সপ্তাহে মিলনের জন্য আমি কঠোর শ্রম করিয়াছি। আমার আশা এবং বিশ্বাস, যে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে।"

রাজনৈতিক কার্য্যেও সম্রাজ্ঞী আপনার নারীহৃদয়ের কোমলতা গোপন করিতে পারিতেন না। ফরাসী-রাজের সহিত মহারাণীর সদ্ভাব ছিল না। তিনি তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার ভগ্নীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহ একখানি সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্র স রাজা লিওপোল্ড মহারাণীকে লিখিয়াছিলেন :—"শো রাজাকে তুমি যে সুন্দর চিঠিখানি লিখিয়াছ তজ্জন্য ত তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তে চিঠি পাইয়া তিনি অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন। তোমার যখন তিনি পাইলেন তখন আমি তাঁহার কুঠরী ছিলাম। তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন, অত্যন্ত প্রীতিভরে তোমার চিঠিখানি চুম্বন ক ছিলেন।"

প্রুশিয়া-রাজকে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন "প্রিয় মহাশয় ও ভ্রাতঃ, বিশ্বস্ততার সহিত হাত ধর করিয়া এতদিন (রাজনীতিক্ষেত্রে) এক পথে চ এখন আপনি এই গুরুতর মুহূর্ত্তে আপনাকে আম নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছেন, ইহাতে যে কি ব্যথা পাইয়াছি তাহা অসম্পূর্ণ ভাবে প্র করিবার জন্য আপনাকে এই চিঠিখানি লিখিতে আপনি যেন মনে করিবেন না, আপনার সংকল্প পরি করিবার জন্য আমি এই পত্র লিখিতেছি; ইহা যে ভগ্নীর হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই শু মুহূর্ত্ত উপস্থিত না হইলে আমি আমার অন্তরের অ ভাব ব্যক্ত করিবার অপরাধের জন্য নিজকে ক্ষমা ক পারিতাম না।"

নিজের বিবাহ উপলক্ষে মহারাণী রাজা লিওপে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন সে গুলি বড়ই প্রথমতঃ তিনি এবিষয়ে খুব সাবধান যে, তাঁহার পুরুষকেই বিবাহ করা উচিত যাঁহাকে স্ত্রীর য যেরূপ ভালবাসা উচিত তেমন ভাবে তিনি বাসিতে পারিবেন। প্রিন্স এলবার্ট সম্বন্ধে তিনি লিওপোল্ডকে লিখিয়াছিলেন :—"যদিও এলবার্ট যত খবর পাইতেছি, সকলই অনুকূল এবং যদিও আশা করি তাঁহাকে আমার পছন্দ হইবে তথাপি ভাবের কথা কেহই পূর্ব্বে বলিতে পারে না। প্রকৃ হইতে হইলে হৃদয়ের যেরূপ ভাব হওয়া আবশ্যক, প্রতি আমার সেই ভাব না-ও জন্মিতে পারে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

রূপে তাঁহাকে আমার খুব ভাল লাগিতে পারে কিন্তু বেশী কিছু না-ও হইতে পারে। আমি একথা পরিষ্কাররূপে বলিতে চাই, যে যদি তাই হয় তবে কোন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে দোষী হইব না, আমি এপর্য্যন্ত কোন কথা দেই নাই।"

কিন্তু প্রিন্স এলবার্টের সংসর্গে আসিয়া সম্রাজ্ঞীর শীঘ্রই মুগ্ধ হইল, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই লেন। তিনি রাজা লিওপোল্ডকে লিখিলেন :—

মার প্রিয়তম মাতুল, আজ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ী তোমাকে এখান হইতে পত্র লিখিতেছে। নিশ্চয়ই মনে করি, এ জগতে আমা অপেক্ষা বেশী সুখী া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।"

স্বামীর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"এলবার্ট দিন দিন অধিকতর পরিমাণে রাজনীতিপ্রিয় কর্ম্মশীল হইতেছেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার ক্ষমতা! স্বচ্ছ বুদ্ধি, কি সাহস!"

পুনরায় লিখিয়াছেন :—

"আগামী কল্য আমার পবিত্র বিবাহের অষ্টাদশ সাম্বৎক—যে বিবাহ এই রাজ্যে এবং ইউরোপে অজস্র াণ আনয়ন করিয়াছে। আমার প্রিয়তম, আমার বিষয়ে আদর্শ এলবার্ট কি করিতে বাকী রাখিয়াছেন? নি এই রাজতন্ত্রকে শ্রদ্ধার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপস্থিত রিয়াছেন, এবং কোনদিন এদেশে যতটা হয় নাই এই নপ্রণালীকে ততটা লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন।"

সিপাহী-বিদ্রোহের পর সমগ্র ভারত-শাসনের ভার ণের সময় তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ষণ করিতেন তাহা জানিতে আমাদের কৌতূহল হওয়া াবিক। এদেশের অনেক ইংরাজ তখন গমর্ণমেণ্টকে মর্শ দিয়াছিল, দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে সকল ভারতীর সর্ব্বনাশ করা হউক। ভারতের রাজপ্রতিনিধি মতি লর্ড ক্যানিং এই সকল হিংস্রপ্রকৃতি ইংরাজের র বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মহারাণী লর্ড ক্যানিংমত সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারত-শাসনের গ্রহণ করিয়া প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বিকে মহারাণী খিয়াছিলেন :—

"লর্ড ডার্ব্বি যদি নিজ হাতে ভারতবাসীর প্রতি ঘোষণা-পত্রখানি রচনা করেন তবে মহারাণী সুখী হইবেন। উহা রচনা কালে তিনি মনে রাখিবেন যে, ঘোর রক্তাপ্লুত অন্তর্দ্রোহের পর, সাক্ষাৎ ভাবে রাজ্যগ্রহণ করিবার সময় রমণী-শাসনকর্ত্তা দশকোটী প্রাচ্য দেশীয় প্রজাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাঁহার রাজ্যশাসনের প্রণালী তাহাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছেন যাহা তাঁহার শাসনকালে ভবিষ্যতে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দলিলখানি হৃদয়ের উদারতা, পরোপকার-পরায়ণতা এবং ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইবে; ব্রিটিস-প্রজার সহিত তুল্য অধিকার লাভ করিলে ভারতবাসীর কি সুবিধা হইবে এবং সভ্যতার অনুসরণে দেশের সুখ সমৃদ্ধি কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।"

তৎপর ধর্ম্মবিষয়ক নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—"যদিও আমরা খৃষ্টধর্ম্মকে সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত এই ধর্ম্মের শান্তিপ্রদ শক্তির কথা স্বীকার করি তথাপি এই ধর্ম্মবিশ্বাস কোন প্রজাকে গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য করিতে পারি, এরূপ অধিকার আমাদের নাই।"

তিনি আরো লিখিয়াছেন :—"আমার মুকুটের সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংসৃষ্ট হইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি। আমি আকাঙ্ক্ষা করি, ভারত-সাম্রাজ্যবাসীগণ সুখী হউক, শান্তিতে বাস করুক। আমার এই ঘোষণা-পত্র ভারতে নবযুগ আগমনের সূচনাস্বরূপ হউক। দুঃখময় রক্তাপ্লুত অতীতের উপর ইহা যবনিকা নিক্ষেপ করুক।"

উতা ইমাই।

শিল্প শিক্ষার জন্য এখন ভারতবাসীগণ দলে দলে জাপানে আসিতেছেন। টোকিও সহরের উত্তরাংশে তাহাদের সংখ্যা এখন এত অধিক যে সহরের ঐ অংশ এখন "ভারতীয় উপনিবেশ" বলিয়াই পরিচিত হইয়া

থাকে। কোন ভারতবাসীর নিকট লিখিত চিঠিপত্রে ঠিকানা অশুদ্ধ লেখা থাকিলে পোষ্ট আফিসের লোকেরা তাহা এখানে পাঠাইয়া দেয় এবং অক্লেশে চিঠি মালিকের নিকট পৌঁছে।

গৃহপ্রিয় ভারতবাসী এখানে আসিয়া প্রথম বড় একলা অনুভব করে; গৃহের জন্য তাহাদের মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এখানকার অবস্থা আর ভারতের অবস্থায় অনেক তফাৎ। মনকে এই নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে কিছু সময় লাগে। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদিগের মধ্যে এখানে বেশ ঘনিষ্ঠ একতা দেখা যায়। এই ঘনিষ্ঠতার জন্য প্রথম বিদেশ আগমনের কষ্ট কতকটা লঘু বোধ হয়। কিন্তু কতিপয় জাপানী মহিলা এই বিদেশে, সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায় পতিত ভারতীয় ছাত্রগণের যে সেবা ও সাহায্য করেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রকমের আহার, ভিন্ন আচার ব্যবহার—নানা অসুবিধায় পতিত জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীগণের নিকট ইঁহারা যেন সাহায্যকারিণী দেববালার ন্যায় উপস্থিত হন।

"বিংশ শতাব্দীর নারী" নামক জাপানী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা কুমারী উতা ইমাই এই মহিলাগণের মধ্যে একজন। ইনি টকিও প্রবাসী ভারতীয় যুবকগণের কল্যাণবিধাত্রী দেবী স্বরূপা! জাপানী মহিলাগণের মধ্যে ভারতীয় ছাত্রগণের সাহায্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। "এশিয়া এশিয়াবাসীরই জন্য"—এই মন্ত্রে কুমারী ইমাই দৃঢ় বিশ্বাসবতী। তিনি আশা করেন, এই জীবনেই তিনি সেই দিন দেখিতে পাইবেন, যখন পশ্চিম-দেশীয়গণের পক্ষে এসিয়ার ধন-বিশোষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। তিনি প্রাচ্য-সমিতির (Oriental Association) একজন সভ্য এবং এই সভার অধিবেশনে প্রায়ই প্রাচ্য-সমাজের অবস্থাদি বিষয় বক্তৃতা করেন। কিন্তু প্রাচ্য নারীর অবস্থার উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। জাপানের স্ত্রীজাতির শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অবিরাম পরিশ্রম করেন। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে যত্নশীল হইতে তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

কুমারী উতা ইমাইয়ের বয়স ত্রিশ বৎসর কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার যশ মিকাডো-রাজ্যের বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার লেখন-ক্ষমতা ও বক্তৃত্ব যে-কোন পুরুষের শক্তির সহিত তুলনীয়। জা সংবাদপত্র সমূহ তাঁহার প্রবন্ধ পাইবার জন্য ব তিনি দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা এবং সর্ব্বদা গভীর নিমগ্না। জাপানে তিনি সকলেরই প্রচুর প্রশ শ্রদ্ধার অধিকারিণী। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় নারীসমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতেছে। নারীজাতির উপর পুরুষজাতির অন্যায় আধিপত্যে বিষম শত্রু। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে ঔদ্ধত্যের লে নাই। জাপানের সাহিত্যিকগণের বিশেষ পোষাকে কিমনোহাকামা (Kimonohakama)। কিমনোহ পরিহিতা কুমারী উতা ইমাই দেখিতে অতি তিনি যেন স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার জীবন্ত মূর্ত্তি। কথাবর্ত্তা এত বিনীত ও মধুর, যে তাহা শুনিলে বি মনে করা যায় না, যে নারীজাতির ন্যায্য অধিকার জন্য তিনি পুরুষজাতির সহিত প্রবল সংগ্রামে গর্ব্বিত ভাবের কিছুমাত্র চিহ্ন তাঁহার ব্যবহারে পাওয়া যায় না।

তাঁহার পাঠগৃহে একাকী নির্জ্জনে তিনি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লেখেন। খুব ভোরে তিনি ত্যাগ করেন এবং প্রতিদিন সকাল ৪টার সময় উপর বসিয়া ক্ষুদ্র একটী কেরোসিনের আলোতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতামাতা কন্যাকে ভালবাসেন, এবং তাঁহার কার্য্যে সাধ্যানুসারে করেন। কন্যার গৌরবে তাঁহারা বিশেষ গৌ বোধ করেন।

উতা ইমাই শিশুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী টেক (Tek) তাঁহার সঙ্গে বাস তাঁহার সমগ্র হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা এই বালিকা করে। তিনি তাঁহাকে ইংরেজী ও সঙ্গীত শিক্ষা টেকও ভবিষ্যতে তাঁহারই ন্যায় নারীজাতির সাধনে যত্নশীলা হইবে, আশা করা যায়। কুমারী যেখানেই যান সকলের দৃষ্টি আর সকল ছাড়িয়া

আকৃষ্ট হয়। মধুর হাসি তাঁহার মুখে লাগিয়াই । তিনি গীতবাদ্যেও বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহাকে লে মনে হয়, এই প্রাচ্য জগতে আর কয়টী উতা ই আছেন? জাপানে তিনি অপূর্ব্ব নারী বলিয়া চিতা, অন্যত্র গেলেও তিনি এক বিশেষ শক্তিশালিনী া বলিয়া পরিচিত হইবেন সন্দেহ নাই।

কুমারী উতা ইমাই নারীজীবনের যে উচ্চ অবস্থা লাভ য়াছেন, আরো বহুসংখ্যক নারী যদি এই অবস্থা লাভ তে পারেন তবে না জানি এশিয়ার অবস্থা কিরূপ ব? ভারতের শিশুগণ এইরূপ জননী লাভ করিলে পুরুষের মধ্যেই ভারতবর্ষ নবজীবন লাভ করিতে । কুমারী উতা ইমাইয়ের একবার ভারতবর্ষে বার ইচ্ছা আছে। (অনুবাদিত)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিপ্লব প্রয়াস।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড ব সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় ামীদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়া অনেকের নিকটই ন্ত অপ্রিয় হইয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি ফরপুর জেলার জজ হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ য়া গিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে হত্যা করিবার শ্যে কলিকাতা হইতে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকি ক অল্পবয়স্ক দুটী যুবক মজঃফরপুরে তাঁহার গাড়ীভ্রমে ী ইংরাজ-মহিলার গাড়ীতে ভীষণ বোমা নিক্ষেপ । বোমা ফাটিয়া মহিলা দুইটী হত হইয়াছেন। এই ণ কাণ্ডের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় বোমা ণকারী এক দল যুবক ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের খানায় অনেক তৈয়ারী বোমা ও বোমানির্ম্মাণের াম পাওয়া গিয়াছে। এই দলের নেতাগণ স্বীকার য়াছে, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদ করিবার শ্যে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মেদিনী- ছোটলাটের গাড়ীকে উড়াইয়া দিতে এবং চন্দন- র মেয়রকে হত্যা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তাহারাই ব্যবহার করিয়াছিল।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ও স্বীকারোক্তিতে সমস্ত দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এদেশের লোক ধর্ম্মপ্রবণ, অধর্ম্ম পথ আশ্রয় করিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এই বিপ্লব-প্রয়াসীদিগের কার্য্যে ভারতবাসী কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই মহা মন্ত্র ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতার হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে; গুপ্ত হত্যারূপ মহা পাপ আশ্রয় করিয়া দেশের মুক্তি নিকটে আসিবে না; আরো দূরবর্ত্তী হইবে মাত্র। সুখের বিষয় বোমা নিক্ষেপকারীগণ ইতিমধ্যেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদের নেতারূপে পরিচিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বীকার করিয়াছেন, এই উপায়ে দেশোদ্ধার হইবে না, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোককে সাহসী হইতে ও দেশের জন্য মরিতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

বিশেষরূপে চিন্তা করিলে ইহাই বোধ হয় যে কয়েকটী উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি যুবক দেশের উদ্ধারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই ভয়ানক পাপানুষ্ঠানে রত হইয়াছিল। ইহাদের চরিত্রে বল আছে, ইহাদের মতি একাগ্র, লক্ষ্য স্থির। লক্ষ্য সাধনে প্রাণপাত করিতে ইহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। চরিত্রের এই সকল গুণ সকলেরই শ্রদ্ধার সামগ্রী; সুপথে পরিচালিত হইলে এই সকল গুণই মহৎ লোক সৃষ্টি করে, কুপথে পরিচালিত হইলে নরঘাতকের—সয়তানের সৃষ্টি করিতে পারে। একজন মুসলমান সাধু একবার চুরি অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর মৃতদেহের পদচুম্বন করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার এই বিসদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি আমার নমস্য, কারণ এ যে পথ আশ্রয় করিয়াছিল তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান অপরাধীগণের সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে, যে ইহারা দেশকে মণপ্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, কিন্তু ভ্রান্ত বুদ্ধির অধীন হইয়া অধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া দেশের শত্রুর কাজ করিয়াছে।

এই উপলক্ষে একটী কথা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়, ভীরু ও স্বার্থপর অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালীজাতির এই আত্মোৎ-

থাকে। কোন ভারতবাসীর নিকট লিখিত চিঠিপত্রে ঠিকানা অশুদ্ধ লেখা থাকিলে পোষ্ট আফিসের লোকেরা তাহা এখানে পাঠাইয়া দেয় এবং অক্লেশে চিঠি মালিকের নিকট পৌঁছে।

গৃহপ্রিয় ভারতবাসী এখানে আসিয়া প্রথম বড় একলা অনুভব করে; গৃহের জন্য তাহাদের মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এখানকার অবস্থা আর ভারতের অবস্থায় অনেক তফাৎ। মনকে এই নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে কিছু সময় লাগে। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদিগের মধ্যে এখানে বেশ ঘনিষ্ঠ একতা দেখা যায়। এই ঘনিষ্ঠতার জন্য প্রথম বিদেশ আগমনের কষ্ট কতকটা লঘু বোধ হয়। কিন্তু কতিপয় জাপানী মহিলা এই বিদেশে, সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায় পতিত ভারতীয় ছাত্রগণের যে সেবা ও সাহায্য করেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রকমের আহার, ভিন্ন আচার ব্যবহার—নানা অসুবিধায় পতিত জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীগণের নিকট ইঁহারা যেন সাহায্যকারিণী দেববালার ন্যায় উপস্থিত হন।

"বিংশ শতাব্দীর নারী" নামক জাপানী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা কুমারী উতা ইমাই এই মহিলাগণের মধ্যে একজন। ইনি টকিও প্রবাসী ভারতীয় যুবকগণের কল্যাণবিধাত্রী দেবী স্বরূপা! জাপানী মহিলাগণের মধ্যে ভারতীয় ছাত্রগণের সাহায্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। "এশিয়া এশিয়াবাসীরই জন্য"—এই মন্ত্রে কুমারী ইমাই দৃঢ় বিশ্বাসবতী। তিনি আশা করেন, এই জীবনেই তিনি সেই দিন দেখিতে পাইবেন, যখন পশ্চিম-দেশীয়গণের পক্ষে এসিয়ার ধন-বিশোষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। তিনি প্রাচ্য-সমিতির (Oriental Association) একজন সভ্য এবং এই সভার অধিবেশনে প্রায়ই প্রাচ্য-সমাজের অবস্থাদি বিষয় বক্তৃতা করেন। কিন্তু প্রাচ্য নারীর অবস্থার উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। জাপানের স্ত্রীজাতির শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অবিরাম পরিশ্রম করেন। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে যত্নশীল হইতে তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

কুমারী উতা ইমাইয়ের বয়স ত্রিশ বৎসর কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার যশ মিকাডো-রাজ্যের বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার লেখন-ক্ষমতা ও বক্তৃ যে-কোন পুরুষের শক্তির সহিত তুলনীয়। জা সংবাদপত্র সমূহ তাঁহার প্রবন্ধ পাইবার জন্য ব তিনি দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা এবং সর্ব্বদা গভীর নিমগ্না। জাপানে তিনি সকলেরই প্রচুর প্রশ শ্রদ্ধার অধিকারিণী। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় নারীসমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতেছে। নারীজাতির উপর পুরুষজাতির অন্যায় আধিপত্যে বিষম শত্রু। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে ঔদ্ধত্যের লে নাই। জাপানের সাহিত্যিকগণের বিশেষ পোষাকে কিমনোহাকামা (Kimonohakama)। কিমনোহ পরিহিতা কুমারী উতা ইমাই দেখিতে অতি সু তিনি যেন স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার জীবন্ত মূর্ত্তি। কথাবর্ত্তা এত বিনীত ও মধুর, যে তাহা শুনিলে বি মনে করা যায় না, যে নারীজাতির ন্যায্য অধিকার জন্য তিনি পুরুষজাতির সহিত প্রবল সংগ্রামে গর্ব্বিত ভাবের কিছুমাত্র চিহ্ন তাঁহার ব্যবহারে পাওয়া যায় না।

তাঁহার পাঠগৃহে একাকী নির্জ্জনে তিনি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লেখেন। খুব ভোরে তিনি ত্যাগ করেন এবং প্রতিদিন সকাল ৪টার সময় উপর বসিয়া ক্ষুদ্র একটী কেরোসিনের আলোতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতামাতা কন্যাকে ভালবাসেন, এবং তাঁহার কার্য্যে সাধ্যানুসারে করেন। কন্যার গৌরবে তাঁহারা বিশেষ গৌর বোধ করেন।

উতা ইমাই শিশুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী টেক (Tek, তাঁহার সঙ্গে বাস তাঁহার সমগ্র হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা এই বালিকা করে। তিনি তাঁহাকে ইংরেজী ও সঙ্গীত শিক্ষা টেকও ভবিষ্যতে তাঁহারই ন্যায় নারীজাতির সাধনে যত্নশীলা হইবে, আশা করা যায়। কুমারী যেখানেই যান সকলের দৃষ্টি আর সকল ছাড়িয়া

আকৃষ্ট হয়। মধুর হাসি তাঁহার মুখে লাগিয়াই ছে। তিনি গীতবাদ্যেও বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহাকে লে মনে হয়, এই প্রাচ্য জগতে আর কয়টী উতা ই আছেন? জাপানে তিনি অপূর্ব্ব নারী বলিয়া চিতা, অন্যত্র গেলেও তিনি এক বিশেষ শক্তিশালিনী া বলিয়া পরিচিত হইবেন সন্দেহ নাই।

কুমারী উতা ইমাই নারীজীবনের যে উচ্চ অবস্থা লাভ য়াছেন, আরো বহুসংখ্যক নারী যদি এই অবস্থা লাভ তে পারেন তবে না জানি এশিয়ার অবস্থা কিরূপ র? ভারতের শিশুগণ এইরূপ জননী লাভ করিলে পুরুষের মধ্যেই ভারতবর্ষ নবজীবন লাভ করিতে । কুমারী উতা ইমাইয়ের একবার ভারতবর্ষে বার ইচ্ছা আছে। (অনুবাদিত)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিপ্লব প্রয়াস।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড ব সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় মীদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়া অনেকের নিকটই ন্ত অপ্রিয় হইয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি ফরপুর জেলার জজ হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ য়া গিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে হত্যা করিবার শ্যে কলিকাতা হইতে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকি ক অল্পবয়স্ক দুটী যুবক মজঃফরপুরে তাঁহার গাড়ীভ্রমে ী ইংরাজ-মহিলার গাড়ীতে ভীষণ বোমা নিক্ষেপ । বোমা ফাটিয়া মহিলা দুইটী হত হইয়াছেন। এই ণ কাণ্ডের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় বোমা ণকারী এক দল যুবক ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের খানায় অনেক তৈয়ারী বোমা ও বোমানির্ম্মাণের াম পাওয়া গিয়াছে। এই দলের নেতাগণ স্বীকার য়াছে, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদ করিবার শ্যে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মেদিনী- ছোটলাটের গাড়ীকে উড়াইয়া দিতে এবং চন্দন- র মেয়রকে হত্যা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তাহারাই া ব্যবহার করিয়াছিল।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ও স্বীকারোক্তিতে সমস্ত দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এদেশের লোক ধর্ম্মপ্রবণ, অধর্ম্ম পথ আশ্রয় করিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এই বিপ্লব-প্রয়াসীদিগের কার্য্যে ভারতবাসী কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই মহা মন্ত্র ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতার হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে; গুপ্ত হত্যারূপ মহা পাপ আশ্রয় করিয়া দেশের মুক্তি নিকটে আসিবে না; আরো দূরবর্ত্তী হইবে মাত্র। সুখের বিষয় বোমা নিক্ষেপকারীগণ ইতিমধ্যেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদের নেতারূপে পরিচিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বীকার করিয়াছেন, এই উপায়ে দেশোদ্ধার হইবে না, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোককে সাহসী হইতে ও দেশের জন্য মরিতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

বিশেষরূপে চিন্তা করিলে ইহাই বোধ হয় যে কয়েকটী উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি যুবক দেশের উদ্ধারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই ভয়ানক পাপানুষ্ঠানে রত হইয়াছিল। ইহাদের চরিত্রে বল আছে, ইহাদের মতি একাগ্র, লক্ষ্য স্থির। লক্ষ্য সাধনে প্রাণপাত করিতে ইহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। চরিত্রের এই সকল গুণ সকলেরই শ্রদ্ধার সামগ্রী; সুপথে পরিচালিত হইলে এই সকল গুণই মহৎ লোক সৃষ্টি করে, কুপথে পরিচালিত হইলে নরঘাতকের—সয়তানের সৃষ্টি করিতে পারে। একজন মুসলমান সাধু একবার চুরি অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর মৃতদেহের পদচুম্বন করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার এই বিসদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি আমার নমস্য, কারণ এ যে পথ আশ্রয় করিয়াছিল তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান অপরাধীগণের সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে, যে ইহারা দেশকে মণপ্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, কিন্তু ভ্রান্ত বুদ্ধির অধীন হইয়া অধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া দেশের শত্রুর কাজ করিয়াছে।

এই উপলক্ষে একটী কথা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়, ভীরু ও স্বার্থপর অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালীজাতির এই আত্মোৎ-

WATER DAMAGE

সর্গের ভাব আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বাঙ্গালী স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখিতেছে, আর দেশের লোকের মতামতের প্রতি গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা দেশবাসীকে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। গবর্ণমেণ্টকে এখন রোগের প্রকৃত ঔষধ নির্ণয় করিতে হইবে। শাক্ত শাসনে দেশে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করিবে না। প্রেম ও ন্যায়পূর্ণ শাসনে দেশ শাসন না করিলে, দেশের লোকদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান না করিলে, দেশের লোকের মতামতকে পদতলে পিষিয়া চলিলে হয়তঃ আরো কত ভ্রান্তবুদ্ধি যুবক উপরোক্ত বিল্পবপ্রয়াসীদলের ন্যায় দেশের ও আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

আমরা বঙ্গজননীগণকে অনুরোধ করি, দেশে এখন স্বদেশপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া আপন আপন সন্তানগণকে তাহার স্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে ব্যাকুল হইবেন না। কিন্তু অধর্ম্ম পথের নিকৃষ্টতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। বঙ্গ-সন্তান দেশের জন্য প্রাণ দিতে শিক্ষা করুক, কিন্তু ধর্ম্মের পথে—সত্যের পথে থাকিয়া।

পুত্র না কন্যা।

ডাক্তার রোম নামক একজন বৈজ্ঞানিক নারীগর্ভে পুং-সন্তান ও স্ত্রী-সন্তানের জন্মের তথ্য নির্দ্ধারণে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন, যে স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা শরীরের শক্তিতে দুর্ব্বল হইলে পুত্র সন্তান এবং স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা দুর্ব্বল হইলে কন্যা সন্তান জন্মিবে। তিনি বলেন, প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম অনুসারে সন্তান পিতামাতার মধ্যে যিনি দুর্ব্বল তাঁহারই আকৃতি লাভ করিবে, সবলের আকৃতি লাভ করিবে না।

তিনি সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রত্যেক দেশে ১০৫ অথবা ১০৬টী বালিকার সঙ্গে সঙ্গে একশত বালক জন্ম গ্রহণ করে। শুধু কোন বড় যুদ্ধের পরে এই ব্যতিক্রম হয়। আফ্রিকা এবং ওসেনিয়ার জাতিগণের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে পুত্র সন্তান গ্রহণ করে; কারণ তাহারা সদাই পরস্পরের সহিত নিরত। ডাক্তার রোম বলেন এই সকল যুদ্ধে স পুরুষগণই অধিক অগ্রসর হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত দুর্ব্বলগণ বাঁচিয়া থাকে। যাহারা পরলোকে গমন প্রকৃতি তাহাদের স্থান পূরণের জন্য সেই জাতীয় স জন্ম দান করে।

বৃদ্ধগণ যখন তরুণী ভার্য্যা বিবাহ করে, তখন অপেক্ষা পুত্রই অধিক জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রী স্বামী অ বয়সে অনেক বড় হইলে ফল ইহার বিপরীত সেডলার নামক একজন বৈজ্ঞানিক স্থির করিয় প্রতি হাজার বালিকার সঙ্গে সঙ্গেঃ—

৮৬৫ জন বালক জন্ম গ্রহণ করে—যখন পিতা অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হয়।

৯৪৮ বালক জন্ম গ্রহণ করে—যখন পিতামাতার তুল্য হয়।

১০৩৭ বালক জন্ম গ্রহণ করে—যখন পিতা অপেক্ষা ১ হইতে ৬ বৎসরের বড় হয়।

১৪৭৪ বালক জন্ম গ্রহণ করে—যখন পিতা অপেক্ষা ১১ হইতে ১৬ বৎসরের বড় হয়।

১৬৩২ বালক জন্ম গ্রহণ করে যখন পিতা অপেক্ষা ১৬ অথবা ততোধিক বৎসরের বড় হয়।

ডাঃ রোম বলেন, পিতা ও মাতার শক্তি সম্পূ তুল্য এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। সামান্য মানসিক উদ্বেগ বা অবসাদ ইত্যাদি অতি সামান্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজনকে অপর অপেক্ষা সাময়িক দুর্ব্বল করিয়া থাকে।

ডাক্তার রোম বলেন, তিনি বিশেষ পরীক্ষা দেখিয়াছেন, তাঁহার উদ্ভাবিত মতের ব্যতিক্রম তিনি পর্য্যন্ত একটী ঘটনায়ও দেখিতে পান নাই।

HARAT-MAHILA, Registered. No. C. 30

চতুর্থ ভাগ। আষাঢ়, ১৩১৫। ৩য় সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযুবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	প্রাচীন ভারতে নারীপূজা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	৪৯
২।	আদর্শসতী বেহুলা	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু ...	৫২
৩।	রুরু ও প্রমদ্বরা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৫৬
৪।	বিলাতে স্ত্রীশিক্ষা ও লর্ড টেনিসন	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৫৯
৫।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা (উপন্যাস)	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	৬৪
৬।	আসামের কয়েকটী অসভ্য জাতি	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	৬৯
৭।	নারী-সংবাদ	... ...	৭২

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

WATER DAMAGE

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা।

সুরমা" প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোহিনূর'। কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য, অতি মনোহর। তেমনি যত কেশতৈল আছে—তার মধ্যে সুরমা যেন কোহিনূর। কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর গুণে অতুলনীয় আর চিত্ততৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদিনী কিনা? রমণীর কমনীয় কেশকলাপের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমেয় কিনা? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, ইহা অতুলনীয় কি না? সত্য সত্যই, সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং।৶০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶০ তের আনা।

সর্ব্বজন-প্রশংসিত এসেন্স্।

রজনী-গন্ধা।—রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই কোমল। এই কোমলতাই রজনীগন্ধার নিজ

সাবিত্রী।—'সাবিত্রী' সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পদার্থ।

সোহাগ।—আমাদের 'সোহাগ' এসেন্স্, সো মতই চিত্তাকর্ষক।

মিলন।—মিলনের সুবাস মিলনের মতই মনোরম।

রেণুকা।—আমাদের 'রেণুকা' বিলাতী কাশ্মীরী অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

মতিয়া।—আমাদের মতিয়ার সৌরভে বিলাতী জস্‌ গৌরব পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ॥০ আট আনা। প্রিয় প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাকম ।৶০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।৶০ পাঁচ আনা। আমাদের অটো ডি অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টা ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লা বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আনা, মাশুলাদি ।৶০ পাঁচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও পাই বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

WATER DAMAGE

WATER DAMAGE

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৪র্থ ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৫। | ৩য় সংখ্যা।

প্রাচীন-ভারতে নারীপূজা।

জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাচীন জন্মভূমি ভারতে বর্ত্তমান
নারীজাতির পূজা নাই, নারীজাতির উপরে ভারত-
র শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, পূজনীয়া নারীজাতির উপরে
মলিন পুরুষজাতির বিশ্বাস ও নির্ভর নাই।
হারিণী আকাশচারিণী শারিকা অবসর বুঝিলে
ত পারে সেই আশঙ্কায় যেমন লৌহময় পিঞ্জরে
কে শৃঙ্খলিত করা হয়, প্রাচীর-বেষ্টিত আলোকবায়ু-
ত অন্তঃপুরে সেইরূপ মহামহিমান্বিতা মহিলাগণকে
ক করিয়া রাখা হয়। প্রাচীন-ভারতে নারীজাতিকে
র্য্যসের চক্ষে কেহ দেখিত না, দেখিতে পারিত না।
ন ও অসম্মান প্রকাশ করা দূরের কথা, নিহত
পরাজিত শত্রুর রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে
তার প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়া যাইত, বিজয়োৎসবের
পরিবর্ত্তে যেন কি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে—
ভাবিয়া ভীত, চকিত হইয়া পড়িত, চক্ষু ও মন অবনত
হইয়া পড়িত। বর্ত্তমান যুগের মত, সাধ্বী রমণী জেতার
নিকটে যাইতে অণুমাত্র ভীত হইতেন না, হৃদয়ের
আবেগে ক্রোধোন্মত্তা রমণী তখন অকুতোভয়ে সেই
শত্রুর দোষ কীর্ত্তন করিতেন, কঠোর ভাষায় শত্রুকে
আক্রমণ করিতেন, তেজস্বিনীর সেই আক্রমণে বলদৃপ্ত
জেতা তখন ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ইহার দৃষ্টান্ত
রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, পুরাণে আছে,
কাব্য-নাটকে আছে। বালিবধের পরে বালি-মহিষী
তারাকে দেখিয়া রামচন্দ্রের এই দশা হইয়াছিল, রাবণ-
বধের পরে রাবণ-মহিষী মন্দোদরীকে দেখিয়া বীরশ্রেষ্ঠ
রামচন্দ্র ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-
সমরে বিজয়লাভ করিয়াও সাধ্বী গান্ধারীর আগমনে
ভারতসম্রাট্ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রও গান্ধারীর দুর্দ্ধর্ষ তেজে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির চরিত্র লইয়া মনেও যদি কিছু আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আলোচনাকারী পাপী হয় ও সেই পাপের দণ্ড ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রদান করেন,—শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ। পুরাণে কথিত আছে, গরুড় এইরূপ পাপে তৎক্ষণাৎ চলচ্ছক্তিহীন হইয়া এক নির্জ্জন দ্বীপে বহুকাল পড়িয়াছিলেন। মহর্ষি নারদের উপদেশে সেই রমণীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরে পূর্ব্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানে যে পতিব্রতার উপাখ্যান লিখিত আছে তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তপস্বী অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া পতিব্রতার তেজে অভিভূত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপরাদ্ধ পতির প্রতি মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিশাপে ক্রোধে উদ্বেলিতা পতিব্রতার তেজে সূর্য্যের গতিরোধ হইয়াছিল। দেববৃন্দ ও ঋষিবৃন্দ ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অবনত কন্ধরে তাঁহার স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা বৈদিক যুগের কথা বলিতেছি না, ঔপনিষদিক যুগের কথা বলিতেছি না, পৌরাণিক যুগেও সমাজে নারীজাতির এতদূর সম্মাননা, এতদূর প্রতিপত্তি ছিল। আর এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকের দিনে সুসভ্য ইউরোপে যাহা নাই, প্রাচীন ভারতে তাহা ছিল; জানি না কিসে কি হইল; বলিতে পারি না, কি কারণে আজ ভারতে নারীপূজা বিলুপ্ত হইয়াছে,—নারীজাতির উপরে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব, সম্মাননার ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যানের শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত যেমন গোলাপ ফুলের যত্ন করা হয়, বিলাসভবনের শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত যেমন চিত্রপট, মৃণ্ময় পুত্তলিকা ও কাচময় পুত্তলিকাকে যত্ন করিয়া রাখা হয়, বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হেমহীরকজড়িত পত্নীর ভাগ্যে আর ইহা অপেক্ষা অধিক যত্ন ও সমাদর বুঝিতে পারি না। ধর্ম্মহীন ভারতে এক্ষণে আর ধর্ম্মসহায় পত্নীর সাহায্যে ধর্ম্মে অগ্রসর হইতে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পতির উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থের উপরে পত্নীর আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যন্ত্রের মত স্বামীর ব্যয়লাঘবের জন্য পত্নী কেবল তাঁহার কম্ফর্টার ও মোজা প্রস্তুত করিতে এবং ছিন্ন জামায় তালিপ্রদান

করিতেই ব্যস্ত। অর্থ স্বামীর নিকটে লৌহ-মঞ্জুষায়
বা ব্যাঙ্কে ন্যস্ত। দৈনিক খরচের ২টি ১টি টাকা
কখনও পত্নীকে দেন, কেহ বা বিশ্বাসী ভৃত্যকে
করেন। বৃদ্ধা মাতার ভাগ্যে ত উজ্জ্বল রজতমুদ্রা
দুর্লভ। মনু বলিয়াছেন, 'উপার্জ্জন করিবে
ব্যয় করিবে পত্নী'। সে সময়ে মনুর ব্যবস্থিত
সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পত্নীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
হইতে তুমি গৃহের সম্রাজ্ঞী হও" বলিয়া স্বামী
যে বৈবাহিক মন্ত্র আছে, সে সময়ে অনুষ্ঠান
তাহার প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ সমাজে প্রতি
হইত। জানি না আজ কোন্ কুশিক্ষায় ও কা
সেই বৈদিক মন্ত্রের অঙ্গীকৃত বিষয় সমাজ
অন্তর্ধান করিয়াছে। একসময়ে একটী সম্ভ্রান্ত
মহিলা আমাদিগের বাটীতে আসিয়াছিলেন।
আমাদিগের একটী আত্মীয়া যুবতীর হাতের বালা
মল ভাল করিয়া দেখিলেন, ঘরের কড়িকাঠে
বংশদণ্ডে শৃঙ্খলিত শারিকাকে দেখিলেন; দেখিয়া ব
"পাখীটীর পায়ের কড়া আছে শিকলি লাগানে
শিকলিও তাহাতে লাগান আছে, কিন্তু এই মেয়েটী
ও পায়ে কড়া আছে শিকলি নাই কি জন্য?
মাননীয়া মহিলার এই মধুর ভৎসনা আমি আজও
পারি নাই। স্ত্রীজাতিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে
বিধি নাই, বরং নিষেধ আছে। মহারাজ দিলীপের
রাজমহিষী সুদক্ষিণা বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবার সম
গোপসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাজমার্গের
বৃক্ষশ্রেণীর নাম জানিয়া লইয়াছিলেন, ব্রাহ্ম
আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আশ্রমে যাইয়া শি
বশিষ্ঠদেবের ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর পদবন্দনা
ছিলেন। ভারতীয় রাজগণের সহিত মহিষীরাও র
রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা হইতেন। রাজাধিরাজ যু
রাজসূয়-যজ্ঞ-সভায় যেমন ঋষিবৃন্দ ছিলেন, র
ছিলেন, সম্ভ্রান্ত বৈশ্য শূদ্র ছিলেন, সেইরূপ পু
সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে দেখিতে পা
অনেক যুবতী পাদচার করিয়া যজ্ঞমণ্ডপের নানাস্থান

ও নানা স্থানে বিচরণ করিতেন। শুনিয়াছি, ইস্লাম
বর্ত্তক মহম্মদের নিকটে একদিন তাঁহার পত্নী উপস্থিত
ন। সেই সময়ে একটী অন্ধ সেইস্থানে উপস্থিত হয়।
বলিলেন, "একি! পুরুষ আসিয়াছে দেখিতেছ না,
অন্তঃপুরে না যাইয়া অবগুণ্ঠনশূন্য হইয়া রহিয়াছ?"
বলিলেন, "ওটি অন্ধ।" মহম্মদ বলিলেন, "ওটি
হয় হউক, ও না দেখে না দেখুক, তোমার চক্ষু
, তুমি কি করিয়া পুরুষের মুখ দেখিতেছ?
র লজ্জা হওয়া উচিত, স্ত্রীজাতি এ ভাবে অন্তঃপুরে
ব যেন কোনরূপেই পুরুষ তাহাদিগকে দেখিতে
য় ও পুরুষকে তাহারা দেখিতে না পায়।"
রাজা ইংরেজ, এক্ষণে যেমন ভাল মন্দ বিচার
রিয়া আমরা ইংরেজের অনুকরণ করি, পূর্ব্বেও
' ভারতবাসী ভালমন্দ বিচার না করিয়া রাজা
দের অনুকরণ করিত, তাই বুঝি সেই অনুকৃত বিষয়
সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এই অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি
হ। "অবরোধ" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে বলি না,
ধ শব্দে অন্তঃপুর বা পত্নী বুঝাইত। পূর্ব্বে
একাংশ অন্তঃপুর নামে আখ্যাত ছিল, সেই
স্ত্রীজাতি স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন; তাই বলিয়া তাঁহারা
ই শৃঙ্খলিতা ছিলেন না, সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের
হইত। আরও, ভারতের যে যে অংশে পূর্ব্বে
ন অধিকার হয় নাই, বা অল্প দিন হইয়াছিল সেই
অংশে স্ত্রীজাতির এ ভাবের অবরোধ প্রথা নাই;
—মহারাষ্ট্র, কর্ণাট্, গুজরাট্, ত্রৈলঙ্গ, উৎকল, আসাম
বিহার। মনু বলিয়াছেন, সহস্র খড়্গপাণি বিশ্বাসী
রা যে মহিলার রক্ষা বিধান করা হইতেছে,
হইবে সে সর্ব্বথা অরক্ষিতা, যে পূজনীয়া
নিজদ্বারা আপনাকে রক্ষা করেন তিনিই বাস্তবিক
! আজও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে
আছে, অতিথি যদি গৃহপতির স্পৃষ্টান্ন ভক্ষণ
সম্মত হয়েন, তবে গৃহপতির কোন না কোন
স্ত্রী অতিথির সম্মুখে বাহির হইয়া তাঁহাকে অন্ন
প্রদান করিবেন, নয়ত অতিথির অসম্মান করা
শ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলেই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত

পদ্ধতি। হয়ত অতিথির সহিত বা বন্ধুর সহিত গৃহপতি আহারে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও যদি সেই অদৃষ্ট পরিবিষ্ট অন্নব্যঞ্জন উদরপূর্ত্তির পূর্ব্বেও নিঃশেষিত হয়, তবে তাঁহার ভাগ্যে সে দিন সেই পর্য্যন্তই সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখিতে পাই কপাটবদ্ধ পাল্কীর ভিতরে থাকিয়াও পুরস্ত্রীগণের নিস্তার নাই, পাল্কীর উপরে স্থূলবস্ত্রের ঘাটাটোপের ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বকথিত মহম্মদের নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। অনেক সময়ে পাল্কীসহ গঙ্গায় অবগাহন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে, অনেকটা স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই নাই। মনু বলিয়াছেন, স্ত্রীতে-শ্রীতে কোন প্রভেদ নাই, যে গৃহে নারীজাতি পূজিতা হয়েন, সেই গৃহে দেবতাদিগের অধিষ্ঠান হয়। পুরাণে আছে সমস্ত স্ত্রীজাতিই সাক্ষাৎ দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি; তন্ত্রে কথিত আছে, স্ত্রী দেখিলেই তৎক্ষণাৎ পুরুষ তাহাকে প্রণাম করিবে। কোন্ পাপে আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি অবজ্ঞা করিতেছি, উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, উচ্চাসন হইতে তাঁহাদিগকে অবতারিত করিতেছি? যে জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ধনের ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, সৃষ্টির বা স্রষ্টার অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী, শক্তি সমূহের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তি দুর্গা, স্ত্রীমূর্ত্তিতে সমস্ত ঈশ্বর-শক্তিকে ভাবিতেন ও পূজা করিতেন আমরা সেই নারীপূজক আর্য্যজাতির বংশধর হইয়া নারীপূজা ভুলিয়া গিয়াছি, নারীজাতির সম্মান করিতে জানি না, বিপন্না নারীর উদ্ধারের জন্য আত্ম-জীবন বলি দিতে পারি না। যাঁহার সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য আছে তাঁহারই প্রকৃত মানুষ প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে। সৃষ্টিকারিণী স্ত্রীজাতির পূজার ব্যবস্থা কর, তাঁহাদিগকে উন্নতির সোপানে আরূঢ় কর, দেখিবে, তাঁহারা আবার বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন সৃষ্টি করিবেন, প্রস্তুত করিবেন ও বর্দ্ধিত করিবেন।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

WATER DAMAGE

আদর্শসতী বেহুলা।

বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে "মনসার ভাসান" গান প্রচলিত ছিল। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীনা ও বধূগণ "মনসার ভাসানে" বেহুলা সতীর অলৌকিক পতিপ্রেমের কাহিনী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। অধুনা বঙ্গদেশ হইতে মনসার গান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো স্থানে এখনো উহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। বর্ষাকালে ঐ সকল স্থানে অত্যন্ত সর্পের উপদ্রব হয় এবং সর্পদংশনে তথাকার অনেক নরনারীর অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এজন্য সে সময় তথাকার লোকে সর্প-দেবী মনসাকে স্তব-স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার কৃপায় সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবে এই বিশ্বাসে, দল বাঁধিয়া "মনসার ভাসান" গাহিয়া থাকে। গায়ক ও শ্রোতৃগণ সকলেই উহাতে তন্ময় হইয়া যায়। ইহার ফলে তাহারা সর্পভীতি হইতে রক্ষা পায় কি না সে কথার প্রয়োজন নাই, কিন্তু "মনসার ভাসানের" অন্তর্নিহিত বেহুলা সতীর পবিত্র ছবিখানি তাহাদের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে সজীব ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং তাঁহার অদ্ভুত পতিপ্রেমের অমৃতধারা গায়ক ও শ্রোতৃগণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। তখন যেন তাহারা এই রোগ-শোক-দুঃখ-ক্লেশ-পূর্ণ সংসার হইতে অতিদূরে, অতি ঊর্দ্ধে, কোনো পবিত্র, সুন্দর, অমর লোকে বাস করিতে থাকে।

"মনসার ভাসানের" আখ্যায়িকাটী এইরূপ। চন্দ্রধর বা চাঁদ-সদাগর চম্পক নগরের প্রচুর ধনসম্পদশালী বণিক। তাঁহার বিপুল বাণিজ্য ছিল। "মধুকর," "গঙ্গাপ্রসাদ," "সাগরফেনা," "হংসরব," "রাজবল্লভ" প্রভৃতি নামে তাঁহার সাতখানি "ডিঙ্গা" বা বাণিজ্যতরী ছিল। "মধুকর" তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বাণিজ্যতরী সকল মণিমাণিক্য, তাম্রকাংস্যময় বাসন, বিচিত্র কারুকার্য্য, সমুদ্রজাত দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ-প্রবাল এবং অন্যান্য নানাবিধ পণ্য বহন করিয়া, বহু দাঁড়িমাঝি লইয়া দেশ দেশান্তে বাদাম তুলিয়া ভাসিয়া বেড়াইত। যখন এই সকল বাণিজ্যতরী পণ্যভার বহন করিয়া, বহুকণ্ঠের মঙ্গলধ্বনির মধ্যে পাল

উড়াইয়া স্ফীতবক্ষ শুভ্র হংসশ্রেণীর ন্যায়, ঘাট
ভাসিয়া যাইত, তখন চন্দ্রসদাগরের নদীতটশোভী,
সুন্দর সৌধ-গবাক্ষ হইতে তাঁহার সাধ্বী প্রেমময়ী
কৌতূহলময়ী তরুণী পুত্রবধূগণ তাহা দেখিয়া অ
গৌরবে উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিতেন। দে
জুড়িয়া চাঁদসদাগরের সুখ্যাতি। চাঁদসদাগর
শিবোপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোম
ভক্তিমতী পত্নী সনকা শক্তির উপাসনা
তেন। কথিত আছে, শিব আত্মজা মনসাকে
করিয়াছিলেন যে অগ্রে চাঁদসদাগর তাঁহার
করিলে ধরাতলে তাঁহার পূজা প্রচারিত হই
মনসাদেবী চাঁদের নিকট পূজা পাইবার জন্য বহু
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চাঁদসদাগর তেম
নহেন। সেই দৃঢ়নিষ্ঠ শৈব মনসার পূজা করিতে
ক্রমে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু, তাঁহাকে "
কাণি" বলিয়া গালি দিলেন। ইহাতে দেবীর কো
উপর নিপতিত হইল। তিনি চাঁদসদাগরের উপ
উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন। সদাগরের কান্তি
সুন্দর ও সুস্থ ছয়টী বিবাহিত যুবা পুত্র সর্পদং
একে গতাসু হইল। এই নিদারুণ শোকের উপ
তরুণী বিধবা বধূর যন্ত্রণা ও আর্ত্তনাদ তাঁহাকে
স্নেহময়ী পত্নীকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল।
যাত্রায় তাঁহার সাতখানি ডিঙ্গা বহু পণ্য ও
সহিত প্রবল ঝটিকায় জলমগ্ন হইয়া গেল। তিনি
রূপে প্রাণমাত্র ফিরিয়া পাইলেন এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা
হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নানা
ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে চাঁদসদাগর গৃহে
আসিলেন। পতিপ্রাণা সনকা স্বামীর ক্লেশ-দুর্দ্দশা
ডুবির কথা শুনিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন

চাঁদসদাগর আইল নিজ ঘর
ডুবাইয়া তরি জলে,
কাতরা বেণেনী, চক্ষে পড়ে পানি
আপন প্রভুরে বলে,—
"শুন সদাগর, কোথা "মধুকর"
কহ তব পায়ে পড়ি,"

সাধু হেন কালে, সনকারে বলে
"কালীদহে হৈল বুড়ি।
আমি নাহি জানি, চেঙমুড়িকাণি
দুঃখ দিল নানা পাকে,
হৈল ভরা বুড়ি, ঝাঁপ দিয়া পড়ি
জল খাই নাকে মুখে।"

(ক্ষমানন্দের গ্রন্থ)

ামীর বাণিজ্যযাত্রা সময়ে সনকা সন্তান-সম্ভবা
ন। সদাগর গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বেই একটী সুন্দর
তাঁহার অঙ্ক সুশোভিত করিয়াছিল। মনসাদেবীর
ার কথা শুনিয়া এই নব শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কায়
র প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া স্বামীকে
বুঝাইলেন যে মনসার সহিত এক্ষণে বিবাদ না করিয়া
র পূজা করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু—!

সনকার বোলে, চাঁদ কোপে জ্বলে—
"প্রসঙ্গ না কর তার
ছয় পুত্র মৈল, ভরাডুবি কৈল
তবে কি করিবে আর?"

(ক্ষমানন্দের গ্রন্থ)

হউক চাঁদ-সদাগর সুশীলা প্রেমময়ী পত্নী ও নব-
রর মুখ দেখিয়া সকল দুঃখকষ্ট ভুলিয়া গেলেন ও
ৎ শান্তি লাভ করিয়া আবার সংসারধর্ম্ম করিতে
লন। চাঁদসদাগর এই পুত্রের নাম রাখিলেন, লক্ষ্মীন্দ্র।
রা তাহাকে আদর করিয়া "লখিন্দর" ও "নখাই"
ডাকিতেন। ছয় পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত পিতা-
"নখাইকে" পলকে চোখেহারা হইতেন। জনক
র নয়নমণি, বড় দুঃখের ধন, আদরের গোপাল নখাই,
গুণে দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া
ত লাগিল। তাহার হাসিতে ও অশ্রুতে, তাহার
র ও আব্দারে পিতামাতা আবার আনন্দপূর্ণ হইলেন।
মনসার প্রদীপ্ত কোপানল স্মরণ করিয়া চাঁদসদাগর
আনন্দ বাহিরে প্রকাশ করিতেন না। এই পুত্রের
ৎ আশঙ্কায় সময়ে সময়ে তাঁহার মুখ মেঘাবৃত
ন্যায় মলিন হইয়া পড়িত। সদাগর লখিন্দরকে
ত বিদ্যাশিক্ষা করাইলেন। সে কাব্য নাটক ও
ার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিল এবং পৈতৃক ব্যবসায়ে

শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইল। লখিন্দরের চাঁদের মত মুখ ও জ্যোৎস্নার মত হাসি দেখিয়া সকলের হৃদয় আহ্লাদ ও আশীর্ব্বাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পুত্র বিবাহযোগ্য হইয়াছে দেখিয়া সনকা তাহার বিবাহ দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সদাগর বহুদিন সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কারণ ইতিপূর্ব্বে গণক আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল যে বিবাহবাসরে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইবে। অবশেষে একদিন প্রেমিকা পত্নীর সকরুণ সাশ্রু অনুনয়ে সদাগর সকল আশঙ্কা ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী পত্নীর হৃদয়তন্ত্রীর সহিত বাজিয়া উঠিল। তিনি জনার্দ্দন পুরোহিতকে ডাকিয়া লখিন্দরের যোগ্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

জনার্দ্দন ঠাকুর নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া পাত্রী খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে নিছনি নগরে সায়-বণিকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সায়-বণিকের পূর্ণ-বিকশিত কুসুমের ন্যায় "বিপুলা" নাম্নী সুন্দরী কন্যা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং বসিতে আসন ও পদপ্রক্ষালনের জল দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। বিপুলাকে সকলে "বেহুলা" বলিয়া ডাকিত। ঘটক মহাশয় কন্যার রূপ গুণের পরিচয়ে ও তাহার সসম্ভ্রম, সহৃদয় আতিথ্যে মোহিত হইয়া গেলেন এবং সায়-বণিকের নিকট লখিন্দরের সহিত বেহুলার বিবাহ-প্রস্তাব করিলেন। সায়-বণিক সম্মত হইলেন। জনার্দ্দন ফিরিয়া গিয়া চাঁদ সদাগরকে এই আনন্দের সংবাদ দিলেন। সদাগর ভাবী পুত্রবধূর রূপ গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে জনার্দ্দন কহিলেন;—

ঘটক বলেন "সাধু, তোমার পুত্রের বধূ
রূপে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
দেখিনু অনেক ঠাঁই, তাহার তুলনা নাই,
যেন লক্ষ্মী, উর্ব্বশী, অপ্সরী।
বরণ শরদশশী, তাহে মৃদু মধু হাসি
জলদ নিন্দিত কেশভার—
কন্যা পতিব্রতা বটে— লোটন লম্বিত পৃষ্ঠে,
তুলনা দিবার নাই আর।
গজেন্দ্রগামিনী রামা, রূপে যেন তিলোত্তমা,
বেহুলা নাচনী তার নাম,

WATER DAMAGE

বারমাসে বারব্রত, পুণ্যতীর্থ করে কত,
দেবকার্য্য করে অবিরাম।"

(ক্ষমানন্দের গ্রন্থ)

বেহুলা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা। তাহার পূর্ণ শশধরের ন্যায় রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে, প্রীতি ও প্রফুল্লতায়, স্নেহ ও করুণায়, শান্তি ও পবিত্রতায়, সেবা ও গৃহকর্ম্মে সে কেবল পিতৃগৃহ নহে, কিন্তু সমগ্র নিছনি নগরকে যেন প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। বেহুলা রন্ধনে ও শিল্পে নিপুণা। সে সুলেখিকা ও সুগায়িকা। তাহার বীণানিন্দিত মধুর গীতঝঙ্কার যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত সেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িত। সায়-বণিক কন্যাকে নৃত্যকলাও শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে তালমানলয় রাখিয়া এমন নিপুণ নৃত্য করিতে পারিত যে কোন নর্ত্তকীই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। বেহুলা কখনো মুক্তকেশে, দ্রুতপদে, ক্ষিপ্রহস্তে গৃহকর্ম্ম করিত; কখনো পুত্রশোকাতুরা জননী বা স্বামি-বিয়োগ-বিধুরা নারীর নিকট বসিয়া, তাঁহাদের প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া, অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বচনে সান্ত্বনা দিত; কখনো বা অশ্রুসিক্ত নয়নে সীতা অথবা সাবিত্রীর মর্ম্মভেদী দুঃখ ও অলৌকিক পতিপ্রাণতার কাহিনী শ্রবণ করিত—শুনিতে শুনিতে সেই তরুণীর করুণহৃদয়ে নারীত্বের অতুল সম্পদ্—আত্মবিসর্জ্জী প্রেম-গৌরব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিত। কৌতুকময়ী বালিকা কখনো পিতার সুদীর্ঘ সরোবরের স্বচ্ছ শীতল জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিত এবং তরঙ্গের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, কমলদলসমাসীন অলিকুলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আবার কখনো বা মনোরম অপরাহ্নে মৃদুগামিনী স্রোতস্বিনীর শীতল ছায়াময় নির্জ্জন তটে গিয়া উপবেশন করিত; সম্মুখে দূরপ্রসারিত নির্জ্জন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি যেন অপার্থিব বস্তু অনুভব করিত এবং স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যার মৃদু অবতরণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া থাকিত। কেহ বা তাহাকে "বেহুলা নাচনী," কেহ বা "ক্ষেপামেয়ে" বলিয়া আদর করিয়া ডাকিত। বেহুলা যেখানেই যাইত, তাহার ক্ষুদ্র চরণস্পর্শে যেন সেখানে শত সহস্র কুসুম ফুটিয়া উঠিত। সে স্নিগ্ধ-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে যাহার

পানে চাহিত, স্নেহমাখা মধুবর্ষী কণ্ঠে যাহার সহি
কহিত, তাহারই প্রাণ জুড়াইত, সে তাহাকে ভ
বাসিয়া থাকিতে পারিত না। বেহুলা পিতামাতার
কন্যা, অঞ্চলের নিধি। বেহুলা ভ্রাতৃগণের ন
দায়িনী আদরের ভগিনী। বেহুলা সায়-বণিকের
সংসারকে ধর্ম্ম ও কর্ম্মে, পুণ্য ও ব্রতানুষ্ঠানে
শীতল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

একদিন বহু দ্রব-সম্ভার সঙ্গে লইয়া চাঁদ
বেহুলাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি তাহার অ
রূপলাবণ্য দেখিয়া এবং তাহার সুচরিত্র ও ধর্ম্ম
পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন; সায়-বণিকের
লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া এবং তাঁহার সৌজন্য ও সম্বর্দ্ধনা লাভ
প্রীত ও পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু চাঁদ এক বিষম
করিয়া বসিলেন;—কন্যা যদি লৌহ-কলাই
গলাইতে পারেন তবেই তিনি তাঁহার পুত্রবধূ হ
নচেৎ নহে! এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া সা
বিমর্ষ হইলেন; উপস্থিত ব্যক্তিগণ উপহাস
লাগিল; প্রতিবেশিনী সকল চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া
লাগিল এবং বেহুলার মাতা অমলাসুন্দরী মহা
প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা
মাতাকে কহিল, "আমি যদি ধর্ম্মপ্রাণা হই, তবে
আমার হাতে লোহার কলাই গলিবে।" কথিত
বেহুলা অল্পক্ষণ মধ্যেই লোহার কলাই গলাইয়া
রাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু অমলাসুন্দরী ভাবী বৈ
মহাশয়কে উহা ভোজন করিতে দিয়াছিলেন কি না
তাহার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক চন্দ্র
সর্ব্বপ্রকারে প্রীত হইয়া তখনই বেহুলার সহিত লখি
বিবাহ সুস্থির করিয়া নিজালয়ে ফিরিয়া গেলেন।
নগরে ও নিছনি নগরে বিবাহের মহা আয়োজন
লাগিল। বড় সাধের "নথাইয়ের" বউ আসিবে—
ঠাকুরাণীর আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহা
আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। মনসার কো
করিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ব্যাকুল
দেবীর কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রধর
ব্যাকুলা দেখিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় কি!

লর লাঠি দিয়া সেই চেঙমুড়ি-কাণির পাঁজর ভাঙ্গিয়া
কিন্তু তিনি নিজেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।
চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, যদি বিবাহ-রাত্রিটা
রূপে নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করা যায়, তবে গণকের
ার সফল হইবে না, ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে। এই
চন্দ্রধর সুনিপুণ শিল্পী কামিলাকে আহ্বান
ন এবং তাঁহাকে সাঁতালী পর্ব্বতের চূড়ায় লৌহের
হ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। অতুল
অধীশ্বর চন্দ্রধর লক্ষ মণ লৌহ আনিয়া কামিলাকে
করিলেন এবং একটী পিপীলিকাও যেন প্রবেশ
না পারে এমন আঁটা-সাঁটা লৌহ মন্দির নির্ম্মাণ
বলিলেন। কামিলা আদেশ পালনে প্রবৃত্ত
এবং অবিলম্বে সাঁতালী-পর্ব্বতের শিখরে লোহার
মাথা তুলিয়া উঠিল।

ক মণ লোহা আনে, কামিলার বিদ্যমানে
কামিলা শিখরে গিয়া চড়ে,
না অস্ত্র সঙ্গে আছে, লৌহ কাটে, লৌহ ছাঁচে,
লোহার বাসর ঘর গড়ে।
াহার বান্ধিল পাড়ি, বন্ধন করিল সিঁড়ি,
লোহার দেওয়াল চারি ভিতে,
াহায় ছাইল চাল, মেজে হইল বার্চ্চাল,
শোভে ঘর সাঁতালী পর্ব্বতে।
চ হইল অতিশয়, লোহার গঠন হয়,
বিশ্বকর্ম্মা তাহে ভাল রঙ্গী—
াহার দেওয়াল ময়, বিষম অস্ত্রের ঘায়
চারিভিতে কাটিল কুলঙ্গী,
রাখিল যে ভাল, লোহার কপাট খিল,
বিষম কুলুপ তার মাঝে,
রিয়া লোহার পাট, দিল চারি চৌকাট
বজ্রসম গঠন বিরাজে।

(ক্ষমানন্দের গ্রন্থ)

তালীপর্ব্বত শিখরে এইরূপ কঠিন ও সুন্দর বাসর
সমাধা করিয়া, চন্দ্রসদাগরের কাছে হিসাব পত্র
ও পুরস্কার লইয়া কামিলা গৃহে যাইতেছেন এমন
সাদেবী আসিয়া তাঁহার পথ আগুলিয়া কহিলেন,
ক ঐ বাসরঘরে একটী সূত্র প্রবেশের উপযুক্ত ছিদ্র করিয়া দিয়া আসিতে হইবে।" কামিলা ত একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন!—"সে কি কথা! আমি এমন নিমক্‌হারামির কাজ কখনো করিতে পারিব না।" দেবী জিদ্ করিতে লাগিলেন। কামিলা তথাপি বলিলেন, "আমি যে কণ্ট্রাক্ট সারিয়া দিয়া হিসাব চুকাইয়া আসিয়াছি, আবার কি বলিয়া চাঁদ সদাগরের কাছে যাইব!" মনসাদেবী সর্পের ভয় দেখাইয়া কামিলাকে সম্মত করিয়া ফেলিলেন এবং চাঁদ সদাগরের নিকট একটী আস্ত মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়া তাঁহাকে পুনরায় সাঁতালীপর্ব্বতে পাঠাইয়া দিলেন। শিল্পী অস্ত্র দ্বারা লোহার দেওয়ালে একটী সূত্র প্রমাণ ছিদ্র করিয়া তাহা কয়লার গুঁড়া দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিলেন। মনসাদেবী এ সংবাদ জানিলেন, কিন্তু চন্দ্র সদাগর কিছুই জানিলেন না। তিনি সাঁতালী-পর্ব্বতের লৌহ-মন্দির দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

চম্পকনগরে চাঁদ বণিকের গৃহে বিবাহের মহা আয়োজন হইয়াছে। চন্দ্রধর বণিক-সমাজের সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে, শুভ-লগ্নে, বরযাত্রা বাহির হইল—সেরূপ মিছিল কেহ কখনও দেখে নাই। মণিমুক্তা ও পট্টাম্বরধারী বহু আত্মীয় ও অন্যান্য বরযাত্রী,—কেহ চতুর্দ্দোলায়, কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। শত শত ভাট শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নবরচিত বিবাহ-সঙ্গীত গান করিতে করিতে চলিয়াছে। নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড ও বংশী-নিনাদে আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আলোকে আলোকে চারিদিক্ ঝলসিয়া উঠিতেছে—আলোকরশ্মিসকল বরযাত্রিগণের হেম-মুক্তা-খচিত বসনের উপর গিয়া যেন ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র সকল সুমধুর বাদ্যরবের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। সুরঞ্জিত নবীন বসন পরিধান করিয়া, পরিচারক পরিচারিকাগণ মস্তকে দ্রব্যভার বহিয়া চলিয়াছে; আর সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপস্তবক-সজ্জিত, মণিমাণিক্যখচিত, আলোকমালায় উদ্ভাসিত একখানি স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে, বিচিত্র মখমলের আসনোপরি, অদ্ভুতসজ্জিত লক্ষ্মীন্দ্র সম্রাট-পুত্রের ন্যায় সমাসীন। একশত বাহক সেই স্বর্ণচতুর্দ্দোলা বহন করিয়া

WATER DAMAGE

লইয়া যাইতেছে। তাহার কারুকার্য্যশোভী বিচিত্র বসন, মণিমণ্ডিত উষ্ণীষ ও কর্ণবিলম্বিত মুক্তাশোভী কুণ্ডল হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে। নবীন যুবক লক্ষ্মীন্দ্রের কাব্য-নাটক-অলঙ্কার-প্রবুদ্ধ হৃদয়ে একখানি অজ্ঞাত, অদৃষ্ট স্বর্ণপ্রতিমার আভাস ও একটী অনাস্বাদিত দাম্পত্য সুখের অপূর্ব্ব কল্পনা জাগিয়া উঠিতেছিল। সনকা-মাতা হৃদয়ভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের সহিত লক্ষ্মীন্দ্রের চাঁদমুখখানি চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সংযত, প্রফুল্ল, আনতদৃষ্টি মুখের উপর নির্ম্মল মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইয়াছে। দুইটী সুন্দর, সুসজ্জিত বালক তাহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে সম্মুখস্থ আনন্দের মেলা দেখিতে দেখিতে, স্মিতমুখে তাহাকে চামর ব্যজন করিতেছে। প্রৌঢ় চন্দ্রবণিকের চতুর্দ্দোলা তাহারই পার্শ্বে ধীরে ধীরে আসিতেছে। তাঁহার পরিধানে দুগ্ধফেন-নিভ শুভ্রবসন, মস্তকে স্বর্ণকুসুমখচিত শুভ্র উষ্ণীষ। আজ অজস্র আনন্দকোলাহলের মধ্যেও তাঁহার ললাটে বিষম দুশ্চিন্তার রেখা।

এদিকে, মধুর গোধূলিকালে সায়-বণিকের গৃহে আনন্দ-সূচক শঙ্খধ্বনি হইতেছে। সমবেত আত্মীয় কুটুম্বিনী ও পুরাঙ্গনাগণের সহাস্য মধুর দৃষ্টি বেহুলার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া আছে। বেহুলার সখী বণিগ্‌বালাগণ আজ তাহাকে মনের সাধে বহুমূল্য সুন্দর বসনে সাজাইয়াছে; তাহার হস্তে শঙ্খবলয় ও সুবর্ণকঙ্কণ পরাইয়াছে; তাঁহার কণ্ঠে মুক্তাহার ও কর্ণে মণিখচিত সুবর্ণকুণ্ডল দোলাইয়া দিয়াছে এবং সুবর্ণচিরুণী দ্বারা তাহার জলদনিন্দিত নিবিড় কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশরাশি আঁচড়াইয়া কুণ্ডলিতা ফণীর ন্যায় কবরী বন্ধন করিয়া তাহা পুষ্প ও সুবর্ণ ভূষণে ভূষিত করিয়া দিয়াছে। তাহারা বেহুলার নির্ম্মল নিটোল ললাটখানি চন্দনরেখায় অঙ্কিত করিল এবং রহস্য করিয়া সীমন্তে সিন্দূর দিবার জন্য যখন স্বর্ণ সিন্দূরকৌটা খুলিতে উদ্যত হইল, তখন সলজ্জ হাসি হাসিয়া, মুকুলিত চক্ষে বালিকা স্বীয় মস্তকোপরি ক্ষুদ্র কমলপুষ্পের ন্যায় হাতখানি উল্টাইয়া ধরিয়া তাহার প্রতিবাদ করিল। ধনশালী পিতামাতার আদরের ধন বেহুলার সর্ব্বাঙ্গ আজ সুবর্ণ অলঙ্কারে পরি-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ছয়টী ভ্রাতার এক একজন এক একবার অন্তঃপুরে আসিয়া ভগিনীর প্রতি সহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গৌরব অনুভব করিতেছে। বদনখানি আজ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্মটীর মত শো তেছে। তাহার ভাবপরিপূর্ণনয়ন দুইটী ল লজ্জার মৃদুভারে ক্ষণে ক্ষণে আনত হইয়া পড়ি গণ্ডদেশ সন্ধ্যার মেঘের ন্যায় রক্ত আভা ধারণ ক অমলা কন্যার এই মোহিনী বেশ দেখিয়া ছুটিয়া স্নেহগদগদ ভাবে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। মৃদু হাসি হাসিয়া, মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া, তাঁ আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। অমলা সুন্দরী প্রা স্নেহে দুই হস্তে কন্যার মুখখানি তুলিয়া লইয়া,— আমার লক্ষ্মী ঠাকরুণ," বলিয়া ঘন ঘন চুম্ব লাগিলেন। অমনি কি এক অব্যক্ত সুখে বেহুলার গণ্ড বাহিয়া উজ্জ্বল মুক্তারাশির ন্যা প্রবাহিত হইল।

রাত্রি এক প্রহর হইল। বাদ্যরোল ও আন নিছনি নগর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং চন্দ্রধর লইয়া সায়বণিকের গৃহে সমাগত হইলেন। অম মঞ্চে ইমন কল্যাণে সানাই বাজিয়া উঠিল এবং ঘন ঘন শঙ্খ ও উলুধ্বনি হইতে লাগিল। গললগ্নীকৃতবাসে, বহু শিষ্টাচারে নূতন অ অভ্যর্থনা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র

রুরু ও প্রমদ্বরা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি,
সে সময়ে ছিনু আমি আশ্রম-ভবনে
নিত্য-সান্ধ্য-কর্ম্মে রত, হায় শূন্য-মনে
নিষ্ফল-বন্ধন-স্পৃহা! এমন সময়
কে করিল আকর্ষণ, সকল হৃদয়
উঠিল ব্যাকুল হয়ে! ছুটিলাম আমি
তমোময় দীর্ঘ-পথ ত্রস্তে অতিক্রমি'
জ্ঞান-হারা ক্ষিপ্তপারা, যথা তুমি হায়,
লুণ্ঠিতা চেতনা-হীনা, বৈশাখী-সন্ধ্যায়
নিরমম কাল-ঝড়ে পুষ্পিতা বল্লরী
অকালে লাঞ্ছিতা ছিন্না! রুদ্ধ-শ্বাসে মরি,
হেরিনু তোমায় প্রিয়ে, মুহূর্ত্ত বিস্মরি'
বসুন্ধরা, তার পর হাহাকার করি'
পড়িনু মূর্চ্ছিত হয়ে, যেন অকস্মাৎ
যুগপৎ শত-লক্ষ রুদ্র-বজ্রাঘাত
হানিল মস্তকে মোর!

ক্ষণ কত পরে
সংজ্ঞা পাইলাম পুনঃ, ডাকিনু কাতরে
কত শত প্রিয়-নামে প্রেয়সি তোমায়
সকল সঙ্কোচ-দ্বিধা-লজ্জা-ভয় হায়,
বিস্মরি' মুহূর্ত্তে সেই, হায়, এতদিন
ছিল যাহা একান্তই অন্তরে বিলীন
শুক্তি-গর্ভে মুক্তা সম; কিন্তু প্রাণেশ্বরি,
কে দিবে উত্তর আর প্রাণ-মন ভরি
বহায়ে অমৃত-বন্যা!

ভাবিনু বারেক
আশ্রমে সংবাদ দেই, করি জল-সেক,
নিশ্চল চরণ কিন্তু—স্তম্ভিত পরাণ
না পারি করিতে বিন্দু হেতু অনুমান
দৈব-দুর্দ্দৈবের এই!

প্রিয়ে, হেন কালে
হেরিনু ভৈরব-মূর্ত্তি রুদ্র-জটা-জালে
আচ্ছাদিয়া দশ দিশ দাঁড়া'ল আসিয়া
অকস্মাৎ, পদ-ভরে সঘনে কাঁপিয়া
উঠিল মেদিনী-বক্ষ থর থর থরে!—
দীপ্ত দণ্ড শোভে তাঁর বজ্র-দীপ্ত করে
উদগ্র কালাগ্নি সম, শুভ্র রক্তাম্বরে
শত লক্ষ ওড্রফুল যেন একত্তরে
উঠেছে প্রফুল্ল হয়ে, মুখ-জ্যোতিঃ তাঁর
অপরূপ মৃদু-তীব্র ভাবে অমরার
উদ্ভাসিত যুগপৎ!

চিনিলাম আমি
ধর্ম্ম-রাজে, মৃত্যু-দেব প্রাক্তনের স্বামী—
সম্ভ্রমে নমিনু পদে, কহিনু কাতরে
যুক্ত-করে—"বিশ্বনাথ! (নেত্রদ্বয় ভ'রে
উচ্ছ্বাসি' উঠিল অশ্রু হায় এতক্ষণে
প্রথম আহ্বানে তাঁরে, লভি' প্রভঞ্জনে
মুক্ত যেন বাঁধ-রুদ্ধ স্রোতস্বিনী-বারি
সহসা অচিন্ত্য-লগ্নে!) ত্রিদিব আঁধারি'
অনিন্দ্য-সুন্দর-গন্ধ ফুল ফুল-কুঁড়ি
অকালে নির্ম্মম-করে করি দেব, চুরি
কি কার্য্য সাধিলে তব? তুমি ন্যায়ময়,
একি প্রভো, একি প্রভো, তা'রি পরিচয়?—
শুনেছি যথার্থ-প্রেম সত্য চিরন্তন,
কভু ছিন্ন নাহি হয় প্রেমের বন্ধন,
সে কি শুধু তুচ্ছ কথা কবির কল্পনা
কহ নাথ, সহ্য আর নহে এ যন্ত্রণা!—
সুখ-শান্তি-তৃপ্তি পূর্ণ এই বসুধায়
এ বিচ্ছেদ, অরুন্তুদ এ বিচ্ছেদ হায়,
একান্তই যদি তব অলঙ্ঘ্য-বিধান
হে চির সুন্দর দেব! তবে মোর(ও) প্রাণ
লহ হর্ষে, ন্যায়-প্রেম-দয়ার সম্মান
রক্ষা হোক, শান্ত হোক হে কর্ম্মী মহান্,
শোক-দগ্ধ চিত্ত মোর! তুমি অন্তর্য্যামী—
কি কব অধিক আর?"

এই মত আমি
কত যে প্রলাপ-উক্তি করি নিবেদন
মাগিনু করুণা তাঁর! প্রশান্ত তেমন
তথাপি সে দেব-মূর্ত্তি, বুঝি ওষ্ঠপুটে
একবিন্দু হাস্য-রেখা উঠেছিল ফুটে'
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে অতি, করিয়া দর্শন
নিষ্ফল-দৌর্ব্বল্য মোর! আশ্বাস-বচন
শুনিনু আকাশ ভরি' একটি গম্ভীর
সুস্বর-প্রবাহ—যেন করিয়া সুস্থির
সকল অন্তর-মম গেল গো মিশিয়া
দূর-দিগন্তের তটে—'অর্দ্ধ-প্রাণ দিয়া
পেতে পার পুনর্ব্বার বাঞ্ছিতা-জীবন,
তুষ্ট তব প্রেমে বৎস!'

নাহি করি ক্ষণ

WATER DAMAGE

বিলম্ব বৃথায় আর, তীব্র যোগ-বলে
অর্দ্ধ-প্রাণ সমর্পিনু তোমা কুতূহলে
সমগ্র হৃদয় সনে, (হায়, তুচ্ছ কথা
অর্দ্ধ-প্রাণ সমর্পণ! আমি যে সর্ব্বথা
পূর্ণ-প্রাণ দিতে তোমা ছিলাম উৎসুক—
কৃপা করি হেন আজ্ঞা করিতে বিমুখ
কেন বা দেবতা হল দীন ভক্ত প্রতি
চিন্তি আজ প্রিয়তমে!) তুমি দ্রুত গতি
উঠিলে চেতনা লভি' যেন অকস্মাৎ
টুটে গেল সুপ্তি তব! প্রেম-নেত্রপাত
করিলে সঙ্কোচে দাসে, হেরিনু বিস্ময়ে
শূন্যে হয় পুষ্প-বৃষ্টি, ত্রিদিব-আলয়ে
ত্রিদিব-বাদিত্র কিবা মধুর নিক্বণে
উল্লাসে উঠেছে বাজি, নিখিল ভুবনে
নবীন জীবন-শান্তি করিয়া বহন
মহানন্দে আমাদেরে করিছে বরণ
মুক্ত-কণ্ঠে লক্ষ-ছন্দে গাহি 'জয় জয়'
শাশ্বত প্রেমের সখি! সারা বিশ্বময়
মুছে ফেলে জীবনের দৈন্য-অবসাদ
অমৃত-ধারার সম দেব-আশীর্ব্বাদ
নিঃশব্দে পড়িছে ঝ'রি আমাদের শিরে
পবিত্র কৃতার্থ করি!
আনন্দাশ্রু নীরে.
সিক্ত করি তব সেই অর্দ্ধ-গাঁথা মালা
লইনু তুলিয়া কণ্ঠে, অয়ি মুগ্ধা বালা,
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া সর্ব্ব বিশ্ব-বসুন্ধরা
তোমারে বাঁধিনু দৃঢ়-আলিঙ্গনে ত্বরা
একান্ত মর্ম্মের পাশে! সহস্র চুম্বন
না জানি কি দিব্য সুধা করিল লুণ্ঠন
ও মুখ-পঙ্কজ হ'তে!—

প্রমদ্বরা। ক্ষম প্রিয়তম।
হর্ষ-বিষাদের সেই কথা নিরুপম
এক খানি অর্দ্ধস্পষ্ট চিত্রপট সম
পড়িছে আজিকে মনে! আঁখি খুলি' মম
জীবন-সর্ব্বস্ব ওগো, দেখিনু তোমায়
আরাধ্য-দেবতা মম, ভ্রম হ'ল হায়,
অন্তর-প্রতিমা বুঝি কোন্ দৈব-ছলে
বাহিরে একান্ত পাশে মোর ধরাতলে
দিয়েছে দর্শন হেন! তার পর নাথ,
তব মধু-প্রেম-স্পর্শ কিরণ-সম্পাত
করিল আঁধার প্রাণে; বুঝিলাম স্বামী,
স্বপ্ন নহে সত্য এই, সেই কাল-যামি
পীযূষ-নির্ঝর মোর!
কি কহিব আর,—
ক্ষুদ্র আমি, এত প্রেম, এত করুণার
নিতান্ত অযোগ্যা নাথ, সকল বিশ্বের
অজ্ঞাত অশ্রুত-পূর্ব্ব, মর-অমরের
ধারণা-কল্পনাতীত তব কীর্ত্তি দেব,
কেমনে বর্ণিব হায়! আমি মৃত শব—
তব প্রাণ দেহে মোর তব তরে শুধু
বহিতেছি হর্ষে আজি; কি গৌরব বঁধু!
যৈম ক্ষুদ্র তুচ্ছ খাদে জাহ্নবীর বারি
তুলেছে তরঙ্গ পূত!
বিধাতা আমারি,
কেমনে বা কৃতজ্ঞতা জানাব তোমায়
ভাষা যে পাই না খুঁজি'! মনে হয় হায়,
বিশ্ব-ত্রাস পন্নগের ভীষণ দংশন
অনন্ত জীবন আর অনন্ত মিলন
এনেছে নিকটে আজ, দু'টী হৃদি-স্রোত
সর্ব্ব অন্তরায় নাশি' করি ওতপ্রোত
একত্রে মিশায়ে দিছে, সুদূর-সম্মুখে
সাগর-সঙ্গমে দোঁহে ব্যাকুল-কৌতুকে
আহ্বান করেছে পরে! বিপদে মঙ্গল
স্বর্গের সংবাদ লয়ে এসেছে কেবল
মোদের নিকটে প্রভো!
ওগো প্রাণ-দাতা,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম, অভীষ্ট দেবতা,
কি দিয়ে অর্চ্চনা আর করিব তোমার,
ভাবিতেছি হারাইয়ে সত্তা আপনার
পদ-কোকনদে ওই! কিন্তু প্রাণেশ্বর,
স্রষ্টার বিভূতি দিয়ে মোরা নিরন্তর
করি না বন্দনা তাঁ'রি? সেই মত আজ
লহ তবে তব দত্ত হে অন্তর-রাজ,
মোর এ হৃদয়-মন-জীবন-যৌবন
পূজার নৈবেদ্য করি, রেখো না কখন
কিছুমাত্র অবশিষ্ট, মলিন নিস্ফল
অভুক্ত উচ্ছিষ্ট সম!
সারা ভূমণ্ডল
পূর্ণ হয়ে গেছে এই অপূর্ব্ব কাহিনী
অপূর্ব্ব স্বপ্নের মত, দিবস-যামিনী
গাহে সবে "ধন্য তুমি, ধন্য তব দান,—
প্রাণ দিয়ে করিয়াছ প্রাণের আহ্বান!!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিলাতে স্ত্রীশিক্ষা ও লর্ড টেনিসন্।

অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করিতে হইলে তাহাকে দুইটী
ার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হয়। প্রথমতঃ সে
অশিক্ষিত, কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না।
ভিগত ইচ্ছার বশীভূত হইয়া পরিচালিত হয়। সে
না যে সে মন্দ কাজ করিতেছে, তাই মন্দ কাজ
। ভাল কথা ভাবিতে পারে না কিম্বা ভাবনাকে
পথে চালিত করা যে উচিত তাহা সে জানে না,
তার মন নীচ পথে ধাবিত হয়। তাহার চিত্তে
স্বাধীনতার লেশমাত্র থাকে না। ভালয় হউক
হৌক অপরকে একটুকু বড় দেখিলেই তাহার নিকট
র ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।
র একটা স্বাধীন অস্তিত্ব তাহার নিকট সম্পূর্ণ
রজ্ঞাত। তাহার চিত্তে ঔদ্ধত্য নাই, শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা
। তার পর অশিক্ষিতের যত শিক্ষা হইতে
তাহার চিত্তের উচ্ছৃঙ্খলতা তত দমিত হয় ও
র মনে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। শিক্ষা যত
র হয় এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর একটা আস্থা জন্মে।

সমাজ-দেহের কোন অশিক্ষিত অংশ যখন ধীরে ধীরে শিক্ষা লাভ করিয়া আপনাতে মনুষ্যত্বের প্রকৃত আস্বাদন লাভ করে তখনই সমাজে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। সমাজ যন্ত্রের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে এই নূতন শক্তি যখন আপনার ন্যায্য স্থান অধিকার করিয়া লইতে চায় তখনই এক মহা হুলস্থূল বাঁধিয়া যায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইলে এক সময় এইরূপ হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সেই প্রলয় প্রশমিত করিবার জন্য লর্ড টেনিসন্ একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি সম্বন্ধে অধিক কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্যাপারটা কি হইয়াছিল তাহা একবার আলোচনা করা আবশ্যক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ডে একটী বিষয় লইয়া প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ বহিয়াছিল। বোধ হয় আর কোন বিষয় লইয়া এরূপ সুবিস্তৃত আন্দোলন হয় নাই। বিষয়টী স্ত্রীশিক্ষা। প্রথমে কথা উঠে যে, মহিলাদিগকে সকল প্রকার শিক্ষাই প্রদান করা উচিত। শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সংসারে সাধ্যানুরূপ শান্তি এবং আনন্দ আনয়ন করিতে পারেন না। বস্তুতঃ খর্ব্বীকৃত বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া কেহ উদার হইতে পারে না। কলহ-প্রিয়তা, পরসুখ-কাতরতা প্রভৃতি নানা কু অভ্যাস তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করে। একমাত্র শিক্ষাদান দ্বারাই এ সকল দোষের নিরাকরণ সম্ভব। সুশিক্ষা পাইলে মহিলারা দেবীতুল্যা হন ও তখন তাঁহারা দেশের ও লোক-সাধারণের যত উপকার করিতে পারেন তত কেহই পারে না। জনসাধারণ যখন এই কথাটা উপলব্ধি করিল তখন ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই স্ত্রীশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন ও সর্ব্বত্রই স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা করিয়া একটা রব উঠিল।

তার পর কিছুদিন ধরিয়া স্ত্রীশিক্ষা চলিল। ডিফোঁ

(Defoe) সার রিচার্ড ষ্টীল (Sir Richard Steele) প্রভৃতি বড় বড় লোক এ সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি করিলেন। মেরি উলষ্টন্ ক্রাফট (Mary Wallstone-Craft) নাম্নী এক মহিলা একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার মত—সাধারণতঃ মহিলারা পুরুষগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। পুরুষেরা রমণীর সাহায্য ব্যতিরেকে সকল সময় কাজ করিতে পারেন না। যাহাতে তাঁহারা সকল বিষয়েই পুরুষগণকে সাহায্য করিতে পারেন তাহার জন্য মহিলাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অশিক্ষিতা তাঁহার দুর্ব্বল চিত্ত লইয়া কি এমন মহৎ কাজে সাহায্য করিতে পারেন? যদি সন্তানগণকে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া গড়িতে হয় তবে তাহাদের মাতার হৃদয়ে আগে স্বদেশপ্রেম জাগরিত করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইবার সময় সেই সমাজের অর্দ্ধেককে ছাড়িয়া দিলে উন্নতিও অর্দ্ধেক হইবে—অথবা কিছুই হইবে না। মহিলাদিগকে যত সদ্গুণে ভূষিতা করা যাইবে দেশময় সদ্গুণ ততই ছড়াইয়া পড়িবে। শিক্ষা ভিন্ন আর কি উপায়ে জীবের প্রাণে সদ্গুণ প্রবেশ লাভ করিতে পারে?

শান্তভাবে দিন কতক কাজ চলিল। কিন্তু এ ব্যাপার আর বেশী দিন শান্তভাবে থাকিবার নহে, শীঘ্রই ভীষণাকার ধারণ করিল। মহিলারা কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলিতে চাহিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদের স্থান কোথায় তাহা লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। রাজনৈতিক লীলা-ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রবেশলাভ করিতে পারেন না, এটা আর তাঁহাদের সহ্য হয় না। সমাজে তাঁহাদের স্থান পুরুষের নিম্নে এটাই বা তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? মহিলারা তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত দেখিতে চান। তাঁহারা দেশ শাসনে সাহায্য করিতে চান। তাঁহারা শুধু সংসারটুকুর কর্ত্তৃত্ব পাইয়া সুখী হইতে পারিতেছেন না। আবার হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

অনেকে তখন মনে করিলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল প্রসব করিতেছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে
দেশের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এরূপ ভ্রান্ত ভাবনাকে ম
দিলেন না। তাহা হইলে ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা এত উন্ন
করিতে পারিত না। স্ত্রীশিক্ষা কুফল প্রসব
আমাদের দেশের অনেককে এরূপ অভিমত
করিতে শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা যদি
স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করেন তবে
পারিবেন যে তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক।
এক দিনে কখনই সিদ্ধ হয় না। অতি অল্প
আমাদের দেশের মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা যেরূপ
লাভ করিয়াছে ও তাহাতে যেরূপ সুফল ফলিয়াছে
বড়ই আশাপ্রদ। এই শিক্ষাকে আরও উন্নত এবং
বিস্তৃত করিয়া তুলিলে আমাদের অনেক দুঃখ
কর্ম্মিগণ চারিদিক হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তপ্ত
গৃহে ফিরিয়া অনেক শান্তিলাভ করিতে পা
কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দেশে এ সব কথা এখনও
স্থানে বিকায় না। অনেকে এ সম্বন্ধে ভাবিতেও
না।

যা হোক ইংলণ্ড ব্যাপিয়া হৈ হৈ পড়িয়া
মহিলারা পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ত হ
আর তাঁহারা দেশের কাজ না দেখিয়া থাকিতে প
ছেন না। পার্লিয়ামেণ্টে বসিয়া দেশের কা
না হইলেও যে তাঁহাদের আরও অনেক কাজ
আছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন।

আন্দোলন আমেরিকায় অধিকতর ভীষণাকা
করিল। আমেলিয়া জেন্‌কৃস্ ব্লুমার Amelia
Bloomer) নামিকা এক আমেরিকান্ মহিল
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি শুধু
ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হইবার পাত্রী নহেন।
মতে মহিলাদিগের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত করিতে
গাউন পরিধান করিয়া কোন বৃহৎ কাজে যোগদা
চলে না, অতএব যাহাতে কাজ করিবার সুবি
মহিলাদিগের জন্য এরূপ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা
হইবে। তাঁহার কাজ আর কিছুদিন অপ্রতিহত
চলিলে তিনি বোধ হয় এক স্ত্রীসৈন্যের দল
করিতেন ও নিজে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন।

তাহা হইল না। সুর ফিরিল এবং শীঘ্রই
কিছুকালের জন্য মহিলাদিগের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট
ল। যাঁহারা এই কার্য্যে শ্রমস্বীকার করিয়া-
লর্ড টেনিসন্ তাঁহাদের মধ্যে একজন।
বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে
াই। তাঁহার লিখিত "দেবী চৌধুরাণী"তে তিনি
ছেন, যে স্ত্রীলোকের পক্ষে নৌকায় চাপিয়া
করিয়া বেড়ান অপেক্ষা গৃহে বসিয়া সংসার-
ন করা এবং কার্য্যদক্ষ পুরুষগণকে সৎকার্য্যে
করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। "ভবানী ঠাকুরের
অস্ত্র" দেবী চৌধুরাণী তাঁহার স্ত্রীসুলভ দৌর্ব্বল্যের
ড়াইতে পারেন নাই এবং উপযুক্তরূপে
হইয়াও তিনি যুদ্ধ করাকে স্ত্রীলোকের কাজ
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি স্ত্রীলোক,
দিকে মন আকৃষ্ট হওয়াই তাঁহার পক্ষে
ক। তিনি সেই স্বভাবের দাসত্ব হইতে মুক্তি-
রতে না পারিয়া নানা নৈতিক প্রলোভন সত্ত্বেও
র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনসমূহের নেতৃত্ব পরিত্যাগ
ংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী
তে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই বিস্তৃতভাবে
তাঁহার প্রিন্সেসে (The Princess) লিপিবদ্ধ
ন। টেনিসন্ অধিক শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন
প্রণয়ন কালে মহিলাদিগের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট
দওয়াই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেইজন্য তিনি
ফলকাম হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বেশীদিন টিকে নাই,
ম্প্রতি ইংলণ্ডে মহিলাদিগকে লইয়া মহাবিভ্রাট
হইয়াছে। আবার রাজনৈতিক অধিকার লাভ
জন্য, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার ও
করিবার অধিকার পাইবার জন্য মহিলা-সমর
হইয়াছে।

ন্ধে লর্ড টেনিসনের মত এই যে, স্ত্রীপুরুষকে সকল
একত্র কাজ করিতে হইবে এমন নহে। যেখানে
লাদিগের প্রয়োজন সেখানে তাঁহারাই কাজ
এবং যেখানে কেবল পুরুষদিগের প্রয়োজন
সেখানে মহিলাদিগের আগমন অনাবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষেরা অধিক কার্য্যক্ষম; কিন্তু আহত সৈন্যের পরিচর্য্যা করিতে পুরুষেরা অপারগ, সেখানে মহিলাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। যুদ্ধেরও যেমন প্রয়োজন আহত সৈন্যের পরিচর্য্যাও তেমনি আবশ্যক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এই দুটী কার্য্য ভাগ করিয়া লইলে সকল দিকেই সুবিধা হয়।

লর্ড টেনিসন্ বিশদভাবে দেখাইয়াছেন যে, মানব-সন্তান যে সকল মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেগুলিকে দূরে ফেলিয়া দেওয়া তাহার শক্তির অতীত। স্ত্রীজাতি সন্তান পালন ও গৃহকার্য্য পরিদর্শনের প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে গৃহাঙ্গন হইতে দূরে লইয়া যাইলে তাঁহারা আর একচিত্ত হইয়া কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের মন সর্ব্বদা গৃহাঙ্গনের দিকে ফিরিয়া থাকিবে।

পাঠক পাঠিকার বুঝিবার সুবিধার জন্য আলোচ্য কাব্যখানির গল্পাংশ অতি সংক্ষেপে এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

আইডা (Ida) নামিকা এক রাজকন্যা স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার জন্য এক সুবৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজকন্যা বালিকা-বয়স হইতে পুরুষজাতিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাই তাঁহার বিদ্যালয়ে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাহাতে কেবল ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী ছিল। রাজকন্যা সেখানে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রূপে থাকিতেন। সেখানে সকল প্রকার শিক্ষাদান করা হইত। ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী কেহই বিদ্যালয়-গৃহের সীমানার বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সমাজে এরূপে বহুদিন থাকা অসম্ভব। একটী দেড় বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায় আইডার হৃদয়ে যে মাতৃত্বের বীজ লুক্কায়িত ছিল তাহা অঙ্কুরিত হইল এবং ঘটনাচক্রে তাঁহাকে সমাজের সংসর্গে আসিতে হইল ও শেষে তিনি বিবাহও করিলেন। যাঁহাকে বিবাহ করিলেন তাঁহার কোন বিশেষ গুণের জন্য যে আইডার মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এমন নহে; শুধু স্ত্রীসুলভ

মনোবৃত্তির বশ্যতা দূরে ফেলিয়া দিতে পারিলেন না বলিয়া আইডা বিজিতা হইলেন। শেষে সমাজে প্রবেশ করিয়া তিনি সংসারধর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে বাধ্য হইলেন।

লর্ড টেনিসন্ দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে পুত্র কন্যার স্থান এত অধিক যে সেখানে অন্য কোন বিষয়ের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। এমন যে রাজকন্যা, যিনি পুরুষজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং যিনি পুরুষের সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার জন্য সমাজকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া, আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিও মন হইতে অপত্যস্নেহ দূর করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র বালিকাটী যখন তাঁহার নিকট হইতে যাইতেছে তখন তিনি বলিতেছেন—

"Pretty bud !
Lily of the vale ! half open'd bell
of the woods !
Sole comfort of my dark hour, mystery,
Pledge of a love, not to be mine, farewell."

প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া শেষে তাঁহাকে পরাজিতা হইতে হইল। তাঁহার আজন্ম সংকল্পিত বিদ্যালয় যায় দেখিয়া নিরাশ হৃদয়ে বলিলেন ;—

"I stagger in the stream : I cannot keep
My heart an eddy from the brawling hour :
We break our laws with ease, but let it be."

কিন্তু তাঁহার দোষ ছিল না। তিনি মানুষ, কি করিবেন ? পরম পিতা সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহাকে যেরূপে গঠন করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে সেইরূপই হইতে হইবে। সে সময় তাঁহার মন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই সমাজের মধ্যেই নিজের কার্য্যক্ষেত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সমগ্র চেষ্টা বৃথা হইল ; সযত্নে রোপিত বৃক্ষ তিনি শেষে নিজ হস্তে ছেদন করিলেন। তিনি সমস্ত গর্ব্ব পরিহার করিয়া সংসারে পত্নীরূপে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ভুল তিনি নিজেই দেখিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন ;—

"Ah fool, and made myself a quee
farce."

লর্ড টেনিসনের আইডা বালিকা বয়স হই
জাতিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলে
হৃদয়ে এই ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন যে
মহিলাদিগকে সৎকার্য্যে অগ্রসর হইতে বাধ
তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রকে সর্ব্বদা খর্ব্ব করি
সমাজের উপর এই জন্যই আইডার এত বিদ্বে
উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন কিন্তু তাঁহার মাথা
গিয়াছিল। তাঁহার মুখ হইতে যে সকল ক
হইয়াছে তাহা উচ্চ ধরণের, কিন্তু তাঁহার
ভ্রম ছিল যে, তিনি শুধু ভ্রমের জন্যই লক্ষ্য
ছিলেন।

রাজকুমার—যাঁহার সহিত আইডার বি
—মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ও মা
কিরূপে উন্নত করিতে হইবে তাহা বেশ
টেনিসন্ তাঁহার মুখ দিয়া এ বিষয়ে আপন
প্রকাশ করিয়াছেন।

শেষে আইডা তাঁহার সমস্ত কার্য্য নষ্ট হ
দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। রাজকুমার তাহাতে
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ;—

"Blame not thyself too much, nor b
Too much the sons of men :......
... ...
The woman's cause is man's : they
si
Together, dwarf'd or godlike, bond
For she ... ...
... ... shares wi
His nights, his days, moves with
one goal,
Stays all the fair young planet
hands
If she be small, slight-natured, miser
How shall men grow ?

....
an is not undevelopt man
diverse."

খ করিয়ো না। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মঙ্গল
গাঁথা। একজন পতিত হইলে আর এক
পতিত হইবে, একজন উঠিলে আর একজনও
মহিলারা যদি ক্ষুদ্রমনা হন তাহা হইলে
মাজ কিরূপে উন্নতি লাভ করিবে ? স্ত্রী ও
ভয়কে একত্র হইয়া একই মহৎ লক্ষ্যের দিকে
হইবে। নারী অপূর্ণ পুরুষ নহে। স্ত্রীলোকের
লি গুণ আছে যাহা পুরুষের নাই এবং পুরুষের
লি গুণ আছে যাহা নারীতে দেখিতে পাওয়া
।"

পর টেনিসন্ বলিয়াছেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের
একত্র করিলে তবে একটী সম্পূর্ণ মানব-সন্তান
হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের নিকট শিক্ষা
ইয়া উভয়েই উন্নতি লাভ করিবে।
নসন্ ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য Princess লিখিয়া-
। আইডার মুখে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন যে জ্ঞানই
। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান
য়। পুত্রের জ্ঞানার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়া যেমন
কর্ত্তব্য, কন্যার সম্বন্ধেও তাহাই। টেনিসন্
বলিয়াছেন ;—

"Better not be at all
Than not be noble."

নকে উন্নত করিতে না পার তবে জন্মিবার কোন
ন নাই। বস্তুতঃ অনুন্নত হওয়া অপেক্ষা জন্ম গ্রহণ
ই ভাল। মাতুলের অভাবে একচক্ষু মাতুল লাভে
ইতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে নিজের
ই মনে করিয়া যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া
কম্বা যে ব্যক্তি মহত্ত্বই যে সর্ব্ব প্রথম অর্জ্জনীয়,
স্বীকার করে না তাহার মুর্খতা অমার্জ্জনীয়।
ক মহিলাদিগকে শান্ত করিতে ও অন্যদিকে
ক স্ত্রীশিক্ষায় যত্নবান্ করিতে টেনিসন্ লেখনী
রিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হইয়াছে।

তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিলে যে রূপ সুফল ফলিবার কথা তাহার চিত্রও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। যদি স্ত্রী পুরুষ উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা হইয়া মিলিত হন এবং যদি উভয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া পরস্পরের সহিত মঙ্গলভাব আদান প্রদান করিয়া জীবন যাপন করেন তাহা হইলে সুন্দর বাক্যলহরীতে সুরলয়তান সংযোগ করিলে যেরূপ মধুময় হয় সমস্তই সেইরূপ মনোরম হইবে। "Like perfect music unto noble words." এবং উভয় জীবনই সার্থকতা লাভ করিবে।

"Then comes the statelier Eden back
to men :
Then reign the world's great bridals,
chaste and calm :
Then springs, the crowning race of
humankind."

তখন মানবসমাজে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। সকলে ইহজীবনেই স্বর্গসম্পদ্ ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। উদ্বাহ পবিত্রতা মাখিয়া সকল জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া নব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিবে। মানবসমাজ দোষমুক্ত হইয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ গৌরবে পূর্ণতা লাভ করিবে।

কিন্তু এ সকল করিবে কে ? মহিলারা। তাঁহারা যত্ন না করিলে এ সকল শুধু অন্তঃসারশূন্য আশার কুহক। জগত সংসারের মঙ্গল তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

সত্যই ত। আজ যাহারা বালক বালিকা কাল তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন। আবার দুই দিন পরে তাঁহারাই কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিবেন। এখন আপন আপন পুত্র কন্যার প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য কি ? পিতা যেমন দশের কাজে জীবন যাপন করেন, তাহাই করিবেন ও সন্তানের নিকট আপন জীবনকে আদর্শ করিয়া রাখিবেন। মাতা সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিবেন। মাতাই সকল কাজের মূলে। তিনি শিক্ষা দিয়া

সন্তানকে উন্নত করিয়া না তুলিলে জগতে মঙ্গলময় ঘটনা অতি বিরল হইবে। জগন্মঙ্গল মাতার উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহার কার্য্য অপেক্ষা বড় কার্য্য কাহার ?

কর্ম্মবীর বলেন—করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি মহিলারা আমাদিগকে গড়িয়া তুলুন। কার্য্যের জন্য তাঁহারা অস্ত্র প্রস্তুত করুন এবং সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া আমরা যখন অস্থির হইব তখন আমাদিগকে স্নেহক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আমাদের মস্তকে অভয়বারি সিঞ্চন করিতে প্রস্তুত থাকুন। সংসারের ঘন আবর্ত্তে পড়িয়া আমাদের যখন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে তখন যদি আমরা একবার জননীর ক্রোড়ে উঠিতে পাই তাহা হইলে আমাদের প্রাণে আবার শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

কাজ করিবার লোকের যেমন প্রয়োজন, কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার লোকেরও তেমনি আবশ্যকতা আছে। আমরা অনেক বীরমাতার কথা শুনিয়াছি। আদর্শ-মাতা 'জনা'র কথা কে না জানেন ? কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া পুত্রের শক্তির অতীত জানিয়াও, বংশের ও নিজের মান রক্ষার জন্য কর্ত্তব্যবোধে, যুদ্ধে যাইতে অনিচ্ছুক পুত্র প্রবীরকে তিনি কিরূপে উৎসাহিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। শ্বশুরকুলে কলঙ্করেখা পতিত হয় দেখিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানবতী, বীরমাতা ও বীরপত্নী জনার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই তিনি সে দিন ক্ষত্রিয়-বংশ গৌরব রক্ষা করিবার জন্য অঞ্চলের ধন, একমাত্র পুত্র প্রবীরকে যুদ্ধাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপালন-জনিত যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি আজও সকলের স্মৃতিপটে অমর হইয়া রহিয়াছেন। জনার হৃদয় যেমন কোমল তেমনি কঠিন ছিল। কর্ত্তব্যজ্ঞান সে দিন মাতৃহৃদয়ে দৌর্ব্বল্যের উদ্রেক হইতে দেয় নাই। ঐরূপে কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করা, ঐরূপে পুত্রের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত করা, হতাশকে আশ্বাস দিয়া পুনর্জীবিত ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য পুত্রকে উৎসাহিত এবং নিয়োজিত করা মাতৃজাতির কি মহৎ অধিকার! তাঁহারা স্বামীপুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদের প্রাণে যে শক্তি ও আশা জন্মাইয়া দেন, জগতের অর্দ্ধেক কাজ তা সম্পন্ন হয়। নারীর আশীর্ব্বাদ ও উৎসা হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতে না পারে কখনও মানব-হৃদয় নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপা

ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

(২)

ব্রতপালন।

সোমবার সকালবেলা "দৈনিক"-সম্পাদ সেন দৈনিক কার্য্যালয়ে বসিয়া আছেন ; পুরা নৈমিত্তিক কার্য্য আজ তাঁহার নিকট অভি উপস্থিত। মহাপুরুষদিগের অনুসরণের ব্রতে দাঁড়াইতে পারে তাঁহার মন এখন সেই কল্পনা দৈনিকের জীবন যেমন নূতন সপ্তাহের প্রবেশ করিল তাঁহার হৃদয়েও তেমনি দ্বিধা এ সঞ্চার হইতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন সেই অগ পরমেশ্বরের চরণে অবনত হইয়া পড়িল। কা অসহায়ের ন্যায় তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থ লাগিলেন। অনেক দিন তিনি এ ভাবে প্রার্থ নাই।

প্রার্থনার পর নব প্রতিজ্ঞা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধা তিনি সে দিনকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

দৈনিক প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশিত হয় বাবু প্রায় ৮ টার মধ্যেই তাঁহার লেখা শেষ করি কিছুক্ষণ পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক সম্পাদক তাঁহাকে "কালকার থিয়েটারের বিবরণ নিয়ে লোক এটা প্রায় আধ পৃষ্ঠা হবে। এর সবটা আজ কি ?"

অরবিন্দ বাবু তাঁহার পত্রিকার সকল বিষ নিজে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য-নির্ব্বাহক তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে

াদক থিয়েটারের বিবরণ হাতে লইলেন, এবং টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। তার পর কিছু-ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। অবশেষে বলিলেন,—া আজ এটা ছাপাব না।"

র্য্য-নির্ব্বাহক সম্পাদকের কথা শুনিয়া বিস্মিত হই-তিনি মনে করিলেন, সম্পাদক বোধ হয় তাঁহার বুঝিতে পারেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, ন কি বল্‌ছেন ?"

এটা ছেড়ে দাও, এতে আমাদের দরকার নেই।"

নির্ব্বাহক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি একদৃষ্টে কের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

াদক কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে বলিলেন,—"আমি মনে করি রমেশ, এটা ছাপান নয় এবং দৈনিকে এখন হ'তে এ সব আর কখন হবে না।"

মেশ সম্পাদকের কথার উপরে কখন কথা বলেন অরবিন্দ বাবুর কথাই দৈনিক-কার্য্যালয়ের আইন, তিনি তাঁহার কথা কখনও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন শোনা যায় নাই, কিন্তু আজকের ঘটনা রমেশের াশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল যে তিনি কথা না বলিয়া ত পারিলেন না।

আপনি কি বল্‌ছেন যে আজ কাগজে থিয়েটারের কথাই থাকবে না ?"

হাঁ, আমি তাই বল্‌ছি।"

কিন্তু এ যে অদ্ভুত কথা, অন্য কাগজে এ বিষয় ব। আমাদের গ্রাহকেরা কি বল্‌বে ? এটা শুধু—"

নির্ব্বাহক তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক কথাটি খুঁজিয়া না পাইয়া থামিলেন।

াদক চিন্তাপূর্ণ ভাবে রমেশের দিকে চাহিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা উভয়ে 'দৈনিক' পত্রিকা-বহুদিন হইতে পরস্পরের সংস্পর্শে থাকিলেও ধর্ম্ম তাঁহারা কোন দিন একত্রে আলোচনা করেন

াদক বলিলেন—"ভিতরে এসো রমেশ, দরজাটা ক'রে দাও।"

রমেশ ভিতরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সম্পাদক বলিলেন :—

"রমেশ, কলকাতার থিয়েটারগুলি কি সর্ব্বনেশে জিনিস তা একবার ভাব দেখি। জগতে যত মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যদি সংবাদপত্রের সম্পাদক হ'তেন তা'হ'লে, তুমি কি মনে কর তাঁরা তাঁদের কাগজে থিয়েটারের বিবরণ প্রকাশ করতেন ?"

রমেশ বিস্ময়াভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অব-শেষে বলিলেন—"না, আমি তা মনে করি না।"

"দৈনিকে এই বিবরণ প্রকাশিত না করবার আমার এই একমাত্র কারণ। মহাপুরুষেরা যা করতেন না ব'লে আমি বিশ্বাস করি, তা পূর্ণ এক বৎসর আমার কাগজ সম্বন্ধে করব না, ঠিক করেছি।"

সম্পাদক যদি হঠাৎ পাগল হইয়া যাইতেন তাহা হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। অবশেষে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাগজের উপর এর কি ফল হবে ?"

সম্পাদক তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, —"তুমি কি মনে কর ?"

"আমি মনে করি, এ রকম করে কাগজটা নষ্ট হ'বে। "আজকালকার দিনে এই রকম ভাবে কাগজ চালান যেতে পারে না। এটা অতিরিক্ত ধার্ম্মিকতা। পৃথিবী এর জন্য প্রস্তুত নয়। আপনি এখানে রয়েছেন এ কথা যেমন সত্য, থিয়েটারের বিবরণ বন্ধ ক'রে দিলে আপনাকে শত শত গ্রাহক হারা'তে হ'বে এ কথাও তেমনি সত্য। সহরের সব ভাল ভাল লোক এ বিষয় পড়বার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে আছেন। কাল যে থিয়েটার হয়েছিল তা তাঁরা সকলেই জানেন, আর আজ সন্ধ্যাবেলায় তারা যখন কাগজ পাবেন, তখন এর বিবরণের জন্য অন্ততঃ আধ পৃষ্ঠা আশা করবেন। সাধারণের ইচ্ছার এই রকম অসম্মান করা নিশ্চয়ই আপনার উচিত নয়। যদি করেন তা' হ'লে, আমার মতে, একটা মহা ভুল করা হ'বে।"

সম্পাদক মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। তার পর ধীর ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন :—

"রমেশ, মানব-জীবনের উচ্চতম আদর্শ কি হ'তে পারে তুমি মনে কর? ধর্ম্মের জন্য সংসার, কি সংসারের জন্য ধর্ম্ম? এ পৃথিবীতে আর যে কয়দিন আছি ধর্ম্মবিগর্হিত কোন কাজ করব না, আর সেই ধর্ম্মকেই আমাদের মাথায় রেখে পৃথিবীর পরপারে চ'লে যাব। ধর্ম্মই আমাদের লক্ষ্য, আর এ সমস্তই উপলক্ষ্য মাত্র। আমাদের এই জীবন-পথে মহাপুরুষদের শিক্ষা, উপদেশ সহায়। তুমি কি মনে কর না যে, দৈনিক জীবনে প্রতিপদে তাঁদের অনুসরণ করা মানবের কর্ত্তব্য?"

রমেশের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সম্পাদকের সম্মুখে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

"হাঁ—মানব জীবনের আদর্শ আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু এই আদর্শে কাগজ চালালে কি কাগজ থাকবে? খবরের কাগজে কৃতকার্য্যতা লাভ কর্ত্তে হ'লে সাধারণের রুচি ও রীতিকে মান্য ক'রে চল্‌তে হ'বে। ধর্ম্ম-জগতে আমরা যা করতে পারি এখানে তা পারি না।"

"তুমি কি মনে কর, প্রতিপদে ধর্ম্মের অনুসরণ ক'রে কাগজ চালালে আমরা কৃতকার্য্য হ'তে পারব না?"

"আমি তাই মনে করি। তা হ'তে পারে না—ত্রিশ দিনের মধ্যে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হ'ব।"

সম্পাদক তখন কিছুই বলিলেন না। তিনি আবার চিন্তানিমগ্ন হইলেন।

"আমরা অন্য সময় এ বিষয় কথা বল্‌ব, রমেশ। এখন, আমার প্রকৃত অবস্থা তোমার ভাল ক'রে বোঝা আবশ্যক। আমি এক বৎসরের জন্য কাগজ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কাজে 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' এই প্রশ্নের উত্তর অনুসরণ করে চলব এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছি। এতে আমরা যে কাগজ সম্বন্ধে শুধু কৃতকার্য্য হ'ব বিশ্বাস করছি, তা নয়—আমরা আগেকার চেয়ে বেশী কৃতকার্য্য হ'ব।"

রমেশ উঠিলেন। "তা হ'লে আজকের বিবরণ আর ছাপা হবে না?"

"না। তার পরিবর্ত্তে অনেক ভাল বিষয় লেখ্‌বার আছে, তা' তুমি জান।"

রমেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

"আপনি কি বিবরণ প্রকাশ না করবার বি
লিখ্‌বেন?"

"না;—এমন ভাবে কাগজ ছাপাও যেন
ব'লে কোন জিনিসই কাল হয় নাই।"

রমেশ নিজের টেবিলে গিয়া বসিলেন।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, উত্তেজিত এবং কিয়ৎ পরিমা
হইয়াছিলেন। অরবিন্দের প্রতি তাঁহার
শ্রদ্ধাই কেবল তাঁহার উত্তেজনা দমন করিয়া রা

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কার্য্যালয়ের সকলেই জ
আজকের 'দৈনিক' গত কল্যের বিখ্যাত থিয়েটা
কথাই না লইয়া মুদ্রাগৃহে আসিতেছে।
সংবাদদাতাগণ এই বিষয় শুনিয়া অত্যন্ত আ
হইল।

সে দিন অরবিন্দ বাবুকে কাজের জন্য
একবার ছাপাখানায় আসিতে হইল তখন সক
কাজ ছাড়িয়া কৌতূহলোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে তাঁহ
চাহিয়া রহিল। তিনিই যে তাহাদিগের লক্ষ
তাহা অরবিন্দ বাবু বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তি
তাহা প্রকাশ করিলেন না।

সম্পাদক 'দৈনিকের' অনেক পরিবর্ত্তনের
মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন কিন্তু হঠাৎ সে স
কার্য্যে পরিণত করিলেন না। কারণ তখ
মহাপুরুষদের আচরণ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ
উপনীত হইতে পারেন নাই।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় 'দৈনিক' গ্রাহকদের নি
আন্দোলন বহন করিয়া উপস্থিত হইল।

অন্য কোন বিষয় থিয়েটারের বিবরণের অভা
পূরণ করিতে পারে না। হোটেলের, ক্লা
নিয়মিত গ্রাহকদের শত শত ব্যক্তি আগ্রহে
'দৈনিক' খুলিলেন এবং থিয়েটারের বিবরণ
লাগিলেন। না পাইয়া তাহারা অন্য কাগজ
আনিলেন।

খবরের কাগজ-বিক্রেতা বালকেরা কাগজে
পরিবর্ত্তনের বিষয় না জানিয়া ঠিক আগে
হাঁকিয়া যাইতে লাগিল।

াটেলের এক বাবু একখানা কিনিলেন, সমস্ত
খানার উপর একবার চোক বুলাইয়া লইলেন
তাহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে ফিরিয়া
লন।

তার কাগজের কি হইয়াছে? কালকের থিয়ে-
কোন কথাই নেই! তুই পুরোণো কাগজ বিক্রি
কিসের জন্যে?"

লক ভীতির সহিত বলিল:—"পুরোণো কাগজ না
আজকের কাগজ। কি হয়েছে, বাবু?"

থিয়েটারের কোন কথাই নেই! দেখ্‌!"

বু কাগজখানা বালকের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া
লন। সে কিছুকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া

র একটি বালককে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়া সে
ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহারও
সেই অবস্থা।

টি আর একখানি 'ভাল' কাগজ লইয়া চলিয়া
!

লক দুইটি তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ খুঁজিতে
।

নিক-কার্য্যালয়ে' অন্য কয়েকজন কাগজ-বিক্রেতা
হইয়াছিল। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সম্পাদকের উপর
য পরিমাণ গালি বর্ষিত হইতেছিল তাহা অন্য
হ্য করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। রমেশ অল্পা-
রিমাণে ইহাতে অভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং ইহা তাঁহার
গিয়াছিল।

বিন্দ বাবু ঠিক সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতে
ঘরের ভিতর তাকাইলেন। অতিরিক্ত কোলাহল
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে,
"

শ কৌতূহলের সহিত সম্পাদকের মুখের দিকে
া বলিলেন—"এরা বল্‌ছে যে থিয়েটারের বিবরণ
ল আজ কাগজ বিক্রী করতে পারে নাই।"

বিন্দ বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তার পর
ভতর আসিয়া বালকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"তোমাদের কত কাগজ আজ বিক্রি হয় নাই? গুণে দাও—আমি কিনে নেব।"

বালকদিগের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কাগজ গোণা আরম্ভ হইল।

"এদের পয়সা এদের দাও রমেশ, আর যদি অন্য কোন বালক এই অভিযোগ নিয়ে আসে, তা হ'লে তারও অবিক্রীত অংশ কিনে নি'য়ো।" তাহার পর বালকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"খুসী হলি?"

তাহারা এতক্ষণ সম্পাদকের এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে বিস্ময়ে বাক্যাহত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"খুসী! হাঁ, খুসী হলুম,—কিন্তু এই রকমই কি চল্‌তে থাকবে?"

অরবিন্দ বাবু একটু হাসিলেন, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। যাইতে যাইতে তিনি ক্রমাগত এই প্রশ্ন না করিয়া পারিলেন না—"মহাপুরুষেরা কি এই করতেন?" তাঁহার এই সন্দেহ থিয়েটারের বিবরণ অপ্রকাশিত করিবার ঔচিত্য সম্বন্ধে নহে। তাঁহার এই আচরণে কাগজবিক্রেতা বালকদের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার জন্য কেন ইহারা কষ্ট ভোগ করিবে? তাহাদের কোন দোষ নাই। তিনি ধনী,—ইচ্ছা করিলে এই মলিন জীবনগুলিতে একটু উজ্জ্বলতা আনয়ন করিতে পারেন। কেন এই দরিদ্র বালকগুলি তাঁহার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিবে?

যাহা হউক, তিনি সে দিন এই সিদ্ধান্ত লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, যে তিনি যাহা করিয়াছেন, মহাপুরুষেরা তাহাই করিতেন।

তাঁহাকে যে অনেক গ্রাহক হারাইতে হইবে তাহা তিনি আগেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতি উপলব্ধি করিতে তাঁহার আরও কিছুদিন লাগিল।

এই সপ্তাহে 'দৈনিকে' থিয়েটারের বিবরণ না দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে চিঠি লিখিলেন, তাহার মধ্যে তিন চার-খানা এইরূপ:—

'দৈনিক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি কিছুদিন হইতে আমার পত্রিকা পরিবর্ত্তনের

ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমি এরূপ কাগজ চাই, যাহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী এবং সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। সম্প্রতি আপনার কাগজে থিয়েটারের বিবরণ না থাকাতে আমি আমার কাগজ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। অনুগ্রহ করিয়া আর পাঠাইবেন না। ইতি—

(পত্র-লেখক বহু বৎসর হইতে দৈনিকের গ্রাহক ছিলেন।)

প্রিয় অরবিন্দ,

তুমি তোমার কাগজের গ্রাহকদের মধ্যে কি এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছ? আশা করি তুমি তোমার ছাপাখানার ভিতর দিয়ে 'সংস্কারকার্য্য' করতে চেষ্টা করছ না? এটা বড় বিপজ্জনক।

আমার পরামর্শ গ্রহণ কর।—যে প্রণালীতে কাগজ চালিয়ে এতদিন কৃতকার্য্য হ'য়ে আসছিলে সেই প্রণালীতেই চালাও। সাধারণ লোক থিয়েটারের বিবরণ এবং এই রকম কিছুই চায়। তা'রা যা চায় তা'দের তাই দাও, আর তোমার 'সংস্কার কার্য্যের' ভার আর কারও হাতে দাও।

তোমার—

(লেখক অরবিন্দ বাবুর এক পুরাতন বন্ধু। তিনিও এক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক।)

প্রিয় অরবিন্দ,

তোমার এই প্রতিজ্ঞাপালন সম্বন্ধে তোমায় দু'কথা লিখ্‌তে এসেছি। তোমার আরম্ভ অতি উজ্জ্বল। এর মূল্য আমার চেয়ে বেশী কেহই অনুভব করতে পারবে না।

এর ফল কি হবে তা আমি কিছু জানি—কিন্তু সব নয়।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন।

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকাতে আমার বিজ্ঞাপন আর না ছাপাইলে বাধিত হইব।

আপনার প্রাপ্য টাকা পাঠাইলাম।

(লেখক একজন ব্যবসায়ী, তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক টাকা দিতেন।)

অরবিন্দ বাবু অত্যন্ত চিন্তাপূর্ণ ভাবে রাখিয়া দিলেন এবং একখানি 'দৈনিক' লইয়া বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা দেখিতে লাগিলেন।

ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের সহিত থিয়েটারের কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু তবু তিনি এই বিষয়টী জড়িত না করিয়া পারিলেন না। পরে তিনি যে ব্যবসায়ী শুনিয়াছিলেন, সম্পাদক তাঁহার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অদ্ভুত সংস্কার-কার্য করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার গ্রাহকসংখ্যা নিশ্চ হইবে।

এই পত্র বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় সম্পাদকের আকর্ষণ করিল। তিনি পূর্ব্বে ইহা লক্ষ্য করেন

পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে হইল, যে ইহা এমন অনেক বিজ্ঞাপন আছে যাহা মহাপুরুষেরা কাগজে প্রকাশিত করিতেন না। ঐ যে এ বিলাতী মদের বিজ্ঞাপন—উহার সম্বন্ধে মহ কি করিতেন?

অন্য সকলে যাহা করেন অরবিন্দ বাবু করিতেছেন। বিজ্ঞাপনের আয়ই দৈনিকে আয়। ইহা ছাড়িয়া দিলে কাগজ চলিবে কি প্রশ্ন—কিন্তু 'মহাপুরুষেরা কি করিতেন?' তিনি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেষ্টা কর মহাপুরুষেরা তাঁহার অবস্থায় তাঁহাদের কাগ তামাক, সিগারেট ইত্যাদির বিজ্ঞাপন প্রকাশ কি?

অরবিন্দ বাবু ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করি লেন। প্রার্থনার উত্তর পাইলেন—তাঁহার আসিল। তিনি রমেশকে সেই গৃহে আসিতে

রমেশ আসিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই কয়দিনের অভিজ্ঞতাতেই কাগজ সম্বন্ধে যে লাভ করিয়াছেন এবং কাগজখানা বাঁচাইবার যে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই প্রস্তুত।

সম্পাদক বলিলেন—"রমেশ, আমি আমাদে থেকে কতকগুলি বিজ্ঞাপন যত শীগ্‌গির সম্ভ দেব ঠিক করেছি। তুমি বিজ্ঞাপনদাতাদের

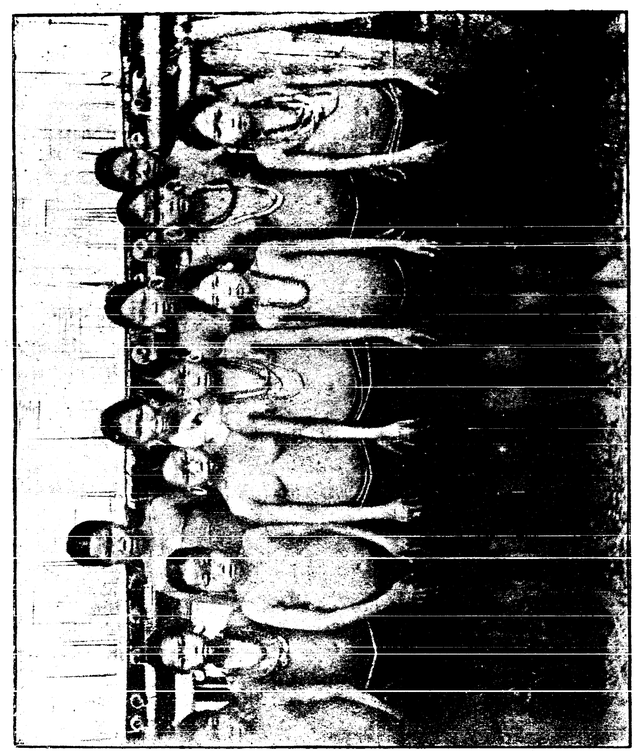

আসামের কুকী রমণী।

ারা যেন তাঁদের বিজ্ঞাপন আবার নূতন ক'রে
। আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।" তিনি কাগজ
মেশের হাতে দিলেন। রমেশ অতি মনোযোগের
দেখিলেন।

াতে কাগজের অত্যন্ত ক্ষতি হবে। আপনি এরকম
কতদিন কাগজ চা'লাতে পারবেন মনে করেন?"
সম্পাদকের আচরণে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন।
মেশ, তুমি কি মনে কর, যে মহাপুরুষেরা যদি
কাগজের সম্পাদক এবং সত্বাধিকারী হ'তেন
া তা'তে মদ, সিগারেট ইত্যাদির বিজ্ঞাপন
করতেন?" রমেশ পূর্ব্বের ন্যায় বিস্মিতভাবে
কের মুখের দিকে চাহিলেন।

া—তা আমি মনে করি না। কিন্তু তা'তে
দের কি? তাঁ'রা যা করতেন তা আমরা করতে পারি।
বাদপত্র এরকম ভাবে চালান যে'তে পারে না।"
রবিন্দ বাবু ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন
না?"

মেশ বিরক্তির সহিত বলিলেন—"কেন পারে না!
এতে যত টাকা আয় হয় ব্যয় হয় তার চেয়ে
এই জন্যই পারে না।" রমেশ সত্য সত্যই
বিরক্তি অনুভব করিতেছিলেন—একটু পরে
ন—"এই রকম ক'রে চা'লাতে গেলে কাগজ
ই বন্ধ হবে।"

পাদক কোন উত্তর প্রত্যাশা না করিয়া নিজের
লিলেন, "তুমি তাই মনে কর?" তাহার পর
বলিলেন—"আমি যা বল্‌লাম তাই কর। আমি
করি মহাপুরুষেরা এই করতেন। আমি তোমাকে
যে আমি এক বছরের জন্য এই প্রতিজ্ঞায়, অবিদ্ধ
—ফলাফল যাই হো'ক।"

মেশ উঠিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,
তিনি যেন কোন অদ্ভুত লোকের সহিত কথা
ছিলেন। এ সকলের অর্থ তিনি বুঝিতে পারিলেন
তাঁহার রাগ হইতেছিল। এই রকম আচরণ যে
ঙ্কর সর্ব্বনাশ আনয়ন করিবে সে বিষয়ে তাঁহার
ছিল না।

সকলেই জানিল যে সম্পাদক এক অসম্ভব নীতি অনুসারে তাঁহার কাগজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপে চলিলে দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। ইহা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা, একেবারেই বাতুলতা। রমেশ মনে মনে এই রূপই ভাবিতেছিলেন। পর দিন রমেশ তাঁহার কার্য্যত্যাগের প্রস্তাব করিলেন।

সম্পাদক জানিতেন, রমেশের ন্যায় কর্ম্মচারী পাওয়া কঠিন হইবে। তাঁহার সহিত কথোপকথনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সম্পাদকের নিকট কষ্টদায়ক বোধ হইতেছিল, কিন্তু মহাপুরুষদের অনুসরণ তাঁহাকে করিতেই হইবে। ইহার আবশ্যকতা তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই বেশী করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন:—

"আমি মনে করি না, যে আমাদের কাগজ বন্ধ হ'য়ে যাবে, কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন কি তুমি থাকবে?" সম্পাদক হাসিলেন।

"অরবিন্দ বাবু, আমি আপনার কথা বুঝতে পারি না। আপনি সেই পূর্ব্বের মানুষ ন'ন।"

"না, আমিও তা মনে করি না। আমার উপর কি এক পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু পরিণামে কাগজের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিসংন্দেহ। তুমি আমার কথার উত্তর দাও নাই—তুমি কি থাকবে?"

রমেশ এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন; অবশেষে বলিলেন—"হাঁ।" তিনি নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। এ সপ্তাহের ন্যায় উত্তেজনাপূর্ণ এবং মানসিক কষ্টদায়ক সময় তাঁহার জীবনে আর কখনও আসে নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

আসামের কয়েকটী অসভ্য জাতি।

দিগারু।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা চুলকাটা শিশমীর কথা বলিয়াছি। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্থানে বাস করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত-ভাবাপন্ন হইয়াছে,

কিন্তু যে সকল মিশমী ব্রহ্মকুণ্ডের উপরিভাগে বাস করে, তাহারা প্রায় কখনই সমতল ভূমিতে অবতরণ করে না, ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিব্বতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করে, এবং প্রাণান্তেও বিদেশীয়দিগকে আপন দেশে প্রবেশ করিতে দেয় না, সুতরাং ইহাদের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মিশমীগণ অতিথিসৎকারপরায়ণ; এতদ্ভিন্ন ইহাদের আরও একটা গুণ আছে, যাহারা নিম্নভূমিতে বাস করে তাহাদের রমণীগণ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে অভিলাষ করে, এবং মিত্রকে আত্মীয় মনে করিয়া সর্ব্বদা তাহার উপকার করিতে যত্নবতী হয়। এইরূপ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধা মহিলাকে ইহারা "মিতরী" বলিয়া থাকে, ইহা বাঙ্গলা "মিত্র" শব্দেরই অপভ্রংশ, সন্দেহ নাই। আমাদের এক জন বন্ধুর স্বামী সদিয়া অঞ্চলে দীর্ঘকাল পাবলিকওয়ার্কস্ বিভাগে কাজ করিতেন। স্বামীকে মিশমীদের সাময়িক উত্তেজনাজনিত আক্রমণের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি একজন মিশমী-রমণীর সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধা হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিত অনেক বিবরণের জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।

আসামের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী "দিগারু" নদীর তীরে যে সকল মিশমী বাস করে তাহাদিগকে "দিগারু মিশমী" বলা হয়। 'চুলকাটা' 'দিগারু' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও ইহারা যে একই জাতি সম্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল স্থান ও অঙ্গসংস্কারের বিভিন্নতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল যাত্রী পরশুরাম-কুণ্ড তীর্থ * দর্শনে গমন করেন, দিগারু মিশমীগণই তাঁহাদের একমাত্র পরশুরামকুণ্ডে যাইবার পথের কোন কোন অংশ যে সেখানে মিশমীদের পৃষ্ঠে আরোহণ ভিন্ন যাই কোন ও উপায় নাই। কোন কোন স্থলে দুই মধ্যবর্ত্তী ভীষণ বেগবতী স্রোতস্বিনী অতিক্রম কি সেই স্থলে নদীর উভয় তীরস্থ বৃক্ষের সহিত বিশেষ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, এবং লতা দ্বারা একজন মানুষ ঢুকিতে পারে এমন বড় মত তৈয়ার করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক অঙ্গুরী ঢুকিয়া, হস্ত এবং পদের সাহায্যে নদী হইতে হয়। যাত্রীদিগকে লইয়া মিশমী প অথবা পাণ্ডাগণ প্রথমে তাহাদের রাজার নিকট করে। প্রত্যেক যাত্রী রাজাকে এক সের কানী এবং এক সের তামাক প্রদান করিলে রাজা তা কুণ্ডে স্নান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। রাজ আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ যেন আমাদের দেশের রাজা মহারাজার মত মনে না করেন। রাজ হয়ত কোন জানোয়ারের ছাল পাখীর পা সুশোভিত করিয়া কোমর হইতে হাঁটুর উপ জড়াইয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছে রাজ্যের মাছের কাঁটা, পশুর লোম তাঁহার হইয়াছে। মানুষের মাথার খুলি দিয়া তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। মাছের কাঁটা এবং পাখীর কিঞ্চিৎ বাহুল্য ব্যতীত সাধারণ মিশমী হইতে কোন পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই।

চুলকাটা মিশমীদের প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি দের বিবাহে বিশেষ কোন গোল নাই। বিবাহে বর ও কনে দিন কয়েক গিজ্ গিজ্, ফিস্ ফি তার পর হয় ত এক দিন উভয়েই চম্পট দেয়। করে বটে কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানো। দুটো কি নেহাৎ একটা মিথুনের যোগাড় থাকি কোন ভাবনাই নাই। কিন্তু দিগারুদের বিবাহ সহজ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের মাথার খুলি দের প্রধান সম্পত্তি, বিবাহ করিতে হইলেই মেয়ের

* মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পরশুরাম নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হাতের কুঠার খসিয়া পড়ে না। পরে এই স্থানে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পান, একটা কৃষ্ণবর্ণ গাভী এই কুণ্ডে পড়িয়াই সাদা হইয়া গেল। পরশুরাম কুণ্ডের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে মোহিত হন, এবং এই কুণ্ডে অবগাহন করিলেই তাঁহার পাপরূপ মলিনতা দূর হইবে মনে করিয়া কুণ্ডে স্নান করেন, এবং এই স্থানে তাহার হাতের কুঠার খসিয়া পড়ে। তদবধি ইহার নাম পরশুরাম কুণ্ড হইয়াছে।

ংখ্যক মাথার খুলি উপহার দিতে হয়, নতুবা প্রেমে বিবাহ করা চলে না। বেচারা বরকে কত কষ্টই না করিতে হয়! সে হয়ত হঠাৎ প্রেমে কন্তু মেয়ের বাপ বরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে প্রেমের বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে বরং আরও বসে এবং এমন একটা মূল্যের দাবী করে, যাহা করিতে ছেলের প্রাণান্ত হয়, কখন কখন বা ক বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত উমেদারী করিতে হয়। বী শ্বশুরের হৃদয় দ্রবীভূত হয় না। বিবাহ বিষয়ে ও নিজের কোন হাত নাই, বড় জোর কখন কখন ভাবী ক বলে, "কি করবো বল, বাবা যা চাইলেন চেষ্টা বেষ্টা দিয়ে ফেল, ল্যাটা চুকে যাক্।" দুঃখের বিষয় মিশমী ক কন্যার মূল্য নিজেরই উপার্জ্জন করিয়া দিতে হয়, পিতা মাতার নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য হয় না। ইহার ফল এই হয়, যে শারীরিক সামর্থ্য পার্জ্জন-ক্ষমতা না হইলে মিশমী যুবকের বিবাহ কার অসম্ভব। বাঙ্গালী বালকের ন্যায় তাহাকে বৎসর বয়সে পিসীমার দৌরাত্ম্যে ৮।৯ বৎসরের একটী বধূর স্বামী হইয়া সাংসারিক চিন্তাতে ইহকাল নষ্ট করিতে হয় না। আমাদের দেশে মেয়ে পিতা মাতাকে চারি দিক আঁধার দেখিতে হয়, মেয়ের যতই বয়স বাড়িতে থাকে, ততই ভাবী ইকের দাবী স্মরণ করিয়া পিতার হৃৎকম্প হইতে যে দেশের উপকথায় রাজকন্যার একটু বেশী ইলে রাজা পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া কন্যা সম্প্রদান প্রতিজ্ঞা করিতেন, এবং যে দেশের শাস্ত্র অষ্টম ন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভের ব্যবস্থা করিয়া- সে দেশে কন্যার একটু বয়স হইলে পিতামাতাকে চিন্তিত হইতে হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা এরূপ অবস্থায় মেয়ের ১০।১২ বৎসর বয়স হইলে তামাতা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ানি কাগজ মাত্র সম্বল, এবং ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যান, দেহযষ্টিবিশিষ্ট জামাতার করে কন্যা সম্প্রদান কৃতার্থ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু বয়সে বিবাহ হইলে কি হয়? বিবাহ-রজনীর পর হইতেই তাহাকে প্রৌঢ়জনোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। পিত্রালয়ে সে নীরদার পুতুলের সঙ্গে নিজের পুতুলের বিবাহ দিয়া আসিয়াছে, তা'র জন্য সে দুঃখ করিতে পারিবে না, করিলে ঐ যে পিসীমা— যিনি রাঙ্গাবউ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন না। স্বামী নবীন যুবক, বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল পড়িয়া যথেষ্ট প্রেম-চর্চ্চা করিয়াছে, এবং তাহার ১০ বৎসর বয়সের শিশু পত্নীর হৃদয় হইতেই ষোল আনা "আয়েষার" প্রেম আদায় করিতে চেষ্টা করে সুতরাং সে যখন স্ত্রীকে প্রেম-পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করে, স্ত্রীকে সেই সময়, পিত্রালয়ের মেণী বেড়ালটার জন্য দুঃখ করিতে দেখিয়া হতাশ হয়। অসভ্য মিশমীদের বিবাহ এবং আমাদের দেশের বিবাহের মধ্যে কোনটী ভাল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা আমাদের বিবাহ-প্রণালীর একটু আলোচনা করিলাম।

তামাক এবং কানী মিশমীদের একটী প্রধান বিলাস-দ্রব্য। ইহা না হইলেই তাহাদের চলে না, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলের মুখেই কানী এবং ধূম্র পানের একটী নল লাগান রহিয়াছে। যে স্ত্রীসংগ্রহের জন্য মিশমী যুবকেরা এত কষ্ট সহ্য করে, তাহাদের হৃদয়ে সেই স্ত্রীর স্থান বেশী কি কানীর স্থান বেশী তাহা বলা যায় না। তবে বোধ হয় তামাক এবং কানীই তাহারা বেশী ভালবাসে, উভয় জিনিষই প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়াই তাহার জন্য তেমন কষ্ট করিতে হয় না, প্রয়োজন হইলে বোধ হয় করিত।

ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নভাগে সদিয়া অঞ্চলে "খামতি" নামক আর এক শ্রেণীর অসভ্য জাতি বাস করে, আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহাদিগকে মিশমীদেরই এক শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে স্বতন্ত্র এক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহারা দিগারু এবং চুলকাটা মিশমীদের অপেক্ষা কতকটা সভ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের বিবাহ-প্রণালী মিশমীদের অপেক্ষা নিন্দনীয়। পিতা মাতার অজ্ঞাতসারেই ইহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্তান হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেয়ের

বাপ মা জামাতার কোন খবরও রাখে না, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইলে জামাতার খোঁজ পড়িয়া যায়। কারণ ইহাদের বিশ্বাস সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহার পিতা উপস্থিত না থাকিলে প্রসবের বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা বন্দুকের আওয়াজ করিতে থাকে, যেন পরকালের লোকেরা তাহা শুনিয়া মৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

আবর নামক আর এক শ্রেণীর অসভ্য জাতি আকা, দফলা প্রভৃতি পাহাড়ের উপরে বাস করে। ইহারা ভয়ঙ্কর উগ্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট; নাগাদিগের ন্যায় ইহারাও "জিন কাপড়" নামক এক প্রকার মজবুত কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে, এই কাপড় এবং মোম বিক্রয় করিবার জন্য ইহারা কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়া থাকে; ইহাদের কোন এক জনের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে আর রক্ষা নাই, দলের সমস্ত লোক ঝুপ ঝুপ করিয়া সমস্ত দ্রব্য তাহার নিকট ফেলিয়া দেয় এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই লইয়া প্রস্থান করে।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

নারী-সংবাদ।

প্রবাসী ভারতবাসীগণ ট্রান্সবালে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক কিরূপ নির্য্যাতিত হইতেছেন পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেক ভারতবাসী সপরিবারে ট্রান্সবালে বাস করিতেছেন। প্রবল আন্দোলনে বিচলিত হইয়া শাসন কর্ত্তাগণ এসিয়াবাসীর পক্ষে অপমানজনক রেজেষ্ট্রী আইন পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি সেই আশ্বাসবাণী অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিতান্ত সুখের বিষয় এই যে, এত নির্য্যাতনের মধ্যেও সেই সুদূর বিদেশে ভারত-মহিলাগণ নারীজাতির উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ট্রান্সবালের ডারবান সহরে শ্রীমতী মুদালী নাম্নী জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলার নিমন্ত্রণে প্রায় শতাধিক ভারত-মহিলা একটী মহিলা সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ট্রান্সবালে ভারতনারীগ সমিতি প্রতিষ্ঠা করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছি

শ্রীমতী কে, আর নাইনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পদে বৃতা হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি সকলকে দেন। শ্রীমতী গডফ্রে, কুমারী মুদালী, শ্রীম রিয়া, শ্রীমতী আমীর খাঁমল, শ্রীমতী কুণ্ডাবা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বক্তৃতা করিলে সর্ব্ব মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরস্পরের ম ও সহানুভূতি বৃদ্ধি, মাতৃভাষা ও জ্ঞানের উন্ন নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে পরস্পরের সাহায্য প্রেম বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন, প্রভৃতি বিবিধ বি উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সমিতি প্রত্যেকে সভার সহিত সম্বন্ধবাচক একপ্রক ব্রোচ ব্যবহার করিবেন।

জাপানের সম্রাজ্ঞী সম্প্রতি টাইপ-রাই করিয়াছেন। সম্রাটের লাইব্রেরীতে টাইপ-র দেখিয়া তিনি ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা ক তাঁহাকে টাইপ-রাইটার যন্ত্রের কার্য্যপ্রণা দেন। তখনি সম্রাজ্ঞী টাইপ-রাইটিং শি করিলেন। এখন এই টাইপ-রাইটার দ্বারা টের অনেক চিঠি পত্র লিখিয়া দেন। ইং আলেকজান্দ্রা, নরওয়ের রাণী মড, রুশিয়া পর্ত্তুগালের রাণী আমেলি,—ইঁহারাও টা শিখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলে টাইপ-রা মোটে যত লেখেন রোমানিয়ার রাণী কার একাকী তদপেক্ষাও বেশী লিখিয়া থাকেন। ঔপন্যাসিক ও সুলেখিকা। তাঁহার কবিতা, প্রবন্ধ তিনি এই যন্ত্র সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিয়া

এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ৭ জন, এফ, এ পরীক্ষায় ৯ জন এবং এণ্ট্রান্স পঁচিশ জন মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367
চতুর্থ ভাগ। শ্রাবণ, ১৩১৫। ৪র্থ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযুবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু বি, এল ...	৭৩
২।	অনুতপ্ত (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	৭৬
৩।	জীবনের আরম্ভ	শ্রীযুক্ত পরেশরঞ্জন রায় এল, আর, সি, পি	৭৭
৪।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা (উপন্যাস)	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	৮০
৫।	নাগিলা	শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ...	৮৩
৬।	বিশ্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮৭
৭।	আসামের কয়েকটি অসভ্য জাতি	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	৮৭
৮।	কুমারী হুয়েট্‌লির সেবাব্রত	... ...	৯০
৯।	সংবাদপত্র ও রাজদ্রোহ	... ...	৯৪
১০।	সমালোচনা	... ...	৯৫
১১।	নারী-সংবাদ	... ...	৯৬

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.
ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা। [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

DOUBLE COLOUR PAGE

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা।

"সুরমা" প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোহিনুর'। কেন না, কোহিনুর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য, অতি মনোহর। তেমনি যত কেশতৈল আছে—তার মধ্যে সুরমা যেন কোহিনূর। কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর গুণে অতুলনীয় আর চিত্তভৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদিনী কিনা? রমণীর কমনীয় কেশকলাপের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমেয় কিনা? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, ইহা অতুলনীয় কি না? সত্য সত্যই, সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৹ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৴৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৷৷৵৹ তের আনা।

সর্ব্বজন-প্রশংসিত এসেন্স

রজনী-গন্ধা।—রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতা
কোমল। এই কোমলতাই রজনীগন্ধার নি

সাবিত্রী।—'সাবিত্রী' সাবিত্রী-চরিত্রের মত
পদার্থ।

সোহাগ।—আমাদের 'সোহাগ' এসেন্স,
মতই চিত্তাকর্ষক।

মিলন।—মিলনের সুবাস মিলনের মতই মনো

রেণুকা।—আমাদের 'রেণুকা' বিলাতী কাশ্মী
অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

মতিয়া।—আমাদের মতিয়ার সৌরভে বিলাতী
গৌরব পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৷৷৹ বার আনা। ছোট ৷৷৹ আট আনা।
প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২৷৷৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা।
শিশি ১৷৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৷৷৹ বার আনা,
৷৴৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ৷৷৹ আট আনা। মাশুলাদি ৷৴৹ পাচ আনা। আমাদের অটো
অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲
ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখে
বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শি
আনা, মাশুলাদি ৷৴৹ পাচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা
বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।
ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

DOUBLE COLOUR PAGE

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন।

ART PRESS

DOUBLE COLOUR PAGE

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

ৰ্থ ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩১৫। { ৪র্থ সংখ্যা।

মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়।

মান সময়ে দেশে যে সংস্কার ও উন্নতির স্রোত
ত হইয়াছে ; জাতীয় চিন্তা, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও
নানাদিকে প্রসারিত হইয়া যে এক নবযুগের
ণা করিয়াছে, তাহাতে এই সময়ে বর্ত্তমান বিষয়ে
না করা অসাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া
য় না। দেশের বাস্তব উন্নতি যদি বাঞ্ছনীয় হয়,
হইলে উন্নতির প্রবাহকে সর্ব্বতোমুখীন করা
। স্ত্রী ও পুরুষ সমাজের দুইটি অঙ্গ ; সমাজকে
উন্নত করিতে হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় অঙ্গেরই
াবে উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন ; আমরা এক
উন্নতি সাধন করিতে যাইয়া অপর অঙ্গের উন্নতি
অবহেলা করিতে পারি না। রাজনৈতিক, সামা-
শিল্প-বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা, ধর্ম্ম যে বিষয়েই উন্নতির
জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষী হই না কেন, সর্ব্ববিষয়েই নারী-
জাতিকে পুরুষজাতির সহায় হইতে হইবে ; নতুবা উন্নতি
কিছুতেই সর্ব্বাঙ্গীন হইবে না। সকলেই স্বীকার করেন,
যে স্বদেশী আন্দোলনে মহিলাগণ যদি অগ্রসর না হইতেন
ও আমাদের সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে আমরা
কিছুতেই এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না।

সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলেই শিক্ষা আবশ্যক ; শিক্ষাব্যতীত
কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভবপর নহে। বহুল পরিমাণে
শিক্ষা বিস্তার করাতেই ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান
উন্নতির এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে ; আর
শিক্ষার অভাবেই আমরা এত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি
এবং শিক্ষার অভাবজনিত কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা,
হিংসা, দ্বেষ-ইত্যাদি দেশকে পীড়িত করিয়া রাখিয়াছে।
সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে দেশ এক্ষণে
একটু মনোযোগী হইয়াছে ; এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই

শিক্ষাদানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। আমরা পরাধীন জাতি এবং রাজকার্য্যে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই বলিয়া আমাদের দেশে আমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা বিস্তার হইতেছে না। যে কারণেই হউক, গবর্ণমেণ্ট যখন এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিতেছেন না তখন যথাসাধ্য শিক্ষা দানের ভার আমাদের স্বহস্তে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ এ বিষয়ে এক উত্তম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, পুরুষের শিক্ষা সম্বন্ধে দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে পুরুষের শিক্ষার অনুপাতে এক প্রকার কিছু হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু এই স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পথে যাহাতে নারীগণ বিঘ্ন না হইয়া বরং সহায় হন, সেই উপায় আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন ও বাহুল্য মাত্র।

কি প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সহজ হইতে পারে এবং কি উপায়ে তাহা জাতীয়তা সংরক্ষণ ও সংগঠন পক্ষে উপযোগী হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যে কোন দেশ বা লোকহিতকর কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হই না কেন, সেই কার্য্যের সহায়তাকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি কেন্দীভূত করিলে সেই সমষ্টীভূতশক্তি অত্যন্ত কার্য্যকারী ও বলশালী হয়। দেশের বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক দল ও সমিতিগুলিকে একত্রিত করাতেই জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস দেশে একটা রাজনৈতিক শক্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল স্কুল, কলেজ, সমিতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের কার্য্য যদি একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করা যায় তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ যে অনেকটা সুগম হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কেন্দ্রীভূত শক্তি দেশের বিচ্ছিন্ন সমস্ত শক্তিকে যথাপ্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষায় নিয়োজিত করিতে পারিবে। সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে এবং তদুদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এদেশেও স্বতন্ত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। জাপানে যদি কতিপয় শিক্ষিত লোকের উৎসাহে ও উদ্‌যোগে একটি বেসরকারী মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারিল, তাহা হইলে জাপান হইতে অধিক ধনশালী ও সভ্যতাভিমানী বঙ্গদেশে একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না?

জাতীয়তা সংরক্ষণ ও সংগঠনের জন্য এবং অন্যান্য যে সকল কারণে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আবশ্যকতা অনুভব করি, ঠিক্ সেই সকল কারণে একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়েরও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি। দেশের প্রকৃত অবস্থা এবং ইতিহাস ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জন্মে এরূপ শিক্ষা নারীজাতিকেও দেওয়া আবশ্যক। সকল কারণ ব্যতীত আর একটি প্রধান কারণ এই যে, স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রণালী ও বন্দোবস্ত পুরুষদিগের শিক্ষার প্রণালী ও বন্দোবস্ত হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক; এবং এজন্যই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদে স্ত্রীলোকের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, মহিলাদিগের উপযোগী উচ্চশিক্ষা দানের নিমিত্ত একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যে যে কারণে স্ত্রীশিক্ষার বাবস্থা পৃথক্ হওয়া আবশ্যক তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান কারণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

১। স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রও এক নহে। এজন্য স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ও প্রণালী পুরুষদিগের শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে স্কুলে ও কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তন্মধ্যে উচ্চগণিত, দর্শন, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সাধারণতঃ মহিলাদের পক্ষে উপযোগী নহে।

২। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে মহিলাদের ব্যবহারিক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু মেয়েদের উপযোগী শিল্প পুরুষোপযোগী শিল্প হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক্, এজন্য শিক্ষার ব্যবস্থা বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

৩। ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধন শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। স্বতন্ত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় না হইলে মহিলাদিগের পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষা সম্ভবপর নহে।

৪। মহিলাদিগকে স্কুলে ও কলেজে পাকপ্রণালী, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ধাত্রীশিক্ষা ও মাতৃজাতির উপযোগী অন্যান্য শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এই সকল শিক্ষা পুরুষদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

৫। মহিলাগণ স্কুলে ও কলেজে গান, বাদ্য, চিত্র ও অন্যান্য কলাবিদ্যা চর্চ্চা করিতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু পুরুষদিগের সম্বন্ধে এ সকল বিষয়ে বাধ্যতা থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

৬। আজ কাল গবর্ণমেণ্টের যেরূপ কঠিন নিয়ম প্রণালী হইয়াছে তাহাতে ১৭। ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে ছেলেদেরই প্রবেশিকার পাঠ শিক্ষা শেষ হইবে না; এরূপ অবস্থায় নানা অসুবিধা ও প্রতিকূল কারণবশতঃ মেয়েদের প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিতে আরও অধিক সময় লাগিবে। এখন ২। ৪ জন খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম মহিলা ব্যতীত হিন্দু বা মুসলমান মহিলাগণ স্কুলের পাঠই সমাপ্ত করিতে সক্ষম হন না; কলেজে প্রবেশলাভ ত দূরের কথা। হিন্দুবালিকাগণকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা হয় না, সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সাধারণ মেয়েদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব।

৭। বর্ত্তমানে শিক্ষিত হিন্দুমহলে ১৪।১৫ বৎসরের পূর্ব্বে মেয়েদের প্রায়ই বিবাহ হয় না; এবং দেখা যাইতেছে যে, বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শিক্ষা ৬ বৎসরে ও কলেজের উচ্চ শিক্ষা ৪ বৎসরে সমাপ্ত হয়, যদি এরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অনেক বালিকা ১৪ বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে; এবং উদারনৈতিক হিন্দুগণ ইচ্ছা করিলে ও অবস্থায় কুলাইলে বালিকাদিগকে কলেজের শিক্ষাও দিতে পারিবেন। বালকদিগের শিক্ষার বিষয় অনেকগুলি থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ৭।৮ বৎসর আবশ্যক হয়; কিন্তু মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয় যদি পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

৮। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীভাষা শিক্ষার মধ্যবর্ত্তী উপায় (medium)। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস সকলই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু মহিলাদের পক্ষে ইংরাজীভাষা শিক্ষার মধ্যবর্ত্তী করিবার কোন আবশ্যক নাই। যদি জাতীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে মহিলাগণও অল্প সময়ের মধ্যেই পুরুষদিগের অনুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান স্কুল ও কলেজে ইংরাজীভাষা শিক্ষার মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আমাদের নিরর্থক অনেক সময় আবশ্যক হয়। অবশ্য মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষাও শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ থাকিবে।

৯। মেয়েদের অল্প বয়সে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির যেরূপ স্ফুরণ হয় পুরুষদিগের সেরূপ হয় না; সুতরাং স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পুরুষদিগের যত সময় প্রয়োজন মেয়েরা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যেই তাহা শেষ করিতে পারিবেন।

১০। শিক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য একথা মহিলাদের পক্ষে খাটে, কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষগণ জীবিকা উপায়ের জন্যই বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ জন্যও শিক্ষা-প্রণালী পৃথক্ হওয়া আবশ্যক।

১১। এদেশের নারীগণের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষাবিষয়ে পুরুষদিগের ও নারীগণের দক্ষতা ও উপযুক্ততা তুল্য ভাবে বিচার করা সমীচীন নহে। অর্থাৎ বি, এ, কিংবা তদনুরূপ কোন উপাধি ও সম্মান দিতে হইলে পুরুষদিগের দক্ষতা ও উপযুক্ততার যে আদর্শ ধরা হয় মহিলাদিগকে সেই উপাধি ও সম্মান দিতে হইলে তাহার তুল্য আদর্শে বিচার করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিচার করা হয়। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ উপাধি দেওয়া হয় এবং কলিকাতা ও ভারতের

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বি, এ উপাধি দেওয়া হয়; কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের বি, এ,রা আমাদের বি, এ,র অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় আমাদের বি, এ, উপাধি পাইতে যদি কোন আপত্তি না হইতে পারে তাহা হইলে মহিলাগণও পুরুষদিগের তুল্য দক্ষতা ও উপযুক্ততা লাভ না করিলেও তাঁহাদিগকে বি, এ, কিংবা তদনুরূপ কোন উপাধি ও সম্মান দিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিলে তাহা হইতে পারে না।

১২। আমরা আমাদের ভাব ও মনোবৃত্তি অনেকটা মাতার নিকট প্রাপ্ত হই। সুতরাং দেশের প্রতি যাহাতে ভালবাসা ও আকর্ষণ জন্মে, মাতৃজাতিকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান স্কুল কলেজে সেই শিক্ষা হইতেছে না।

মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা যে পৃথক্ হওয়া কর্ত্তব্য এবং সেই জন্য বঙ্গদেশে একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক তাহার কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, দেশের যে কোন হিতকর কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি না কেন, সেই কার্য্যের সাহায্যকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিভিন্ন শক্তিগুলিকে একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। আমরা যদি একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে সকল শিক্ষিত ও মহানুভব পুরুষ ও মহিলা উদ্‌যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা এক কেন্দ্রাভিমুখে শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এই মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে নারীজাতি সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক সকল বিষয়েই উন্নতির প্রস্রবণ স্বরূপ হইবেন ও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেন।

আশা করি আলোচ্য বিষয়টি দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। যে সকল মহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতা হইয়াছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যেই ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীতে কোন ক্ষমতাবান্ জাতিই তাহার অধীন জাতিকে সহজে ক্ষমতা ও অধিকার দিতে চাহে না। মহিলাগণ ২।৪ জন সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, প্রকৃতপক্ষে এখন তাঁহারা পুরুষজাতির অধীন। তাঁহাদের বিধিদত্ত ন্যায় স্বত্ব ও অধিকার পুরুষদিগের নিকট হইতে দাবী করিয়া আদায় করিয়া লইতে হইবে। তাঁহারা যদি আপনাদের স্বত্ব, অধিকার ও উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জোর করিয়া উন্নত করা কতিপয় পুরুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু।

অনুতপ্ত।

১

যদি হায় জানিতাম আগে,
দেখা শুনা দু দিনের লাগি,
ভাল করি দেখিতাম তবে,
সারা বর্ষ দিবা নিশা জাগি।

২

চলি যাবে জানিতাম যদি,
কহিতাম আরো দুটি কথা,
প্রাণ ভরা আদর যতনে,
মুছিয়া দিতাম সব ব্যথা।

৩

তোমার সে করুণা মমতা
কতদিন দিছি ফিরাইয়া,
আমি যেন চির উদাসীন—
—নাহি কাঁদি তোমারে ভাবিয়া।

৪

কত বার, মরমের জ্বালা
জুড়াইতে আসিয়াছ কাছে,
চলে গেছি পরের মতন,
কাতরতা দেখ তুমি পাছে।

৫

প্রীতিমাখা মধুমাখা কথা
যেন মোর পশে নাই কাণে,
হায় সে উপেক্ষা অনাদরে,
না জানি কি বেজেছিল প্রাণে!

৬

স্নেহ মাখা প্রবোধ সান্ত্বনা
বুঝি নাই—সকলি বুঝিয়া
অশ্রুসিক্ত কমল নয়ন,
দেখে হায়, দেখি নি চাহিয়া!

৭

কি নির্ম্মম অভিমান রাশি
হিয়া মোর দিয়াছে দলিয়া,
আমার সাধের কুঞ্জবন
কত বার গিয়াছে শুকিয়া।

৮

ভাবিতাম—হীন তুচ্ছ আমি,
তুমি উচ্চ দেবতার মত,
সীমাহীন স্নেহ প্রেম তব,
স্বার্থহীন আত্মদান অত;

৯

ক্ষুদ্রাশয় নর মানবেরে
তত দান কত অসম্ভব,
তাই মনে হ'ত না ধারণা
সে সৌভাগ্য সে মহা গৌরব।

১০

সেই অগ্নি দগ্ধ যাতনায়
তোমারেও জ্বালায়েছি কত,
সব দোষ ক্ষমিয়াছ তুমি,
সে ক্ষমা যে সমুদ্রের মত;

১১

কত যুগ অবসান আজি,
সে সন্তাপ ভুলিবার নয়,
এত জ্বালা অনুতাপানলে
পুড়ে গেল সমস্ত হৃদয়!

১২

যাবে যদি জানিতাম আগে,
আরো কাছে বসিতাম গিয়ে,
যত কিছু দিয়েছি বেদনা,
ভাল করি দিতাম মুছিয়ে।

১৩

আগে যদি জানিতাম মনে
তুমি যাবে আমি র'ব একা,
রহিতাম তোমাতে মিশিয়া
মুছিতাম বিধাতার লেখা।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

জীবনের আরম্ভ।

ঝঞ্ঝাবাত ও বর্ষার ধারা, সূর্য্যকিরণ ও মেঘের খেলা, চন্দ্রকিরণপাতে প্রকৃতির মোহন শোভা,উল্কাপাত ও দুর্য্যোগ, এ সকলের ভিতরই কালের অনন্ত সাগরবাহী কারণ-পরম্পরা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আজ এখানে যে একটী কার্য্য সম্পন্ন হইল, ঘটনা পরম্পরার সুদূরব্যাপী কারণ, তাহার মূলে বিদ্যমান দেখা যায়—যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে ঐ কার্য্যের সূচনা হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে প্রতি ঘটনার মূলেই বহুকালব্যাপী কারণপুঞ্জ সহজেই অনুভূত হয়। এই অতিদুরবগাহ্য ঘটনাবলী মানুষকে বৃক্ষের সহিত, পুষ্পকে কীটের সহিত অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! ইহার ভিতর আবার জীবনের একটা সূক্ষ্ম জাল এমনি ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, ইহার স্পর্শে জীবিত ও অজীবিতের প্রভেদ বুঝিয়া উঠা দায়! যে ধূলিরাশি বায়ুভরে দিশাহারার মত চারিদিকে গড়াগড়ি যাইতেছে, কোন্ যাদু মন্ত্রবলে যেন উহা হইতে সহসা অগণ্য জীবনরাশি স্ফুরিত হইয়া উঠে।

বিজ্ঞান প্রমাণিত করিয়াছে যে, প্রকৃতির চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন,

কার্ব্বন, সোডিয়াম্, পটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াস্, ফস্ফরাস্, সিলিকন, ক্লোরিন, গন্ধক, লৌহ ও চুণ ইত্যাদি পদার্থ ছড়ান রহিয়াছে। যে ধূলিরাশির কথা বলিলাম তাহা এই সকলের কোন না কোন একটী বা ততোধিক পদার্থ যোগে গঠিত। চারিদিকে যে সকল পদার্থ ছড়ান দেখিতে পাই, সকলেরই মূলে এই সকল পদার্থ। পদার্থ নিচয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত চেতন ও অচেতন,—জীবিত ও অজীবিত। ইহারা প্রকৃতির বক্ষে দিবানিশি এত তোলাপাড় করিতেছে, যে ইহাদের জীবনেতিহাস একটু বিশদ রূপে আলোচনা করিলে আমরা অনেক গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া কৃতার্থ হই। জীবনের আদি ইতিহাস ইহাদেরই আদি কাহিনী।

আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহাই সহজে বিশ্বাস করি। কিন্তু দেখিতে না পাইলেও বিশ্বাস করিবার পথ আছে। সেই পথ প্রমাণ-সংগ্রহ। এই প্রমাণ-সংগ্রহের বলে আমরা আজ চক্ষুর সম্মুখে যাহা দেখি তাহার অতীত কথাও জানিতে সক্ষম হই। তাই প্রকৃতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার প্রারম্ভিক অবস্থা আমরা জানিতে পারি। জীবনের আরম্ভের ইতিহাসও আমরা সেই সাহসে উদ্‌ঘাটন করিতে সাহসী হই।

যে সূক্ষ্ম জীব-কণিকার কথা "বিজ্ঞান ও মৃত্যু" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, উহাই যে জীবনের আদি বিকাশ সে সম্বন্ধে আজ আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এখন শুধু কথা হইতেছে কিরূপে প্রথমে যাহা অজীবিত তাহা হইতে জীবনের উদ্ভব হইবে?

জীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগতে দুইটী মত বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটী মত অনুসারে জীবন আপনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Spontaneous generation অথবা স্বতঃজনন। স্বতঃজননবাদিগণ বলেন যে, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি যে সকল পদার্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে সহসা কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত কারণ বলে, যেন কোন যাদুমন্ত্রে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া অতীব জটিল অথচ অস্থায়ী এক একটী পদার্থ গঠিত করে যাহার এমন গুণ বা ধর্ম্ম যে চারিদিকের অপর পদার্থ সমুদয়ের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে উহারও পরিবর্ত্তন ঘটে; চারিদিকের পদার্থ নিচয়ের ঘাত প্রতিঘাতে উহারও জীবনতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়। অজীবিত যাহা তাহা হইতেই তবে জীবিতের উদ্ভব।

দ্বিতীয় মত অনুসারে একটী জীবন পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী জীবনের ফল—জীবন হইতেই জীবনের উৎপত্তি। একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, এ মতও পূর্ব্ববর্ত্তী মতের উপর নির্ভর করে। কেননা আজ এখানে যে জীবন বর্ত্তমান দেখিতেছি, বলিতে পারি উহা কল্যকার অপর কোন জীবন হইতে উৎপন্ন; কল্যকার জীবনটা তা'র পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল; এরূপে যতই কেন পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করি না, এক একটী জীবনের সহিত তা'র পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী জীবনের যোগ দেখিতে পাই, কিন্তু শেষে এমন স্থানে উপনীত হইতে হয়, যেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সর্ব্বপ্রথম জীবন কিরূপে আসিল?

এ মতের সমর্থনকারিগণ বলিয়া থাকেন যে, উল্কা পিণ্ডের সহিত জীবনকণিকা অপর কোন অজানা অচেনা রাজ্য হইতে অথবা কোন গ্রহ উপগ্রহ হইতে এই পৃথিবীতে প্রথমে আনীত হইয়াছিল, উহা হইতেই পরবর্ত্তী সমুদায় জীবন উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এমতের প্রশ্রয় জনই বা কি? ইহা তো শুধু এ পৃথিবী হইতে জীবনের আরম্ভকে সরাইয়া অন্যত্র লইতেছে মাত্র। যদি এ মতের অর্থ এই হয় যে, এই পৃথিবীতে জীবন অপর জীবন হইতে উৎপন্ন, তার পর আর কিছু আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই. অথবা জানিতে পারি না, তবে না হয় বুঝিলাম যে ইহার অর্থ একরূপ পরিষ্কার হইল। কিন্তু এরূপ ঠেলাঠেলির উপর দিয়া বৈজ্ঞানিক মত চলিতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয় মতটীকে আমরা বেশী গ্রাহ্য না করিলেও তত দোষী হই না।

তবে প্রথম মতটা অনেকটা দাঁড়াইবার যোগ্য। স্বতঃজননের অর্থ তবে কি? জীব আপনারা ইচ্ছা করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি? কোথা হইতে ইহাদের উৎপত্তি? এখানে দুইটী সম্ভবপর কারণ দেখা যায়। এক কারণ অনুসারে ইহা সম্ভব যে, জগতের সকল

পদার্থই সৃষ্টিত। অপর মতে এই পদার্থ নিচয় সৃষ্টি নহে, কিন্তু উন্মেষিত হইয়াছে।

এখানে সৃজন ও উন্মেষ এ দুয়ের পার্থক্য একটু হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা যাউক। সৃজনের ভিতর সহসা সমুদ্ভূত হইবার একটী ভাব নিহিত রহিয়াছে। ছিল-নার ভিতর হইতে হঠাৎ যেন কেহ কিছু গড়িয়া তুলিল। মানুষ যে সব জিনিষ গড়ে সেগুলিকে মানুষের সৃজিত বলা যাইতে পারে, যদিও সৃজন কথাটা মানুষের সম্বন্ধে ঠিক্ খাটে না। অর্থাৎ মানুষ কিছু-নার ভিতর হইতে একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে না। তবু গড়া বলিতে যাহা বুঝায়, কোন অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা শক্তির সম্বন্ধে সৃজন কথাটা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উন্মেষে সহসা কিছু হইতে পারে না। ধীরে ধীরে ফুটিয়া,— ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্তির নামই উন্মেষ।

এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যখচিত ব্রহ্মাণ্ড ইহা কি তবে এইরূপেই পূর্ণ শোভার আধার হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে; না অন্য কোন আকারে গঠিত হইয়া পরে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া এই রূপ ধরণ করিয়াছে?

জাতীয় উত্থান পতনের সমুদায় ঘটনাই যেমন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের নিকট অতীত কাহিনী জীবন্ত ভাবে ফুটাইয়া তুলে, আজ বিজ্ঞানের প্রতি ছত্রেও ঠিক্ তেমনি উন্মেষবাদ প্রকৃতির সমুদায় ঘটনাপুঞ্জ লিপিবদ্ধ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে জগতের আদি ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। উন্মেষবাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা আছে। আজ শুধু এইমাত্র বলি যে, জগতের উৎপত্তি, জীবনের আরম্ভ ইত্যাদি বিষয়ে একদিন যাহা নিতান্তই অজ্ঞেয় বলিয়া পরিগণিত হইত, এই উন্মেষবাদের ফলে আজ তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট বিষয়ের মত আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া অতি গুপ্ত রহস্যময় ঘটনাবলীকেও স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই উন্মেষবাদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, জীবন অতি সামান্য, অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্র ছিল, তাহাই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া আজিকার এই সৌন্দর্য্যময় জটিলতাপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

উন্মেষ বলিতেও পূর্ব্বের কোন কিছুর সহিত সম্বন্ধ সুস্পষ্ট স্বীকৃত হয়। যাহা নাই তাহার আবার বিকাশ কি? যাহা আছে তাহারই বিকাশ সম্ভব। সুতরাং জগতের মূলে সৃজন ও উন্মেষ উভয়ই বিদ্যমান। Spontaneous generation বা স্বতঃজনন স্বীকার করিতে গেলে এই দুই ক্রিয়াও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ সৃজন ক্রিয়াকে ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু উন্মেষের উপরই স্বতঃজননবাদকে স্থাপন করিতে যাই তবে ভূপৃষ্ঠে যে অজীবিত পদার্থরাজি বিদ্যমান আছে তাহার ভিতরে জীবিতের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়।

সত্য বটে জীবিত ও অজীবিতের পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম—সম্ভবতঃ কল্পনারও অতীত। তথাপি একটা পার্থক্য যে রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অনেকে শক্তির বাহ্য বিকাশের নামই জীবন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে জীবিতের ইতস্ততঃ সঞ্চালন, জড়ের সঞ্চালনের ন্যায় জগৎশক্তির বাহ্য বিকাশ মাত্র। তাহা হইলে জীবিত ও অজীবিতে আর কোন পার্থক্যই থাকে না।

যদি জীবিত ও অজীবিতের সূক্ষ্ম পার্থক্যের সহিত মানব-মনের কোন সংস্রব না থাকিত তবে এই পর্য্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত থাকা যাইত। কিন্তু মানুষের মন ঐ পার্থক্যটুকু অনুভব করিতে পারে সুতরাং যতক্ষণ না উহা স্পষ্টতর রূপে তাহার মনে প্রকাশিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কি এক যাদু মন্ত্রবলে অজীবিত পদার্থ নিচয় হইতে জীবন স্ফুরিত হইয়া উঠে। ঐ যাদুশক্তিই জীবিতকে অজীবিত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে এখন আর ইহার অধিক কিছু বলিতে চাই না। অর্থাৎ ঐ যাদুশক্তি কি, কোথা হইতে আসিল, উহার স্বভাব কি, ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন এখানে নাই। কিন্তু জীবনের আরম্ভ কিরূপে হইল তাহা এখনও ভাবিতে পারি নাই।

বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, উদ্ভিদ্ রূপেই সর্ব্বপ্রথমে জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল। কিরূপে তবে সর্ব্ব প্রথম বৃক্ষশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? এ কথার প্রকৃত উত্তর বৃক্ষ কি, এ প্রশ্নের উত্তরের

মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যখন বিশ্লেষণ দ্বারা এক একটী বৃক্ষ জীবনের ইতিহাস উদ্ঘাটন করি তখন আমরা দেখিতে পাই, যে এক একটী বৃক্ষ নিদ্রিত শক্তি সঞ্চারের যন্ত্রবিশেষ। প্রকৃতির ইতস্ততঃ যে শক্তি অজস্র ছড়ান থাকিয়া জড় ও অজড় উভয়কেই সঞ্চালিত করিতেছে, অথচ অজড়ে যে শক্তি নিহিত থাকিয়া উহাকে জড় হইতে পৃথক্ করিতেছে, বৃক্ষই বাহ্য প্রকৃতি হইতে সেই শক্তি স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিয়া জীবিতের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সক্ষম। জগতের বাল্যকালে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতরূপী জড় বিচ্ছিন্ন ভাবে যখন প্রকৃতির চারিদিকে খেলা করিয়া বেড়াইত, সমস্ত নূতনের ন্যায়, সমস্ত বাল জীবনের ন্যায়, সমস্ত প্রারম্ভিক অবস্থার ন্যায় উহারা যে তখন অতি কমনীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। সহসা সূর্য্যকিরণ সম্পাতে এই নবীন ও কমনীয় পঞ্চ ভূতের অণুতে অণুতে সংমিশ্রণ বলেই জীবনের আদি বিকাশ সম্ভাবিত হইয়াছিল। মানুষ এতদূর পর্য্যন্ত জানিতে পারে ইহার অধিক জ্ঞান মানুষের সাধ্যায়ত্ত এখনও হয় নাই। কিরূপে শক্তিতে শক্তিতে এই প্রভেদ উপস্থিত হইল মানুষ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। এখানে মানুষ এক ইচ্ছাময় মহা শক্তির আবির্ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীপরেশরঞ্জন রায়।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কলিকাতা সহরে আবার রবিবারের সূর্য্য উদিত হইল এবং যথাসময়ে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল। ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির পুনর্ব্বার সপ্তাহব্যাপী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপাসনার পূর্ব্বে অরবিন্দ বাবু আজ সকলের মনোযোগের বিষয়ীভূত হইলেন। তিনি বেদী হইতে কিছু দূরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়াছিলেন। মন্দিরের অনেকেই তাঁহার 'দৈনিক' পড়িয়াছিলেন এবং বিস্ময়পূর্ণ প্রশংসার সহিত ইহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্রই এইরূপ আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। লোকে আগ্রহের সহিত কালী-মোহন গুপ্ত এবং রেলওয়ে বিভাগের নবীনচন্দ্র দাসের পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছিল।

এইরূপ নব উদ্দীপনার ভিতরে উপাসনা চলিতে লাগিল। আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ আজ অধিকতর বল এবং আশা হৃদয়ে লইয়া উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে একটী শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। পূর্ব্ব এক সপ্তাহ তিনি ব্যাকুলতার সহিত আপনাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন, "মহাপুরুষেরা কি ভাবে উপদেশ দিতেন?"

তাঁহার আজিকার উপদেশ গত দুই রবিবারের উপদেশের ন্যায় নহে। আজ নির্ভয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিলাসিতার বিষয় বিশেষ করিয়া বলিলেন। পূর্ব্বে কেহ কখনও তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে শোনে নাই। আজ তিনি উপাসকমণ্ডলীর সহিত নিজ হৃদয়ের এক প্রেমের যোগ অনুভব করিতেছিলেন এবং এই অনুভূতি তাঁহার উপদেশকে নবশক্তি প্রদান করিতেছিল। আজ তাঁহার উপদেশ সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন।

উপদেশের পর সরলা গান গাইতে উঠিলেন। আজ তাঁহার সঙ্গীত অন্যদিনের মত সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল না। আজ ইহা সকলের হৃদয়ে এক গভীরতর পবিত্র ভাব আনিয়া দিল।

সরলার শারীরিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তিনি ইহা বিশেষ ভাবে জানিতেন, এবং এই কারণেই তাঁহার সঙ্গীতে এমন একটি আত্মগরিমার ভাব থাকিত যাহা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে তৃপ্তিদান করিতে পারিত না।

আজ সে সকল চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীতে আজ কোন প্রদর্শনের ভাব নাই। ইহাতে এমন একটি অকৃত্রিম বিনয় এবং পবিত্রতার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যাহা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি গাহিতেছিলেন :—

"আমি কি ব'লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন।
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহ অপহরি,
কর তারে আপনারি ধন,
আমার হৃদয় প্রাণ মন।
শুধু ধূলি শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে কর সমর্পণ
স্পর্শে তব পরশরতন।
তোমারি গৌরব যবে আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জ্জন
চরণে হৃদয় প্রাণ মন॥'

উপাসনার পর আচার্য্য গতবারে যাঁহারা ছিলেন এবং এবার আর যে কেহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে কয়েক মুহূর্ত্ত আলোচনা ও পরামর্শের জন্য মন্দিরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

আজ তিনি উপস্থিত লোকসংখ্যা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বহুসংখ্যক যুবক আজ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন।

পূর্ব্বের ন্যায়, আচার্য্য সকলকে তাঁহার সহিত প্রার্থনায় যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় যে অতি পবিত্র এবং তাঁহাদের উপর ঈশ্বরের যে বিশেষ আশীর্ব্বাদ রহিয়াছে, এ বিষয়ে উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে সন্দেহ ছিল না।

তাঁহারা কিছুকাল পরস্পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় এবং পরামর্শে কাটাইলেন। উপস্থিত প্রত্যেকে পরস্পরের মধ্যে এমন একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অনুভব করিতে লাগিলেন যাহা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যরূপে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করেন নাই।

অরবিন্দ বাবুর আচরণ সকলেই বুঝিলেন এবং তাঁহাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল।

কালীমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এই আচরণে কি ফল হবে?"

"এখনও জানি না। বোধ হয় গ্রাহক আর বিজ্ঞাপন-দাতাদের সংখ্যা কমে যাবে।"

আচার্য্য বলিলেন,—"তোমার নিজের আচরণ সম্বন্ধে তোমার কি সন্দেহ আছে? অর্থাৎ তুমি কি এজন্য দুঃখিত কিংবা মহাপুরুষেরা এ রকম করতেন কি না সন্দেহ কর?"

"একেবারেই না। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের মত জান্‌তে আমি ইচ্ছা করি।"

মুহূর্ত্তকাল কেহই কিছু বলিলেন না। তাহার পর সুরেশচন্দ্র বলিলেন,—"আমরা সকলে এ বিষয়ে একমত। কিন্তু মহাপুরুষেরা কি কর্‌তেন সে বিষয়ে এ সপ্তাহে আমাকে অনেকবার সন্দেহে পড়্‌তে হয়েছে। সব সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়।"

নলিনী বলিলেন,—"আমাকেও এই সমস্যায় পড়্‌তে হয়েছে।" তিনি সরলার পাশে বসিয়াছিলেন। নলিনীকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা সকলেই, তিনি কিরূপে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে-ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন:—

"আমার অর্থ সম্বন্ধে আমি এই প্রশ্ন আরও কঠিন মনে করি। মহাপুরুষেরা লক্ষ টাকা নিয়ে কি কর্‌তেন, এই আমার প্রশ্ন। এখনও আমি এই প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তর পাই নাই।"

সরলা নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমার এই সম্পত্তির এক অংশ কি ভাবে খরচ কর্‌তে পার তা আমি বল্‌তে পারি।"

নলিনী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সে বিষয় আমি তত ভাবি না। আমি মহাপুরুষদের এমন এক অনুসরণ-প্রণালী আবিষ্কার কর্‌তে চাই যা আমার সমগ্র জীবনের গতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করে দেবে।"

আচার্য্য ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তাতে সময় লাগ্‌বে।" অন্য সকলে এই বিষয়ই ভাবিতেছিলেন।

নবীন বাবু তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি ধীরে ধীরে রেলওয়ে বিভাগের দরিদ্র মুটে মজুর-শ্রেণীর মধ্যে আপন কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতেছিলেন। ইহা তাঁহার এবং তাহাদিগের নিকট এক নূতন জগতে প্রবেশের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

যুবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন

সে সম্বন্ধে বলিলেন। 'মহাপুরুষদের অনুসরণ'ই যে ইঁহাদের জীবনের প্রধান বিষয় হইয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইল।

সর্ব্বশেষে কিছুক্ষণ নীরব প্রার্থনার পর সকলে এই বিষয় আগ্রহের সহিত আলোচনা এবং পরস্পরের নিকট হইতে আলোক অনুসন্ধান করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

সরলা এবং নলিনী একসঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন। অরবিন্দ বাবু এবং নবীন বাবু পরস্পর এত নিবিষ্টচিত্তে কথা বলিতেছিলেন যে, তাঁহারা অন্যমনস্ক হইয়া অরবিন্দ বাবুর বাড়ী ছাড়াইয়া গেলেন এবং আবার ফিরিয়া আসিলেন।

সুরেশচন্দ্র অপর এক যুবকের সহিত মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত কথা বলিতেছিলেন। সকলে চলিয়া যাইবার পর আচার্য্য এবং কালীমোহন বাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মন্দিরে রহিলেন।

কালীমোহন বাবু বলিলেন,—"আমার ইচ্ছা আপনি কাল একবার 'ভারত-ভাণ্ডারে' যান, আর আমার সব বন্দোবস্ত দেখে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। আমার মনে হয় আপনি যেমন তাঁদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে পারবেন তেমন আর কেউ পারবে না।"

আচার্য্য কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"আমি তা মনে করি না—কিন্তু আমি যাব।" তিনি কি করিয়া দুই তিন শত শ্রমজীবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবেন? কিন্তু—মহাপুরুষেরা কি করিতেন?

পরদিন আচার্য্য 'ভারত-ভাণ্ডারে' গেলেন। কালীমোহন বাবু তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলেন।

তাঁহারা একটি দীর্ঘ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একটি বড় ঘরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে এই ঘর ভারত-ভাণ্ডারেরই এক দোকানরূপে ব্যবহৃত হইত।

কালীমোহন বাবু বলিলেন,—"সেই প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর থেকে এক সপ্তাহ যাবৎ আমাকে অনেক বিষয় ভাবতে হয়েছে। ভারত-ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগে যত দরিদ্র কর্ম্মচারী কাজ করে তাদের জন্য আমি এই ঘর ঠিক্ করেছি। আমার উদ্দেশ্য, এখানে তা'রা রোজ দুপুর বেলায় এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করবে, আর সপ্তাহের মধ্যে দুই তিন দিন তাদের সঙ্গে এমন কোন বিষয় আলোচনা করা হবে যা'তে তাদের শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে প্রকৃত কল্যাণ হ'তে পারে।"

আচার্য্য আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা'রা এই উদ্দেশ্যে এখানে আসবে?"

"হাঁ, তা'রা আসবে। আমি তাদের জানি—তা'রা বুদ্ধিমান্ লোক। কিন্তু তা'রা ব্রাহ্মপ্রচারকের ধর্ম্মোপদেশ কিংবা স্বদেশহিতৈষীর সেবার সীমার বাইরে।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'মহাপুরুষেরা কি করতেন?' তা'র এই উত্তর পেয়েছিলাম যে, তাঁরা এ রকম করে কাজ আরম্ভ করতেন যা'তে এই মলিন জীবনগুলির অবস্থা উন্নততর হ'তে পারে। আমি যা করতে যাচ্ছি তা কিছুই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ আর দেশের সেবা বলতে আমার মনে প্রথম যে ভাব এসেছিল তাই কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করছি। দেশের প্রধান অংশই ত এরা। এদের উন্নত না করে দেশকে কি উন্নত করা যাবে? তাই আমি চাই যে, আপনি এদের কিছু বলেন। এই কাজ একা করতে নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে হচ্ছে!

আমি আজ দুপুর বেলায় তাদের এখানে আসতে বলেছি। তারা এলে এ বিষয় তাদের কিছু বল্‌ব।"

আচার্য্য এই শ্রমজীবিদলের নিকট কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হওয়াতে এরূপ দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ করিতেও তাঁহার লজ্জা হইল। তিনি কিরূপে ইহাদিগকে কিছু বলিবেন? কি বলিবেন? তিনি তাঁহার চিরপরিচিত মন্দিরের উপাসকদল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই জনতার সম্মুখীন হইবার কল্পনাতে ভীত হইলেন।

যথা সময়ে সকলে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় তিনশত। তাহারা অনেকেই কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল।

জলযোগের পর কালীমোহন বাবু তাঁহার যাহা বলিবার

ছিল বলিলেন। তিনি অতি সরল ভাবে ও সহজ ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বলিলেন। তাহার পর আচার্য্যকে তাহাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন।

আচার্য্য সেই দিনের কথা তাঁহার জীবনে বোধ হয় কখন ভুলিবেন না। তিনি, অন্যান্য বহু প্রচারকের ন্যায়, মন্দিরের উপাসকদিগের নিকট ব্যতীত—আর কাহারও নিকট কিছু বলেন নাই। ইহা তাঁহার নিকট এক নূতন জগৎ, এবং তাঁহার নূতন জীবনের নূতন নিয়ম ছাড়া আর কিছুই এই নূতন কাজকে সম্ভব ও সফল করিতে পারিত না।

তিনি ইহাদের সহিত প্রথম দর্শনেই এই মহাসত্য অনুভব করিলেন যে, ইহাদিগকে আপনার অপেক্ষা বিভিন্ন শ্রেণীর লোক মনে করিবেন না এবং এমন একটি বাক্যও উচ্চারণ করিবেন না যাহা তাঁহার এবং ইহাদের জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রকাশ করে।

তাহারা সকলেই বেশ সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন কাজে গেল। আচার্য্য বাড়ী যাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, দেশের এই গরীব দুঃখীদের 'ভাই' বলিয়া হৃদয়ে লওয়ার যে সুখ তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। এই দিন তাঁহার জীবনের এক বিশেষ দিন। ইহা দেশের দীন দরিদ্রের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের সূত্রপাত। ইহা দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী মহাগহ্বর পূরণের প্রথম ইষ্টকক্ষেপ।

কালীমোহন বাবু আজ অধিকতর সন্তোষের সহিত তাঁহার কার্য্যগৃহে যাইয়া বসিলেন। তিনি তাঁহার দরিদ্র ভাইদের নিকট হইতে আশাতীত রূপে উত্তর পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া ইহাদের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন সেই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইলেন।

সন্ধ্যা হইল। গৃহে গৃহে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। ভারত-ভাণ্ডারের কার্য্য ছয়টা পর্য্যন্ত চলিল।

সমস্ত দিনের কর্ম্মকোলাহল শান্ত হইয়া আসিল। ভারত-ভাণ্ডারের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। কর্ম্মচারীরা গৃহাভিমুখে ছুটিল।

কালীমোহন বাবু আফিস-ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি কর্ম্মচারীদের বলিলেন,—"আমি এখনই যা'ব না। আমার আজ বেশী কাজ আছে।" সকলের চলিয়া গেল।

আজ রাত্রিতে কেহ কালীমোহন বাবুর কার্য্যগৃহের দিকে তাকাইলে দেখিতেন, তিনি দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

নাগিলা।*

"কা হি পুংগণনা তেষাং
যেহন্য শিক্ষা বিচক্ষণাঃ।
যে স্বং শিক্ষয়িতুং দক্ষা-
স্তেষাং পুংগণনা নৃণাম্॥"
—স্থবিরাবলী চরিত, পরিশিষ্ট-
পর্ব্ব, ১৩,৮৩।

মগধের অন্তর্গত সুগ্রামনামক গ্রামে এক দম্পতি বাস করিতেন; স্বামীর নাম আর্য্যবান্ রাষ্ট্রকুট, এবং তাঁহার পত্নীর নাম রেবতী। ভবদত্ত ও ভবদেব নামে তাঁহাদের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ভবদত্ত যৌবনেই জৈনাচার্য্য সুস্থিতের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন, এবং তাহা যথোচিত রূপে পালন করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই আচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠেন।

একদা তাঁহাদের 'গচ্ছ'-স্থিত † এক সাধু আচার্য্যকে নিবেদন করিলেন—"আচার্য্য, আমি একবার আমার আত্মীয়জনের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করি, সেখানে আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে, সে আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, আমি যদি তাহার নিকট যাই, তবে সে আমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অতএব আপনি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।" জগৎ-উদ্ধারপরায়ণ আচার্য্য আরও কয়েক জন বিদ্বান্ সাধুকে সঙ্গে দিয়া শিষ্যকে গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

* জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র কৃত "স্থবিরাবলী চরিত" হইতে।

† জৈনগ্রন্থে এক একটী গুরু-শিষ্যের সমূহকে 'গচ্ছ'শব্দে অভিহিত করা হয়।

শিষ্য পিতৃগৃহে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ উপস্থিত, মহাসমারোহে উৎসব চলিতেছে। তিনি বিবাহ সময়ে উপস্থিত হইলেও আনন্দনিমগ্ন কনিষ্ঠ অগ্রজের স্বাগত-জিজ্ঞাসাও করিল না।

শিষ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গুরুর নিকটে কনিষ্ঠের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে ভবদত্ত তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত চিত্তে বলিলেন—"অহো! তাহার কি কঠোরতা! সে স্বয়ং গৃহে উপস্থিত ও ঋষিব্রতধারী অগ্রজকে অবজ্ঞা করিয়াছে! বিবাহকৌতুক কি গুরুভক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহার গুরুর অনুগমন করিতে পারিল না।"

তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন বলিলেন—"ভবদত্ত, তবেই তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিব, যদি তুমি নিজের ভাইকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইতে পার।"

ভবদত্ত বলিলেন—"গুরুদেব যদি মগধে বিহার করিতে যান, তবে তোমাদিগকে আমি এই কৌতুক দেখাইব।"

সমীরণের ন্যায় শ্রমণগণ এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। কালক্রমে আচার্য্য সুস্থিত এক দিন শিষ্যগণকে লইয়া মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। ভবদত্ত আচার্য্য-চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্বজনবর্গ নিকটেই রহিয়াছেন, তিনি যদি আজ্ঞা করেন, একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। ভবদত্ত সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন, আচার্য্য তাঁহাকে একাকীই গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইয়া ভবদত্ত কনিষ্ঠকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইবেন মনে ভাবিয়া তাহার গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভবদেব তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই নাগদত্তের তনয়া নাগিলাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিবাহোৎসবে সমাগত লোক-জনে গৃহ পরিপূর্ণ; উৎসব-ধারা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। সহসা ভবদত্তকে সেখানে সমাগত দেখিয়া সকলেই আনন্দোৎফুল্ল হইলেন, এবং তাঁহার শুভাগমনকে উৎসবোপরি উৎসব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া সকলে তীর্থোদকের ন্যায় সেই জল গ্রহণ করিলেন; চারিদিক্ হইতে লোকেরা আগমন করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিতে লাগিলেন। মুনি ভবদত্ত বলিলেন "আপনারা এখন বিবাহে ব্যস্ত, আমি সম্প্রতি অন্যত্র যাইতেছি; আপনাদের ধর্ম্মলাভ হউক।" কিন্তু বন্ধুগণ তাঁহাকে নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্য উপকরণ গ্রহণ না করাইয়া থামিলেন না।"

ভবদেব সেই সময়ে কুলাচার অনুসারে বয়স্যাদল-পরিবৃত নবোঢ়া পত্নীর অঙ্গরাগ করিয়া দিতেছিলেন। তিনি যখন শ্রীচন্দনরসের অনুলেপন প্রদান করিয়া, কবরীবন্ধকে কুসুমগর্ভিত করিয়া ও কপোলফলকে কস্তুরীর পত্রবল্লরী রচনা করিয়া অপর অঙ্গরাগের জন্য উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, মহামুনি ভবদত্ত আসিয়াছেন। তিনি দর্শনোৎসুক-হৃদয়ে তখনই সেই অর্দ্ধালঙ্কৃত নবোঢ়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সহসা উঠিয়া পড়িলেন। সখীগণ ব্যথিত-ব্যাকুল চিত্তে বারবার যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি বধিরের ন্যায় তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; বলিলেন—অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া আবার আসিবেন।

ভবদেব ভবদত্তের পাদবন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেই ভবদত্ত তাঁহার হস্তে ঘৃতপাত্র প্রদান করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, ভবদেবও তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য আরও অনেক নরনারী ভবদত্তের অনুগমন করিয়া চলিলেন, ভবদত্ত তাহাদের কাহাকেও প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিদায় প্রদান করিলেন না, কেন না তাঁহাদের ধর্ম্মে তাহা কর্ত্তব্য নহে। পরে বহুদূর অনুগমন করার পর অনেকেই সেই শ্রমণকে বন্দনা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ভবদেব তাহা পারিলেন না, তিনি ভাবিলেন—"ইহারা ফিরিতে পারে, কেন না ইহারা ত সোদর নহে; আমি সোদর হইয়া কিরূপে ফিরিব? বিশেষতঃ আহার্য্যসামগ্রীর ভারে ইনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং সেই জন্যই আমাকে এই ঘৃত-ভাজনটি লইয়া যাইবার জন্য দিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে

আসামের কুকী পুরুষ।

যথাস্থানে না পৌঁছাইয়া আমি ফিরিতে পারিতেছি না।" কনিষ্ঠ এই ভাবিয়া জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পাছে ভবদেব অনুগমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—এই মনে করিয়া ভবদত্ত তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য-কথা আরম্ভ করিলেন, শৈশবের কথা সমূহ বলিতে লাগিলেন—"ভাই, এই সেই সমস্ত গ্রাম-পার্শ্ববর্ত্তী পাদপশ্রেণী, এই সেই পান্থমণ্ডপ সমূহ দেখা যাইতেছে, যাহাতে আমরা স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্রীড়া করিয়াছি! এই সেই সমস্ত সরোবর, যাহাদের নলিনী-নাল সমূহ গ্রহণ করিয়া আমরা শৈশবকালে কণ্ঠহার রচনা করিয়াছিলাম।" এই প্রকার পথিমধ্যে কথাবার্ত্তা করিতে করিতে ভবদত্ত কনিষ্ঠের সহিত এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুস্থিতাচার্য্য সেই সময়ে এই গ্রামেই শিষ্যগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন।

ক্ষুদ্রচিত্ত শিষ্যগণ বরবেশধারী ভবদেবকে তাঁহার সহিত আসিতে দেখিয়াই পরস্পর মুখভঙ্গী করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল ও বলিল যে, সে নিজের কথা সত্য করিবার জন্য ভাইকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে বলিয়া আনিয়াছে। সুস্থিতসূরি বলিলেন—"ভবদত্ত, এই তরুণ কে?" তিনি বলিলেন—"ভগবন্, এ আমার কনিষ্ঠ সহোদর, দীক্ষা (সন্ন্যাসব্রত) গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছে।"

আচার্য্য ভবদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর?"

তিনি উত্তর করিলেন—"আমার ভ্রাতা যেন মিথ্যাবাদী না হন।"

অনন্তর জৈনসূরিগণ সেই দিনেই ভবদেবকে সন্ন্যাসব্রত প্রদান করিলেন। ভবদেব সেই দিন হইতে আর দুই সাধুর সহিত অপর স্থানে বিহরণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

এদিকে ভবদেবের আত্মীয়-বান্ধবগণ আগমন করিয়া ভবদত্তকে জানাইলেন, "ভবদেব তাঁহার সদ্যঃ-পরিণীতা পত্নীকে অর্দ্ধালঙ্কৃত রাখিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। সে কোথায়? তাহার অভাবে নিতান্ত গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। সে যে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোথাও যাইবে, ইহা ত স্বপ্নেও সম্ভাবনীয় নহে, অতএব বলুন, সে কোথায় গিয়াছে?"

ভবদত্ত অনুজের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম কামনা মিথ্যা হইলেও ইহা কহিলেন যে, সে আসিয়াই চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে জানি না। তাঁহারা মনে করিলেন—হয় ত অন্য কোন পথে যাইয়া থাকিবে, কিন্তু অবশেষে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া দীনবদনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ভবদেব হৃদয়ে তাঁহার সেই নবোঢ়া প্রিয়তমাকে চিন্তা করিতেছিলেন, কেবল প্রবল ভ্রাতৃভক্তিতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই ব্রত তাঁহার নিকট শল্যের ন্যায় বোধ হইলেও কোনরূপে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কালক্রমে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া ভবদত্ত দেহত্যাগপূর্ব্বক যথোচিত সদ্গতি লাভ করিলে, ভবদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি আমার ভ্রাতার অনুরোধেই দীর্ঘকাল এই ব্রত পালন করিয়াছি। তিনি ত এখন স্বর্গগত, অতএব এই আয়াসজনক ব্রতের আর প্রয়োজন কি? আমি এই দুষ্কর ব্রত-কষ্টের দ্বারা তত দূর পীড়িত হই নাই, বিরহ-বেদনায় নাগিলা যত দূর হইয়া থাকিবে। সে নিশ্চয়ই চারীপতিত করিণীর ন্যায়, হিমমলিন পদ্মিনীর ন্যায়, মরুগত মরালীর ন্যায়, যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় ও পাশবদ্ধ শারিকার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। সেই প্রিয়তমাকে যদি জীবিত দেখিতে পাই, তবে আজও গার্হস্থ্যতৃপ্ত হইয়া তাহার সহিত কালযাপন করিব।"

এইরূপ চিন্তাজালবদ্ধ হইয়া ভবদেব এক দিন স্থবির ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই বহির্গত হইয়া গেলেন। যাইয়া নিজ জন্মস্থান সুগ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে এক বদ্ধদ্বার বহির্ভবনের নিকটে উপবেশন করিলেন। অনন্তর একটি অঙ্গনা এক ব্রাহ্মণীর সহিত আগমন করিয়া মুনিবেশ দর্শনে গন্ধমাল্য দ্বারা তাঁহার বন্দনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার পিতা রাষ্ট্রকূট ও মাতা রেবতী জীবিত আছেন

কি না। তাঁহারা তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিলে ভবদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, ভবদেব যে নবপরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সেই অঙ্গনা কি জীবিত আছে?" স্ত্রীলোকটি মনে মনে ভবদেবকে চিনিতে পারিয়া প্রয়োজন জানিবার জন্য বলিলেন—"হে তপোধন, আপনিই সেই ভবদেব? আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?"

ভবদেব কহিলেন—"আমার ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল অগ্রজের অনুরোধে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সেই অগ্রজ পরলোকগামী হইয়াছেন, আমি এখন নিরঙ্কুশ, সেই আমার নাগিলা কেমন আছে, তাহাই দেখিবার জন্য আসিয়াছি।"

নাগিলা মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার বয়সের পরিবর্ত্তন হেতু ভবদেব তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতঃপর বলিলেন—"আমিই সেই নাগিলা, যাহাকে নবপরিণীতাবস্থায় আপনি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। হে পুণ্যাশয়, এখন আমাতে কোন্ লাবণ্য আছে, বিচার করিয়া দেখুন। স্বর্গাপবর্গ ফলদায়ক রত্নত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া আর আমাকে গ্রহণ করিবেন না। অত্যন্ত ঘোর নরকপাতের প্রতিভূ স্বরূপ বিষয়-ভোগ ও কামাস্ত্র সমূহ যেন আপনাকে ভেদ করিতে না পারে। ছল হইলেও কল্যাণ ইচ্ছা করিয়াই আপনার ভ্রাতা আপনাকে এই ব্রত ধারণ করাইয়াছেন, পাপের আকর স্বরূপ আমাতে অনুরত হইয়া আপনি যেন তাঁহাকে অনাত্মীয় বলিয়া মনে না করেন। অতএব আপনি আজিও নিবৃত্ত হউন, গুরুদেবের চরণ সমীপে গমন করুন, তাঁহার নিকটে আমাতে অনুরাগজনিত পাপের আলোচনা করিবেন।"

নাগিলা যখন এইরূপে ভবদেবকে অনুশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ ব্রাহ্মণীর এক শিশু-তনয় কোন নিমন্ত্রণে অপরিমিত পায়স ভোজন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং মাতাকে বলিল—"মা, আজ আমি সুধার ন্যায় অতি মধুর পায়স ভোজন করিয়া আসিয়াছি, আপনি নীচে একটি পাত্র ধারণ করুন, আমি বমি করিব। স্থানান্তরে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, যদি বমি না করি, তবে আর খাইতে পারিব না, আর তাহা হই... দক্ষিণাও পাওয়া যাইবে না। দক্ষিণা লইয়া আব... এখানে আসিয়া এই পায়স ভোজন করিব; নিজে... ত বমি করিতেছি, নিজেই খাইব, নিজের উচ্ছি... খাইতে আর লজ্জা কি?"

মাতা বলিলেন—'ছি বাছা! বমি খাইলে লোকে... যে নিন্দা করিবে! এরূপ কাজও করে!'

ভবদেবও তাহাতে যোগ দিয়া বলিলেন—"বাল... তুমি যদি বমি ভোজন কর, তবে তুমি কুকুর হইতে নিকৃ... হইবে!"

নাগিলা এই সুযোগ পাইয়া বলিলেন—"হে তপোধ... যদি আপনি এইরূপই জানেন ও বলেন তবে আমা... বমি করিয়া আবার উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে... কেন? আমি নিতান্ত অধম, মাংস শোণিতাদি নিকৃ... পদার্থে পরিপূর্ণ এবং বমি হইতেও ঘৃণ্য; অতএ... আমাকে অভিলাষ করিয়া আপনি কিজন্য লজ্জি... হইতেছেন না? আপনি জ্বলন্ত অগ্নিকে পর্ব্বতের উপরে... দেখিতে পান, নিজের পায়ের নীচে তাহাকে দেখি... পান না! আপনি অন্যকে শিক্ষা প্রদান করেন, নিজে... শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন না! যাহারা অন্যকে শি... দিতে বিচক্ষণ তাহাদিগকে পুরুষের মধ্যে গণনা কর... কেন? যাহারা নিজেকেই শিক্ষা দিতে দক্ষ, সেই সম... লোকের পুরুষের মধ্যে গণনা হওয়া যুক্তিযুক্ত।"

ভবদেব নাগিলার কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে অন... আমি তোমার নিকট সুন্দর শিক্ষা লাভ করিয়াছি। অন্যা... আমি কুপথে যাইতেছিলাম, তোমার দ্বারা পথে আনী... হইলাম। অতএব আজি আমি স্বজনবর্গকে দেখিয়া গু... সমীপে গমন করিব, এবং সেখানে গৃহীত ব্রতের উল্লঙ্ঘ... আলোচনা করিয়া দুস্তপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিব।"

ভবদেব আচার্য্য সুস্থিতের নিকট গমন করিলেন এব... নাগিলা ব্রতিনীগণের নিকট সন্ন্যাস ব্রত গ্রহ... করিলেন।*

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

* বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতিকায় (১০ম পল্লব) এইরূপ এ... ...অ দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে নন্দও সুন্দরীর জন্য এইরূপ অনুরক্ত ...ইয়াছিলেন; ভ্রাতার আগ্রহে ভবদেব আর নন্দও কেবল বুদ্ধের ...আগ্রহে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং শেষে ভবদেবের ন্যায় সুন্দরীর ...জন্য কাতর হন। ভগবান্ বুদ্ধই পরিশেষে নন্দকে উদ্ধার করেন।

বিশ্ব।

চারিদিকে মোর চির পুরাতন
যে জগৎ হেরি নয়নে.
লক্ষ বর্ষ ধরিয়া আমারে
বুকে রাখিয়াছে যতনে।
ধূলির মাঝারে, শস্য শ্যামলে,
প্রান্তর মাঝে, কভু ফুলদলে,
কখন বৃক্ষে, নদী-কল্লোলে,
তারকার মাঝে গগনে,
সে যে গো আমারে রাখিয়াছে ধরি,
শত সহস্র বাঁধনে।

ওই যে আকাশে হাসিতেছে চাঁদ,
ও কি গো চেনে না আমারে!
কোন কালে কভু ছিনু একদিন
উহার বুকের মাঝারে!
সে দিনের কথা আজ মনে নাই,
আহ্বান তাই শুনিতে না পাই;
তবুও কি টানে অজানিতে সদা
চেয়ে চেয়ে দেখি উহারে।
আজি ত সকলি গিয়াছি ভুলিয়া,
আছি বিস্মৃতি আঁধারে।

আজি যেই ধূলি নিশি দিনমান
পড়ে আছে মোর চরণে,
সে আমার কভু নহে আপনার
এ কথা ভাবিব কেমনে!
হের শিশু ওই বুকের মাঝারে
সোহাগ আদরে নিতেছে উহারে,
আপনার সে যে, মিলনের দিন
নাই বা আসিল স্মরণে।
যা'র মাঝে ছিনু যুগ যুগ ধরি,
তাহারে ভুলিব কেমনে!

আমি জানি ওগো জগতের যাহা
পর কেহ মোর নহে গো।
সকলেরি সম প্রাণের মাঝারে
একি প্রেমনদী বহে গো।
চাহি না শুনিতে জ্ঞানীর বিচার,
প্রেমের বাঁধনে সব একাকার,
জগতের কিছু আমা ছাড়া নয়
অহরহঃ মনে রহে গো।
চিরকাল যেন পারি গো ভাবিতে
পর কেহ মোর নহে গো।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসামের কয়েকটি অসভ্য জাতি।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা আসামের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্ত-বর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসী মিশমী জাতির কথা বলিয়াছি। আসামের প্রায় সমস্ত ভূভাগেই নানা শ্রেণীর অসভ্য জাতি বাস করে। অধিকাংশ স্থল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাহাড়-শ্রেণীতে পরিবৃত হওয়াতে বহুকাল হইতেই ঐ সকল জাতি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে এত দিন নিরুপদ্রবে বাস করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ সমস্ত আসাম প্রদেশ মিশমী, খামতি, গারো, নাগা, সিংফো, মিকির, আকা, দফ্লা, কাছাড়ী, রাভা ও কুকী প্রভৃতি এত অধিক-সংখ্যক অসভ্যজাতির বাসভূমি যে, তাহাদের সংখ্যা করা

দুষ্কর। ইহারা সকলে অথবা কোন কোন শ্রেণী পূর্ব্বে একই বংশসম্ভূত ছিল কি না তাহা পণ্ডিতজনের গবেষণার বিষয়। গবর্ণমেণ্ট এই সকল জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আর খ্রীষ্টয়ান মিশনরীগণ ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাহা করিতেছেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

কাছাড়ী—অসভ্য জাতির মধ্যে ইহারাই অনেকটা সভ্য হইয়াছে। আসাম বৃটীশ শাসনাধীন হওয়ার পূর্ব্বে ইহারা শিবসাগর ও নওগাঁ জেলায় বাস করিত। ইহারা তখন স্বাধীন ছিল, এবং ডিমাপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল। পরে অহম্ রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহারা নাগা পাহাড়ের দক্ষিণাংশে এবং কাছাড়ে বাস করে। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের বংশ বলিয়া ইহারা গৌরব প্রকাশ করে। এককালে ইহাদের মধ্যে রাজা ছিল ইহাও ইহাদের একটা গৌরবের বিষয়। রাভা নামক আর এক শ্রেণীর অসভ্য জাতির সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উভয়েই একই বংশসম্ভূত ছিল, কিন্তু এখন কাছাড়ীরা, রাভাগণ কখনও স্বাধীন ছিল না বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করে। একবার এক কাছাড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমাদের সঙ্গে রাভাদের বিবাহাদি হইতে পারে কি না।" তাহাতে রাভাদের মধ্যে সে কোন রাজা ছিল না" ইত্যাদি অনেক প্রকার নিন্দাবাদ করিয়া বলিল, "উদ্ধার করিয়া লইলে চলিতে পারে।" "উদ্ধার" করার অর্থ তো কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, শেষে জানা গেল প্রায়শ্চিত্তকে "উদ্ধার" বলে। 'উদ্ধার' শব্দের অর্থ এখানে বুঝিতে হইবে পাপ হইতে উদ্ধার। পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল না ইহাই রাভাদের পাপ। কাছাড়ীগণ এখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রজা, নিরীহ ভাল মানুষ হইয়া বাস করিতেছে। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসী কোন কোন কাছাড়ী পুলিশ বিভাগে কনেষ্টবলের কাজও করিতেছে. কিন্তু পূর্ব্ব স্বাধীনতার স্মৃতি এখনও তাহাদের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ইহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে। রাজা দেখিলেন, তাঁহারা ভীমের বংশধর, সুতরাং ক্ষত্রিয়. কাজেই আপনাকে যে কেবল হিন্দু বলিয়া পরি দিলেন তাহা নহে, উপবীত ধারণ করিয়া একেবা ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িলেন। তদবধি কোন কোন কাছা অদ্যাপি উপবীত ধারণ করিয়া থাকে। কাছাড়ীরা হি হইলেও এক মহাদেব ভিন্ন আর কোনও দেবতা ইহাদের নিকট বড় একটা আমল পান এরূপ বোধ না। পাইলেও, হিন্দু কাছাড়ীর গৃহে মুরগী ও শূকরের দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা আপন আপন পথ দেখে ইহারা মহাদেবের পূজা করিলেও তাঁহার অনুচর প্রেত প্রভৃতি নানাবিধ উপদেবতা অপেক্ষা তাঁহার স যে বড় বেশী করে, এমন বলা যায় না। পরকাল, স্বর্গ নরক প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের কোন প্রকার ধারণা না গৌরইকর সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্যই ইহাদের প্রধান কা নীয় এবং এ বিষয়ে উপদেবতার ক্ষমতাই বেশী বলি মনে করে। ব্যারাম হইলে ডাক্তার বা কবিরাজ ইহা বাড়ীর ত্রিসীমায়ও প্রবেশ করিতে পারে না। উপদেবতারই পূজা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য নি

পরমায়ুর জোর না থাকিলে উপদেবতাগণ বিশেষ করিয়া উঠিতে পারেন না, কখন কখনও বা উপদেব সন্তোষ বিধানার্থ রোগী কতকগুলি কল্পিত নিয়ম প করিতে গিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

কাছাড়ীদের বাসগৃহ প্রায় অন্যান্য অসভ্য জা তুল্য, সেই অপ্রশস্ত দীর্ঘ কুটীর, কতকগুলি ক্ষুদ্র কুঠরীতে বিভক্ত, তাহারই মধ্যে রান্না বান্না খা শোওয়া সব চলে। চন্দ্র সূর্য্য গৃহমধ্যে একবার দিয়া দেখিবারও পথ পান না। আহারাদি সম্বন্ধে বাছ বিচার নাই বলিলেও চলে। শূকর ও মুরগী দের প্রিয়খাদ্য। শূকর পোড়াইয়া অর্দ্ধসিদ্ধাবস্থায় লবণ মাখাইয়া খাইতেই ইহারা ভালবাসে। এবং মশলার ব্যবহার আদৌ নাই।

আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। হি যেমন তুলসী গাছকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন, গাছও ইহাদের নিকট সেইরূপ পবিত্র বলিয়া বি হয়। সম্ভবতঃ ইহার কণ্টকাবৃত দেহই ইহাদের বিস্ময় ও ভক্তির সঞ্চার করিয়াছে। অন্যান্য অস

জাতির ন্যায় ইহাদের মধ্যেও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। কন্যা বয়স্কা হইলে পিতামাতাই বর নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। বিবাহের দিন কন্যার গৃহে পাড়ার সমস্ত স্ত্রী পুরুষের নিমন্ত্রণ হয়, এবং একটা বৈঠক বসে। অবরোধ-প্রথা নাই, সুতরাং স্ত্রী পুরুষের এক জায়গায় বসিতে কোন বাধা হয় না, তবে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কনে এবং পুরুষদের মধ্যে বর উপস্থিত থাকে। পরে একটী বৃদ্ধা রমণী বরকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ দ্বারা কনে দেখাইয়া দেয়; তখন বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হঠাৎ কনের হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। পূর্ব্বে এরূপ বন্দোবস্ত থাকিলেও উপস্থিত জনমণ্ডলী বর, কন্যাকে জোর করিয়া লইয়া গেল এরূপ মনে করিবার ভাণ করে, এবং কেহ কেহ কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া পরে ক্ষান্ত হয়। এ দিকে-কনেও মাঝে মাঝে স্বামীর অনুগমন করিতে লোক-দেখানো আপত্তি করে, এমন কি কখনও পথিমধ্যে বসিয়া পড়ে। তখন তাহাকে "পান গুয়া" দেওয়া হইবে ইত্যাদি প্রলোভন দেখাইয়া রাজি করিতে হয়। পর-দিন পাত্রীপক্ষের সমস্ত লোক প্রতিবেশীমণ্ডলীসহ বরের বাড়ী উপস্থিত হয়, যেন বরের প্রতি মনের ভাব এই যে, "বাপু যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ এখন একটা ভোজ দাও, গোলমাল চুকিয়া যাউক।" তখন বরের বাড়ীতে অর্দ্ধদগ্ধ শূকর এবং মুরগী প্রভৃতি দ্বারা এক বিরাট ভোজের আয়োজন হয়, এবং সকলে বর কনেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রত্যাগমন করে। তার পর ঐ যে কনে, যিনি পান গুয়া না পাইলে কিছুতেই স্বামীর অনুগমন করিতে চাহেন নাই, এখন স্বামিগৃহে পদার্পণ করিয়া সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, এবং কোমর বাঁধিয়া স্বামীর গৃহকর্ম্মের সহায়তা করিতেছেন।

অসভ্য জাতি মাত্রেই বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি শিল্পকার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ঘোর অসভ্য উলঙ্গ নাগাগণও যে সুন্দর বস্ত্র বয়ন এবং বাঁশের কাজ করে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

কাছাড়ীরাও স্বহস্তনির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে। কোন কোন কাছাড়ী রমণী সুন্দর এড়ি নির্ম্মাণ করে। আমাদের একটী পরিচিত ভদ্রলোক একটী পিতৃমাতৃহীন কাছাড়ী বালিকাকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে লালন পালন করিয়া বড় করিয়াছেন। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাকে বাঙ্গালা বর্ণমালা শিখাইতে পারি নাই, কিন্তু নানাপ্রকার উলের বুনন কার্য্যে সে সুন্দর নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে; তাহার স্বহস্তনির্ম্মিত মোজা এবং কম্ফর্টার বিক্রয় করিয়া আমাদের হস্তে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে এক টাকা দান করিয়াছিল। আর একটি কাছাড়ী মেয়েকে আমরা বহু কষ্টে নিম্ন প্রাইমেরীর পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়াইতে সক্ষম হইয়াছি।

মৃতদেহের সৎকার সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃতদেহ সচরাচর নদীতে নিক্ষেপ করে, বা জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়। অধুনা কেহ কেহ দাহও করে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

মিকির নামক আর এক শ্রেণীর অসভ্য জাতি নাগা-পাহাড়, খাসীয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়, কামরূপ ও নগাঁও জেলার কোন কোন অংশে বাস করে। ইহাদের ব্যবহার প্রায় কাছাড়ীদের অনুরূপ, তবে ইহারা তাহাদের অপেক্ষাও অসভ্য। পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর পরিশ্রমের কাজের ভার দিয়া নিজে কিরূপ নিশ্চিন্ত ও অলস ভাবে বসিয়া খাইতে পারে, মিকিরগণ তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মিকির-রমণীর পরিশ্রম করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, পুরুষগণও তেমনি কানী খাইয়া জড়-পিণ্ডে পরিণত হইয়া অলসতার জীবন্ত মূর্ত্তি সদৃশ হইয়াছে। মিকির-বালিকা ও যুবতীগণ কাঠের বোঝা পিঠে লইয়া বিক্রয়ার্থ সহরে আইসে। কিন্তু কোন পুরুষকে কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য আসিতে দেখা যায় নাই। অনেক সময় সদ্যঃপ্রসূতা মিকির-যুবতী আপন শিশু সন্তানকে কাপড় দিয়া বুকের সহিত বাঁধিয়া পিঠে কাঠ বহিয়া আনে, কিন্তু অলস মিকির-যুবক সন্তানকে লইয়া গৃহে থাকা ভয়ঙ্কর পরিশ্রমের কাজ বলিয়া মনে করে।

বেঙ, গোসাপ প্রভৃতি জন্তু এবং নানাপ্রকার কীট ইহাদের খাদ্য। বড় বড় কেঁচো আগুনে পুড়াইয়া পরম

উপাদেয় বোধে গলাধঃকরণ করে। কাছাড়ীগণ হিন্দুদের সংস্রবে থাকিয়া কতকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু মিকিরদের কোন বিশেষ ধর্ম্মমত নাই। ইহারাও কতকগুলি কল্পিত উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল উপদেবতাগণ ভক্তি অপেক্ষা ভয়ের পাত্রই হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে মিকিরগণ প্রায়ই তাহাদের দেবতার শরণাপন্ন হয় না।

কুকীগণ প্রধানতঃ ত্রিপুরার পাহাড়, কাছাড়, নাগা পাহাড় এবং খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়ে বাস করে। ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ; তীর, ধনু দ্বারা শিকার করিয়া থাকে। গতবারে কুকী রমণীদের ছবি দেওয়া হইয়াছে, এই সংখ্যায় কুকী পুরুষদিগের ছবি দেওয়া হইল।

আকানামক এক শ্রেণীর ঘোর অসভ্য জাতি আসামের দফ্‌লা পাহাড়ে বাস করে। মনুষ্য ভিন্ন প্রায় এমন জন্তু নাই যাহার মাংস ইহারা ভক্ষণ করিতে না পারে। কিন্তু শূকরের মাংসই ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য। রন্ধনপ্রণালী মোটেই অবগত নহে, অগ্নিতে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ করে। যে "কচু পোড়া"কে আমরা গালি বলিয়া মনে করি, আকাদের তাহা অতি উপাদেয় ভোজ্য। ইহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় নরমাংস পর্য্যন্ত ভোজন করে। ইহারা অদ্যাপি স্বাধীন আছে, সুতরাং বন্য জন্তুর ন্যায় উদ্ধত স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। আগে ইহাদের ভয়ে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগকে অস্থির থাকিতে হইত। কখন কখনও বা ইহারা বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু অধুনা আর সেরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করে না। এই সকল অসভ্য জাতি বন্য পশু অপেক্ষা অতি অল্পই উন্নতি লাভ করিয়াছে, খাদ্যাদি প্রায় ইতর জন্তুর ন্যায়। কতকগুলি সামান্য বস্ত্র পরিধান করে, কতকগুলি বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। পশুদের ন্যায় স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া থাকা ভিন্ন বিবাহের বিশেষ কোন বিধি নাই। বাহুল্য ভয়ে প্রত্যেকের সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল না।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

কুমারী হুয়েট্‌লির সেবাব্রত।

নারীর ধর্ম্মপ্রাণতা চিরপ্রসিদ্ধ। সকল দেশে, সক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য, ধর্ম্মের নিমিত্ত আ ত্যাগের জন্য নারীজাতি শ্রদ্ধালাভ করিয়া আসিতেছে আমাদের দেশে গৃহে গৃহে নারীর এই ধর্ম্মপ্রাণতার দৃষ্ট অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগবিলাসপূর্ণ ই রোপেও নারীগণ ধর্ম্মের জন্য এখনও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদ করিতেছেন। মহাপুরুষ যীশু লোকসেবাকে তাঁ ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছে এই জন্য ইউরোপের কত নারী যে জীবনের সকল সু জলাঞ্জলি দিয়া নরনারীর সেবাকে জীবনব্রত ক লইয়াছেন এবং তাঁহাদের আরাধ্য প্রভুর তৃপ্তির সকল প্রকার কষ্টকে মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তা সংখ্যা করা যায় না। আমরা আজ ভারত-মহি পাঠক-পাঠিকাগণকে এইরূপ একটী আত্মত্যা মহীয়সী মহিলার জীবন-কাহিনী উপহার দিব।

মিশরদেশে নিম্নশ্রেণীর অবস্থা অতি শোচনীয়। ভা বর্ষের নিম্নশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা হীন হইলেও প্রকৃতি একটা নিরীহ ভাব ও স্বাভাবিক ধর্ম্মশীলতা তা জীবনকে শান্তভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মিশরের মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণ ভারতব মত শান্তভাবান্বিত নহে। সেখানকার হীনাবস্থ নিম্নশ্রেণী শিক্ষা ও সভ্যতায় বঞ্চিত হইয়া পশুত্বের অল্প ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। এই নিম্নশ্রেণীর করাই কুমারী হুয়েট্‌লি আপনার জীবনব্রত গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা এবং প্রতিপালিতা হইয়াও তাঁহার আরাধ্য দেবতা এই দুঃসহ ব্রত গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মিশরের নিম্নশ্রেণীর বা বালিকাগণকে শিক্ষিত করিবেন এবং তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবেন ইহাই কুমারী হুয়েট্‌লির ছিল। কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিল, "মিশ মুসলমান বালিকাগণ কিছুতেই স্কুলে আসিবে না, এ বৃথা।" একজন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত শিক্ষিত মিশর

তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, মুসলমানগণ নারীজাতিকে কত হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার জন্য কেয়ারই করে না—তার পর আবার বালিকাদের শিক্ষা! আপনি যদি কষ্টে সৃষ্টে ২।৪টী বালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন, কেহ হয় ত আসিয়া বলিবে, আপনি তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার জাল পাতিয়াছেন।" খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাই যে হুয়েটলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন প্রাণে প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাকিলে তাহার বলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। হুয়েট্‌লি জীবন্ত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সুখশান্তিময় পিতৃগৃহ ছাড়িয়া আত্মীয় স্বজনশূন্য সুদূর বিদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি সহজে নিরাশ হইবার পাত্রী ছিলেন না। তিনি শুধু উত্তর করিলেন, "সময়ে দেখা যাইবে।" তিনি স্কুল গৃহটি প্রস্তুত করিলেন, তাহা সজ্জিত করিলেন। কয়েকটি সুন্দর সুন্দর আরবী মাটো ঘরের দেওয়ালে অঙ্কিত করিলেন। সরঞ্জাম সমেত শেলাইয়ের বাস্কেট্ যোগাড় করিলেন; সকলই প্রস্তুত হইল কিন্তু ছাত্রী পাওয়াই কঠিন হইল। স্কুল গৃহের সম্মুখে এক দোকানদারের দোকান ছিল; তাহার তিনটী কন্যা; কন্যাদিগকে স্কুলে দিবার জন্য কুমারী হুয়েট্‌লি দোকানীকে অনুরোধ করিলেন। ধীর গম্ভীর ভাবে সে উত্তর করিল, "আমরা মুসলমান, আমাদের লেখা পড়ায় কোন আবশ্যক নাই।" রাস্তার স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের মেয়েদিগকে স্কুলে পাঠাইতে তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেহ হাসিয়া চলিয়া গেল, কেহ বা মেয়ে পাঠাইতে সম্মত হইল। অবশেষে একদিন একটি স্ত্রীলোক তাহার কন্যাকে লইয়া স্কুলে আসিল। হুয়েট্‌লি শিশুটিকে অনেক আদর করিলেন। স্ত্রীলোকটি বাড়ী গিয়া প্রতিবেশিনীগণকে বলিল, সেই ইংরেজ-মহিলা তাহার কন্যার মুখচুম্বন করিয়াছেন। তার পর দিন দুইটি বালিকা লইয়া শতগ্রন্থি-বসনপরিহিতা তাহাদের জননী ও পিতামহীগণ উপস্থিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নয়টি বালিকা স্কুলে আসিল। হুয়েট্‌লি এখন শিক্ষা দান আরম্ভ করিলেন। আরবী ভাষার প্রথম পাঁচটী অক্ষর সে দিন শিক্ষা দিলেন। অবশ্য বাইবেলের দু চার কথা শিক্ষা দিতেও ত্রুটি করিলেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি সঙ্গীত শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুমারী হুয়েট্‌লি লিখিয়াছেন, সেই প্রথম দিনের সঙ্গীত কতকগুলি বিড়ালের মিউ মিউ শব্দ অপেক্ষা বড় ভাল শোনায় নাই, কিন্তু তিন মাস পর তাহাদের সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিত। সঙ্গীতের পর শেলাই শিক্ষার সময় আসিল। শেলাই শিখিতে বালিকারা খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। স্কুলের সময় বালিকাগণের মাতা ভগিনীগণ মাঝে মাঝে আসিয়া কি হইতেছে দেখিয়া যাইত।

দ্বিতীয় দিন চৌদ্দটি বালিকা আসিল। পায়ের চটি জুতা দরজার বাহিরে রাখিয়া তাহারা গৃহে প্রবেশ করিত এবং কুমারী হুয়েট্‌লির হস্ত চুম্বন করিয়া সেই হস্ত তাহাদের মাথায় স্পর্শ করাইত।

কিছু দিন মধ্যেই সল্‌হা নাম্নী ১১ বৎসরের একটি বালিকা তাহার পুতুল নিয়া আর একটি বালিকার সহিত ঝগড়া করিয়া স্কুলে আসা বন্ধ করিল। তার পর শোনা গেল সল্‌হার বিবাহ উপস্থিত। সল্‌হার মাতা তাহার ভরণপোষণের ভার ও দৌরাত্ম্যের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; আর ১৫ বৎসর বয়স্ক বরের মাতা তাহার জল বহিবার জন্য ছেলের বউ খুঁজিতেছিল। বর অথবা কনে কাহারও মতামত অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কনে কিছু মিষ্টান্ন আর দুটি পিয়াস্তর (প্রায় তিন আনা) উপহার পাইল। পিয়াস্তর দুটি দিয়াও সল্‌হা মিষ্টান্ন কিনিল। কিন্তু সল্‌হা বিবাহ করিল না। শেষে সে বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

সোহ্ নাম্নী একটি ১৫ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বালিকা এক দিন স্কুলে কি হইতেছে দেখিতে আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী প্রথমে তাহাকে অনেক বাধা দিল; ধরিয়া মারিল। কিন্তু স্বামী যখন উট লইয়া বাহিরে যাইত তখন সোহ্ পলাইয়া স্কুলে আসিত এবং পাঠাভ্যাস করিত। তাহার স্বামী অবশেষে তাহাকে স্কুলে পড়িতে অনুমতি দিল।

সোহ্ অনেক সময় কুমারী হুয়েট্‌লরি গৃহে বেড়াইতে যাইত এবং তাঁহার সামান্য গৃহসজ্জা দেখিয়াই বিস্মিত হইত। টেবিলের উপর বাইবেল দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে এত প্রশ্ন করিত যে, উত্তর দিতে কুমারী হুয়েট্‌লিকে বিব্রত হইতে হইত।

সোহের মাতা অতি কুসংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোক ছিল। সে এ সব ভালবাসিত না। গোলযোগ বাঁধাইবার জন্য সে চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল যে, কুমারী হুয়েট্‌লি তাঁহার ছাত্রীদিগকে বিলাতে লইয়া যাইয়া বিক্রী করিবেন। হুয়েট্‌লি বলিলেন, বিলাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বালিকা আছে, সেখানে আর বালিকা নিবার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু বিনা স্বার্থে এমন করিয়া একজন স্ত্রীলোক খাটিতে পারে, সোহের মাতা তাহা বুঝিতে পারিত না। হুয়েট্‌লি বুঝাইতেন, 'ভগবানের প্রেমের খাতিরে তিনি বালিকাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। সোহ্ ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি আমায় ভাল বাসেন?" "হুয়েট্‌লি বলিতেন, "আমি তোমাকে—তোমাদের সকলকে ভালবাসি।" তখন আনন্দে সোহের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

সোহের ভগিনী ফাতেমা ক্রুপ রোগে তিনটি শিশু সন্তান হারাইয়া পাগলিনীর মত হইয়া পড়িয়াছিল। এক দিন সে-ও স্কুল দেখিতে আসিল। হুয়েট্‌লির গৃহে একটি শিশুর ছবি দেখিয়া তাহার নিজের সন্তানের কথা মনে পড়িল এবং ছবিখানাকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হুয়েট্‌লি নানা কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন, আদর যত্ন করিলেন। ফাতেমাও স্কুলে ভর্ত্তি হইল। সোহ্ ও ফাতেমাকে পাইয়া হুয়েট্‌লির অনেক আশা হইল।

শীতকালে হুয়েট্‌লি মাঝে মাঝে মরুভূমিতে যাইতেন এবং ছোট একটি তাঁবু খাটাইয়া সমস্ত দিন তথায় থাকিতেন। তিনি বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন শুনিয়া এক দল আরবের ভারী আমোদ বোধ হইল। তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং "শিক্ষয়িত্রী" "শিক্ষয়িত্রী" বলিয়া আমোদ করিতে লাগিল। তার পর হাত্যার তাঁহার ঘোড়ের খবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; তাঁহার কে আছে, বিবাহ হইয়াছে কি না ইত্যাদি না কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহার কয়েকটি আত্মীয় স্বজন মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহারা খুব দুঃখ প্রকাশ করি তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা মুশার ক শুনিয়াছ?"

"হাঁ, অবশ্য, নবী মুশা, আমরা তাঁহার বিষয় জানি।

"ঈশ্বর মুশার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন, তোমরা জান?"

"হাঁ, হাঁ, আমরা জানি বই কি!"

"এখন ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না, কি তোমাদের পিতা যদি দূরদেশে থাকেন তবে চিঠি পা ইয়া তাঁহার অভিপ্রায় তোমাদিগকে জানাইতে পারে না?"

"হাঁ, নিশ্চয়!"

"এই পুস্তক (বাইবেল) ঈশ্বরের চিঠি। ইহা প করিয়া আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় আম জানিতে পারি।"

"বেশ বেশ। বুঝ্‌লাম, ঈশ্বরের একখানা চিঠি হুয়েট্‌লি তখন তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ক বলিলেন। তাহারা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ ক এবং তাঁহাকে প্রতিদিন তাহাদের নিকট আসিয়া ক বার্ত্তা করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাহারা য সহানুভূতি প্রকাশ করুক না কেন, বালিকাদিগকে শি দানের কথা তাহাদের নিকট নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল।

মিশরের বালিকাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার কুমারী হুয়েট্‌লিকে কত কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করি হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। হইলে ঔষধ সেবন করা মিশরের নিম্নশ্রেণীর ম অজ্ঞাত বলিলেও চলে। পিতা-মাতাকে অনেক অনুরো করিয়াও তিনি রুগ্না ছাত্রীদিগের জন্য ডাক্তার আনাইতে পারিতেন না।

হুয়েট্‌লি একবার দেখিলেন, তাঁহার ছাত্রীসং ক্রমেই কমিতেছে। তিনি বালিকাদিগকে চুরি করি বিলাতে লইয়া যাইবেন সেই জনরব মিথ্যা বলি

লোকে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিল, তথাপি ছাত্রীসংখ্যা কমিবার কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন কারণ অনুসন্ধানের জন্য সহরের এক সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিলেন। এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রায় ১৪ জন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। তাহারা সকলেই তাঁহাকে জানিত। একটি বয়স্কা স্থূলকায়া রমণী তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া কিছু বলিতে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, মায়েরা মেয়েদিগকে কেন স্কুলে পাঠান না, তাহাদিগকে যাহাতে স্কুলে পাঠান হয় সেই অনুরোধ করিতে তিনি আসিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার গায়ের গাউন কি তিনি নিজে শেলাই করিয়াছেন? উহা কি কাপড়ে নির্ম্মিত, ইত্যাদি। এই বিষয়ে কথা শেষ হইলে আর কিছু বলিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন,—

"আমাদের স্কুলে একখানা পুস্তক আছে, আমি তাহা হইতে শিক্ষা দেই।"

স্থূলকায়া রমণী বলিল,—

"শোন, শোন, একখানা পুস্তক।"

"হাঁ, ইহা ঈশ্বরের পুস্তক।"

"শোন, শোন, ইনি বলিতেছেন, ঈশ্বরের পুস্তক।"

"ইহার সব কথাই ভাল।"

"অবশ্য, ইহার সব কথাই ভাল হইবে।"

"ইহাতে মুশা, জোসেফ, ডেবিড প্রভৃতি নবীর কথা আছে।"

"শোন, শোন, ইনি বলিতেছেন, ইহাতে মুশা, জোসেফ প্রভৃতি নবীর কথা আছে।"

তার পর হুয়েট্‌লি বাইবেল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া প্রার্থনার কথা বলিলেন। স্কুলে মেয়েদিগকে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয় সে কথাও বলিলেন। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"পড়াইবার সময় মেয়েদিগকে আপনি মারেন কি?"

হুয়েট্‌লি বলিলেন, "না, আমরা মারি না।"

মেয়েরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বেত্রাঘাত বিনা কিরূপে বিদ্যাভ্যাস হয় তাহারা বোধ হয় বুঝিতে পারিত না। এজন্য হুয়েট্‌লির শিক্ষাদানের প্রতি তাহাদের আস্থাও বোধ হয় তেমন ছিল না।

যাহা হউক, এই চেষ্টার ফলে সে দিন কয়েকটি মেয়ে স্কুলে আসিল। তাহাদের বস্ত্র অপরিষ্কার, শরীর অপরিষ্কার, গায়ের গন্ধে ভূত পলায়। স্কুলে আসিবা মাত্র হুয়েট্‌লি তাহাদিগকে ধোওয়াইয়া পরিষ্কার করাইয়া পাঠারম্ভ করিলেন। হঠাৎ বাহিরে কোলাহল শুনিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সোহ্‌কে তাহার মা ও মাসী ভয়ানক মারিতেছে এবং টানিয়া তাহার কাপড় ছিঁড়িতেছে। একজন তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে, সোহের মাসতুত ভাই মা ও মাসীর আদেশে নিষ্ঠুর ভাবে তাহার হাত ও ঘাড় কামড়াইতেছে; সোহ যখনি উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে তাহারা আরো রাগিয়া ততই মারিতেছে। সোহের অপরাধ, সে নিজের জন্য একটি জামা তৈয়ার করিয়াছিল, তাহার মাসী সেটি চাওয়াতে সে তাহা দিতে রাজি হয় নাই। হুয়েট্‌লি তাহাকে স্কুলগৃহে আনিলেন। তাহার কেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, তাহার কাপড় ধূলিতে মলিন ও শত খণ্ডে বিদীর্ণ, তাহার মুখ রক্তবর্ণ, অশ্রু ও ধূলিতে পূর্ণ। হুয়েট্‌লি তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করিলেন, কিছু ঔষধ দিলেন এবং শোওয়াইয়া রাখিলেন। ঘণ্টা খানেক নিদ্রার পর সোহ্ প্রকৃতিস্থ হইল।

কত সময় এইরূপ কষ্টকর ঘটনা উপস্থিত হইত তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু বালিকাদের শিক্ষার উন্নতি ও তাঁহার প্রতি গভীর ভালবাসা দেখিয়া হুয়েট্‌লি মুগ্ধ হইতেন। মাসে মাসে তিনি বালিকাদিগকে লইয়া কোন সুন্দর উদ্যানে বনভোজনে যাইতেন। অনেক বালকও তাহার সঙ্গে বনভোজনে যাইবার জন্য ও স্কুলে পড়িবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। কিন্তু বালকবালিকার একত্র মিশামিশি মুসলমানগণের বিরক্তিকর হইবে জানিয়া তিনি বালকদিগকে স্কুলে লইতেন না। বনভোজনে বালিকাগণ অপার আনন্দ ভোগ করিত। ভোজনান্তে ছোট ছোট বালিকারা নৃত্য করিত, অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা বালিকারা হুয়েট্‌লির সঙ্গে বেড়াইত

এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেহ বলিত, "আমি আপনাকে ভালবাসি," কেহ বলিত "আমি আপনাকে বড় ভালবাসি।" তারপর সঙ্গীত হইত, সঙ্গীতের পর সকলে ফিরিয়া যাইত।

কুমারী হুয়েট্‌লি শুধু বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি জননীদিগের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিয়া বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধনেও কম যত্ন করেন নাই। আরবী ভাষায় তাঁহার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু প্রাণের আবেগে ভাষার অসম্পূর্ণতাও তেমন বিঘ্ন জন্মাইতে পারিত না; ঘোর কুসংস্কারই প্রধান বিঘ্ন ছিল। কিন্তু হুয়েট্‌লির অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে ধীরে ধীরে এই সকল কুসংস্কার দূর হইল। জননীগণ স্কুলগৃহে "মাতৃসমিতির" অধিবেশনে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রায় ১৪ জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এই সভায় উপস্থিত হইত। স্কুলগৃহটি সুন্দর করিয়া সজ্জিত হইত। জলযোগের জন্য দুইটি বৃহৎ পাত্রে জল ও দেশীয় রুটী রাখা হইত। কিন্তু হুয়েট্‌লি তাহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া জলযোগ করিতে আরম্ভ না করিলে কেহই খাদ্যে হস্ত স্পর্শ করিত না। সকলে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে মাংস, বিলাতী বেগুণ ও দেশী বেগুণের ব্যঞ্জন, কফি, পেঁয়াজ ও মাংস সংযোগে প্রস্তুত একপ্রকার বড়া ও অন্যান্য তরকারী এবং ঘোল আনা হইত। কাঁটা চামচ ব্যবহার করা হইত না। আহারান্তে হাত মুখ ধোওয়া হইলে সকলে কফি পান করিত এবং অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে হুয়েট্‌লির সঙ্গে বাক্যালাপ করিত। প্রার্থনা করিয়া সমিতির কাজ শেষ করা হইত। অত্যন্ত ভক্তির সহিত সকলে প্রার্থনায় যোগ দিত। তৎপর সমবেত স্ত্রীলোকগণ হুয়েট্‌লির হস্তে ও মুখে অসংখ্য বার চুম্বন করিয়া "ঈশ্বর আপনাকে বাঁচাইয়া রাখুন" পুনঃ পুনঃ এই আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিত।

কুমারী হুয়েট্‌লি ছয়মাস কাল মাত্র কাইরো সহরে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। অবস্থাপন্ন পিতার গুণবতী শিক্ষিতা কন্যা ইংলণ্ডের সভ্য সমাজে বিচরণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখের অধিকারী হইতে পারিতেন; সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিদেশে, অ[...] কষ্টের মধ্যে, নিতান্ত অপ্রীতিকর সংসর্গে, শরী[...] রক্ত জল করিয়া খাটিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছি[...] নিজের স্বার্থে মগ্ন থাকিয়া সংসারে প্রকৃত সু[...] অধিকারী কেহ কখন হইতে পারে না। ত্যাগে[...] পরসেবায় যে স্বর্গীয় বিমল অনন্দ লাভ করা [...] সংসারের অতুল ধনজন লাভ করিয়াও কিছু[...] তাহা পাওয়া যায় না। এই জন্যই বিষয়[...] মানুষের মন তৃপ্তি মানে না, স্বর্গীয় পবিত্র সুখের[...] সে লালায়িত হয়। মনুষ্যত্বের সোপানে মানুষ [...] আরোহণ করে এই উন্নততর সুখের জন্য তাহার পিপ[...] ততই বৃদ্ধি পায়। ভগবান্ করুন, এদেশের নারী[...] জ্ঞানধর্ম্মে আরও উন্নতি লাভ করুন, এদেশেও ক্রমে[...] রূপ মহীয়সী নারীর আবির্ভাব হইবে।

সংবাদপত্র ও রাজদ্রোহ।

ইদানীং গবর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহের অপরাধে অ[...] সংবাদপত্রকে অভিযুক্ত করিতেছেন। মহারাষ্ট্রের বি[...] দেশনায়ক শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রে রাজ[...] প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কঠোর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে[...] তিনি ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। আ[...] মহারাষ্ট্র ভাষা জানি না, সুতরাং তিলকের অপরাধ [...] প্রকার তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। ৯ জন জু[...] মধ্যে যে ৭ জন তিলক মহোদয়কে দোষী বলিয়া[...] তাঁহারা মহারাষ্ট্র ভাষা জানিতেন না। এরূপ [...] বিচার কার্য্যে ভ্রম হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তি[...] মহোদয় চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা, তাঁহার রাজনৈ[...] মত সম্বন্ধে অনেকেরই মনে নিতান্ত অপ্রিয় ধারণা ব[...] হইয়া থাকিতে পারে। জুরীগণেরও কাহারো কাহা[...] এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব নহে। এই[...] অবস্থায় যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে বিচারকার্য্য সম্পাদ[...] জন্য মহারাষ্ট্রভাষাভিজ্ঞ জুরী যাহাতে নির্ব্বাচিত [...] গবর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা করা উচিত ছিল। তি[...] মহোদয়ের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের মত-পা[...]আছে, কিন্তু তাঁহার এই কঠোর দণ্ডে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান্ সুস্থ শরীরে তাঁহাকে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা করি।

দেশীয় সম্পাদকগণ অনেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রাজা বিদেশী, তাঁহাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থে অধিকাংশ স্থলেই বিরোধ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় খুব উদারচিত্ত না হইলে স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে দণ্ডিত করিবেনই। কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া রাজরোষে আত্মশক্তি আহুতি দিলে দেশের বড় একটা কাজ হয় বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ অভিযুক্ত সম্পাদকই বিচারকালে আত্মসমর্থন করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, রাজদ্রোহ প্রচার করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। যদি তাই হয় তবে আর একটু সংযত হওয়া কি ভাল নয়? স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপযুক্ততা লাভের জন্য আমাদের আরো অনেক দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য রহিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল দিকেও মনোযোগ না দিলে শুধু গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে উত্তেজিত বক্তৃতা বা রচনায় দেশের সুদিন নিকট হইবে না। ভগবান্ করুন, সেই সকল বিষয়ে ধীরে ধীরে দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক।

সমালোচনা।

গৃহশিক্ষা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ৷৶০ আনা।

গৃহশিক্ষা বর্ত্তমান সময়ের একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মেয়েদের উচ্চ শ্রেণীতে এই ধরণের পুস্তক পড়াইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। এখন আমাদের জাতীয়-অভ্যুত্থানের সময়। সুতরাং যে সকল বালক ও বালিকা আমাদের ভবিষ্যতের জাতীয় রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিবে তাহাদের সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয় যে, যে সকল নারীর হস্তে স্বয়ং বিধাতা উক্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান-পালন

সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা পুত্র কন্যাদিগকে ভালবাসিতে পারেন, উত্তম খাদ্যসামগ্রী ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিতে পারেন; কিন্তু তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ শিক্ষা দান করিলে মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ও অন্তরে মহত্ভাব পরিস্ফুট হয়, তৎসম্বন্ধে রমণীদিগের বিশেষ কোন জ্ঞানই নাই। গৃহশিক্ষা পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

সন্তানদিগকে শৈশবকাল হইতে কিরূপ ভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং কিরূপ শিক্ষার দ্বারা বালকবালিকাদিগের মনোবৃত্তি সকল বিকশিত হইবে, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় আছে। উহার প্রত্যেকটি অধ্যায় অতি প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ। এই প্রয়োজনীয় কথাগুলি উপন্যাসের ন্যায় মা ও দুই মেয়ের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া প্রকাশ করায় গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল এবং সুমিষ্ট। কিন্তু মার্জ্জিত কিংবা দোষ ত্রুটি শূন্য নহে। লেখক কলিকাতা অঞ্চলের কথার ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু প্রুফ্‌টা ঐ প্রদেশের কোন লেখকের দ্বারা সংশোধন করাইলেন না কেন? তদ্ভিন্ন গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ছোট হওয়া উচিত ছিল। লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি বেশ গুছাইয়া আর একটু সংক্ষেপে বলিতে পারিলে এবং স্থানে স্থানে হাস্য কৌতুকের অবতারণা করিয়া বিষয়টিকে আরও সরস ও চিত্তাকর্ষক করিতে পারিলে, গ্রন্থখানি অধিকতর প্রশংসার যোগ্য হইত।

এখন গৃহশিক্ষার দুই একটি কথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। গ্রন্থকারের মানস-কল্পিতা জননী বলেন, বাপ মায়ের দোষেই অধিকাংশ ছেলে মেয়ে খারাপ হয়। তিনি ইহাও বলেন যে ছেলেরা স্কুলে যতই ভাল ভাল বই পড়ুক না কেন, গৃহে যদি উত্তম শিক্ষা না পায়, তবে কিছুতেই ছেলেদের চিন্তাশক্তি বিকশিত কিংবা চরিত্র গঠিত হয় না। এ কথাগুলি প্রত্যেক পিতা মাতারই চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, অনেক সময় বালকবালিকাদিগকে নীতিবিদ্যালয় হইতে অনেক উৎকৃষ্ট

বিষয় শিখাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু গৃহে পিতা মাতার ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিয়া উপদেশের গুরুত্ব কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না। আমরা কত সময় ছেলে মেয়েদের বলি, তোমরা হঠাৎ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও শক্ত কথা বলিও না, পরের কুৎসা করিও না; কারণ পরনিন্দার তুল্য নিকৃষ্ট বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু ছেলেরা নীতিবিদ্যালয় হইতে গৃহে গমন করিয়া কি দেখিতে পায়? দেখে, তাহাদের সম্মুখেই পিতা মাতা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া এক এক জনকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছেন, অথবা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ লোকেরই কুৎসা করিতেছেন! এরূপ স্থলে নীতি-বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষই পণ্ড হইয়া যায়।

গৃহশিক্ষার অন্য একটি স্থানে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অনেকেই ধর্ম্ম বিষয়ে এখন বড় উদাসীন। * * আমরা ছেলে বয়স হতে কোন দিন ছেলে মেয়েদের ধর্ম্মের কথা শোনাব না; সে বিষয়ে চিন্তা করতেও শেখাব না, তারা বুড় বয়সে ধর্ম্মের নামে শিহরে উঠ্‌বে না, তবে কি করবে?"

কথাটা বড় গুরুতর। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, গৃহের বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা রমণীগণ ছেলেদিগকে পৌরাণিক কাহিনী বলিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। এখন আর কোন গৃহেই উক্তরূপ ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায় না। অধিকাংশ লোকের গৃহে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন অনুষ্ঠানই হয় না। এরূপ অবস্থায় ছেলে মেয়েরা বড় হইয়া যদি ঈশ্বরার্চ্চনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এজন্য আমরা প্রত্যেক পিতা মাতাকে সন্তানদিগের নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। নচেৎ ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মহীন করিয়া যদি কেবল ভোগবিলাসিতার মধ্যেই তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করা হয়, তবে সেই ভোগবিলাসিতার মধ্যে প্রত্যেক গৃহেই যে পাপ প্রবেশ করিবে, তাহা কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

আমাদের বিশ্বাস গৃহশিক্ষা পাঠে অনেক গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর চক্ষু ফুটিবে; তাঁহারা সন্তানদিগের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে যে কি অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আম সেই জন্যই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম

ঠাকুরমার ঝুলি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মি মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বঙ্গসাহিত্যে সুন্দর শিশুপাঠ্য পুস্তকের আবির্ভ দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। ঠাকুরমার ঝু অতি সুন্দর পুস্তক হইয়াছে। শিশুর জীবনে রূপকথা স্থান আর কোন শিক্ষাতে পূর্ণ করিতে পারে বলি আমাদের মনে হয় না। অথচ আজকালকার জননী প্রায়ই সে কালের রূপকথা জানেন না। ঠাকুরম ঝুলি তাঁহাদের সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিতে পুস্তকখান অনেকগুলি চিত্রে শোভিত।

নারী-সংবাদ।

সম্প্রতি সম্রাট্ এডওয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রা রু য়ায় গিয়াছিলেন। রুশ-সম্রাটের পুত্রকন্যাগণের শি ও পালনের বন্দোবস্ত দেখিয়া সম্রাজ্ঞী অত্যন্ত প্রীত হই ছেন। রুশরাজকুমার ও রাজকুমারীগণের প্রশংসা তাঁহা মুখে আর ধরে না। চারিটি রাজকুমারীর জন্মের প দীর্ঘ-প্রত্যাশিত রুশরাজকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন রুশরাজ্ঞী সমস্ত মাতৃহৃদয় ঢালিয়া দিয়া রাজকুমারকে মানুষ করিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় তিনি শি রাজকুমারের প্রতিপালনেই যাপন করেন। রাজকুমারে জন্মের পর শিশুপালন সম্বন্ধে আধুনিক যাবতীয় গ্রন্থ হইতে শিশুপালন ও শিশুরোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণে মতামত সংগ্রহের জন্য তিনি এক দল বিশেষ কর্ম্মচা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা অধীত বিষয় সংক্ষেপে লিপিব করিয়া রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত করেন। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞা নিক প্রণালীতে রাজকুমার প্রতিপালিত হইতেছেন পৃথিবীর নানা স্থানের সংবাদপত্রে তাঁহার সন্তানদের যে সকল ছবি প্রকাশিত হয় রুশরাজ্ঞী সে গুলি কাটিয়া আলবামে লাগাইয়া রাখেন।

BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367

চতুর্থ ভাগ। ভাদ্র, ১৩১৫। ৫ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়	... ...	৯৭
২।	সোলানের মেলা	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল	১০১
৩।	দেবী অঘোরকামিনী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ...	১০৫
৪।	স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবিকা	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি বি, এ,	১০৭
৫।	বোলপুর	শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১১১
৬।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	১১৪
৭।	তীর্থ-যাত্রা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, ...	১১৯
৮।	তুরস্কের নবজীবন	... ...	১২০

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিমবার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা।

সুরমা মর্ত্তের পারিজাত !

স্বর্গের পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মন-মাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত্যক্ষ সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। "সুরমা" সকলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্যাদি ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং।৶০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶০ তের আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স্

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকু[illegible] মতই অটুট সুন্দর।

দিল্ অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ কেমন, বলিয়া বুঝাইবার নহে। [illegible] ইহা একটী [illegible] ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের [illegible] পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালার "বঙ্গমাতা" সমস্ত বা[illegible] গৌরবস্বরূপ।

খস্‌খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধু[illegible]

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ॥০ আট আনা। প্রি[illegible] প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট[illegible] শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাক[illegible] ।/০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।/০ পাচ আনা। আমাদের অটো ডি[illegible] অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক[illegible] ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের [illegible] বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥[illegible] আনা, মাশুলাদি ।/০ পাচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও পাই[illegible] বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্যপথে বারি পান।

ART PRESS.

DOUBLE COLOUR PAGE

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৪র্থ ভাগ। } ভাদ্র, ১৩১৫। { ৫ম সংখ্যা।

জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রাবণ মাসের ভারত-মহিলায় এদেশে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাতে জাপানের বেসরকারী মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এদেশে স্বতন্ত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। আর এ বিষয়ে আমাদের দেশ প্রধান ভাবে জাপানেরই অনুসরণ করিবে। কারণ, জাপানে নারীজাতির অবস্থা কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের নারীদিগের অবস্থারই মত ছিল। আমাদের গার্হস্থ্য প্রথা, আমাদের মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার অনেক পরিমাণে জাপানী মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের অনুরূপ। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করি জাপান স্ত্রীশিক্ষার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, সামান্য পরিবর্ত্তন সহকারে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশের পক্ষেও তাহা উপযোগী হইবে। এই জন্য এই প্রবন্ধে আমরা জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

টকিয়ো সহরের কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে উষিগোম নামক স্থানে "নিপ্পন জোসী দাই গ্যাক্কো" বা জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। জাপানে ভূমিকম্পের ভয়ে খুব বড় বাড়ী প্রায়ই নির্ম্মিত হয় না। বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ছোট ছোট অনেকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত লাল বাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেই অন্তরে শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। পথের উভয় পার্শ্বে সম-উচ্চ সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী, ফল ফুলে সুশোভিত সুন্দর উদ্যান, অদূরে শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্র। কোন দিক হইতে ছাত্রীদিগের আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ মধুর হাস্যধ্বনি, কোন দিক হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি, কোন

দিক হইতে বা নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

সিংহদ্বার হইতে যতই ভিতরে প্রবেশ করা যায় ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া ততই মুগ্ধ হইতে হয়। শান্ত, লজ্জাশীলা, ক্ষুদ্রকায়া জাপানী মহিলাগণ সেখানে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সঙ্গত,—মুখে মধুর হাসি। তাহাদের কেশরচনার পারিপাট্য, পরিচ্ছদ পরিধানের প্রণালী এক একজনের এক প্রকার। কাহারও বেশ খাস জাপানী ধরণের, তাহারা "কিমনো" পরিধান করিয়াছে। কাহারো কেশ বেণীর আকারে দোলায়িত, কাহারো বা চা'য়ের পেয়ালার মত, কাহারো বা তীর ধনুকের ন্যায়—এক একজনের এক আকারে রচিত। তাহারা মাথায় টুপী পরিধান করে না, নানাপ্রকার রঙ্গীন ফিতায় কেশ সজ্জিত করে। আর এক শ্রেণীর মহিলার পোষাক কতকাংশে জাপানী, কতকাংশে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। উপরার্দ্ধে জাপানী কিমনো—হাতগুলি খুব মোটা। নিম্নার্দ্ধে পাশ্চাত্য স্কার্টের মতন একরূপ নবোদ্ভাবিত "হাকামা"। জাপানের শিক্ষিতা মহিলাগণ এখন এইরূপ পোষাকই পরিধান করেন। এই অর্দ্ধপ্রাচ্য অর্দ্ধপাশ্চাত্য পোষাক-পরিহিতা বিভিন্ন বয়সের মহিলাগণ এখন জাপানের সর্ব্বত্র; তাহারা দলে দলে পার্কে ভ্রমণ করিতেছে, দেবমন্দিরে গমন করিতেছে, অফিসে, ব্যাঙ্কে, স্কুলে কাজ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী এইরূপ পোষাক পরিধান করে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরণের পোষাকও পরিধান করে। মুখের আকৃতি না দেখিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় বলিয়াই ভ্রম হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত বাটী জীবন্ত ভাবে পূর্ণ। ক্রীড়াস্থলে, ফুল ফলের বাগানে, বাদ্যগৃহে, সর্ব্বত্র ছাত্রীগণ কর্ম্মব্যস্ত। কেহ পিংপং, কেহ টেনিস খেলিতেছে, কেহ বাইসিকল চড়া অভ্যাস করিতেছে, কেহ মুগ্ধ হইয়া গীতবাদ্য শুনিতেছে; সর্ব্বত্রই তাহারা প্রফুল্লমুখী।

সমগ্র প্রাচ্যদেশে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জাপানেই আছে। মুখস্থ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া পরীক্ষা পাশ করান এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। ছাত্রীগণ ভবিষ্যৎ জীবনে কার্য্যতঃ যাহা করিবে এই বিদ্যালয়ে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

অনেক জাপানীই মনে করে, ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক বিষয়ে বাহ্য চাকচিক্য অত্যন্ত বেশী, কিন্তু এই চাকচিক্যের অন্তরালে অনেক পুতিগন্ধ লুক্কায়িত আছে। জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাহ্য চাকচিক্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। যদি কিছু করা প্রয়োজন হয় তবে যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট রূপেই তাহা করিতে হইবে, খাঁটি ভাবে করিতে হইবে, ইহাই এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা। সুতরাং এই বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষিত হইতেছে তাহারা যথাসম্ভব কৃত্রিমতা বর্জ্জিত ভাবেই গঠিত হইতেছে।

জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান অতি সুন্দর। সহরের কর্ম্মকোলাহল, কলের ধূমরাশি ও গণ্ডগোল কেন্দ্রস্থল হইতে বিদ্যালয়ের বাটী বহু দূরে অবস্থিত। নিকটতম ট্রামওয়ে বিদ্যালয় হইতে তিন মাইল দূরে। ছাত্রীগণ বিশুদ্ধ নির্ম্মল বায়ুতে, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি মনোরম দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যালয়ে বাস করে। যে সকল ছাত্রী সহরে থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করে তাহারা পদব্রজে বা সাইকেলে চড়িয়া প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আসে। দিবসের মধ্যে অনেকটা সময় সহরের দূষিত বায়ু বাহিরে এই নির্ম্মল বায়ুতে বাস করায় তাহাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উপকার হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকৃত স্থান সহস্র বিঘার উপর হইবে। এই জমির অধিকাংশ স্থানে ফল ফুল ও শাক শবজী জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রীকে শাকশবজী ক্ষেত্রের কিয়দংশের ও কতকগুলি ফল ফুলের গাছের তত্ত্বাবধানের ভার লইতে হয়।

জাপানে ফুলের তোড়া নির্ম্মাণ ও ফুলদানীতে ফুল সাজান স্ত্রীলোকের একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা লাভ না করিলে জাপানী মহিলার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল ফুলের মাঝে হাতে কলমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

জিঞ্জো নারুসে নামক একটি লোকের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাত

বৎসর বয়সের সময় নারুসের মাতৃবিয়োগ হয়। শৈশবেই সুকোমল মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার জীবন অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭ বৎসর বয়সে নারুসে শিক্ষাদান-প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য টকিয়ো নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি শিক্ষকগণের মূর্খতা দেখিয়া বিস্মিত হন। নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষালাভের পর তিনি একটি প্রাইমেরী স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষায় জীবন সমর্পণ করিতে সংকল্প করেন। প্রথমে তিনি ওসাকায় এবং তৎপরে নিগাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ৩২শ বৎসর বয়সে স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য আমেরিকায় গমন করেন।

তিন বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া তিনি আমেরিকার ৩০টি প্রধান প্রধান বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তিনি গবেষণাপূর্ণ একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী দেশের সকলেই এই পুস্তকের সমুচিত আদর করেন। অবশেষে গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষানুরাগী বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া নারুসে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন সোজো আশো মহোদয় এবিষয়ে নারুসের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমি দেখিতে পাইলাম, জাপানে নারীগণ শিক্ষা বিষয়ে বড়ই পশ্চাৎপদ, কারণ দেশে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা সকলেই দেশের পুরুষদিগের কথাই শুধু ভাবেন। এই জন্য আমি নারীজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারকার্য্যে আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। নারীগণ শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে সমাজে তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান অধিকার করিতে পারেন তাহাতে সাহায্য করাই আমাদের দৃঢ় লক্ষ্য। যাহা সত্য (true), শিব (good) এবং সুন্দর (beautiful) তাহা জানিতে, শ্রদ্ধা করিতে ও আয়ত্ব করিতে মহিলাগণ যাহাতে শিক্ষা করিতে পারেন আমরা সেই প্রকার শিক্ষাই তাঁহাদিগকে দিয়া থাকি।"

ছাত্রীগণের সৌন্দর্য্যানুরাগের অনুশীলন বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি। যাহা প্রকৃতই সুন্দর তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে এবং সেই অনুরাগকে বিকশিত করিতে এই বিদ্যালয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ঘরের আসবাব ঝাড়া পোঁছা, ফুল ও গাছগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ছাত্রীগণের একটা প্রধান কাজ। এগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া ছাত্রীদিগকে বোধ জন্মাইয়া দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রীগণ চিত্রবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করে; কিন্তু তাহাদের দক্ষতা অপেক্ষাও কি প্রকার আনন্দপূর্ণ মনে তাহারা এই সকল কাজ করে, ইহাতে কি প্রকার আন্তরিক প্রীতি অনুভব করে, তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্যানুশীলনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেও সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করা হয় না। জাপানের ও জগতের সভ্যতার উন্নতির গতির সহিত সম পদক্ষেপে চলিয়া, উচ্চ জ্ঞান ও আদর্শে ভূষিত হইয়া নারীরূপে, পত্নীরূপে, মাতারূপে মহিলাগণ যাহাতে দক্ষতার সহিত আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তাহা শিক্ষা দেওয়াই জাপানের মহিলা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। নারুসে বলেন, "আমাদের আর একটি বিশেষত্ব আছে। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ব্যক্তিগত মানব (individual) জাপানের সমাজতন্ত্রের মূল নহে, পরিবার গুলিই জাপান-সমাজের মূল। এই জন্যই পরিবারের হিতার্থে জাপানীগণ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এই কারণেই রুশ-জাপান যুদ্ধে জপানীগণ জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাপানের মাতৃজাতির অন্তরে এই আত্মোৎসর্গের ভাব ফোটাইয়া তোলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষত্ব।"

বিশ্ববিদ্যালয় বলিতেই সাধারণতঃ প্রাচীন সাহিত্য-শিক্ষার কথা মনে হয়। কিন্তু জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তত ঝোঁক দেওয়া হয় না। কিন্তু যে সুসঙ্গত প্রণালীতে কার্য্যকরী শিক্ষা এখানে প্রদত্ত হয় তাহা দেখিয়া দর্শকগণেরও উপকার হয়। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, জাপানী সাহিত্য, শিক্ষাদান-প্রণালী, সঙ্গীত, শিল্প ও বিজ্ঞান অতি সুচারু রূপে এখানে

শিক্ষা দেওয়া হয়। শারীরিক সৌন্দর্য্য ও বল বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম শিক্ষার (Calisthenis) এক বিশেষ বিভাগ শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পশুপক্ষী রক্ষিত হইতেছে। ছাত্রীগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল জন্তুর সেবা করিতে শিক্ষা করে। ভবিষ্যতে জীবনে যে সকল কর্ত্তব্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছাত্রীগণকে তাহার সকল বিষয়েই সুদক্ষ করিয়া গঠিত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় যত্নের ত্রুটি করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধোপাখানা আছে। ছাত্রীগণ নিজ নিজ কাপড় নিজেরাই কাচিতে শিক্ষা করে।

এখানে একটি সঞ্চয়-ভাণ্ডার বা ব্যাঙ্ক আছে। ছাত্রীগণকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। ছাত্রীগণ কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিলেই এই ব্যাঙ্কে জমা দেয়। ছাত্রীগণই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এইরূপে তাহারা ব্যাঙ্ক পরিচালনার কার্য্যও শিক্ষা করে।

দুই ভাষায় পরিচালিত "মহিলা-গার্হস্থ্য-পত্রিকা" (Ladies' Home Journal) বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষত্ব। অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীগণই ইহার প্রবন্ধ রচনা, মুদ্রণ কার্য্য ও কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি দোকান আছে। ইহাদ্বারা তাহারা ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে এবং হিসাব রাখিতে বিশেষ দক্ষতা লাভ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের দুধের দোকান আছে। ছাত্রীরাই বিদ্যালয়ের গাভী দোহন করে, তাহারাই এই দুগ্ধ বিক্রয় করে। আমেরিকায় প্রচলিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহারা দুধ জ্বাল দিতে ও বোতলে পূরিতে শিক্ষা করিয়াছে।

ছাত্রীগণের দ্বারা পরিচালিত একটি মিঠাইয়ের দোকান আছে। তাহারা অতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে এবং বিনা লাভে তাহাছাত্রীগণের মধ্যে বিক্রয় করে। বাজারের মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে হয় না।

সাধারণ ব্যায়াম শিক্ষার এখানে উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে।

প্রাচীন কালে জাপানে নারীদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট শারীরিক ব্যায়াম প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহা উঠিয়া গিয়াছিল। জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

একটি সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ নাট্যশালা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে পিয়ানো, হারমোনিয়ম, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের বাদ্যের তালে তালে ছাত্রীগণ ড্রিল (Drill) করে। এই ড্রিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ছাত্রীগণ অতি আনন্দের সহিত ড্রিল করিয়া থাকে। তাহারা লাঠিখেলা, প্যারালাল এবং হরাইজন্টাল বারে ক্রীড়া প্রভৃতি কষ্টসাধ্য ব্যায়াম শিক্ষা করে।

অভিনব বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামপূর্ণ একটি বিস্তৃত রন্ধনশালায় ছাত্রীগণ রন্ধন শিক্ষা করে। রন্ধনকার্য্যে সুদক্ষ স্ত্রীলোকগণ জাপানী ও ইউরোপীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেয়।

শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান :—নীতি-বিজ্ঞান, পারিবারিক শিক্ষা, শিশু-চরিত্র, উপকথাতত্ত্ব, গদ্য, পদ্য, সাহিত্যের ইতিহাস, ইংরেজী ভাষা, ইউরোপীয় কারুশিল্পের ইতিহাস, পাশ্চাত্য জাতি সমূহের ইতিহাস। এই সকল বিষয় পড়িতে ছাত্রীগণ বাধ্য। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করা না করা ছাত্রীগণের ইচ্ছাধীন :—দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাচীন চীনসাহিত্য; গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দেওয়ানী কার্য্যবিধি, শিক্ষাদান-প্রণালী, সঙ্গীতবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজার ছাত্রী অধ্যয়ন করে। কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক পাঠ হইতে তাহারা শিক্ষারম্ভ করে এবং ক্রমে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। গত ৮ বৎসরে চারিশত ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের অনেকে এখন উচ্চতর জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপক এবং বোর্ডিং হাউস তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা এক শতের উপর। ইঁহাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপে ও আমেরিকায় শিক্ষালাভ

শিক্ষিতা জাপানী মহিলা।

জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
জিন্জো নারুসে।

করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কয়েক জন ইউরোপীয় ও আমেরিকান শিক্ষকও আছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রী-বেতন অধিক নহে। নিম্নশ্রেণীতে মাসিক প্রায় দুই টাকা, মধ্যশ্রেণীতে তিন টাকা এবং উচ্চ শ্রেণীতে ৪॥০ টাকা। কলেজ-বিভাগের ছাত্রী-বেতন কিঞ্চিদধিক পাঁচ টাকা। ভর্ত্তি হইবার সময়ও কিছু দিতে হয়। ছাত্রী-বেতন হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। কখন কখন অর্থাভাব উপস্থিত হইলে স্ত্রীশিক্ষানুরাগী নরনারীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাহায্যে সেই অভাব দূর হয়। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কয়েকটি বিভাগের কার্য্যারম্ভ করিতে এখনও প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা এবং ৩।৪ বৎসর সময় লাগিবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় জাপান গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই, ভবিষ্যতেও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ অভিলাষী নহেন। জাপানের সম্রাজ্ঞী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত হিতৈষিণী। তিনি নিজে ইহাতে অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছেন। রাজমন্ত্রীগণ, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় জাপানী পুরুষ ও মহিলাগণ মুক্তহস্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এখনও প্রয়োজন মত করিয়া থাকেন।

জাপানী বালিকাগণ সাধারণতঃ ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ করে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা যতই বিস্তৃত হইতেছে বিবাহের বয়সও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক শিক্ষিতা মহিলা বিবাহ করেন না। জাপানে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যেও বিবাহপ্রবৃত্তি হ্রাস পাইবে কি না, প্রশ্ন করায় প্রেসিডেণ্ট নারুসে বলিয়াছেন, সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, সাধারণ মেয়েদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরাও দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা ছাত্রীগণের হৃদয়ে আত্মনির্ভর ও স্বাধীনতা জন্মায় বটে, কিন্তু বিবাহে অপ্রবৃত্তি জন্মায় না।

সোলনের মেলা।

কাল্কা হইতে শিমলা পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, তাহার ঠিক্ মধ্যস্থলে সোলন অবস্থিত। সোলন সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে প্রায় ৪৯০০ ফীট উচ্চ। এখানে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের একটী সৈন্যনিবাস আছে। প্রতি বৎসর জুন মাসে এখানে একটী মেলা হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশের মেলা কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য কৌতুহল হওয়ায়, আমরা মেলার দিনে শিমলা হইতে সোলন যাত্রা করিলাম। অনেক লোকে এই মেলা দেখিতে যায়; সুতরাং রেলওয়ে কোম্পানী মেলার পূর্ব্বদিন হইতেই ক'একটী স্পেশীয়াল ট্রেন চালাইয়া থাকেন। আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া সমারহিল (Summer Hill) ষ্টেশনে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

সোলন সিমলা হইতে প্রায় ৩১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ৩১ মাইল পথ অতিবাহিত করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। আমরা একটী সেলুন (saloon) গাড়ী রিজার্ভ করিয়াছিলাম। যথাসময়ে সোলন ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী কাটিয়া দিয়া ট্রেন্ কাল্কা-অভিমুখে চলিয়া গেল।

শিমলা সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে ৭০৮৪ ফীট উচ্চে অবস্থিত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেও সেখানে শীত অনুভূত হয়। দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণ কিছু প্রখর হইলেও বায়ু সর্ব্বদাই তুষার-শীতল ও সুখসেব্য। রাত্রিতে লেপ অথবা কম্বল গায়ে না দিলে শীত নিবারিত হয় না। দিবাভাগেও শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। স্থুল কথা এই যে, গ্রীষ্মকালে শিমলায় বাস করিলে গ্রীষ্মের কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। মাঘ মাসের প্রারম্ভে আমাদের দেশে যেরূপ শীত থাকে, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে শিমলাতে তদ্রূপ শীত।

সোলনের মেলা দেখিতে যাইবার জন্য আমরা শীতবস্ত্রই পরিধান করিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু রেলগাড়ী যেমন উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে লাগিল, আমরা তেমনই অল্পাধিক গ্রীষ্মের কষ্টও অনুভব করিতে লাগিলাম। যখন সোলন ষ্টেশনে পঁহুছিলাম,

তখন মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ অত্যন্ত প্রখর হইয়াছে। সেই প্রখর রৌদ্রে মেলা দেখিতে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আমরা অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত আমাদের গাড়ীতেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিতে লাগিলাম, ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগে পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিয়া শত শত নর-নারী মেলা দেখিতে চলিয়াছে। কিন্তু যাত্রিগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই সমধিক। স্ত্রীলোকেরা বিচিত্রবর্ণের রেশমের পায়জামা, পিরাণ ও ওড়না পরিধান করিয়া পর্ব্বতগাত্রের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক গমন করিতেছে। এক এক দল স্ত্রীলোকের সঙ্গে হয়ত একটী কিম্বা দুইটী পুরুষ। স্ত্রীলোকদের কোনও মুখাবরণ নাই। যাহাদের ওড়না আছে, তাহারা তদ্দ্বারা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের সামান্য অংশ ও পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়াছে। যাহাদের ওড়না নাই, তাহারা মস্তকে এক একটী সুন্দর পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়াছে। স্ত্রীলোকদের মাথায় পাগ্‌ড়ীর কথা পাঠ করিয়া হয়ত বঙ্গদেশীয়া অনেক পাঠিকা হাস্য করিবেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহাতে ওড়না অপেক্ষা পাগড়ীই যেন তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

পঞ্জাবে ভ্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে আমি দুই একটী পঞ্জাবী মহিলা দেখিয়াছিলাম। তাহাদের পায়জামা-ও-পিরাণ-পরিচ্ছদ আমার মনে কেমন এক প্রকার বিজাতীয় ভাবের উদ্রেক করিত। তখন আমি ভাবিতাম, এইরূপ পরিচ্ছদ মহিলাগণের কোমলতা ও শীলতা ব্যঞ্জক নহে। কিন্তু পঞ্জাব, বিশেষতঃ শিমলার শীত অনুভব করিয়া আমি বুঝিলাম যে, প্রকৃতি দেবীই উক্তদেশীয়া স্ত্রীলোকগণকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। পার্ব্বত্যপ্রদেশে যেরূপ শীত, তাহাতে শাড়ী অপেক্ষা পায়জামা দ্বারা কটিদেশ হইতে নিম্নাঙ্গ শীতের আক্রমণ হইতে অধিকতর রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত, যাহাদিগকে সর্ব্বদা উচ্চাবচ ভূমিতে গমনাগমন করিতে হয়, তাহারা পায়জামা পরিধান করিয়া গমনাগমন করিতে বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। শাড়ী পরিধান করিলে কদাপি তদ্রূপ স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয় না। অগত্যা পায়জামাই পঞ্জাবী ও পার্ব্বত্য মহিলাগণের প্রধান পরিচ্ছদ হইয়াছে।

প্রস্তরময়ী ভূমিতে সর্ব্বদা গতায়াত করিতে হয় বলিয়া পার্ব্বত্য দেশের কি ইতর কি সম্ভ্রান্ত সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকই পদযুগলে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করে। বঙ্গদেশীয়া হিন্দুমহিলাগণ পদযুগলে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করা লজ্জাকর, শীলতাহীন ও অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে যে সকল হিন্দুমহিলা বাস করেন, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা হইতে পদযুগলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। পার্ব্বতীয়া মহিলারাও রুক্ষ ও তুষারশীতল প্রস্তরময় গিরিপথে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়া চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং স্থান ও অবস্থার তারতম্যানুসারে পরিচ্ছদ ও বেশভূষারও যে তারতম্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয়া মহিলাগণের পক্ষে চর্ম্মপাদুকা-ব্যবহারের বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয় না। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণ কচিৎ গৃহ হইতে বহির্গমন করেন। গৃহের অঙ্গনের মধ্যেই তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এই কারণে, বঙ্গমহিলারা পদযুগলকে চর্ম্মপাদুকা দ্বারা আবৃত না করিয়া তাহাদিগকে অলক্তকরাগ-রঞ্জিত করিয়াই তাঁহাদের প্রসাধন-বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। ইদানীং যে সকল বঙ্গমহিলা সামাজিক ব্যাপারে, সভাস্থলে বা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে কোনও আপত্তি করেন না, তাঁহারা শীলতা রক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক হিন্দু পরিবারের মহিলাগণ চর্ম্মপাদুকা ব্যবহারের কোনও আবশ্যকতা দেখেন না, এবং এইরূপ ব্যবহারকে এখনও লজ্জাকর ও শীলতাহীন কার্য্য বলিয়াই মনে করেন।

সোলনের মেলার বর্ণনা করিতে গিয়া, আমি মহিলাগণের পরিচ্ছদ ও বেশভূষা সম্বন্ধে এত কথা কেন

বলিতেছি, এই প্রশ্ন হয়ত অনেক পাঠক পাঠিকার মনে উদিত হইতে পারে। একবিধ পরিচ্ছদ একতা-সম্পাদনে অনেক সহায়তা করে, এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ যে তাহার অন্তরায় হয়, ইহা সত্য কথা। বিভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচার ব্যবহার অনেক সময় আমাদের মধ্যে পার্থক্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু স্থান ও অবস্থাভেদে যে এইরূপ বিভিন্নতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচার ব্যবহার বিভিন্ন হউক, কিন্তু আমরা সকলেই এক দেশ-বাসী এবং অনেকেই এক বিশাল সমাজ-ভুক্ত। ভাষা পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার রূপ বাহ্যাবরণের পশ্চাতে আমরা সকলেই এক এবং একভাবে প্রণোদিত। বিভিন্ন প্রদেশের পুরুষ ও মহিলাগণ ভাষা ও পরিচ্ছদাদিরূপ সঙ্কীর্ণ সীমার বহির্ভূত হইয়া পরস্পরকে আত্মীয় স্বজনের চক্ষে দেখিতে ও ভাবিতে শিখিলে, ভারতীয় জনগণের মধ্যে একতা সম্পাদিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ভরসা করি, বঙ্গমহিলাগণ তাঁহাদের পার্ব্বতীয়া ভগিনী-গণের পায়জামা ও পরিচ্ছদের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন না।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, বঙ্গমহিলাগণের সাধারণ পরিচ্ছদ অপেক্ষা আমি পার্ব্বতীয় মহিলাগণের পরিচ্ছদকেই অধিকতর সুবিধাজনক, শীলতা-ব্যঞ্জক ও উপযুক্ত মনে করিয়া থাকি। তাই বলিয়া, বঙ্গমহিলাগণ যে তাঁহাদের শাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পায়জামা ও পিরাণ পরিধান করিবেন, এমন কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্গমহিলাগণের পক্ষে শাড়ীই উপযুক্ত। কিন্তু শাড়ীর সহিত পরিচ্ছদের আরও দুই একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ বাড়াইয়া লওয়া উচিত।

পার্ব্বতীয়া মহিলাগণের মধ্যে অবরোধ প্রথা বিদ্যমান নাই। উন্মুক্ত সমীরণের ন্যায় তাহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারাও রাজপথে, হাটে, মাঠে ও মেলায় গমন করিতে কোনও সঙ্কোচ বা দ্বিধা অনুভব করেন না। এক এক দল স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক জন বা দুইজন পুরুষ থাকে মাত্র। স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া গল্প ও হাস্য করিতে করিতে রাজপথে চলিয়াছে। তাহাদের বদনমণ্ডলের উপর কোনও প্রকার ঘোম্‌টা বা মুখাবরণ নাই। তাহাদের বিশালায়ত চক্ষুর মধ্যে কোনও অকারণ ও নিরর্থক লজ্জার চিহ্ন বিদ্যমান নাই। তাহাদের গতিবিধির মধ্যে কোনও সঙ্কোচ নাই। বেশ সহজ, সচ্ছন্দ ও সপ্রতিভ ভাবে তাহারা রাজপথে চলিয়া যায়। সুশীলা মহিলারা অপরিচিত পুরুষের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে সলজ্জভাবে চক্ষু আনত করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে এক দিব্যভাব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে আমরা বঙ্গদেশের অবরোধপ্রথা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সুতরাং গিরিকন্যাগণের এই স্বাধীনভাব দেখিয়া আমরা সহজেই চমৎকৃত হইয়া থাকি। আমার মনে হয়, এই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রাচীন ভারতের আর্য্যমহিলাগণের স্বাধীনতা যেন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই গিরিকন্যাগণের অধিকাংশই আর্য্যবংশ-সম্ভূতা। তাহাদের দেহের গঠনে এবং আকার প্রকারে অনার্য্যত্বের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই পরম রূপবতী। তাহাদের নাসিকা সুন্দর, চক্ষু আকর্ণপূরিত ও বিশালায়ত, অধরোষ্ঠ পরিপাটী, কপাল ক্ষুদ্র, গ্রীবা মনোহর ও বাহু সুবলিত। দেহের বর্ণ শুভ্র চম্পকবৎ এবং কপোলদ্বয় গোলাপরাগরঞ্জিত। সোলন ষ্টেশনে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দুইটী যুবতীকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, তাহারা যেন সাক্ষাৎ দেবকন্যা। আকর্ণপূরিত লোচন আমি কবিকল্পনা প্রসূত বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু এই স্থলে আমার সেই ভ্রম বিদূরিত হয়। এই গিরিকন্যাদ্বয়ের ন্যায় সুন্দরী রমণী বঙ্গদেশে একান্ত দুর্লভ। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, ইহারা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা যেন কিছু আচার-ভ্রষ্ট। কৃষিই প্রায় সকলের উপজীবিকা। স্ত্রীলোকেরা অতিশয় কর্ম্মপটু ও শ্রমক্ষম। অরণ্য হইতে কাষ্ঠাহরণ, এবং এক লাঙ্গল দেওয়া ব্যতীত কৃষির প্রায় সমস্ত কার্য্যই তাহারা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই গিরিপ্রদেশে এক

মাত্র দুঃখ ও সন্তাপের কারণ এই যে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কিছু চঞ্চলা, দুঃশীলা ও দুর্নীতিপরায়ণা।

সোলনের মেলার কথা বলিতে বলিতে আমি অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত কথা না জানিলে, সোলনের মেলায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা হয়ত অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। সূর্য্য-কিরণের প্রাখর্য্য কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিলে আমরা মেলা দেখিতে বাহির হইলাম। একটী পর্ব্বতের পাদমূলে মেলার স্থান। দূর হইতে জনসঙ্ঘের কলরব ও গম্ভীর দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে মেলা বসিয়াছে। কতকগুলি মিষ্টান্নের দোকান ও মনিহারী দোকান পার হইয়া আমরা একটী মাঠের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সেই মাঠের প্রায় চারিদিকেই দোকান বিদ্যমান। মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যস্থলে দশ পনরটি নাগরদোলা ঘুরিতেছে। সেই নাগরদোলাগুলি রমণীগণে পরিপূর্ণ। নাগরদোলায় পুরুষের সংখ্যা অতিশয় অল্প দেখিতে পাইলাম। রমণীগণ নাগরদোলায় বসিয়া ঘুরিতেছে ও মহানন্দে গান গাইতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও হাস্যমণ্ডিত। মেলাতে রমণীগণের সংখ্যা চৌদ্দ আনা; পুরুষের সংখ্যা দুই আনা মাত্র। যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, সেই দিকেই রমণীদল দেখিতে পাইবে। গৃহের ছাদসমূহে, পর্ব্বতগাত্রে ও সমতলক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই রমণীমণ্ডলী। উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে তাহারা বরবপু সুশোভিত করিয়াছে এবং উৎফুল্লনয়নে মেলার বিচিত্র দৃশ্য দেখিতেছে। মেলাতে সাত কিম্বা আট হাজার রমণীর সমাবেশ হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে একস্থলে কোথাও আমি এত রমণীর সমাবেশ দেখি নাই। নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে রমণীরা মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। যাহারা পরস্পরের পরিচিত, তাহারা পরস্পরকে অভিবাদন করিতে লাগিল। বালিকা ও যুবতীরা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিল। শেষোক্তেরাও তাহাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

হিমাচলের উপর যে সমস্ত গ্রাম আছে, তাহাদের অবস্থানাদির বিষয় আলোচনা করিলে, সোলনের মেলার ন্যায় মেলাসমূহের সার্থকতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। পাঁচ সাত খানি কুটীর লইয়া এক একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। সেই গ্রামের পার্শ্বে কতিপয় শস্যক্ষেত্র সোপান পরম্পরার ন্যায় পর্ব্বতগাত্রে শোভিত হইতেছে। গ্রামবাসীরা সেই সমস্ত শস্যক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করে। রমণীরা পুরুষদিগকে কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্য হইতে কাষ্ঠাহরণ ও খাদের নিম্নভাগে অবস্থিত "বাঁউড়ী" (ঝরণা) হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করে। এই ভাবেই প্রায় সম্বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। একটী গ্রাম হইতে আর একটী গ্রাম হয়ত তিন চারি মাইল দূরে অবস্থিত। দুইটী গ্রামের ব্যবধানে হয় দুরারোহ পর্ব্বত বা ভীতিজনক গভীর খাদ বিদ্যমান। সুতরাং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলও, দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ন্যায়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। দুইটী গ্রামের অধিবাসিবর্গের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ দিন অধিবাসিগণ যেন নির্ব্বাসন দণ্ডই ভোগ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়, নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী কোনও স্থানে মেলা বসিলে রমণীবর্গ মেলায় উপস্থিত হইবার জন্য স্বভাবতঃ অতিশয় ব্যাকুল হয়। সোলনের মেলায় যে সমধিক সংখ্যায় রমণীবর্গেরই সমাবেশ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণেই হইয়া থাকে। এইরূপ মেলা যেন আত্মীয় স্বজনবর্গের এক একটী মিলনস্থল। মেলাতে দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছু নাই। তথাপি রমণীরা প্রফুল্লবদনে মেলার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথবা পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছে। সোলনের মেলার ইহাই বিশেষত্ব।

সোলন একটী পার্ব্বতীয় মিত্ররাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। সেই রাজ্যের রাণাকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সি. আই, ই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। মেলার দিনে তাঁহাকে সদলবলে সোলনে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। শিমলা কাল্‌কা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ইংরাজ পুরুষ মহিলাও মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে একটী স্থলে তাঁহাদের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাণা বাহাদুর তাঁহার ইংরাজ অতিথিবর্গের যথোচিত

সমাদর ও অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সন্ধ্যার সময় মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। আমরাও সোলন হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ১১টার সময় শিমলায় প্রত্যাগত হইলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

দেবী অঘোরকামিনী।

(১)

সম্প্রতি "অঘোর-প্রকাশ" শীর্ষক * একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই গ্রন্থখানি একখানি জীবনচরিত। কিন্তু যেরূপ নূতন ধরণে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে এবং যিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া ইহাকে একখানি ভক্তিগ্রন্থ বলিলেই ঠিক্ বলা হয়।

এই পুস্তকখানির লেখক একজন পরম ভক্ত। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়। প্রকাশচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় বেহার অঞ্চলে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র এখনো বেহার অঞ্চলে। সেই জন্য বাঙ্গালা দেশের লোকেরা তাঁহাকে জানেন না। একেবারেই যে জানেন না, তাহা নয়। কারণ প্রকাশচন্দ্র মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র তাঁহার বন্ধু। পূজ্যপাদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার ভক্তিবিমণ্ডিত উজ্জ্বল মুখ লইয়া একবার বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলে, কত সুশিক্ষিত পুরুষ ও সুশিক্ষিতা নারী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকেরা অনেকেই তাঁহার নামও জানেন নাই। অথচ বেহার অঞ্চলে তিনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহার কিয়দংশ "আদর্শ পিতা জীবন" নামে ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাঃ মঃ সঃ।

এই প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পদ-মর্য্যাদা এবং অর্থ উভয়ই তাঁহার লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনের তপস্যার ফল স্বরূপ প্রথম জীবনেই এমন দুর্ল্লভ স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার তুলনায় সকলই তুচ্ছ মনে হইত। এই স্ত্রীই তাঁহার জীবনের এবং ধর্ম্মপথের প্রকৃত সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। যেমন পুষ্পিত তরুরাজি তাহাদের বৃন্তস্থিত কুসুমাবলীতে উদ্যানের পথ কুসুমাবৃত করিয়া তোলে, তেমনি এই ভক্তিমতী নারী অন্তরের ভক্তিপুষ্পে স্বামীর কণ্টকাকীর্ণ পথ এরূপ কুসুমাবৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, স্বামী মনের পুলকে অক্ষত চরণে জীবনের পথে চলিয়া গিয়াছেন।

এই সংসারে অনেক ধার্ম্মিক পুরুষের স্ত্রী সম্বন্ধে বড় দুর্ভাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্যানের যে লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে, সেই লতার জন্যই যেমন বৃক্ষকে শক্তিহীন হইয়া পড়িতে হয়, তেমনি যে সকল ধর্ম্মহীনা নারী ঐ সমস্ত ধার্ম্মিক পুরুষকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদের ভারেই তাঁহাদিগকে শক্তিহীন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু উদ্যানে অবার এমন লতাও দেখিতে পাই যে, তাহার সবুজ পত্রে, সুরঞ্জিত পুষ্পে ও হরিত কান্তিতে বৃক্ষের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তেমনি সংসারে এমন অনেক স্ত্রীও আছেন, যাঁহাদের হৃদয়-মাধুর্য্যে এবং অন্তরের প্রীতি ও পবিত্রতায় স্বামীর সংসার স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রী সেই পুণ্যশীলা নারীদের ন্যায় তাঁহার হৃদয়-মাহাত্ম্যে ও নারী-মহিমায় স্বামীকে সৌভাগ্যবান করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রকাশচন্দ্রের এই মনস্বিনী পত্নীর নাম অঘোর-কামিনী। অঘোরকামিনীর কর্ম্মজীবনের অবসান হইয়াছে। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের বিশ্বাস, তাঁহার পত্নীর মৃন্ময় দেহ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া গেলেও চিন্ময় আত্মা স্বামীর সঙ্গেই যুক্ত হইয়া আছেন এবং সর্ব্বদা স্বামীর কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। সেই জন্য প্রকাশচন্দ্র তাঁহার পত্নীর আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। সেইরূপ কথাবার্ত্তার ভাবেই তাঁহার পত্নীর জীবনের

কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের জীবনের অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে একটি বড় সুবিধা হইয়াছে। আমরা ভাল-মন্দ মিশানো আস্ত মানুষটিকে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর। সাধারণ পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট এইরূপ রচনা প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইবে কি না, কে বলিবে? ইহলোকবাসী একজন পুরুষ পরলোকবাসিনী নারীর সঙ্গে তাঁহার জীবনের ভাল মন্দ সমস্ত ঘটনা লইয়াই আলোচনা করিতেছেন;—ইহা অনেকের নিকট ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হওয়াও বিচিত্র নহে।

তবে যে সকল বিশ্বাসী লোক এক আত্মার সঙ্গে অপর আত্মার গূঢ় যোগের বিষয় অবগত আছেন, ইহকাল ও পরকালের গভীর রহস্যের ভিতরও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা এই ভক্তি-গ্রন্থখানির মধ্যে অমৃতরসের স্বাদ পাইয়া অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিলাভ করিবেন; এবং শিক্ষা, সাধনা ও স্বামীর সহায়তা দ্বারা একটি নারীজীবন বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবায় কতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

আমি এই অঘোরকামিনীর তুল্যা সর্ব্বগুণসম্পন্না ভক্তিমতী ও তেজস্বিনী নারীর বিবরণ অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। সেই জন্য এবং আমার ধর্ম্মগুরু পূজনীয় প্রকাশচন্দ্রের অনুরোধে, তাঁহার গ্রন্থ হইতে, দেবী অঘোরকামিনীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সঙ্কলন করিব।

(২)

১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে চব্বিশপরগণার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে দেবী অঘোরকামিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অর্থেরও অভাব ছিল না। কাজেই কন্যার জন্য সুপাত্র সংগ্রহ করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। অঘোরকামিনীর দশ বৎসর বয়সের সময়ই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইবার পূর্ব্বে একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাত্রী যখন তাঁহার বিবাহ স্থির হওয়ার কথা শুনিলেন, তখন বরকে দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। তিনি বরকে দেখিবার আশায় দালানের ছাতের উপর উঠিলেন। তার পর বরের পানে চাহিয়া এমনই অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন যে, একেবারে ছাদের উপর হইতে বাগানের ভিতর পড়িয়া গেলেন।

অঘোরকামিনী শেষ জীবনে যে লোকসেবায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিবেন, সেবা যে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে, তাঁহার আভাস শৈশব কালেই পাওয়া গিয়াছিল। দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার একবার বসন্ত রোগে নিদারুণ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। বালিকা অঘোরকামিনী নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে ভায়ের সেবা করিয়াছিলেন। সেই বয়সেই তাঁহাকে শাশুড়ীর কাছে আসিয়া গৃহকর্ম্ম শিখিতে হইয়াছিল। তিনি সুন্দর রান্না করিতে শিখিয়াছিলেন; তাঁহার গৃহকার্য্য দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিত। তখনই তাঁহার মধ্যে তেজস্বিতার দেখা গিয়াছিল। বাড়ীর বালিকা বধূকে চাকর চাকরাণী কেহই গ্রাহ্য করে না; অঘোরকামিনীকেই বা গ্রাহ্য করিবে কেন? তাই একদিন বাড়ীর একটি ঝি অনেক তাঁহাকে গালাগালি দিয়াছিল। বালিকা বধূ কিন্তু তাহা সহ্য করিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"কেন রে, তুই যে আমাকে যা মুখে আসে, তাই বলিস, আমি কি তোর সতীন?"

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই সময় অঘোরকামিনী বেশী কিছু লেখা পড়া জানিতেন না। অথচ স্বভাবিক বুদ্ধিবলে স্বামীর ধর্ম্মমতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। তিনি যথার্থই বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইহার পর অনেক কাজে তাঁহার বিবেচনা শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন এ কথা আমরা সংজ্ঞেই অনুমান করিতে পারি যে, এই মনস্বিনী নারীর স্বাভাবিক এই প্রতিভা ছিল। নচেৎ তিনি বঙ্গীয় কুলললনা হইয়া কখনই আশ্চর্য্য তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারিতেন এবং লোকহিতে আত্মসমর্পণ করিয়া যশস্বিনী হইতে পারিতেন না।

অঘোরকামিনী স্বামীর ধর্ম্মমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পড়িলেন। কারণ তখনও তিনি তরুণী কুলবধূ, গৃহের বয়স্কা মেয়েদের সম্পূর্ণ অধীন; অথচ তাঁহাকে গৃহের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে চলিতে হইল। এজন্য পুরমহিলাদিগের নিকট তাঁহাকে অল্প গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই।

অতঃপর প্রকাশচন্দ্র হরিনাভি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। তৎকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় হরিনাভি স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। অঘোরকামিনী তাঁহার উপাসনায় যোগদান করিয়া এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিশিয়া বড়ই সুখী হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহাদের এমনই একটি সুমধুর প্রীতির যোগ স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা যখন মতিহারী গমন করেন, তৎকালের বিদায়দৃশ্য অতীব করুণ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অঘোরকামিনী মতিহারী গমন করিয়া স্বামীর শিষ্যা হইলেন; স্বামীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সাধন আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা যে খুব ভাল ছিল, তাহা নহে। কিন্তু স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চনখণ্ডে পরিণত হয়, তেমনি ধর্ম্মের সংস্পর্শে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও উদার হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্ণাভরণের দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিবার স্পৃহাও কমিয়া আসিয়াছিল। তাই ১৮৭৭ সালে লোকের অন্নকষ্টের কথা শুনিতে পাইয়া হাতের সোণার বাজুখানি তিনি অম্লান বদনে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দান করিলেন।

ক্রমশঃ তিনি তাঁহার জীবন-পথের কঠোরতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি নারী, গৃহের কর্ত্রী, স্বামীর সঙ্গিনী ও সন্তানদিগের জননী; অথচ তিনি গৃহত্যাগী ঋষিদিগের বাঞ্ছনীয় ব্রহ্মলাভে অভিলাষিণী। কঠোর সাধন ব্যতীত কিরূপে এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে? কাজেই তিনি কঠোর সাধন অবলম্বন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক সুখস্পৃহার সঙ্গেই সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এই সূক্ষ্মদৃষ্টিশালিনী নারী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভক্তির অমৃতনির্ঝর এবং সংসার, ইহার মাঝখানে একটা বৈরাগ্যের মরুভূমি আছে। যে ভীরু বৈরাগ্যের সেই মরুভূমি দেখিয়া ভয় পায়, তাহার পক্ষে ভক্তির অমৃত-বারি পান করা কখনও সম্ভব নহে। কিন্তু যে সাহসী ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে সেই মরুভূমি পার হইতে পারে, সে-ই নির্ম্মল নির্ঝরবারি পান করিয়া ভক্ত হইতে পারে। প্রকৃতি-মাতা দেবী অঘোরকামিনীকে বঙ্গগৃহের রমণী করিয়া ছিলেন বটে; তাহা বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে তেজের স্ফুরণ করিতে কৃপণতা করেন নাই। তাই তেজস্বিনী অঘোরকামিনী বৈরাগ্যের পথে চলিতে সাহস করিলেন। তিনি তাঁহার অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিয়া সামান্য বস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রকাশচন্দ্র তাঁহার পত্নীকে "গৃহস্থ-বৈরাগিনী" বলিয়া-ছেন। প্রকাশচন্দ্রের ভাষানির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। তিনি একটি কথা দ্বারাই তাঁহার স্ত্রীর অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

এই সময় দেবী অঘোরকামিনী একবার কলিকাতায় গমন করিলেন। তাঁহার উপাসনার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে কহিলেন:—

"নূতন যে মেয়েটি আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনায় অনুরাগ শিক্ষা কর।"

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অঘোর-কামিনী কেশবচন্দ্রকে বলিলেন—"আমাকে ভুলিবেন না।" ইঁহার প্রতি কেশবচন্দ্রের এমনই শ্রদ্ধা জন্মিয়া-ছিল যে, তিনি হাস্যোৎফুল্ল মুখে কহিলেন—"আর কি ভোলা যায়?" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবিকা।

কি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকা, কি জাপান, সমস্ত সভ্য দেশের মহিলা-দিগের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। গত শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারত-মহিলায়' শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার বসু বি, এল, মহাশয় ভারতে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে একটী সময়োপযোগী ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, অথবা স্ত্রীশিক্ষার উপ-যোগিতা অস্বীকার করেন। তবে শিক্ষণীয় বিষয়াদি এবং শিক্ষা-

প্রণালী সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ আছে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহাদের শিক্ষা ও শিক্ষার বিষয় পৃথক হওয়া উচিত, এইরূপ মতই অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন।

এখন আমাদের দেশে পরিবর্ত্তনের যুগ চলিতেছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধেও রীতি নীতির পরিবর্ত্তন চলিতেছে, পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার ফল অকপট ভাবে প্রকাশ করা এবং সেই সকল ফলের প্রতি দেশের লোকের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সেই কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়াই আজ নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী ভারত মহিলার পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট উপহার প্রদান করিতেছি। প্রবন্ধটী উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক কবিবর শ্রীযুক্ত ফকীরমোহন সেনাপতি মহাশয়ের সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি বি, এ, মহোদয়ের লেখনীপ্রসূত। প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই পাঠক পাঠিকাগণ লেখকের নিরপেক্ষ অকপট উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইবেন।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস—অনুবাদক।

আমরা আজ সেই পুরাতন জাতিভেদের বিষয়ে আলোচনা করিব। কোন কোন শ্রেণীর মনুষ্য জন্মগুণেই বিদ্যা, বিষয় ও স্বাধীনতার অধিকারী হইবেন এবং অপর কোন কোন শ্রেণী জন্মদোষেই জগতের সমস্ত সুখময় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শ্রেণীর অধীনতা স্বীকার করিবে, ইহাই জাতিভেদের মর্ম্ম। জাতিভেদ প্রথা উচ্চতর শ্রেণীর স্বাধীন মনুষ্যদিগের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর, সন্দেহ নাই; কিন্তু নিম্নতর শ্রেণী ও পরাধীনগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত কঠোর ও অসুখকর। এই সাম্যবাদের যুগেও জাতিভেদের পক্ষাবলম্বী লোক অনেক আছেন। তাঁহাদের মতে জাতিভেদ প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি নিজ সৃষ্টিতে কতকগুলি শ্রেণী রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নতর শ্রেণী পরম্পরাক্রমে উচ্চতর শ্রেণীর ভিত্তি ও আসনের কার্য্য করিতেছে। জড় প্রকৃতি কি উদ্ভিদ্ প্রকৃতির ভিত্তি ও আসনস্বরূপ নহে? —উদ্ভিদ্ প্রকৃতি কি পশুপক্ষী আদি নানা জীবের জীবন ধারণের নিমিত্তই সৃষ্ট হয় নাই? অথবা পশুজগৎও কি মানবজাতির ব্যবহার, মানবজাতির সুখ ও সুবিধার জন্য জীবনধারণ করিতেছে না? নিম্নতর শ্রেণী উচ্চতর শ্রেণীর জন্যই জীবিত আছে, তাহার স্বাধীন জীবনের মূল্য নাই, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, ইহাই তাঁহার আদেশ। নিম্নশ্রেণীর মস্তকে উচ্চশ্রেণী আরোহণ করি[illegible] ইহাই উন্নতি,—ইহাই ক্রমবিকাশের নিয়ম। আ[illegible] যদি এই প্রাকৃতিক বৈষম্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আ[illegible] দের স্বকপোল-কল্পিত একটী সাম্যনীতি অবলম্বন ক[illegible] তাহা হইলে কি আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ ক[illegible] সমস্ত উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিব না?

উদাহরণ স্বরূপ আমরা স্ত্রী-পুরুষের বিষয় গ্র[illegible] করিতেছি। জীব-জগৎ মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুইটী [illegible] জাতি বিদ্যমান, উভয়ের মধ্যে স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, পুরুষজা[illegible] বলবান্। প্রকৃতির কি ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, দু[illegible] স্ত্রীজাতি বলবান পুরুষজাতির অধীন হইবে? উ[illegible] সেরূপ জীবের জন্য বাঁচিয়া থাকে, পশুপক্ষী সে[illegible] মানব জাতির জন্যই বিদ্যমান আছে, সেইরূপ স্ত্রীজা[illegible] কেবলমাত্র পুরুষজাতির জন্যই জীবন ধারণ করিতেছে, [illegible] ইহাই কি প্রতীত হয় না? এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, [illegible] পুরুষের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটা কি?—সামাজিক জী[illegible] স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়? এই গুরুতর প্রশ্নের উ[illegible] সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশ কাল পাত্র অনুসারে বিশেষ [illegible] ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীজাতির জীবন পুরুষ-জা[illegible] নিমিত্ত। পুরুষের কার্য্য করিয়া, পুরুষের ব্যব[illegible] আসিয়া নারীগণ তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে[illegible] "স্বাধীন নারী" ইহা একটী অস্বাভাবিক কথা। বাইবে[illegible] কথিত আছে, ঈশ্বর প্রথমে নিজ প্রতিকৃতি সদৃশ পুরু[illegible] সৃষ্টি করিলেন এবং পুরুষের ব্যবহারের জন্য পুরু[illegible] দেহের এক খণ্ড অস্থি লইয়া স্ত্রীকে নির্ম্মাণ করিলে[illegible] ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে বাইবেলের মতে [illegible] অস্তিত্ব পুরুষের জন্য। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রেও এ[illegible] শ্লোক আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে বাল্যকালে স্ত্রী পি[illegible] অধীন থাকিবে, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পু[illegible] অধীন থাকিবে। পুরুষের অধীন থাকাই স্ত্রীজা[illegible] ধর্ম্ম। মত সম্বন্ধে যাহাই হউক, কার্য্যতঃ কিন্তু স[illegible] দেশে—আদিম সময় হইতে এই নীতি অবল[illegible] হইয়া আসিতেছে। এরূপ কোন দেশ অথবা এ[illegible] কোন সময়ের কথা আমরা অবগত নহি যথায় স্ত্রীজা[illegible] [illegible]ল্পাধিক পরিমাণে পুরুষের অধীন নহে। কেহ কেহ যুক্তি উত্থাপিত করেন যে স্ত্রীজাতির পক্ষে পুরুষের অধীন থাকা স্বাভাবিক না হইলে এই প্রথা নির্ব্বিবাদে সকল দেশে আদিম কাল হইতে কি প্রকারে [illegible]লিয়া আসিতেছে? সকল দেশে এক প্রথার প্রচলন দ্বারা সেই প্রথার স্বাভাবিকতা ও যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয় না কি? পণ্ডিতবর জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Subjection of Woman নামক পুস্তকে এই যুক্তির উত্তরে বলিয়াছেন, যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক এক সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করিয়া নিজ নিজ দেশে এই প্রথা প্রচলিত ও নিজ নিজ দেশের ব্যবহার-শাস্ত্রের (আইন) অঙ্গীভূত করে নাই। বিধি বিধানের পূর্ব্ব হইতে,—সমাজনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহার-শাস্ত্রের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে স্ত্রীজাতি দৈহিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল থাকায় পুরুষজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে;—কারণ সেই আদিম সময়ে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতির পার্থক্য লোকে অনুভব করিত না,—"জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই তখন বলবতী,—সকলে এই নীতিরই উপাসনা করিত। যে দুর্ব্বল ছিল, তাহার পক্ষে বলবানের দাসত্ব করা ভিন্ন তাহার প্রাণরক্ষার উপায় ছিল না। সেই প্রাচীন যুগে স্ত্রীজাতি কেবলমাত্র কায়িক ক্ষমতার ন্যূনতা বশতঃই পুরুষজাতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। স্ত্রীজাতির পরাধীনতা এইরূপে প্রাচীনকাল হইতে সমাজ-মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। যে সময়ে সমাজে বিধি বিধানের উদয় হইয়াছে, সেই সময়ে সমাজ স্ত্রীজাতির এই বহুকালব্যাপিনী পরাধীনতার যুক্তিযুক্ততা বিচার না করিয়া ঐ প্রথাকে নিজের বিধি বিধানের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। কেবল যে হিন্দুশাস্ত্র স্ত্রীজাতির অধিকার কাড়িয়া লইয়াছেন তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহে অনেক প্রধান প্রধান বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই। শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, অধিকার কাড়িয়া লইয়াছেন, একথা বলা ঠিক নহে। যে সকল অধিকার হইতে স্ত্রীজাতি পূর্ব্ব হইতে বঞ্চিত ছিলেন, শাস্ত্রকারগণ কেবল সেই অধিকার না থাকার কথাই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন রীতি নীতি তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কোন নূতন রীতি আবিষ্কৃত অথবা গঠিত করেন নাই। মিল সাহেব এই প্রকারে দেখাইয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থে স্ত্রীজাতির অধীনতার বিষয় লিপিবদ্ধ থাকার জন্য স্ত্রীজাতির পরাধীনতার স্বাভাবিকতা অথবা যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ হয় না। তাঁহার মতে এরূপ অস্বাভাবিক অন্যায় অবিচার জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

সামাজিক জীবনে নারীজাতির স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর মত দৃষ্টিগোচর হয়। সেই মতবাদীরা বলেন, মহিলাগণ সমাজের দাসী নহেন, তাঁহারা সমাজের দেবী। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি, পুণ্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, দয়া, মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা পুরুষদিগের পূজনীয়। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" "যে সকল পুরুষ কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদের নারীপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই নারীপূজা কেবল যে প্রাচীন ভারতে দৃষ্টিগোচর হয়, এমন নহে। ইউরোপেও Chivalry যুগে এই স্ত্রীপূজার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এই নারীপূজা দেবতা (মূর্ত্তি) পূজার মত পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত। পৌত্তলিকতা কাহাকে বলে? একটী নির্জীব বা জড়প্রায় বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অন্ধভক্তির নামই ত পৌত্তলিকতা। যদি আমরা নারীজাতির অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি সাধনে চেষ্টা না করিলাম, যদি তাঁহাদিগকে উচ্চ অধিকার না দিলাম, যদি তাঁহাদিগকে সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিলাম, তবে তাঁহাদিগের পূজা করিয়া ফল কি? সেই নীরস অর্থহীন পূজাদ্বারা নারীজাতির কোন্ ইষ্ট সম্পাদিত হইবে? তাঁহাদিগের কোন্ অভাব দূরীকৃত হইবে? প্রকৃত পক্ষে ভগবানের রাজ্যে কোন জাতি অপর জাতির পূজ্য নহে, কিংবা সেবার দাসও নহে, উভয়েই সমান;—উভয়েই সমাজ-শরীরের একটী প্রধান অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত। যেরূপ 'ইতর' জীবের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান নাই, উভয়েই সমান, সেইরূপ মানবজাতির মধ্যেও

স্ত্রীপুরুষভেদে অধিকারভেদ না থাকাই উচিত। মানব সমাজে আমরা কেবলমাত্র লিঙ্গভেদ হেতু যে প্রকার জাতিভেদ দেখিতে পাই,— সেরূপ ভেদ অপর কোন জীব-সমাজে নাই। পাশব শক্তির রাজত্বকাল শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগ মানসিক শক্তির রাজত্ব-কাল, তবে স্ত্রীজাতি কেবল মাত্র শারীরিক বলের ন্যূনতা বশতঃ পুরুষদিগের সহিত সমাজে তুল্যাধিকার না পাইবে কেন?

এই সকল কারণে আমরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। যে স্বাধীনতার রস পুরুষেরা চিরকাল হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন, স্ত্রীজাতি তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে কেন? মনুষ্য ভিন্ন আর কোন জীবের মধ্যেই স্ত্রীগণ স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত নহে। সৃষ্টির সার উন্নত মানবজাতির মধ্যেই তবে কেন তাহারা স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত থাকিবে?

স্বাধীনতার অর্থ কি? যে দেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, সে দেশের লোকে বলিবে যে স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ তাহাদিগকে অবরোধ হইতে মুক্ত করা, তাহাদিগকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনা। অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া সূর্য্যরশ্মি ও মুক্ত বায়ু সেবন করা যে অতি সুখকর ব্যাপার তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশের মহিলাগণ দীর্ঘকাল গৃহ-পঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া এমন 'পোষ' মানিয়া গিয়াছেন যে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে পদার্পণ করিতে অনিচ্ছুক,—গৃহাভ্যন্তরে থাকাই তাঁহারা সুখ মনে করেন। পুনশ্চ, মহিলাগণ পুরুষদিগের মত সমাজিক কার্য্যক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অবতীর্ণ হইবার অধিকারী নহেন,—তবে তাঁহারা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া কি করিবেন? আমাদের মতে, কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষদিগের নিমিত্ত যেরূপ উন্মুক্ত রহিয়াছে, নারীজাতির জন্যও তদ্রূপ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া,—যহাতে তাঁহারা সমাজের কার্য্য করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইতে পারেন,—ইহাই স্ত্রীস্বাধীনতার মর্ম্ম। স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা ও স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাধীন জীবি সর্ব্ববিধ উপায় বদ্ধ করিয়া দেওয়া,—ইহাই স্ত্রীজা পরাধীনতা,—ইহাই তাঁহাদের দাসত্ব। সরল ভা বলিতে গেলে আমাদিগের মতে তাঁহরা চাকরী ক ব্যবসায় বাণিজ্য করুন এবং পুরুষদিগের মত স্বা ভাবে জীবিকার্জ্জন করুন; পুরুষদিগের মুখাপে হইবেন না; রাজ্য-শাসন-বিভাগেও তাঁহারা পুরুদি সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ত হউন। এক কথ সমাজে স্ত্রী পুরুষের উচ্চ নীচ ভেদ উঠিয়া যাউক।

আমাদের এই কল্যাণকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনে তীব্র প্রতিবাদ করিবেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রী পুরু প্রকৃতিভেদে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রেরও ভেদ হইয়া সর্ব্বপ্রকার শান্তি, সরলতা, প্রীতি, পুণ্যের আগার 'গৃহ', স্ত্রী তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সামাজিক রাজনৈতিক জীবন-সংগ্রামে তাঁহাদিগের স্থান না পুরুষদিগের প্রকৃতি কঠোর,—সামাজিক এবং রা নৈতিক জীবনসংগ্রামে রত হওয়া কেবল তাহাদি পক্ষেই সম্ভবপর। আমরা কোমলাঙ্গী ও কোমল নারীদিগকে যদি সেই কঠোর জীবনসংগ্রাম-ক্ষে আনি, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের স্নিগ্ধ নারী হারাইয়া কঠোর পুরুষভাব অবলম্বন করিবেন না কি?

"কঠোর পরুষ রুদ্র পুরুষ-পরাণ,
কোমল ললিত স্নিগ্ধ ললনাহৃদয়,
দাম্ভিক তেজস্বী নর বজ্র হ'তে টান,
নারী সুকুমারী জিনি নব কিশলয়"

আমরা স্ত্রীজাতির এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নষ্ট করি একটী অস্বাভাবিক 'সামঞ্জস্যের (?)' সূত্রপাত করিব কি? এক সময়ে স্বাধীনতাপ্রিয় আমেরিকা দে নারীগণ পুরুষদিগের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষ হইবা অভিপ্রায়ে নারী-পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করি পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা নি হইতে নারীগণকে জীবনসংগ্রামে টানিয়া আনিয়া এ অস্বাভাবিকতার সূত্রপাত করিব না কি?

আমরা এই মতবাদীর সহিত একমত হইবার জ সর্ব্বদা প্রস্তুত,—প্রস্তুত কেন লালায়িত। কিন্তু হায় সংসার কি এতই সুখের স্থান যে আমরা ইচ্ছা করিলেই জীবনসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি? দি মানুষ ইচ্ছা করিলেই জীবনসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিত এবং বিরলে বসিয়া হৃদয়-উদ্যানের স্নিগ্ধ কোমল কুসুমসমূহের বিকাশ এবং বৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে স্ত্রীলোক কেন, কোন্ পুরুষ কঠোর জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইত? এ সংসার সে প্রকার সুখের সংসার নহে। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে আমাদিগকে সকল সময়ে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি তাহা দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ের কোমলতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্ট হয়, হউক, কিন্তু আমরা ত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইব না? তাহাই পরম লাভ।

যাঁহারা কোমল-কলেবরা ও কোমল-হৃদয়া নারী-দিগকে জীবনসংগ্রাম হইতে দূরে রাখিবার অভিলাষী, তাঁহারা নারীদিগের জীবিকানির্ব্বাহের কি বন্দোবস্ত করেন, দেখা যাউক। তাঁহাদের মতে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করাই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম। সন্তান-সন্ততির লালন পালন, পরিবারবর্গের সেবা সুশ্রূষা, ইহাই স্ত্রীজাতির কর্ম্ম। জীবনসংগ্রাম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিবাহরূপ যে ব্রহ্মাস্ত্র নারীজাতির হস্তে প্রদত্ত হইল, তাহার বিষয়ে একটু আলোচনা করা উচিত। কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই বিবাহ যে একটী স্বভাবিক ব্যাপার, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু গত্যন্তর রহিত হইয়া বিবাহ করা,—স্বাধীন ভাবে জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় নাই, অতএব 'পেটের দায়ে' বিবাহ করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় জগতে দ্বিতীয় নাই। বিবাহের জন্য পাত্র আবশ্যক, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া ত আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। পুনশ্চ, স্ত্রীজাতির পক্ষে বিবাহ অনেক স্থলে এত শোচনীয় ব্যাপার, যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিলে কদাপি বিবাহ করিত না। এ সকল স্থলে যত্র তত্র কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করা কি অতিশয় শোচনীয় ব্যাপার নহে? অনেক সময়ে, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে, বিবাহ একটী বিষময় ব্যাপার হইয়া পড়ে। এরূপ অস্বাভাবিক মিলনের হস্ত হইতে কন্যার পক্ষে মুক্তি পাওয়ার কি উপায় রাখা হইয়াছে? পিতৃগৃহে পলায়ন, পিতার গলগ্রহ হওয়া, অথবা যাহা অনেক সময় হইয়া থাকে, বিষদ্বারা এইবিষময় জীবনের অবসান করা উপায় হইয়া পড়ে!

পুরুষজাতির গলগ্রহ না হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হওয়া নারীজাতির পক্ষে কি বিষম অভিশাপ! আদিম রমণী ইভের পাপ হইতেই কি নারীজাতির এই দুর্দ্দশা? আমি যদি আমার কোন একটী অঙ্গকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকল করিয়া দিই, তাহা হইলে সেই অবশ অঙ্গ আমার অন্যান্য অঙ্গকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহাদের ভারস্বরূপ হইবে না কি? আমরা অনেক সময়ে সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধে নানা প্রকার তর্ক উত্থাপন করি, কেন না সন্ন্যাসিগণ সমাজের উপার্জ্জনে সাহায্য করেন না অথচ সমাজ তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়। বহুসংখ্যক বলিষ্ঠ কার্য্যক্ষম লোকের পক্ষে সমাজের ভারস্বরূপ হওয়া অত্যন্ত শোচনীয় বিষয়, সন্দেহ নাই। যদিও আমরা সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধে এই প্রকার তীব্র তর্কজালের অবতারণা করিয়া থাকি, তথাপি আমরা সমগ্র মানব সমাজের অর্দ্ধেক বা তদপেক্ষা অধিক যে মহানারীজাতি—তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উপার্জ্জন হইতে বঞ্চিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। ইহাদ্বারা কেবল যে নারীজাতিরই দুঃখ, তাহা নহে, ইহার ফলে সমগ্র পুরুষজাতিও দায়গ্রস্ত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

বোলপুর।*

বর্ত্তমান সময়ে বোলপুরের নাম শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নহে। বোলপুর একটা খুব বৃহৎ স্থান নহে। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত, লক্ষকোটি মানবের

* লুপ লাইনের উপর কলিকাতা হইতে ৯৯ মাইল দূরে বোলপুর অবস্থিত। ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত।

পদরেখাঙ্কিত, বিভিন্ন জাতীয় শকটশব্দে মুখরিত রাজপথ সেখানে একটীও নাই। আছে দুই চারিটী অপ্রশস্ত, উপলবহুল বন্ধুর পথ। সেই পথে পথিকের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। দু'একখানি গো-যান সময়ে সময়ে এই জনবিরল পথগুলির বক্ষে আঘাত করিয়া তাহাদের সহজ সুপ্তিকে ভাঙিয়া দেয়।

বোলপুর স্থানটী ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গদেশের এক মহা-পুরুষের নামের সহিত ইহার নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথমে ধ্যান ধারণার পক্ষে অনুকূল বলিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই খানেই তাঁহার দীক্ষা হয়। সে আজ অনেক দিনের কথা। তার পর বিগত কয়েকবৎসর হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয় সেখানে বাস করিতেছেন। রবিবাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পর্কে বোলপুরের নাম সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনার বহুকাল পূর্ব্বে মহর্ষির শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু শান্তিভিখারী ব্যতীত অতি অল্প লোকেই "শান্তিনিকেতনের" সংবাদ লইত।

কাউপারের নামের সহিত অল্নির (Olney) নাম যেমন বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নামের সহিত যেমন গ্র্যাস্মিয়ারের (Grasmere) নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে, আজকাল রবিবাবুর নাম করিলে তেমনি বোলপুরের নাম সকলের মনে পড়ে।

গত বৎসর ভাদ্র মাসে বোলপুর গিয়াছিলাম। বোলপুর যাত্রার দিন প্রাতঃকাল হইতেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। লুপ্ মেলে যাত্রা করি। আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম সেই গাড়ীতেই কয়েকজন স্বদেশী-প্রচারক বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর পৌত্র দীনেন্দ্রনাথও সেই ট্রেণে বোলপুর যাইতেছিলেন।

বোলপুর, পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ট্রেণ অজয়-নদের পুল অতিক্রম করিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় অজয়কে দেখিয়া বঙ্গের আর এক কবির কথা মনে পড়িল। অজয়ের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে বঙ্গের সুকবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী কবিত্ব পদলালিত্যে অজয়কে অমর করিয়া গিয়াছেন। জয়দেবে কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—

"চন্দ্রকচারুময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডলবলয়িত কেশম্।
প্রচুর পুরন্দর ধনুরনুরঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশম্॥"

যাক্। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, রবিবাবুর প্রেরি লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কি তি ছিল মনে নাই। তখন ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্য হই ক্ষীণ জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীনেন্দ্রনাথ ও আ গোযানে উঠিলাম।

যখন রবিবাবুর আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন রা আটটা হইবে। কবিবর তখন আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদী চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে বসি বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন, তাঁহার দ্বারা সস্নেহে গৃহী হইলাম।

বিশ্রাম ও আহারাদির পর রাত্রে অনেকক্ষণ শা নিকেতনের উদ্যানপথে একাকী বেড়াইয়াছিলাম সেই রাত্রির কথা জীবনে ভুলিব না। নিকটে ও দূ উপলবহুল বন্ধুর ভূমি, দেখিতে যেন ঠিক ছোট ছো পাহাড়ের মত। উদ্যানপথের দুই পার্শ্বে মেহদিগাছে শ্রেণী। তখনও তাহার পত্ররাজি হইতে বৃষ্টির ঝরিতে ছিল। আর এ সকল ছাড়া মহর্ষির পবিত্র-স্ম সেই গভীর রাত্রিতে মনের কাছে খুব স্পষ্ট হই উঠিতেছিল। সেই উদ্যানের শ্যামস্নিগ্ধ পল্লবরাজি মধ্যে সেই উদ্যানপথের প্রত্যেক বালুকণা ও নির প্রবহমান বর্ষাবায়ুর প্রতি হিল্লোলের মধ্যে যেন স্বর্গীয় মহাত্মার পবিত্র শব্দ অনুভব করিতেছিলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়াই শান্তিনিকেতনের উদ্যান প্রদক্ষি করি। মহর্ষি যেখানে ধ্যান ধারণা করিতেন সে স্থান উদ্যানের এক নিভৃত অংশে অবস্থিত। ঘন শাখাপল্ল বিশিষ্ট সপ্তপর্ণ বৃক্ষের তলে একটী সুন্দর মর্ম্মরবেদি দেখিতে পাইলাম। ঐ বেদীই মহর্ষির আসন ছিল শুভ্র বেদীর উপর বৃষ্টিজলসিক্ত কয়েকটী ফুল পড়ি ছিল। চারিদিক স্নিগ্ধ সৌরভে পূর্ণ। সেই বেদী নিকট দাঁড়াইয়া মনের মধ্যে একটু অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা

বিত্রতার ভাব অনুভব করিলাম। সপ্তপর্ণ বৃক্ষের াণ্ডে লিখিত রহিয়াছে, "কর তাঁর নাম গান।" বেদিকা-লগ্ন আর একটী শিলাখণ্ডে লিখিত রহিয়াছে—

"তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।"—

ফিরিবার সময় দেখিলাম ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মার্জ্জনী হস্তে গৃহ মার্জ্জনা করিতেছে। দূরে শঙ্খ ও টাধ্বনি হইতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির হইতে ললিত কণ্ঠে বেদপাঠ শুনিতে পাইলাম। উদ্যানে নে স্থানে ফুলের টবেও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পদ সকল খিত রহিয়াছে, দেখিলাম সেই প্রভাতে চারিদিকেই পূজার অনুকূল ভাব অনুভব করিলাম। কেহ যেন ন্তরালে থাকিয়া প্রতিনিয়ত বিশ্বরাজের পূজার উপচার াগাইতেছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে চারি ঘণ্টার অধিক কাল রবি বাবুর সহিত টাইয়াছিলাম।

অপরাহ্নে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। জেন্দ্র বাবু শান্তিনিকেতন হইতে অল্প দূরে স্বতন্ত্র াড়ীতে বাস করেন। তাঁহার নিকট গিয়া দেখি, ানশক্তি রহিত হইয়াও তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দর্শন স্ত্রের গ্রন্থ মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া লক্ (hemlock) পান করিবার পূর্ব্বে সক্রেতিশের ানপিপাসার কথা মনে পড়িল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর সেই স্নেহ ব্যবহার ও সাদর নিমন্ত্রণের কথা কোন দিন লিতে পারিব না।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। নি এই দিন সুখদুঃখানুভূতি (sensation of plea-re and pain) সম্বন্ধে তাঁহার নূতন মত ব্যক্ত রেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্য্য ও ত্রগণকে লইয়া একটী ক্ষুদ্র সভা হইয়াছিল। তিনি শদ ভাবে এই নূতন মতের (theory) ব্যাখ্যা রেন ও তাঁহার অসংখ্য পরীক্ষার (experiment) ফল কলকে দেখাইয়া চমৎকৃত করেন। তাঁহার এই নবাবিষ্কার শীঘ্রই মনোবিজ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী কিংবা সফলতা সম্বন্ধে কেহ কিছু লেখেন, ইহা রবি বাবুর ইচ্ছা নয়। তিনি বর্ত্তমান লেখকের নিকট একাধিক বার এ বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিলাম না। মোটের উপর আশ্রমবাসী ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভালই দেখিলাম। ছাত্রসংখ্যাও তখন অশীতির উপর। পাঠনাপ্রণালী অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত নয়। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। উপযুক্ত আচার্য্য সকলের হস্তে বালকদিগের ভার অর্পিত হইয়াছে।

রবি বাবু একাকী শান্তিনিকেতনের উদ্যানপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহার সহিত আর কেহ থাকেন না। তিনি এখন যথাসম্ভব বন্ধনমুক্ত অবস্থায় বাস করিতেছেন। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব হইলেও তাঁহাদিগকে শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে থাকিতে হয়। আচার্য্য বসু মহাশয় রবি বাবুর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইলেও তাঁহার বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে জীবহিংসা কিংবা অন্য কোন প্রকার তামসিক অনুষ্ঠান একেবারে নিষিদ্ধ।

যেদিন প্রভাতে কবিবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলাম সেদিনকার কথা বড় মনে পড়ে। প্রভাতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। মালীদের উপর গোযান প্রস্তুত রাখিবার ভার ছিল। তাহারা বিলম্ব করিয়া ফেলায় রবি বাবু আসিয়া তাহাদের খুব তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারটুকুর মধ্যেও এমন একটু মিষ্টত্ব ছিল যাহা আর কাহারও তিরস্কারে অনুভব করি নাই। মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরস্কারের মধ্যে এইরূপ একটু মিষ্টত্ব ছিল।

পথে দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল। দূর হইতে রবি বাবুর ক্ষুদ্র গৃহখানি শ্যামল তরুরাজির কোলে আঁকা কোন তাপসের শান্তিপূর্ণ আশ্রম বলিয়া মনে হইতেছিল।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর ও

সমাধিক্ষেত্র ব্রিষ্টল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ ও মাইকেলের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি প্রভৃতির ন্যায় বোলপুর অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাহারও জন্মস্থান বা সমাধিক্ষেত্র না হইলেও এক দিন উহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র ও কবিবর রবীন্দ্রনাথের শান্ত আশ্রম ও কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অভীষ্ট তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

ব্রত-সংরক্ষণ।

সরলা এবং নলিনী মন্দির হইতে বাহির হইয়া পর দিন এবিষয়ে কথা বলিবেন ঠিক করিলেন।

পর দিন সরলা নলিনীদের বাড়ী গেলে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সরলা বলিলেন—"মহাপুরুষেরা এরকম করতেন বলে' কিছুতেই আমার মনে হয় না। অন্য লোককে আমি কিছু কর্‌তে বল্‌তে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয়, মহাপুরুষেরা এই প্রস্তাব গ্রহণ কর্‌তেন না।"

নলিনী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কি কর্‌বে?"

"এখনো জানি না। কিন্তু আমি এই প্রস্তাব অস্বীকার করব বলে ঠিক করেছি।"

সরলা তাঁহার কোল হইতে একখানি চিঠি উঠাইয়া লইয়া আবার পড়িলেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের এক ধনী-গৃহিণী চিঠিখানি সরলাকে লিখিয়াছেন। তাঁহারা মহাড়ম্বরে এক থিয়েটারের আয়োজন করিতেছেন। সরলাকে তাহাতে গান গাহিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। সেই রবিবার—যে দিন মন্দিরে সেই আগন্তুকটি আসিয়াছিল—সেই রাত্রে তিনি সরলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সরলার যে পিতা নাই এবং তাঁহারই উপার্জ্জনে যে তাঁহাদের সংসার চলে তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। চিঠিতে টাকা দিবার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছি[লেন।] সরলার ন্যায় কণ্ঠস্বর যে এইরূপ স্থানেই ব্যবহৃত হ[ওয়া] উপযুক্ত চিঠিতে তাহাও ছিল এবং তিনি যত শীঘ্র [সম্ভব] উত্তর চাহিয়াছিলেন।

সরলা চিন্তাপূর্ণভাবে বলিতে লাগিলেন—"এ বি[ষয়] ঠিক করা কঠিন। সেখানে ধনী ব্রাহ্মদের বোধ হয় সকলেই যাবেন, তাঁরা সকলেই ভাল লোক বিখ্যাত। তা'ছাড়া বাইরের লোকও বোধ হয় শত আসবেন। আর যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁ[রা] প্রশংসিত লোক। আমি সেখানে গায়িকারূপে অনুরুদ্ধ হয়েছি। টাকা তাঁরা যথেষ্ট দিতে চেয়ে[ছেন।] কিন্তু আমার মনে হয়, মহাপুরুষেরা সুস্বরের প্রতিভার এই রকম ব্যবহার করতেন না। তুমি মনে কর?"

নলিনী বিষণ্ন মুখে একটু হাসি আনিয়া বলি[লেন—] "তোমার বিষয় স্থির করতে নিশ্চয় আমাকে বল্‌বে[না।] আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, এ সম্বন্ধে আ[মা]দের প্রত্যেককে নিজের বিষয় নিজেই ঠিক ক'রে নিতে [হবে] তা আমার ঠিক মনে হয়। 'মহাপুরুষেরা কি কর[তেন'] এই প্রশ্ন আমার কাছে আরও কঠিন, সরলা।"

সরলা উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়া[ইলেন] এবং রাস্তার দিকে তাকাইলেন। নলিনীও আ[সিয়া] পাশে দাঁড়াইলেন।

রাস্তা জনতাপূর্ণ, তাঁহারা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হঠাৎ নলিনী বলিয়া উঠি[লেন—] "সরলা, তুমি যখন 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' প্রশ্ন কর, তখন লোকের এই অবস্থার বি[ষয়] দেখে তোমার মনে কি হয়? আমরা বৎসরের বৎসর স্বচ্ছন্দে খেয়ে' পরে', বৃথা আমোদে দিয়ে, বিলাসিতা ক'রে, আর সময় সময় [নিজের] বিবেককে বোঝাবার জন্য, কিছু কিছু দান —(নিজের স্বার্থে যা'তে আঘাত না লাগে [এমন] ভাবে) কাটিয়েছি, এই চিন্তা আমায় পাগল ক[রে।] আমি এই সহরের খুব ভাল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক[রেছি,] জনসমাজে বড় লোকের মেয়ে আর অতুল [ঐশ্বর্য্যের] উত্তরাধিকারিণী রূপে সম্মানিতা হয়েছি। এই অবস্থা [সা]ধারণ লোকের কাছে লোভনীয়। আমি আমার [ই]চ্ছানুসারে কাজ করতে পারি, পার্থিব প্রায় প্রত্যেক অভাব বা ইচ্ছাই পূর্ণ করতে আমি পারি, কিন্তু তবুও [য]খন আমি মহাপুরুষদের কথা ভাবি, আর আমার গত জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, আর জীবনের অবশিষ্ট দিনও এই ভাবে কাটাব বলে মনে করি—শত শত [ধ]নীরা যেমন কাটান—তখন পৃথিবীতে আমার মত [স্ব]ার্থপর, অপদার্থ জীব আর দেখি না। আমি কয় [স]প্তাহ যখনই রাস্তার দিকে তাকাচ্চি নিজের প্রতি প্রবল ধিক্কারের ভাব মনকে অভিভূত করছে।"

নলিনী ফিরিয়া ঘরের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন। সরলা তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তাঁহার নিজের প্রতি ধিক্কারও বাড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহার ঈশ্বর-[দ]ত্ত প্রতিভাকে কোন্ কাজে লাগাইয়াছেন? প্রকাশ্য [স্থ]ানে গান গাওয়া, সুন্দর সাজ পোষাক করা, সাধারণের [প্র]শংসা লাভ করা ও বিখ্যাত গায়িকারূপে খ্যাত হওয়া—ইহাই কি তাঁহার কণ্ঠস্বরের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার? [ম]হাপুরুষেরা কি এই করিতেন?

তিনি নিজের সুস্বরের বিষয় জানিতেন এবং তিনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন তাহা হইলে জনসমাজে সুপরিচিত হইবেন এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, ইহাও জানিতেন। নলিনী এখনি যাহা বলিলেন তাহা সরলার হৃদয়কে যাতনা দিতে লাগিল; কারণ এই দুই বন্ধু আপনাদিগকে একই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।

বলা বাহুল্য, রায়-পরিবার সাহেবিয়ানার দৃষ্টান্তস্থল। ডিনারের সময় হইল। তাঁহারা দুই জন উঠিয়া গেলেন। টেবিলে আরও দুই জন ছিলেন—নলিনীর দিদিমা ও তাঁহার দাদা সুধীর রায়।

নলিনীর দিদিমা—শ্রীমতী বিধুসুন্দরীর বয়স ষাটএর কম হইবে না, কিন্তু তাঁহার সাজ সজ্জা দেখিয়া তাহা মনে হয় না। তিনি যে একসময় বেশ সুন্দরী ছিলেন তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। ধনী লোকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহার সমস্তগুলিই তাঁহাতে ছিল। আর

সুধীর অতি সুশ্রী যুবক, দিনের অধিকাংশ সময় ক্লাবে কাটানো ও আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়া এবং সরলা বসুর উপর এক অস্বাভাবিক প্রশংসার ভাব ছাড়া তাহার আর কোন কাজ নাই। যে দিন সে জানিত যে সরলা তাহাদের বাড়ীতে আসিতেছেন সেদিন তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে দেখা যাইত না।

এই তিন জন লইয়া রায়-পরিবার। নলিনীর পিতার অগাধ ধন ছিল। নলিনী যখন বালিকা তখনি তাঁহার মাতাকে হারাইয়াছিলেন। গত বৎসর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বিধুসুন্দরী নিজেই এই পরিবারের সম্পত্তি রক্ষা করেন। এই বিষয়ে নলিনীরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

সরলা ছেলেবেলা হইতে এই পরিবারের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর বাড়ীতে নলিনীর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা অনেক বার কল্পনা করিয়াছেন। আজ আহারের সময়, নলিনী একটু আগে যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে করিয়া, তিনি মাতামহী ও দৌহিত্রীর মধ্যে যাহা ঘটিবে তাহাই মনে মনে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিলেন।

সুধীর বলিল—"মিস্ বসু, শুন্‌লাম আপনি ওঁদের ওখানে গান গাইতে যাচ্ছেন? আমরা সকলেই নিশ্চয় খুব সুখী হব।"

সরলা মনে মনে বিরক্তি অনুভব করিলেন।

তিনি বলিলেন—"আপনাকে কে বলেছে?"

"শুনলাম। তা'ছাড়া, সে দিন মিসেস্ সেন মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন, তিনি কখনও উপাসনায় যোগ দিতে মন্দিরে যান না, সেখানে উপাসনার চেয়ে ভাল শোনবার জিনিস আছে, তাই তিনি গিয়েছিলেন।"

সরলা ধীর ভাবে বলিলেন—"আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি না।"

"বড় দুঃখের বিষয়। আপনার যাওয়া উচিত। সকলেই আপনার গানের কথা বল্‌ছে।"

এবার সরলা সত্য সত্যই রাগিলেন। তিনি কিছু বলিবার আগেই নলিনী বলিয়া উঠিলেন—"সকলে বল্‌তে তুমি কা'কে কা'কে বোঝ?"

"কাকে!—যারা রবিবারে মিস্ বসুর গান শোনে। অন্য কোন্ সময় তা'রা এঁর গান শুন্‌তে পায়? এটা একটা great plty (অত্যন্ত দুঃখের বিষয়) যে মন্দিরের বাইরের লোক মিস্ বসুর গান শুন্‌তে পায় না।"

সরলা একটু উদ্ধত ভাবে বলিলেন—"অন্য কোন বিষয়ে কথা বলুন।" বিধুসুন্দরী তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন এবং অত্যন্ত ভদ্র ভাবে বলিলেন—

"সরলা, সুধীর কখন মিথ্যা তোষামোদ করে না। এ বিষয়ে সে তা'র বাপের মত। কিন্তু আমরা সকলেই তোমার plan (কার্য্যপ্রণালী) জান্‌তে চাই। আমাদের এটুকু জিজ্ঞাসা করবার right (অধিকার) আছে, তুমি জান। নলিনীর কাছ থেকে আমরা এই প্রস্তাবের বিষয় শুনেছি।" নলিনী সরলার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, এটা প্রকাশ্য বিষয়। এ বিষয় অনেকেই জানেন।"

সরলা ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"হাঁ, এবিষয়ে নলিনী আর আমি কথা বল্‌ছিলাম। আমি যাব না ঠিক করেছি।"

সরলা বুঝিতে পারিলেন যে এইরূপ কথাবার্ত্তা তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার দ্বিধাকে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে। সুধীরের বাক্য এবং বাক্যের ভঙ্গীই তাঁহার এই মতকে এত শীঘ্র দৃঢ় করিয়া দিল।

বিধুসুন্দরী—"তোমার না যাওয়ার কারণ কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, সরলা? তোমার মত ছেলেমানুষের পক্ষে এটা একটা বিশেষ সুযোগ। তুমি কি মনে কর না, যে সর্ব্বসাধারণের তোমার গান শোনা উচিত? আমি এবিষয়ে সুধীরের সঙ্গে এক মত। তোমার মত কণ্ঠস্বর শুধু মন্দিরে গাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।"

সরলা বসু স্বভাবতঃই অতি চাপা প্রকৃতির মেয়ে। তাঁহার মত কিংবা চিন্তা প্রকাশ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন। তাঁহার জীবনে কদাচিৎ অসঙ্কোচ খোলা ভাবের যে দুই একটি মুহূর্ত্ত আসিত সেইরূপ একটি মুহূর্ত্তে তিনি বিধুসুন্দরীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

"মহাপুরুষেরা এরকম করতেন না, এ বিশ্বাস ছাড়া আমার আর কোন কারণ নাই।" তিনি বিধুসু[ন্দরীর] মুখের দিকে আগ্রহের সহিত তাকাইলেন।

বিধুসুন্দরী চুপ করিয়া রহিলেন এবং সুধীর এক[...] তাকাইয়া রহিল। মাতামহী কিছু বলিবার আ[...] নলিনী বলিলেন—

"দিদিমা, তুমি জান আমরা এক বছরের জন্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছি। আমাদের অবস্থায় [...] পুরুষেরা কি করতেন তা' আমরা সহজে বুঝ্‌তে [...] না। এ বিষয় সরলাকে অনেক ভাব্‌তে হয়েছে।"

বিধুসুন্দরী নলিনীর মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ[...] চাহিয়া লইলেন; তার পর বলিলেন—

"আমি অমরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের বিষয় শুনে[...] এটা কাজে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি জানি, যাঁরা এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন তাঁরা কিছু দি[...] মধ্যেই এটা যে অসম্ভব ছাড়া আর কিছুই নয়, তা [...] বুঝ্‌বেন। সরলার বিষয় আমার কিছুই বলবার [...] কিন্তু—" (তিনি থামিলেন এবং আবার এমন কর্কশ [...] বলিতে আরম্ভ করিলেন যে সরলার কাছে ইহা [...] ঠেকিল। "আমি আশা করি, তোমার এ বিষয়ে [...] foolish notion (নির্ব্বোধ ধারণা) নেই নলিনী!"

নলিনী ধীরভাবে বলিলেন—"আমারও অ[...] আছে। এসব বোকামি কি না সেটা মহাপুরুষদের আ[...]রণ সম্বন্ধে আমার বোঝার উপর নির্ভর কর্‌ছে। আ[...] যখন এ বিষয় ঠিক বুঝ্‌তে পারব তখনি তা' কা[...] পরিণত করব।"

এই সময়ে সুধীর টেবিল হইতে উঠিয়া বলিল[...] "Conversation (কথাবার্ত্তা) আমার পক্ষে অ[...] গভীর হয়ে পড়ছে। আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি[...] Excuse me." (আমায় ক্ষমা করুন)।

সুধীর চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত কেহই [...] বলিলেন না। ভৃত্য কোন জিনিস লইয়া সেই [...] প্রবেশ করিল; বিধুসুন্দরী ততক্ষণ অপেক্ষা করিলে[ন] তাহার পর তাহাকে বিদায় করিলেন। তাঁহার অত[...] রাগ হইয়াছিল। তাঁহার রাগ অতি ভয়ঙ্কর,—এখন কে[...] সরলার উপস্থিতিতেই ইহা অনেকটা সংযত ছিল।

[...] অবশেষে তিনি বলিলেন—"আমি তোমাদের চেয়ে [ব]য়সে অনেক বড়। মিথ্যা ভাবের আবেগে তোমরা [...] প্রতিজ্ঞা করেছ তা পালন করা, আমি জানি, [অ]সম্ভব।"

নলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি মনে কর, [দি]দিমা, যে মহাপুরুষদের অনুসরণ করা যে'তে পারে [...]? কিংবা যদি আমরা তা কর্‌তে চেষ্টা করি, তা হ'লে [আ]মাদের সমাজের প্রথা এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ [ক]রা হবে?"

"এ সবের কোন দরকার নেই। এ সব তোমাদের [জ্য]াঠামী। তা ছাড়া কি করে' তোমরা—"

বিধুসুন্দরী থামিয়া গেলেন এবং সরলার দিকে [ফি]রিলেন।

"তোমার মা কি বল্‌বেন, সরলা? এটা কি বোকামি [...]? তুমি তোমার কণ্ঠস্বর নিয়ে কি করবে?"

সরলা বলিলেন—"মা কি বল্‌বেন তা এখনও জানি [...]না।" মাতার সম্ভাবিত উত্তরের কথা ভাবিতেও [...]তিনি সঙ্কুচিত হইলেন। কন্যাকে গায়িকারূপে জনসমাজে সুপরিচিত করিবার অভিলাষ যদি কোন রমণীর থাকে, তবে তিনি সরলার মাতা।

বিধুসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"ভাল ক'রে ভেবে দেখার পর এ বিষয়ে তুমি মত পরিবর্ত্তন করবে। এই প্রস্তাবে যদি সম্মত না হও, শেষে অনুতাপ করতে হবে।"

সরলা আস্তে আস্তে কি বলিলেন। তখনও যে তাঁহার মনে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে তাহারই আভাস পাওয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সরলা উঠিয়া গেলেন। এখনি যে নলিনী এবং তাঁহার দিদিমার মধ্যে এমন কথাবার্ত্তা হইবে, যাহা উভয়ের পক্ষেই অশান্তিপ্রদ তাহা তিনি বুঝিলেন। পরে তিনি শুনিলেন যে এই কথাবার্ত্তাই নলিনীকে অতি শীঘ্র তাঁহার কর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

সরলা সেখান হইতে উঠিয়া মনের মধ্যে একটা আরাম অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে ধীরে ধীরে একটি মত গঠিত হইতেছিল এবং তিনি একাকী এ বিষয় চিন্তা করিতে চাহিতেছিলেন। অন্য একটি ঘরে ঢুকিয়া তিনি বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বেড়াইয়া সুধীরকে তাঁহার পাশে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

"আপনার "thought (চিন্তাকে, disturb করতে (বাধা দিতে) দুঃখিত হচ্ছি, কিন্তু আমি অনেকক্ষণ থেকে এখানে আছি। আপনি তাতে object (আপত্তি) করেন নাই।"

সরলা সংক্ষেপে বলিলেন—"আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাই নাই।" সুধীর হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"আমি যদি কখনও আপনার চিন্তার বিষয় হ'তে পারতাম!" তাহার পর অসহিষ্ণু ভাবে, বিবর্ণ মুখে বেড়াইতে লাগিল।

সরলা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু চমকিত হইলেন না। তিনি সুধীরকে ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছেন। এমন সময় ছিল, যখন তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে পরস্পরের সহিত মিশিয়াছেন। সম্প্রতি সরলার আচরণই সেই অসঙ্কোচ খোলা ভাবকে শেষ সীমায় আনয়ন করিয়াছে। তিনি যে সুধীরের মনোযোগের লক্ষ্য, ইহাতে তিনি সময় সময় কৌতুক অনুভব করিতেন। আজ তিনি সত্য সত্যই তাহার সঙ্গ বিরক্তিকর বোধ করিলেন।

কিছুক্ষণ থামিয়া সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি কখনও আমার কথা ভাবেন, মিস্ বসু?"

সরলা একটু হাসিয়া বলিল—"হাঁ, অনেক সময়।"

"আপনি কি এখন আমার কথা ভাবছিলেন?"

"হাঁ,—মানে—হাঁ, আমি ভাব্‌ছিলাম।"

"কি ভাবছিলেন?"

"একেবারে সত্য কথা বলি, তাই কি চান?"

"নিশ্চয়।"

"তবে—আমি ভাব্‌ছিলাম, আপনি এখানে না থাক্‌লেই ভাল হ'ত।"

আশানুরূপ কোন উত্তরই না পাইয়া সুধীর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল।

"সরলা,—ওঃ! আমি জানি এ নাম আমার বল্‌বার অধিকার নেই, কিন্তু এক সময় আমি বল্‌তে পারতাম!

আপনি আমার মনের ভাব জানেন। আপনি কেন আমার উপর কঠোর ব্যবহার করেন? আগে আমার উপর আপনার একটু ভাল ভাব ছিল, আপনি জানেন—"

"অবশ্য আমরা বালকবালিকারূপে বেশ ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা বড় হয়েছি।"

সরলা এখনও তেম্‌নি সহজ ভাবে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের চিন্তা এখনও তাঁহার মনকে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করিয়াছিল। সুধীরের আগমনেই ইহা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বেড়াইলেন। জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন—রাস্তা জনতাপূর্ণ; জনতার মধ্যে সুরেশচন্দ্র যাইতেছেন।

সরলা সুরেশকে দেখিলেন। সুধীর তাঁহাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল।

সে বলিল—"আমি যদি সুরেশ বোস্ হ'তে পারতাম!" সরলার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি কিছু না বলিয়া একটু দ্রুতগতিতে হাঁটিতে লাগিলেন। সুধীর তাঁহাকে কিছু বলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তাঁহার তাহাকে বাধা দিবার শক্তি নাই! যাহা হউক, তিনি মনে করিলেন, যাহা সত্য তাহা অন্য সময় শোনার চেয়ে এখনই শোনা ভাল।

"আপনার প্রতি আমার ভাব মিস্ বসু, আপনি বেশ জানেন। কোন আশা নেই কি? আমি বোধ হয় আপনাকে সুখী করতে পারতাম। আমি অনেক বৎসর থেকে আপনাকে ভালবাস্‌ছি—"

সরলা অসহিষ্ণু ভাবে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কেন, আমার বয়স কত আপনি মনে করেন?" তিনি তাঁহার পূর্ব্বের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই অভ্যাস বশেই এমন ভাবে কথা কহিতে পারিতেছিলেন।

সুধীর বলিয়া যাইতে লাগিল—"আপনি জানেন আমি কি বল্‌ছি, আর আপনার আমার কথাকে ঠাট্টা করবার অধিকার নেই।"

সরলা একটু দ্বিধার পর বলিলেন—"এসব কথা বলা বৃথা, সুধীর। তা অসম্ভব।" এই ভাবে বিবাহ প্রস্তাব পাওয়াতে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন।

"আপনি কি—মানে—আপনি কি বলেন—আমাকে সময় দেন, আমি—"

সরলা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "না।" তাঁহার মনে হইল, ইচ্ছা না করিলেও কথাটা নিকর্কশ ভাবেই বলা হইল।

কিছুক্ষণ তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর সুধীর হঠাৎ অধিকতর গৌরবের সহিত বলিয়া উঠিল—তাহার স্বরে স্পষ্ট কোন প্রকার মহত্ত্বের সুর বাজিয়া উঠিল—

"সরলা, আমি আপনাকে আমার জীবনের সঙ্গিনী হ'তে অনুরোধ করছি। আপনি যে কখন সুখী হবেন তা'র কি কোন আশা নেই?"

"একটুও না।"

"কেন, আমাকে বলবেন কি?" সে এরূপ ভাবে এই প্রশ্ন করিল, যেন ইহার উত্তর পাইবার তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

"কোন রমণীর তার সঙ্গে যার বিবাহ হবে তার পুরুষের উপর যেমন মনের ভাব থাকা উচিত, আপনার উপর আমার তা নেই।"

"অর্থাৎ—আপনি আমাকে ভালবাসেন না?"

"বাসি না—বাস্‌তে পারি না।"

"কেন?" সে যে এই প্রশ্ন করিতে পারে ইহা সরলার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল।

"কারণ"—সত্য কথা বলিতে পাছে বড় বেশী বলা ফেলেন এই ভয়ে তিনি একটু দ্বিধা করিলেন।

"ঠিক কারণ বলুন। আমায় যে আঘাত দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী আঘাত আর দিতে পারবেন না।"

"আপনার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, এই জন্য আপনাকে ভালবাসি না ও বাস্‌তে পারি না। আপনি জগৎকে, দেশকে উন্নততর করবার জন্য কবে করেছেন? আপনার সমস্ত সময় আপনি ক্লাবে, আমোদ বিলাসিতায় কাটান। এই রকম জীবনে কোন রমণী আকৃষ্ট করবার মত কি আছে?"

সুধীর একটু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"বিশেষ কিছুই না। তবুও আমি আমার চারদিকের লোকের চেয়ে খারাপ নই, তা'দের অনেকের মতও খারাপ আমি নই। আপনার কারণ জেনে সুখী হ'লাম।"

সে হঠাৎ থামিল এবং গম্ভীর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

তীর্থযাত্রা।

এবার পূজার বন্ধে, করিলাম মনে
যাইব বন্ধুর সাথে তীর্থ পর্য্যটনে,
শুধু সংসারের চিন্তা সহরের গোল,
করিয়াছে ঝালা পালা, লভি শান্তি-কোল
জুড়াই দু দশ দিন। শুভ দিন দেখে
বাহিরিয়া গৃহ হতে কাশী অভিমুখে,
নামিলাম গুস্করায়, বন্ধুগৃহ হয়ে
যেতে হবে, যাব সাথে তারে লয়ে।
বেলা অপরাহ্নে এক গ্রাম-প্রান্তে আসি
জানিনু এ সেই গ্রাম পথিকে জিজ্ঞাসি।
করিতে বন্ধুর নাম জনেক আসিয়া
সযত্নে সে গৃহ মোরে দিল দেখাইয়া।
প্রবেশি ভবনে একি যে দিকেতে চাই
কেবল উঠান-জোড়া ধানের 'মড়াই'।
প্রকাণ্ড খড়ের পল, পুষ্ট গাভী দল
রয়েছে গোয়ালে বাঁধা, বলদ সকল
সারি দিয়া বাঁধা আছে। দূরে জন দুই
মজুর আপন মনে পাকায় 'বাবুই'।
আঙিনায় নাহি গাছ, আছে পাশে খালি
করবী দু ঝাড়, আর একটী সেফালি।
সুন্দর নিকানো তলা তুলসীর গাছে
গৃহস্থের যত্নটুকু সব পড়িয়াছে।
দেখিলাম বন্ধু মোর ঘাস লয়ে হাতে
বাছুর গুলিরে নিজে দিতেছেন খেতে।
দেখিয়া আমারে হাসি' জোরে হাত টানি'
লয়ে গেল, মার কাছে বসাইল আনি।
তখন বন্ধুর মাতা জপাহ্নিক সারি'
উঠিলেন দেখি মোরে আসি তাড়াতাড়ি।
বলিলেন 'বস বাবা, ভাল আছ বেশ,
বেলা পড়ে গেছে, কত হইয়াছে ক্লেশ।"
আহার করাতে মোরে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর
ডাকিলেন স্নেহস্বরে জননী তৎপর।
কি রন্ধন সে যেন গো দেবের প্রসাদ
খেয়েছি সে কত দিন, আজো থেতে সাধ।
আসিনু বাহিরে যবে, দাসীরে ডাকিয়া
বলিলেন "বেলি! বিধু গেছে ত খাইয়া?
ও পাড়ার মতি, আর শ্যামারা দু বোন
লয়ে ত গিয়াছে ভাত? দাঁড়ায়ে ক জন
ছিল দ্বারে, দেছ ভিক্ষা? অম্বিকের মেয়ে
পড়ে ছিল এত দিন আহা জ্বর হয়ে,
আজিকে পাইবে পথ্য, সরু চাল গুলি
দিতে ত তাহারে তুমি যাও নাই ভুলি?"
রুষিয়া বলিল দাসী, "আসিয়াছি দিয়ে
কত বার বলে খেলে যে জ্বালিয়ে।
কেহ নাই উপবাসী, খেয়েছে সবাই
ইচ্ছা হয় খাও তুমি, এ এক বালাই।"
গ্রামের লোকের কাছে শুনিলাম পরে
তখনো ছিলেন মাতা আহা অনাহারে,
গ্রামের দরিদ্র দুঃখী খেলে পরে তিনি
বেলা শেষে আতপান্ন গ্রহেণ আপনি।
সুধালে বলেন, "অন্ন যার রয়
সবারে খাওয়ায়ে তবে নিজে খেতে হয়।"
কেহ যদি করে মানা, কেহ যদি রাগে,
বলেন, "বিকালে অন্ন বড় ভাল লাগে।"
শুনিয়া বিস্মিত আমি ভাবিলাম মনে,
দূরে কেন যাব আর দেবী দরশনে?
সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা হেরিলাম আসি
এর বেশী কি দেখাবে তীর্থ বারাণসী।

ভকতি ব্যাকুল হৃদে তিন দিন ধরি,
জীবন্ত দেবীর সেই মূর্ত্তি পূজা করি,
তীর্থ ভ্রমণের কথা বন্ধুরে না বলি'
লভি' তীর্থ-ফল গৃহে আসিলাম চলি'।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

তুরস্কের নব জীবন।

বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নিদ্রিত তুরস্ক জাগিয়া উঠিয়াছে। দুর্ব্বল মানব-বুদ্ধি যাহা কল্পনা করিতেও সাহসী হয় না, বিধাতার ইঙ্গিতে সেই অসম্ভবও মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্ভব হইয়া পড়ে। যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী, অজ্ঞান-অন্ধকার ও কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া যে তুরস্ক অহর্নিশি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের লেলিহান রসনাকে রসসিক্ত করিতেছিল, বিধাতার আহ্বানে সেই রুগ্ন তুরস্ক আজ সতেজে গাত্রোত্থান করিয়াছে।

ধীরে, গোপনে তুরস্কের নবজীবনাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায় (The Young Turkish party) স্বদেশের কল্যাণের জন্য যে আত্মোৎসর্গের কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন আজ তাহার উদযাপন হইয়াছে। এই নবীন তুর্কীগণ যে এতদূর বলশালী হইয়া পড়িয়াছে, বাহিরের লোক এত দিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। শত শত নবীন তুর্কী গবর্ণমেণ্টের গুপ্ত ঘাতকের হস্তে জীবন দান করিয়াছে তথাপি দেশহিতৈষী দল ভয়ে পশ্চাৎ পদ হন নাই। তাঁহাদের সাধনা পূর্ণ হইয়াছে। তুরস্কের সোলতান তাঁহার সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আগামী নবেম্বর মাসে তুরস্কে পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন মহা বিপ্লব এত নীরবে সুসম্পন্ন হয় নাই। ইউরোপীয়গণ বলিতেছেন, ইহা শুধু শান্তপ্রকৃতি পূর্ব্বদেশীয়গণের পক্ষেই সম্ভবে। এই বিপ্লবে তুরস্কে যে নবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে ইতিমধ্যেই সেই কলহজর্জ্জরিত দেশে শান্তির বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ও মুসলমানের চির বিদ্বেষ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। সোলতানের খ্রীষ্টান ও মোসলমান প্রজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে।

সোলতান আবদুল হামিদও এই ব্যাপারে অল্প ম প্রদর্শন করেন নাই। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান গণের ধর্ম্মগুরু। রাজশক্তির সহিত এই ধর্ম্মনায়কে শক্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব বলে বলীয় করিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনও সমগ্র তুর্ক রক্তনদী প্রবাহিত হইতে পারে, যথেচ্ছাচার-প্রণালী সেই সংগ্রামে পরাস্ত হইবেই তাহা কেহ নি করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রণালী দেশের কল্যাণকর হইবে জানিতে পারিয়া স তাহাতেই সম্মত হইয়াছেন। আত্মশক্তিকে এতটা হইতে দেওয়া সোলতানের পক্ষে অল্প গৌরবের বি নহে।

তুরস্কের এই জাগরণে ইউরোপীয় রাজনৈতিকগণে ললাট গভীর চিন্তারেখায় কুঞ্চিত হইতেছে। বিলাতে সুবিখ্যাত নেশন (Nation) পত্রে লিখিত হইয়াছে:— "তুরস্ক ও পারশ্যের উত্থান-চেষ্টার প্রতি আমরা এত দি নিঃস্বার্থ ভাবে—কতকটা সহানুভূতি পূর্ণ অন্তরে —চাহিয়াছিলাম। অনেকেই মনে করিতেন, এ দেশগুলি আর জাগিবে না। কিন্তু এখন এই দে দুটীর উত্থানের ফল মিশর ও ভারতে কিরূপ কা করিবে তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সভ্য জগত মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ তুরস্কগণ যদি যথেচ্ছাচার-প্রণালী ত্যাগ করিয়া প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী অনুসারে শাসনে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে তবে তাহাদের অপেক্ষা উন্নত ভারতবাসী কেন সেই চেষ্টা করিবে না? মিশরের বিষয় আরও গুরুতর; কারণ মিশর এখনও নামতঃ তুরস্কের অধীন। অনেক বিষয়ে তাহারা তুর্কীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুরস্ক-সম্রাটের অধীনস্থ সকল দেশই প্রজাতন্ত্র প্রণালীর অধিকারী হইবে, আর মিশর—যাহা এক যুগ যাবৎ সুসভ্য ইংলণ্ডের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা ও সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে—তাহাই সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে? প্রাচ্য রাজ্যগুলির শাসন-প্রণালী যখন নিতান্ত কলুষিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল তখনআমাদের উদার যথেচ্ছাচার-প্রণালী তুলনায় সমধিক লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই সুযোগেরও অবসান হইতে পারে।"

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ভারত-মহিলার নিয়মাবলী।

১। "ভারত মহিলার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ একখানি "ভারত-মহিলা" পাঠান যায়।

৩। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের মধ্যেই পত্র লিখিতে হয়, নতুবা পরে জানাইলে কোন ফল হইবে না।

৪। বেয়ারিং বা ইনসফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

৫। উত্তরের আবশ্যক হইলে রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি পেজ প্রতিমাসে ৪৲ টাকা, অর্দ্ধপেজ ২৷৷০ আনা। কভারের পেজের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

৭। টাকা কড়ি চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

২১০।৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } ভারত-মহিলা কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা।

সঞ্জীবনী বলেন যে "অনেকেই আমাদিগকে ভাল পেবলের চসমা কোথায় বিক্রয় হয় জিজ্ঞাসা করেন; আমরা রায় মিত্র কোংকেই বিশেষরূপে জানি। তাঁহাদের কথাও যা কাজও তাই। সুতরাং ভাল চসমা খরিদ করিতে হইলে উক্ত বিশ্বাসযোগ্য কোংকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।"

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স এবং দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান এবং কোনরূপ চসমা ব্যবহার করেন কি না, লিখিলে ভিঃ পিতে চসমা পাঠান হয়

রায় মিত্র এণ্ড কোং
৯৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের

অশ্বগন্ধা ওয়াইন

শরীরে নববল, বীর্য্য ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এবং নিস্তেজ পেশী ও স্নায়ুমণ্ডল সবল করিতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী মহৌষধ। ইহা শ্বাস, কাস, শোথ, পুরাতন মেহ ও বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী এবং বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ ও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা, তিন শিশি ২৸০ টাকা, ডজন ১১৲ টাকা; পাউণ্ড (ষোল আঃ) ৩৷৷০ টাকা।

জারজিনা।

সালসার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তুত হওয়ায় রক্ত পরিষ্কারক ক্ষমতায় অমোঘ ঔষধ।

বহু দিবস ম্যালেরিয়াদি রোগ ভোগ করিলে যকৃৎ ও প্লীহার কার্য্যকারী ক্ষমতার হ্রাস হইয়া রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে অথবা যে কোন কারণে হস্ত, পদ এবং সমস্ত সন্ধিস্থলে বাতের সঞ্চার হইলে, উপদংশ বিষ অথবা পারদের অপব্যবহার জনিত নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, নাসিকা ও গলনালীতে ক্ষত প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে আমাদের জারজিনা সেবনে সমস্ত উপসর্গ সম্যক প্রশমিত হইয়া রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৪ আউন্স শিশি (১৬ দিন সেবনোপযোগী ১৸০ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা; পাউণ্ড ৬৷৷০ টাকা।

সাবধান! আমাদের "অশ্বগন্ধা ওয়াইন" প্রভৃতি কতিপয় ঔষধের প্রত্যক্ষ ফলজনিত বিক্রয় বাহুল্য হেতু বাজারে জঘন্য নকল ও জাল হইয়াছে। ক্রয় কালীন আমাদের "ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্" নাম ও ট্রেড মার্ক বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন; নতুবা বিফল হইবেন।

স্বদেশী ঔষধের সম্পূর্ণ তালিকা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুত কারক;—
ম্যানেজার—এস, এন্, বসু।
ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।
১ নং হোগলকুঁড়িয়া গলির মোড়, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট,
সিমলা পোঃ অঃ; কলিকাতা।

গান। গান !! গান !!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

এই গানের বহিতে রবীন্দ্রবাবুর অন্যান্য গান ছাড়া সমুদায় "ব্রহ্মসঙ্গীত," 'জাতীয়-সঙ্গীত" এবং নবরচিত স্বদেশ-সঙ্গীত "বাউল" যত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে কবিবরের প্রায় ৬০০ সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ যত দূর সুন্দর ও পরিপাটি হইতে পারে, তাহাই করা গিয়াছে। রঙিন্ কালীতে ছাপা,সোনার জলে লেখা অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই। দেখিলেই বুঝিবেন—রবীন্দ্রনাথের লেখা আর পুস্তকের এই-রূপ বাহ্য সৌন্দর্য্য উভয়ে সোনায় সোহাগা মিলিয়াছে। এই পূজার সময় প্রিয়জনকে উপহার দিবার এমন সুন্দর সামগ্রী, বোধ হয়, আপনি সমস্ত সহর খুঁজিলেও পাইবেন না।

মূল্য—সুন্দর হাফ্ বাইণ্ডিং—১৷৷০ টাকা।
উৎকৃষ্ট বাইণ্ডিং—২৲ টাকা।

ছেলেদের মহাভারত
ছেলেদের রামায়ণ

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি,-এ,প্রণীত "রামায়ণ" ও "মহারতের" তুল্য নীতি গ্রন্থ আর নাই। আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েদের সমগ্র "রামায়ণ" "মহাভারতের" মনোহর গল্প ও অমূল্য উপদেশ শুনাইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথ প্রশস্ত করিতে চাহেন, তবে বহুল চিত্রশোভিত এই উৎকৃষ্ট পুস্তক দুই খানি সংগ্রহ করুন। শিশুপাঠ্য সাহিত্যে—

ছেলেদের রামায়ণ (মূল্য ৷৷০ আনা)
ছেলেদের মহাভারত (মূল্য ১।০)

যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ভাষার কি লালিত্য। গল্পের কি মাধুর্য্য! চিত্রের কি সৌন্দর্য্য! ছাপা এবং বাইণ্ডিংই বা কি চমৎকার!

বাঙ্গালা-ইংরাজী ডিক্সনারী

শ্রীযুক্ত সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সেই উৎকৃষ্ট (বাঙ্গালা-ইংরাজী) ডিক্সনারীর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার বহুতর নূতন ও প্রয়োজনীয় কথার সঙ্কলনে বইখানির আকার যেমন বাড়িয়া গিয়াছে, ছাপা কাগজ প্রভৃতির গুণেও ইহা তেমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মূল্য কিন্তু কিছুই বাড়ে নাই। অন্যের সাহায্যমাত্রও না লইয়া ছেলে মেয়েরা আপনারাই যাহাতে আপনাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া লইতে পারে, এই ডিক্সনারী খানি সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। দেখিলেই অন্য ডিক্সনারীর সহিত ইহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই অতি প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি যাহাতে প্রত্যেক গৃহে স্থান পায় সে বিষয়ে অভিভাবকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

যাঁহাদের চরিত্র-গৌরবে ভারতমাতার মুখ সমুজ্জ্বল, সেই সকল মহাত্মার জীবনচরিত গত বৈশাখ হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হই-তেছে। যুবকগণের চরিত্র-গঠনের পক্ষে এই সকল জীবনের সুশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরূপ আশাতীত সুলভে এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক আর কখনও বিক্রয় হয় নাই। প্রত্যেক পুস্তক প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং সুন্দর "হাফ্-টোন্" চিত্রে শোভিত। প্রতিকাপীর মূল্য ।/০ পাঁচ আনা। এক বৎসরের ১২ খানির অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৷০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রকাশিত হইয়াছে

১। রামমোহন রায়
২। বিদ্যাসাগর।
৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।
৪। মহামতি রানাডে
৫। বঙ্কিমচন্দ্র (যন্ত্রস্থ)
৬। প্রতাপ সিংহ,,

প্রস্তুত হইতেছে :—বুদ্ধদেব, অশোক, আকবর, কেশবচন্দ্র, শিবাজী প্রভৃতি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার—সিটীবুক সোসাইটী, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

BHARAT-MAHILA, চতুর্থ ভাগ। আশ্বিন, ১৩১৫। Registered. No. C. 367 ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	আমাদের আশার ভিত্তি	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, ...	১২১
২।	আসামের কয়েকটী অসভ্য জাতি	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ...	১২৫
৩।	রাস্কিন ওয়োজ লাটুস	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ, ...	১২৯
৪।	স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবিকা	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি বি, এ,	১৩২
৫।	দেবী অঘোরকামিনী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ...	১৩৫
৬।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	১৩৯
৭।	ভজ্জি	শ্রীমতী মনোরমা দেবী ...	১৪২

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিমবার্ষিক মূল্য ২।০ আনা]

[বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা।

সুরমা মর্ত্ত্যের পারিজাত!

স্বর্গের পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মন-মাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত্যক্ষ সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। "সুরমা" সকলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্যাদি ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং।৵০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸০ তের আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স্।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুল ফুলে মতই অটুট সুন্দর।

দিল্ অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ কেমন, তা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী অপূ ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের পরিচ পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালার "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালা গৌরবস্বরূপ।

খস্‌খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত এ আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ॥০ আট আনা। প্রিয়জনে প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তি শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাকমাশু ।৵০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।৵০ পাচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাব বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আ আনা, মাশুলাদি ।৵০ পাচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও পাইকা বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

COLOUR PICTURE

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

র্থ ভাগ। } আশ্বিন, ১৩১৫। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আমাদের আশার ভিত্তি।

জগতের যে সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বরূপে বিশ্বাস ন, তাঁহারা সকলেই মানবের জন্য আশার দ্বার উন্মুক্ত খিয়াছেন। যদিও অধিকাংশ ধর্ম্ম মানবের বর্ত্তমান হাকে পতনের অবস্থা বলিয়া মনে করেন, তথাপি হারা বলিয়া থাকেন, যে এরূপ পতনের অবস্থা চিরদিন কিবে না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল চিরস্থায়ী হইবে । ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম বলেন, সত্য যুগ পশ্চাতে; ত্য যুগে ধর্ম্ম চারি পদের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন; পর ত্রেতা, দ্বাপরে এক এক পদ হ্রাস হইয়া এখন র কলি উপস্থিত। এখন ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত তেছেন। এই বিষাক্ত ও তিক্ত ভাব প্রাচীন ধর্ম্মের মুদায় চিন্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার মতে এ তে জন্ম গ্রহণ করাই এক বিড়ম্বনা, কর্ম্মফল ভোগ করা মাত্র; আর জগতে যাহাতে না আসিতে হয় তাহার উপায় বিধান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মে ইহাও বলে যে, জগতের এ দুর্দ্দশা চিরদিন থাকিবে না, ভগবান পুনরায় ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইবেন, এবং পুনরায় সত্য যুগ ফিরিয়া আসিবে। খ্রীষ্টধর্ম্মেরও এই কথা। খ্রীষ্টধর্ম্ম বলেন, আদিতে মানবের অবস্থা নিষ্পাপ ছিল। মানব নিজকৃত পাপের দোষে সেই পূর্ণ সুখের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এখন মানুষ যাহা করিতেছে সমুদায়ই পাপ-দূষিত, পাপ মানব-প্রকৃতির অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখন মানব দিন দিন পূর্ব্ব অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ঈশ্বরের সংসারে শয়তান রাজা হইয়া বসিয়াছে। কিন্তু শয়তানের এই রাজ্য চিরদিন থাকিবে না। যীশু আবার আসিবেন, তখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইরূপে দেখা যাইবে, জগতের সমুদায় প্রধান প্রধান

ধর্ম্মই মানবের জন্য আশার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানকে মলিনবর্ণে চিত্রিত করিলেও ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল রাখিয়াছেন। বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। তাহার বাণী আশার বাণী। বর্ত্তমান বিজ্ঞানলব্ধ ভাব বলিতেছে, সত্য যুগ সম্মুখে। জগত উন্নতির অভিমুখেই গমন করিতেছে। কি জড় রাজ্যে, কি উদ্ভিদ রাজ্যে, কি প্রাণিরাজ্যে, সর্ব্বত্রই বিকাশ ও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। যে বিবর্ত্তনবাদ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একটী প্রিয় সত্য, তাহাতে বলে, এজগতের ইতিবৃত্তে কদর্য্যতার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য, বিশৃঙ্খলার ভিতর হইতে শৃঙ্খলা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখনও নিরন্তর অজ্ঞাতসারে এই বিকাশ ও উন্নতির প্রক্রিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞান আশার কথাই প্রচার করিতেছে।

যে আশা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের উপরে স্থাপিত, তাহাই প্রকৃত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত; যে ব্যক্তি ধর্ম্মে, ঈশ্বরের এই মঙ্গলময় রাজ্যে অসত্য, অন্যায়, বা অসাধুতার জয় হইতে পারে, এবং এই বিশ্বাসে যে অসত্য, অন্যায় বা অসাধুতার আচরণে অগ্রসর হয়, সে প্রকারান্তরে নাস্তিক তাই প্রচার করে, কারণ তাহার ব্যবহারের দ্বারা সে বলে, যে এজগতের উপর কেহ নিয়ন্তা নাই। মঙ্গলময় ঈশ্বর যখন আছেন তখন পাপীর আশা আছে। সে চিরদিন পাপের গ্রাসে পড়িয়া থাকিবে না, কারণ যদি সে চিরদিন পাপের গ্রাসে থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর-কৃপার জয় না হইয়া পাপেরই জয় হইল!

কিন্তু ঈশ্বরে আশা স্থাপন করা বড় কঠিন। এজগতে মানুষ নিরন্তরই নিজের বলের উপরে আশা স্থাপন করিতেছে। নেপোলিয়ন যখন ফরাসী-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মেদিনীকে নররুধিরে প্লাবিত ও সহস্র সহস্র নারীকে বিধবা এবং সহস্র সহস্র শিশুকে পিতৃহীন করিয়াছিলেন, তখন কি জানিতেন, যে তাঁহার রচিত সাম্রাজ্য তাঁহারই জীবদ্দশায়, তাঁহারই চক্ষের সমক্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে? মহাবীর আলেকজেণ্ডার যখন দেশের পর দেশ জয় করিয়া অবশেষে আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, তখন কি জানিতেন, অল্পকাল মধ্যে তাঁহার সঞ্চিত শ্রীসম্পদ বিনষ্ট হইবে ও তাঁহার রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে? এই সকল প্রতাপশালী তাহা চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বল উপরে তাঁহাদের আশার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি মনে ভাবিয়াছিলেন, যাহা বলের দ্বারা উ করিতেছি তাহা বলের দ্বারাই রক্ষা করিব। কে মহতেরাই এ জগতে এরূপ আচরণ করি তাহা নহে। ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই এই মহা নিমগ্ন। এ জগতে মানুষ যেন সময়-সিন্ধুর কূলে ধূলাখেলা করিতেছে। একদিন সায়ংকালে বেলাভূমিতে বেড়াইতে গিয়া দেখি, কয়েকটি বালুকারাশির উপরে বসিয়া থেলার ঘর বাঁধিতে দুই হস্ত জমি ঘিরিয়া লইয়া বালুকারাশি তুলিয়া নির্ম্মাণ করিয়া সেই ভূমিখণ্ডকে আবদ্ধ করিয়াছে। ভূমিখণ্ডের মধ্যে তাহাদের অন্তঃপুর, বহিঃপুর, শয়ন বৈঠকখানা, পাকশালা প্রভৃতি সমুদায় করিয়াছে। এমনি মনোযোগের সহিত সেই কার্য্যে রত আছে তাহাদের আর অন্য কার্য্য নাই; এবং তাহারা চি ঐ কার্য্য করিবে। যাহা হউক, ক্রমে রজনীর অ সমাগত হইলে, শিশুগণ খেলাঘর ফেলিয়া রাখিয়া গেল। প্রাতে গিয়া দেখি, সে বালুকারাশির তাহাদের খেলা-ঘরের চিহ্নমাত্রও নাই। নিশাকালে রের জলরাশি স্ফীত হইয়া বেলাভূমিকে প্লাবিত ক ও শিশুদিগের সমুদায় কীর্ত্তি ধৌত করিয়া লইয়া গি এ জগতে মানুষের দশা কি অনেকটা এই প্রকার আমরা যেন সময়-সিন্ধুর কূলে বসিয়া ধূলাখেলা ক তেছি। প্রত্যেকে দুই এক হাত ভূমি ঘিরিয়া লইয়া সে টুকুকে কিছুক্ষণের জন্য আপনার বলিতেছি, ভূমিটুকুর মধ্যে নিজ সুখ ও সুবিধার মত সামগ্রী করিয়াছি। কিন্তু কাল-তরঙ্গে সমুদায় ধৌত হইয়া যা ইহার কোন চিহ্নও থাকিবে না। অতএব কোন পার্থিব বলের উপর আশার ভিত্তি স্থাপন করা বালুকারাশির উপরে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই ক

যতদিন বুদ্ধি রাজসিক ভাবাপন্ন থাকে, তত মানুষ পার্থিব বলের উপর নির্ভর করে। জনবল, বা বুদ্ধিবিদ্যার বলের উপরই

পন করে। মানুষ মনে করে, আমার এত ধন আছে, ধনের বলেই সকল রিপদ কাটিয়া উঠিব। আমাকে পারিবে? অথবা আমাদের সহায় সম্পদ এত, আমাকে কে আঁটিয়া উঠিবে, অথবা আমি বুদ্ধির জোরে জাল কাটিয়া বাহির হইব, আমাকে কে পরাস্ত করিবে! যেখানে আপনার উপরে প্রবল আশা, আপনার রেই প্রধান দৃষ্টি, সেখানেই রাজসিক ভাব। সাত্ত্বিক ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রকৃত সাত্ত্বিক ঈশ্বরের কৃপার উপরেই আশার ভিত্তি স্থাপন করিয়া ভক্ত আপনাকে ভুলিয়া যান বলিয়াই এত ী। তিনি কেবল সত্যকে দেখেন ও সত্যস্বরূপ কে দেখেন। সত্যের জয় অনিবার্য্য, কারণ সত্য-সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে। তিনি বলেন: যদি আমার কাজ হইত, এবং ইহার জয় পরাজয় আমার ক্ষুদ্র শক্তির উপরে নির্ভর করিত, তাহা আমি চিন্তিত হইতাম, চিন্তিত কেন, নিরাশ হইকারণ আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা কি হইতে পারে? সত্য ত আমার নহে, সত্য সত্যস্বরূপের, তাঁহারই দ্বারা রক্ষিত। সুতরাং ইহা তাঁহার জগতে ক হইবেই। এই বিশ্বাসের উপরে তিনি সুদৃঢ় আশা পন করিয়া থাকেন, এবং সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও হার সে আশা বিচলিত হয় না। স্থূলমতি মানবের ার অন্য প্রকার। সে স্থূল স্থূল বিষয়কেই অবলম্বন করে, ধর্ম্মপথকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিতে পারে না।

মহাভারতের একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে; দ্বারা এই সত্যটীকে বিশদ করিতে পারা যায়। সে াখ্যায়িকাটী এই:—কৃষ্ণ কুরু ও পাণ্ডব উভয় দলেরই ন ছিলেন। উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার কুটুম্বিতা। যখন উভয় লে বিবাদ বাঁধিল, তখন তিনি বিপদে পড়িলেন, কোন্ ল ছাড়িয়া কোন্ দলকে আশ্রয় করেন। অতএব প্রথমে তিনি সন্ধিস্থাপন মানসে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের শিবিরে গতায়াত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস যখন বিফল হইল, যখন কোন ক্রমেই সন্ধিস্থাপনে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। নিজে একদিকে ও নিজের নারায়ণী সেনা আর এক দিকে করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, হয় আমাকে লও, না হয় আমার সেনা লও। স্থূলমতি দুর্য্যোধন ভাবিলেন, একা কৃষ্ণকে লইয়া কি হইবে, এক বাণের আঘাতেই নিহত হইতে পারে, কৃষ্ণ-সেনাই লওয়া ভাল, এতগুলি যোদ্ধা পাওয়া যাইবে। অতএব দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ-সেনাই লইতে চাহিলেন। ইহাতে পাণ্ডবগণ দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদেরই থাক। কৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে গমন করিলেন; প্রজাগণ চতুর্দ্দিকে বলিতে লাগিল:—

"জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" অর্থ —পাণ্ডুপুত্রগণেরই জয়, স্বয়ং জনার্দ্দন যে পক্ষে আছেন।

মহাভারতকার হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসী মাত্রেরই হৃদয়ের কথা। স্বয়ং ভগবান যে পক্ষে সে পক্ষের জয় অনিবার্য্য।

জনসমাজে, এমন কি ধর্ম্মসমাজেও দুর্য্যোধনের অপ্রতুল নাই। ধর্ম্মরাজ্যেও এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের আশা পার্থিব বলের উপর স্থাপিত। বাহিরের স্থূল স্থূল বিষয় সকলের উপরে তাহাদের যেরূপ দৃষ্টি, সূক্ষ্ম অধ্যাত্মিক বিষয় সকলের উপর তত দৃষ্টি নাই। এই সকল ব্যক্তি প্রেম অপেক্ষা অপ্রেমের প্ররোচনাতে অধিক উৎসাহিত হয়।

যে সকল কার্য্যে প্রীতি, স্বার্থত্যাগ, একতা প্রভৃতির প্রয়োজন সে সকল কার্য্যে ইহাদের তত অনুরাগ বা মনের অভিনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু যে কার্য্যে বিবাদ আছে, জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ হইবার স্থান আছে, আত্মপ্রভাব বিস্তারের অবসর আছে, সে সকল কার্য্যে এই সকল ব্যক্তির মহা উৎসাহ। ধর্ম্মরাজ্যে পাণ্ডবে ও কুরুতে কি প্রভেদ তাহা বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতের স্থূলমতি মানবগণ যখন সাধু মহাজনদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখনি এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। তাহারা ধনবল ও জনবলে দৃপ্ত হইয়া মনে করিয়াছে যে তাহারাই জয়শালী হইবে। একবারও ভাবিতে পারে নাই, যে সেই সূক্ষ্ম সত্যধারা এক সময়ে মহা নদীর আকার ধারণ করিয়া জগতে প্রবাহিত হইবে,

এবং তাহাদের ন্যায় শত সহস্র ব্যক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস থাকিলে তাহারা কখনই বলের দ্বারা সত্যকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত না। যে সকল ধর্ম্মযাজক ও যে সকল ক্ষিপ্তপ্রায় লোক মহাত্মা যীশুকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল তাহারা কি একবার ভাবিয়াছিল, যে তাহারাই কালে পরাজিত হইবে? বরং তাহারা এই ভাবিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল যে, ধন, সম্পদ, প্রভুত্ব, লোকবল, সকলই তাহাদের দিকে। একটা সামান্য সূত্রধর-তনয় কতকগুলি ধীবর লইয়া তাহাদিগের কি করিতে পারে? বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্য প্রভৃতির শক্তি কত তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান সময়েও আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন এই কলিকাতা সহরে তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মসভা নামক একটী প্রকাণ্ড সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সহরের ধনী, মানী, গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সকলেই এই সভায় সভ্য-পদবীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং সভার কার্য্য চালাইবার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সভার উদ্যোগকারিগণ সভার দিনে যখন সহরের বড় বড় লোকদিগকে সভাস্থলে দেখিতেন, এবং রাজপথে দণ্ডায়মান শকটশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন বলিতেন, "কোথায় লাগে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভা? রমণীরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ দিয়া যেমন পুঁটী মাছের পিত্ত গালিয়া বাহির করে, তেমনি রামমোহন রায়ের সভার পিত্ত গালিয়া বাহির করিব।" ওদিকে রামমোহন রায় কতিপয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। ধনবল, জনবল তাঁহার কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার অবলম্বিত পথ দিন দিন অধিকতর প্রশস্ত হইয়া উঠিল। প্রাচীন সমাজের সম্মিলিত শক্তি ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারিল না। এই সময়ে রামমোহন রায়ের ভাব পূর্ব্বোক্ত ভাবের কিরূপ বিপরীত ছিল। তিনি কি আপনার দলের দুর্ব্বলতা পরিজ্ঞাত ছিলেন না? তিনি জানিতেন, সমগ্র দেশের লোক বিরোধী, তিনি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী দণ্ডায়মান। যে কতিপয় ধনী-সন্তান তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহারাও অনেকে ঘোর নির্য্যাতনের দিনে পৃষ্ঠভঙ্গ দি তখনও তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি লিখি —"সেই দিন আসিবে যে দিন আজ যাহারা আ নির্য্যাতন করিতেছে তাহাদেরই বংশধরগণ আ দেশের মিত্র জ্ঞানে ধন্যবাদ করিবে।" তাঁহার এ ভিত্তি কোথায় ছিল? ইহার ভিত্তি সত্যের উপর ঈশ্বরের উপর স্থাপিত ছিল। যেমন সমস্ত দিন আ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও বুদ্ধিমান লোকে জানে যে স্থায়ী হইবে না, প্রদীপ্ত সূর্য্য তাহার অন্তরালে র আছে, সেইরূপ ঘোর নির্য্যাতন ও পরীক্ষার বিশ্বাসী ব্যক্তি স্মরণ করেন যে সে বিপদের অ মঙ্গলময় বিধাতা চিরবিদ্যমান। বিপদ বিরোধ প্রভাতের কুজ্ঝটিকারাশির ন্যায় কিছুকাল পরেই হইবে। ইহা জানিয়া তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থা

কৃষ্ণ কুরু ও পাণ্ডবদিগের সমক্ষে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেরূপ প্রশ্ন তোমার আমার সম্মুখে দিন উপস্থিত হইতেছে। আমাদেরও জীবনে অনেক সময় আসিতেছে যখন আমরা এক দিকে অপর দিকে সুখ সম্পদ, এক দিকে ঈশ্বর অপর পার্থিব বিভব এই উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হই তখন যেন আমরা এই বাণী শুনিতে থাকি—স্থির ক করিবে, আমাকে লইবে কি পার্থিব বিভব লইবে? সময়ে বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনই বলিতে পারেন, পার্থিব সম্পদ চাই না, আমি তোমাকেই চাই। যিনি বলিতে পারেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ ক আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি আমরা যদি গোপন করিতে পারি, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে অস্ব করিতে পারি, অথবা অন্তরে তাঁহাকে জানিয়াও বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারি তাহা হইলে প্রিয় হইয়া সুখ সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত পারি, এরূপ সময় দুর্য্যোধনের ন্যায় স্থূলপ্রকৃতি যাহারা তাহারা বলিবে "যাক্ ঈশ্বর, থাক্ লোকানু থাক্ সুখ সৌভাগ্য।" কিন্তু বিশ্বাস ও প্রেমিকগণ বেন, "কে চায় লোকানুরাগ, কে চায় সুখ সৌভাগ্য,

খাসীয়া মহিলা।

ACME PRESS.

তার আরামে বাস,—হে ঈশ্বর, আমি তোমাকেই ও সত্যকেই সর্ব্বাগ্রে চাই।" যে কৃষ্ণ-সেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে কুরু, সে পাণ্ডব নহে। জগদীশ্বর করুন, আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে চাহিতে পারি।*

আসামের কয়েকটী অসভ্য জাতি।

খাসীয়া।

আসামের অন্তর্গত খাসীয়া পাহাড়ে খাসীয়া জাতির বাস। খাসীয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের আয়তন ৬০২৭ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ২০২২৫০। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বেশী। খাসীয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় অতি অল্প দিন হইল ইংরাজের শাসনাধীনে আসিয়াছে। খাসীয়া পাহাড়ের নীচেই শ্রীহট্ট জেলা। খাসীয়াগণ সময় সময় শ্রীহট্ট জেলার কোন কোন অংশে অবতরণ পূর্ব্বক লুঠ পাট করিত, ইহার প্রতিবিধানের জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে খাসীয়া পাহাড়ের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে একটী সেনানিবাস স্থাপন করেন। এই সময় শ্রীহট্ট হইতে চেরাপুঞ্জী, মাফলং প্রভৃতি স্থান হইয়া গৌহাটী পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। তদুপলক্ষে খাসীয়াদিগের হস্তে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের দুইজন সামরিক কর্ম্মচারী নিহত হন। এই কারণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে খাসীয়াদিগকে পরাজিত করিয়া খাসীয়া পাহাড় ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে চেরাপুঞ্জীতে একজন ডিপুটী কমিশনর নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ডেপুটী কমিশনরের হেড্‌কোয়ার্টার শিলঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। পরে এই স্থান আসামের চীফ কমিশনর সাহেবের স্থায়ী নিবাস ও আসামের রাজধানীতে পরিণত হয়। সুতরাং যে শিলং অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কতিপয় অসভ্যপরিবৃত অরণ্যমাত্র ছিল, তাহা এখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের একটী প্রধান স্থান হইয়াছে। আবার আসামের কত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান কালচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

খাসীয়াগণ অসভ্য হইলেও তাহাদের বেশভূষা প্রভৃতি কোন মতেই অসভ্যোচিত বলা যায় না। সুন্দর পরিচ্ছদ যদি সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় (সচরাচর আমরা যেরূপ মনে করি) তবে খাসীয়াদিগকে অসভ্য বলা নিতান্ত বেয়াদবী হইবে। কিন্তু কর্ণমূল ছিদ্র করা ভিন্ন, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য খাসীয়াগণ শরীরের উপর আর কোনও প্রকার অত্যাচার করে না। বস্তুতঃ শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং পরিচ্ছদ বিষয়ক রুচি সম্বন্ধে ইহারা পৃথিবীর কোন সভ্য জাতি অপেক্ষাই হীন নহে। খ্রীষ্টান মিশনরীগণের যত্নে খাসীয়াগণ দিন দিন যেরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহাতে শীঘ্রই ইহারা উন্নত জাতিতে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই।

জাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, যে খাসীয়াগণ উপর ব্রহ্মের অন্তর্গত "পাচেদুং" জাতির বংশসম্ভূত। এই উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং বর্ণের সাদৃশ্য তো আছেই, তা ছাড়া পোষাক পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার প্রভৃতির সাদৃশ্যও এত অধিক যে উভয়ের ফটোচিত্র দেখিলে পরস্পর পৃথক করা কঠিন। খাসীয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম রাজার অধীন ছিল, সুতরাং এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

খাসীয়া ভাষা সম্পূর্ণরূপে ইহাদের নিজস্ব। অন্য কোন ভাষার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই, তবে অন্যান্য অসভ্য ভাষার ন্যায় ইহাদেরও শব্দসংখ্যা অতি অল্প। জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ভাষারও ক্রমোন্নতি হইতেছে বলিয়া ভিন্ন ভাষার অনেক শব্দ ইহাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন "তারিখ," "কিতাপ" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ইহাদের স্বতন্ত্র বর্ণমালা ছিল না, পরে মিশনরীগণের চেষ্টায় ইংরেজী অক্ষর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মিশনরীগণ খাসীয়া ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা করিয়া খাসীয়া ভাষাটীকে এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে ইহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের "বার্ণা

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

কুলার” শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। খাসীয়াদের রং স্বভাবতঃ সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অনেকে মিশনরী এবং সাহেব-সমাজে মিশিয়া ইংরেজী আদব কায়দা এরূপ সুন্দর ভাবে শিখিয়াছে যে তাহাদিগকে ইউরেশীয়ান হইতে পৃথক করা শক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সমস্ত খাসীয়াই অল্লাধিক পরিমাণে ইংরেজী ভাষায় আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে।

খাসীয়াদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, চতুর্দ্দশ বৎসরের নীচে বালিকার বিবাহ হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা কখনও দেখি নাই, সাধারণতঃ ১৭।১৮ বৎসরই খাসীয়া মেয়েদের বিবাহের বয়স। যে সকল খাসীয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, ইংরাজের ন্যায়, গির্জ্জাতে পাদরী উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করান। সাধারণ খাসীয়াদের বিবাহ তাহাদের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে।

খাসীয়াদের মধ্যে দেশাচারের যথেষ্ট মূল্য আছে। ডিম ভাঙ্গিয়া, বা মুরগীর অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া বিবাহের ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, ভবিষ্যৎ অশুভসূচক কোন চিহ্ন পাইলে, সে বিবাহ-প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। কোন বাধা না হইলে ঘটকী বরকে লইয়া মাতুল অথবা পিতার নিকট উপস্থিত হয়, এই সময় বর উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহা বলা বাহুল্য। কনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বরকে কনের নিকট বসান হয়, পরে কনের হাতে কতকগুলি সুপারী এবং বরের হাতে কতকগুলি সুপারী দিয়া তাহা পরস্পর বদল করিতে বলা হয়। এইরূপ বদল করা হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল। খাসীয়াদের মধ্যে সুপারীর কিরূপ আদর, এই ঘটনা হইতে বোঝা যায়। বস্তুতঃ কদাচিৎ কোন খাসীয়াকে সুপারী চর্ব্বণ হইতে বিরত থাকিতে দেখা যায়। যে সকল খাসীয়া রমণী ইংরেজী শিখিয়া সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজী আদব কায়দায় চলেন, তাহারাও সুপারীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই। সুপারী ইহাদের এতই প্রিয় যে পরলোকেও ইহারা পেট ভরিয়া সুপারী খাইতে পারিবে, এরূপ আশা রাখে। আমাদের দেশে মৃত্যুকালে যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির কাণে রাম নাম করা হয়, ইহারা তেমনি অন্তিম কাে "স্বর্গে গমন করিয়া পেট ভরিয়া সুপারী খাও" এ বলিয়া মৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করে। বিবাহ হইলে পুত্রের সহিত পিতা মাতার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। কার আমাদের দেশে বিবাহের পর যেমন মেয়েকে শ্বশুরালে বাস করিতে হয়, খাসীয়াদের মধ্যে ছেলেকেই বিবাহে পর শ্বশুরবাড়ীতে বাস করিতে হয়। খাসীয়াদে মধ্যে স্ত্রীজাতিরই প্রাধান্য বেশী, স্ত্রীলোকই গৃহে সর্ব্বে সর্ব্বা, পুরুষ সংসারের একরূপ কেহই নহে। পুরুষরে ঘোমটা দিয়া অন্দর মহলে থাকিতে হয় না বটে, কি সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রীর মতানুসারে চলিতে হয় আমাদের দেশে "স্ত্রীর হুকুম" কথাটী বিলাতী আমদা এবং কেবল উপন্যাসেই স্থান পায়, কিন্তু ইহার সার্থক খাসীয়াদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আ কাল অনেক খাসীয়া যুবক চাকুরী করিয়া কর্ম্মস্থা সস্ত্রীক বাস করেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া স্বামী আ করিতে পারেন না, যে তিনি শ্বশুরবাড়ীর সহিত স সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া আপন পিতামাতার ভ পোষণ করিবেন। পিতামাতাকে সাহায্য করিলে তাহার সহৃদয়তা প্রকাশ পায় মাত্র, কিন্তু না করি প্রত্যবায় নাই। আবার আমাদের দেশে অপুত্র ব্যক্তির জন্য যমরাজা পরলোকে যেরূপ 'পুং' নাম নরকের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, পরলোকে সেইরূ নরকের ভয় না থাকিলেও খাসীয়াদের মধ্যে মেয়ে না হওয়া বড় কুলক্ষণ। বংশ নাশের ভয়ে অনেকে পোষ্য কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। কন্যাই বিষয়ের উত্তরাধি কারিণী হয়। একাধিক কন্যা থাকিলে ছোট কন্যার আদর বেশী, পিতামাতার বাড়ীর অংশ কেবল তাহার প্রাপ্য। মাতৃকুলের দ্বারাই বংশের পরিচয় দেওয় হয়। রমণীগণও এইরূপ সম্মান পাইবার কিছুমা অযোগ্যা নহে, শারীরিক সামর্থ্যে পুরুষদের অপেক্ষ কিঞ্চিৎ হীন হইলেও বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহারা পুরুষ অপেক্ষ কোন অংশেই হীন নহে, বরং বিষয়কার্য্যে ইহার পুরুষ অপেক্ষা অনেক সময় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শ করিয়া থাকে। হাট বাজার প্রভৃতি স্ত্রীলোক কর্তৃক

সম্পাদিত হইয়া থাকে। শিলঙ্গের বড় বড় জামার দোকান কেবল রমণী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। আমাদের পরিচিতা একটী খাসীয়া রমণী কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন এবং স্বয়ং অশ্বারোহণে কুলীদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সম্প্রতি একটী খাসীয়া রমণী লেডী ডাক্তারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে ছাপাখানার কম্পোজিটরের কার্য্য করিতেছেন এবং সর্টহাণ্ড রাইটার, টাইপ রাইটার (Short hand writer and Typist) এর কাজ অনেকে শিখিতেছেন। তার বিভাগেও অনেকে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। গবর্ণমেণ্টও অনেক বৃত্তি দিয়া ইহাদিগকে উৎসাহের পুরস্কার প্রদান করিতেছেন। আমরা খাসীয়া নারীর উন্নতি দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছি।

খাসীয়াগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই ভালবাসে। ফুল ইহাদের বড়ই প্রিয় জিনিষ, আবার ভগবান ইহাদের দেশটাকেও তেমনি মনোহর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। খাসীয়া রমণীদের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। কবিমনোমুগ্ধকর নাইটিঙ্গল পাখীর সুমিষ্ট স্বরের ন্যায় খাসীয়া কৃষক-রমণী-দের সঙ্গীত যে কত প্রীতিপ্রদ তাহা না শুনিলে অনুমান করা যায় না। খাসীয়া বালকবালিকাদের স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখর এবং অল্প আয়াসেই তাহারা ভিন্ন দেশীয় গানের সুর আয়ত্ত করিতে পারে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সদয়াচরণ দাস এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের চেষ্টায় খাসীয়া বালকবালিকাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল; উক্ত বিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণ অর্থ না বুঝিয়াও কতিপয় ব্রহ্মসঙ্গীত সুন্দর রূপে শিখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

খাসীয়াদের বিবাহ-বন্ধন অতিশয় শিথিল। অতি সামান্য কারণেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, তবে স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিবাহ যেমন কেবল সুপারী বদল করিয়া সম্পন্ন হয়, বিবাহ-বন্ধন ছেদও তেমনি কড়ি বদল করিয়া হয়। আত্মীয় বান্ধবদের সম্মুখে স্বামী স্ত্রীকে পাঁচটী কড়ি প্রদান করে, এবং স্ত্রীও স্বামীকে পাঁচটী কড়ি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ বাতিল হইল। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে সন্তানগণ মাতার সহিত বাস করে। একবার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ হইতে আপত্তি নাই। স্বামী ক্রমাগত ১০ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিলেও স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। খাসীয়া বিধবাগণ সাধারণতঃ পুনর্ব্বার বিবাহ করে না, তবে কন্যা সন্তান না জন্মিলে বংশ-রক্ষার্থ পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে আতুর ঘরকে নিতান্ত অপবিত্র জ্ঞান করা হয়, খাসীয়াদের মধ্যে সেরূপ নহে। তবে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নের ক্রটী হয় না। ইহারাও নাড়ী বাঁশের ধারাল বাখারি দ্বারা কাটিয়া থাকে, তজ্জন্য কোন ধাতব অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। জন্মের পর-দিনই সন্তানের নামকরণ হয়, নামকরণে আমাদের অন্নারম্ভ প্রভৃতির ন্যায় তেমন ঘটা না হইলেও খাসীয়া-দের নামকরণ-প্রণালী বেশ কৌতুকাবহ। একজন প্রাচীন মাতব্বর প্রতিবেশী আসিয়া প্রথমে একটু পূজা আর্চ্চা করে। তার পর সমাগত প্রতিবেশীগণ কতকগুলি নাম উচ্চারণ করিতে থাকে, ও অঙ্গে মদ্য ঢালিতে থাকে, এবং যে নাম উচ্চারণ কালে মদ্য শেষে পাত্রে লাগিয়া থাকে সেই নামই নির্ব্বাচিত হয়। নাম রাখা হইলে পর নবজাত শিশুর পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজন পিঠুলী এবং হরিদ্রার গুঁড়া মাখিয়া স্নান করে, এবং সকলকে মদ্য এবং চাউলের গুড়া নির্ম্মিত পিষ্টক খাইতে দেওয়া হয়। চাউলের গুঁড়াদ্বারা প্রস্তুত বড় বড় পিঠের বড় আদর, বাজারেও ইহা প্রচুর পরি-মাণে বিক্রীত হয়। নামকরণ সম্বন্ধে ইহাদের দেশীয় ভাষায় নামের অর্থের প্রতি যে বিশেষ মনোযোগ করে, তাহা বোধ হয় না, ইহাদের নিকট শ্রুতিমধুর হইলেই হইল, অর্থ যাহাই হউক। যাহারা সহর প্রভৃতি স্থানে বাস করে, তাহারা অনেক সময় বিদেশীয় নাম নির্ব্বাচন করে। আমাদের দেশের "কুমারী" "সুন্দরী" প্রভৃতির ন্যায় ইহারা মেয়েদের নামের পরে "বন" শব্দ ব্যবহার করে, যেমন "মাহিবন," "ডলিবন" ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, যেমন "সিম

কিরি" "ক্লেরি ইণ্ডিয়া" "প্রেটীওয়েল মাই" ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের নামের আগে "কা" এবং পুরুষদের নামের আগে "উ" ব্যবহৃত হয়; যেমন "কা সিম কিরি" "উ বাবু মোহনরায়"।

খাসীয়াগণ বড়ই পরিশ্রমী। ইহাদের মত মোট বহিতে সুদক্ষ লোক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কপালের সহিত বাঁধিয়া পিঠে করিয়া অনায়াসে এক মন দেড় মন বোঝা লইয়া প্রত্যহ ৩০।৩২ মাইল চলিতে দেখা গিয়াছে। শিলং হইতে গৌহাটী প্রায় ৬৪ মাইল দূর। খাসীয়া রমণীগণ অনেক সময় সেথান হইতে পদব্রজে এখানে আসিয়া "নাশপাতি" ফল বিক্রয় করে। এইরূপ বিক্রয়ে সম্ভবতঃ এক একবারে ৩৲ টাকার অধিক লাভ পায় না। শিলং হইতে থেরিয়া-ঘাট প্রায় ৪২ মাইল। ৬৲ টাকাতে একজন খাসীয়া এক ব্যক্তিকে পিঠে করিয়া শিলং হইতে থেরিয়াঘাট পৌঁছাইয়া দেয়। একটী খাসীয়া কুলী একজন স্বাভাবিক ওজনের পরিণত বয়স্ক পুরুষ, একটী বালিশ একখানা লেপ ও একটী ছোট ব্যাগ অনায়াসে বহন করিয়া ৪০।৫০ মাইল যাইতে পারে।

চাকুরী অপেক্ষা ব্যবসায় বাণিজ্যই খাসীয়াদের নিকট অধিকতর গৌরবের বিষয়। অবস্থাপন্ন ঘরের রমণীগণ আপন গৃহের নিকট একটী ছোট খাট ফল মূলের দোকান করিয়া রাখে; এ বিষয়ে ইহাদের সহিত ব্রহ্মদেশীয় রমণীর তুলনা হইতে পারে। তবে ব্রহ্মরমণী যেমন বর সংগ্রহের জন্য দোকান করে, খাসীয়াগণ সেরূপ নহে। আমাদের পরিচিত একটী খাসীয়া ভদ্রলোক E. A. C. অর্থাৎ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু সামান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা তাঁহার পদের জন্য অধিকতর গৌরব ছিল না। আজকাল খাসীয়াগণ বিদেশীয়গণের সহিত মিশিয়া মিথ্যা কথন ও চৌর্য্য প্রভৃতিতে কতকটা অভ্যস্ত হইলেও মিথ্যা কথা এবং চুরী কাহাকে বলে ইহারা পূর্ব্বে জানিত না। খাসীয়াদের গৃহ খড়ের ছাউনী ও কাঠের বেড়া বিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঁড়ে মাত্র। ক্ষুদ্র দরজা থাকে, তাহা দ্বারা অতি সামান্য আলোক গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। গৃহের ছাদ সাধারণতঃ এত নীচু যে খাসীয়াদের ন্যায় খর্ব্বকায় ব্যক্তির পক্ষেই তন্মধ্যে দাঁড়ান সম্ভব। ঘরের পাশেই শূকর, মুরগী এবং ছাগল প্রভৃতি রক্ষিত হয়। কুকুর চোর তাড়াইয়া আমাদের অনেক উপকার করিলেও আমাদের ঘরে তাহার প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু খাসীয়াগণ কুকুরকে বড়ই পবিত্র মনে করে। এ সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস, যে ঈশ্বর যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন তখন শয়তান তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি... পরে কুকুরকে প্রহরী স্বরূপ রাখাতে আর কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তাই কুকুরের এত আদর।

আহারাদি সম্বন্ধে খাসীয়াগণ বড়ই নোংরা। সকল সময়েই কিছু না কিছু খাওয়া চাই। শুঁটকী মাছ বিক্রয় করাও চলিতেছে আবার মাঝে মাঝে দুখানা একখানা মুখের মধ্যেও ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইঁদুর, বানর, ভেক প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাণীর মাংসই ইহারা ভক্ষণ করে, তবে কুকুরের মাংস পবিত্র বলিয়া কেহই খায় না। ঘি, মাখন প্রভৃতি খাওয়া দূরে থাকুক, ইহারা দুধ খাইতেও জানিত না, তবে আজকাল এই সকলের প্রচলন হইতেছে।

খাসীয়া রমণীদের পোষাক কেমন সুন্দর তাহা না দেখিলে অনুমান করা যায় না। মুগা প্রভৃতি মূল্যবান কাপড় ইহাদের পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিতান্ত দরিদ্র খাসীয়া রমণীর পরিচ্ছদও বোধ হয়, ৮।১০ টাকার ন্যূন মূল্যের নহে। বর্ত্তমান সংখ্যায় সজ্জিতা খাসিয়া রমণীর যে চিত্র প্রকাশিত হইল তাহা হইতে তাঁহাদের পোষাকের উৎকৃষ্টতা কতক বোঝা যাইতে পারে। পুরুষেরা ধুতি, পাগড়ী এবং কোট ব্যবহার করে। খাসীয়া রমণীগণ বড়ই অলঙ্কারপ্রিয়, বড় বড় ফাঁপা সুবর্ণগোলক এবং মাঝে মাঝে এক একটী রক্তবর্ণ প্রস্তর দিয়া ইহাদের গলার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। ইহার মূল্য হাজার দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সঙ্গতিপন্ন পরিবারের রমণীরা নিরেট সুবর্ণবলয় এবং ইয়ার-রিং ব্যবহার করে। ইয়ার-রিং পুরুষেরাও ব্যবহার করে।

কাহারও মৃত্যু হইলে, মৃতদেহকে আগে গরম জলে ধুইয়া পাগড়ী প্রভৃতি পোষাক পরান হয়, তৎপর ...কটী কুক্কুট হত্যা করা হয়, কারণ কুক্কুট তাহার নখের ...রা মৃত ব্যক্তির জন্য পরলোকের পথ তৈয়ার করিয়া ...হবে, ইহাই খাসীয়াদের বিশ্বাস। আর পথে আহারা-...বে মৃত ব্যক্তির আত্মা কষ্ট না পায়, এই জন্য মৃত ...ক্তির মস্তকের কাছে একখানি থালায় করিয়া কিছু ...দ্য, পানীয় এবং পানসুপারী রাখা হয়। তৎপর ...ঠের মঞ্চ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি মৃত দেহ রক্ষা করিয়া ...গুন ধরাইয়া দেওয়া হয়, হিন্দুদের মুখাগ্নির ন্যায় কোন ...কট আত্মীয়কে প্রথমে আগুন ধরাইতে হয়।

খাসীয়া এবং জয়ন্তীয়ার অনেক স্থান এখনও ক্ষুদ্র ...দ্র "সিম" নামক রাজা অথবা সর্দ্দারের অধীন। ক্ষুদ্র ...দ্র মোকদ্দমার বিচার ইঁহাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, ...বল বড় বড় মোকদ্দমার বিচার ডেপুটী কমিশনার ...রেন।

আমরা সংক্ষেপে খাসীয়াদের বিবরণ শেষ করিলাম, ...রা অসভ্য হইলেও ইহাদের নিকট আমাদের অনেক ...ণীয় আছে। ইহাদের পরিশ্রম, সততা প্রভৃতি ...কলেরই অনুকরণযোগ্য।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

রাস্কিন্ ও রোজ লাটুস্।

Ruskin and Rose La Touche.

(১)

জন রাস্কিন্ লক্ষপতি পিতার একমাত্র সন্তান—...মায়ের নয়নমণি। রাস্কিন্ যখন তিন বৎসরের শিশু তখন হইতেই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ বালক ...কালে কীর্ত্তি লাভ করিবে। বিধাতা বড় দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে প্রৌঢ় বয়সে এমন সন্তান-রত্ন দিয়াছেন—এরূপ উজ্জ্বল প্রতিভা লক্ষের মধ্যে ক্বচিৎ দুই একটী দেখা যায়। পিতার বিপুল অর্থ ও স্নেহে, মাতার অক্লান্ত, আত্মবিস্মৃত প্রেমে, সন্তানের যেমন শিক্ষা হওয়া উচিত তাহাই হইতে লাগিল। এই শিক্ষার মধ্যে অসঙ্গত প্রশ্রয় দেওয়া ছিল না—পিতামাতার স্নেহ অন্ধ মোহে পরিণত হয় নাই; তাঁহাদের মধুর আদর যত্নে যথেষ্ট কঠোরতা মিশ্রিত থাকিত। তাহার ফলে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাস্কিনের যেমন জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, আনুগত্য ও বাধ্যতা দ্বারাও তিনি ততই পিতামাতার অধিকতর প্রিয় হইতে লাগিলেন।

রাস্কিন্ যখন অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গেলেন, তখন তাঁহার মাতা এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন, যাহা ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ-সমাজে কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি সন্তান হইতে দূরে থাকিতে না পারিয়া অক্সফোর্ডে যাইয়া বাড়ী ভাড়া লইলেন। রাস্কিন্ ছাত্রাবাসে থাকেন তবু মা তাঁহাকে দিনান্তে একবার তো দেখিতে পাইবেন! নিয়ম হইল, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে রাস্কিন মায়ের নিকট যাইবেন ও সেখানে চা-পান করিয়া যথাসময়ে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিবেন, এবং প্রত্যেক রবিবার মাতার গৃহে যাপন করিবেন। স্থিরা, ধীরা, প্রবীণারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ছেলের জন্য স্বামী ছাড়িয়া বিদেশে বাস করে, এমন অদ্ভুত মেয়ে তো কখনও দেখি নাই! এটা কিন্তু নিতান্তই বাড়াবাড়ী।"

তেইশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া রাস্কিন পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং পরিপূর্ণ অবসর পাইয়া গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স যখন ২৪ বৎসর, তখন আধুনিক চিত্রকরগণ (Modern Painters) নামক পুস্তকের প্রথম-ভাগ বাহির হইল—গুণগ্রাহী পণ্ডিতসমাজ বুঝিতে পারিলেন, ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রন্থের আরও কয়েক ভাগ প্রকাশিত হইল—রাস্কিন্ তরুণ বয়সেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

(২)

কিন্তু রাস্কিনের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না। পিতামাতা প্রতিবৎসর তাঁহাকে লইয়া বিদেশে বেড়াইতে যান—ইটালী ও সুইজরলণ্ডের বিচিত্র, অনির্ব্বচনীয় ত্রিদিবোপম শোভা দেখিয়া রাস্কিনের দেহ ও মন স্ফূর্ত্তিলাভ করে। কিন্তু তাহার ফল স্থায়ী হয় না। তাঁহাদের ভাবনা

হইল। তবে কি তাঁহারা পুত্রের অলৌকিক মনস্বিতার পরিচয় পাইয়াই, অকালে তাহাকে বিসর্জ্জন দিবেন? তাঁহারা স্থির করিলেন, বিবাহ করিলেই রাস্কিনের সকল বিপৎ কাটিয়া যাইবে—তিনি আবার নব স্বাস্থ্যে ও নব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া জনকজননীর নিরানন্দ প্রাণ আনন্দময় করিয়া তুলিবেন, এবং জীবনের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহারা একটী রূপবতী পাত্রী নির্ব্বাচন করিলেন।

রাস্কিন চিরদিনই পিতামাতার একান্ত অনুগত—তাঁহাদিগের উপরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তাঁহার এমন সাধ্য নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল পার্থ-নগরে তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই দিন ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্মরণীয়। চার্টিষ্ট (Chartist) নামে অভিহিত শ্রমজীবীরা ঘোষণা করিয়াছিল, এই দিনে লণ্ডনে দুই লক্ষ লোক লইয়া তাহারা এক সভা করিবে, এবং সভার পরে সকলে যাইয়া পার্লিয়ামেণ্টে তাহাদিগের আবেদন পত্র দাখিল করিবে। রাজধানীতে ঝটিকার পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে, ভীষণ রক্তপাতের আশঙ্কা করিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় কার-বারের গৃহগুলি রক্ষার জন্য সেনাদল নিযুক্ত হইয়াছে। এই তমসাচ্ছন্ন দিনে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়াই বুঝি রাস্কিনের উদ্বাহ অচিরাৎ উদ্বন্ধনে পরিণত হইল!

রাস্কিন পণ্ডিত, জ্ঞানপিপাসু—দিবারাত্রি পুস্তক লইয়াই আছেন, তিনি কেন সুন্দরী, জ্ঞানহীনা, সামাজিকতাপ্রিয় পত্নীর মন যোগাইয়া চলিতে পারিবেন? বাহিরে ঝগড়া বিবাদ নাই—কিন্তু স্বামীস্ত্রীর চিত্ত যদি ব্যাকুল ভাবে পরস্পরকে না চাহে, তবে তাহারা কতদিন শুষ্ক, শূন্য প্রাণ লইয়া একত্র থাকিতে পারে? রাস্কিন ও তাঁহার স্ত্রী যেন চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী। অধিকন্তু বর্ত্তমানস্থলে প্রতাপেরও অভাব ছিল না—যদিও বঙ্কিমের প্রতাপ ও এ প্রতাপের স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। ২৯ বৎসর বয়সে পিতামাতা রাস্কিনের বিবাহ দিয়াছিলেন—পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিবাহের অপমৃত্যু হইল; রাস্কিন আবার পিতামাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

(৩)

অধ্যয়নে ও গ্রন্থ রচনায় আরও পাঁচ বৎসর
গেল। রাস্কিনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ি
এমন সময়, ১৮৫৮ সনে—তখন রাস্কিনের বয়স
৪০ বৎসর—একদিন রাস্কিন একজন মহিলার
পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন, রাস্কিন যদি দয়া
তাঁহার গৃহে একবার আগমন করেন, এবং
দুই কন্যা ও এক পুত্রকে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দেন,
তিনি বড়ই উপকৃত হন। রাস্কিন চিরদিনই কো
হৃদয়। তিনি মহিলার অনুরোধ শিরোধার্য্য ক
তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা
খেলার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁ
দেখিয়াই যেন অবাক্ হইয়া গেল—রাস্কিন্কে
বড়ই কুৎসিৎ মনে হইয়াছিল—সে তাঁহার দিকে এ
চাহিয়া রহিল। মেয়েটী দেখিতে বড় সুন্দর—
নীলবর্ণ চক্ষু, কোমল ওষ্ঠযুগল, শোভন কেশভার;
সবে নয় বৎসর, কিন্তু বড়ই চতুর, প্রফুল্ল, প্রগ
দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তাহার
রোজ্।

রোজ প্রথমে রাস্কিন্কে দেখিয়া যেন শি
উঠিয়াছিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কর
করিতে দিয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে
মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা
বাড়িতে আরম্ভ করিল। রোজের মা তাঁহার
কন্যাদিগকে লইয়া ইটালী বেড়াইতে গেলেন।
হইতে রোজ মাষ্টার মহাশয়কে কয়েকখানি পত্র লি
প্রত্যেক খানিরই আরম্ভ "প্রিয়তম সাধু মিষ্টি
(Dearest St Crumpet)", এবং শেষ "চিরদিনের
আপনার গোলাপ" (Ever your rose)। রোজ
করিয়া রাস্কিন্কে St. Crumpet নাম দিয়াছিল।
অধ্যয়নের সময় সে তাঁহাকে আর একটা নাম
ছিল, সেটী (Archegosauros). তাহার অর্থ, বো
কেবল গুরুশিষ্যই বুঝিতেন, কারণ অভিধানে এই
কোন জন্তুর বর্ণনা নাই। রোজ তখন দশ বৎ
বালিকা।

(৪)

র পর প্রায় দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। রোজ
একুশ বৎসরের তরুণী—রাস্কিনের বয়স পঞ্চাশ।
র নিকট নিত্য নব নব তত্ত্ব শিখিয়া রোজের চিত্ত
ও ভালবাসায় অবনত হইয়া পড়িয়াছে। রোজ
প্রতিদিন রাস্কিনের গৃহে আগমন করে, তাঁহারা
মিলিয়া আনন্দে ভ্রমণ করেন, তখন পরস্পরের
কথা হয়, কত চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করিয়া উভয়ে
লে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। ক্রমে দুই জনেই
পারিলেন, এতদিন গুরুশিষ্যে যে প্রীতির বন্ধন
তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে; রাস্কিনের স্নেহ প্রেমে
ত হইয়াছে, এবং রোজের ভক্তির সহিত কি যেন
নাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুরতা মিশ্রিত হইয়াছে। একটী
যদি আর একটী হৃদয়কে পূর্ণরূপে আপনার
চায়, তবে আর দূরে থাকা কেন,—তবে আর
বৃথা ভয়ের অধীন হইয়া আপনাদিগকে
চরম পরিণতি হইতে বঞ্চিত করা কেন?
রাস্কিন্ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।
রোজ রাস্কিনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত—কিন্তু
পথে এক দুরন্ত অন্তরায় বর্ত্তমান—উভয়ের
তের মিল নাই। রাস্কিন প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস
না, তাঁহাকে একেশ্বরবাদী বলিলেই হয়। রোজ
পূর্ণ বিশ্বাসিনী; তাহাতে তাঁহার অনুরাগ অটল
ভীর এবং তিনি উহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।
যতই আপনাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন,
তাঁহার এই সংকল্পই দৃঢ় হইতে লাগিল, যে
সাংসারিক সুখের জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন
দাম্পত্যজীবন বড়, না ঈশ্বর ধর্ম্ম বড়! রোজ
মন করিয়া একজন অবিশ্বাসী, বিধর্ম্মীকে জীবনের
সহচররূপে বরণ করিবেন? বরং হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ
যায়, জীবনের সুখের প্রদীপ চিরদিনের জন্য
পিত হয়, সংসারে মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহ না
ক, তাহাও ভাল—তথাপি আত্মার সার ধন ধর্ম্মের
দা রাখিতেই হইবে। তিন বৎসর কঠোর সংগ্রাম
রিয়া রোজ হৃদয়ের উপর জয়লাভ করিলেন, এবং
সবলে আপনাকে প্রেমজাল হইতে ছিন্ন করিয়া একনিষ্ঠ ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু বড় আঘাত লাগিল। রোজ চব্বিশ বৎসর বয়সেই সংসারের প্রতি বিমুখ হইলেন, হৃৎপিণ্ড পদদলিত করিয়া আপনাকে মোহবন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন;—কিন্তু শরীর তাঁহা সহিবে কেন? রোজ দিন দিন অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন—অবশেষে একেবারে শয্যা-শায়িনী হইলেন। রাস্কিন প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর রোজকে দেখেন নাই, কিন্তু তিন বৎসরেও তিনি সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভুলিতে পারেন নাই।

কেমন করিয়াই বা পারিবেন? তিনি তো আর কাহাকেও রোজের মত এমন প্রাণ দিয়া ভাল বাসেন নাই। সেই রোজ এখন মৃত্যুশয্যায়। রাস্কিন কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি একবার রোজকে শেষ দেখা দেখিতে চাহিলেন। রোজ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন, আপনি আমার অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসেন?" রাস্কিন আশৈশব সত্যের সেবক—তিনি বলিলেন, "না, আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে আমি ঈশ্বরকে তোমার অপেক্ষা অধিক ভালবাসি।" তখন রোজ বলিলেন, "তবে ইহজীবনে আপনার সহিত আমার আর দেখা হইবে না।" রাস্কিনের সমস্ত আকিঞ্চন ব্যর্থ হইল—রোজ অনন্ত-লোকে চলিয়া গেলেন।

(৫)

রাস্কিন জীবনে এত দুঃখ আর কখনও পান নাই। তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রোজের শোক ভুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিরন্তর কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, কিন্তু কর্ম্মে তাঁহার রুচি ছিল না, সজনে বিজনে কোথাও তিনি প্রাণে সুখ পাইতেন না। রোজের অকালমৃত্যু দিবানিশি তুষানলের মত তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না, একটু তন্দ্রা হইলেই তিনি নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন—সে স্বপ্ন কেমন পরিষ্কার, ঠিক যেন জাগ্রৎকালের অনুভূতি। তিনি প্রেতাত্মবাদী (spiritualist)

দিগের সভায় যাইতে আরম্ভ করিলেন, সেখানে মধ্যবর্ত্তী (medium) তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমার সংবাদ দিত। বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক দেবীর (St. Ursula) ছবি দেখিয়াছিলেন, এখন তিনি তাঁহার জীবনী অধ্যয়নে ও তাঁহার পূত চরিত্র মননে নিযুক্ত হইলেন ক্রমে ঐ দেবী নারীত্বের আদর্শ রূপে তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ভাবে অনুরঞ্জিত, অনুপ্রবিষ্ট, অভিভূত হইয়া গেলেন; শয়নে, স্বপনে, পাঠাগারে, বক্তৃতামঞ্চে তিনি যেন দেবীদ্বারা আবেষ্টিত হইয়া রহিলেন। ধীরে, ধীরে, ধীরে দেবী ও রোজ একাকার হইলেন। যাঁহাকে হারাইয়া রাস্কিন এত কাতর হইয়াছিলেন, তিনি আদর্শ নারীরূপে সর্ব্বদা নয়নসম্মুখে প্রকাশিত থাকিয়া তাঁহার আঁধার প্রাণে আবার আনন্দকিরণ ফুটাইয়া তুলিলেন, তাঁহার সকল কর্ম্মে, সকল শ্রমে অনুপ্রাণনা রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মোৎসাহকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন, শেষ জীবনের ঘন প্রকাকিত্বের মধ্যে রোজের ধ্যানই তাহার সঙ্গহীন প্রাণকে যথাকথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া সংসারের শত পরীক্ষা পরাজয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে সমর্থ করিল।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কন্যাদায় ও তজ্জনিত বিবাহ-বিভ্রাট হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়, কন্যাদিগকে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। অনেকে স্ত্রীশিক্ষা ও পুরুষ-শিক্ষা এই দুই শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ রাখিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের মতে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য, বিবাহের উপযোগী হওয়া; পুরুষ-শিক্ষার উদ্দেশ্য, স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হওয়া। নারীগণ শিক্ষালাভ করিলে তাঁহারা সুচারুরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন,—পুরুষের কেবলমাত্র শরীরসঙ্গিনী না হইয়া তাহার মানসিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গিনী হইতে পারিবেন। স্ত্রীশিক্ষার এই সকল সমর্থন আপাততঃ

মনোহর হইলেও অসার। গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পন্ন ক
জন্য কি বহুবর্ষব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন নি
আবশ্যক? ভূগোলবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিনী না হ
কি স্ত্রী স্বামীর ঠিকানা বুঝিতে ভুল করিবেন, না, জ্যা
না পড়িলে তাঁহারা ঘর সাজাইতে অক্ষম হইবেন,
ইতিহাস না জানিলে স্বামীর কুলমর্য্যাদার পরিচয় পাই
না? অবশ্য মানসিক শক্তির বিকাশ হইলে সকল
আমাদিগের অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। তথাপি
গার্হস্থ্য কার্য্যই নারীদিগের একমাত্র ধর্ম্ম হয়, তাহা হ
নিশ্চয়ই অধিক শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। অনেক
অধিক শিক্ষা করিতে গিয়া তাঁহারা গৃহধর্ম্ম ভুলিয়া
শিক্ষিতা রমণীদিগের সম্বন্ধে একটী অপবাদ আছে
তাঁহারা সেক্সপিয়রের কবিতাও বুঝেন না, অদিকে র
বাড়াও জানেন না। পুনশ্চ পুরুষদিগের উপযুক্ত স
হওয়াই নারীদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেন হইবে? পুরু
কি নারীদিগের উপযোগী হইবার জন্য শিক্ষা কর
স্বাধীনতা লাভের জন্য, স্বাধীন ভাবে নিজ জীবিকা নি
করিবার জন্যই লোকে এত পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন
মহিলাগণ পুরুষদিগের গলগ্রহ হইবার উদ্দেশ্য লইয়া
শিক্ষা করিবেন? স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য বা আদর্শ বিবাহ
—ইহা একটী নীচ আদর্শ মাত্র। কি স্ত্রী কি পুরুষ সক
প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের জন্য শিক্ষা করিবে;—তাহা
সকলেরই শিক্ষার উদ্দেশ্য,—মনুষ্যত্ব লাভ করা এবং স্বা
জীবিকা অর্জ্জনের উপযুক্ত হওয়া। যাঁহাদিগের জী
কার জন্য চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই; তাঁহ
কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য শিক্ষা করিতে পারেন। স্ত্রী
ও পুরুষ-শিক্ষার মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ থাকা বা
নহে এবং তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হওয়া উচিত।

সম্প্রতি প্রশ্ন উঠিতে পারে, মহিলাগণ শিক্ষা ক
কি করিবেন? সমাজের কোন্ বিভাগে তাঁহারা পুরু
সাহায্য করিবেন? তাঁহাদের শক্তির, তাঁহাদের প্রতি
সীমা কোথায়? মিল সাহেব তাঁহার Subjection
Woman নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে নারী-প্রতি
কোনও অংশে পুরুষ-প্রতিভা হইতে ন্যূন নহে।
নারীগণ কেন পুরুষদিগের মত স্বাধীন ভাবে

লিক গ্রন্থরচনা অথবা নূতন অবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম
নাই? তাহার কারণ এই যে, নারীগণ পুরুষদিগের
অনেক পরে শিক্ষা পাইয়াছেন। নারীগণ যে সময়ে
া পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই সময়ে জগতের
হিত্য বিজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল।
ত সাহিত্য-যুগে কোনও প্রকার নূতন মৌলিক গ্রন্থ-
না করা এক প্রকার অসম্ভব। সে যাহা হউক,
মাদের দেশের মহিলাগণ জ্ঞান শক্তির সাধারণ পরীক্ষায়
বিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
ব্য-সাহিত্যেও তাঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।
ারীরিক শক্তিতেও তাঁহারা নিতান্ত নগণ্য নহেন।*
সে দিন বুয়র যুদ্ধের সময় পুরুষ যোদ্ধৃবর্গ যখন স্বদেশ
র জন্য দলে দলে অন্তিমশয্যায় চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইতে
াগিলেন,—দেশ রক্ষার জন্য যখন পুরুষ বীরদিগের
ার পড়িল, মহিলাগণ বীরবেশে তখন সমরাঙ্গনে
বতীর্ণ হইয়া স্বদেশ রক্ষার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়া-
লেন। সমাজে বা সংসারে এরূপ কোন কার্য্যই নাই
মহিলাদিগের দ্বারা সম্পাদিত না হইতে পারে। এই
বলিতেছি, তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রের একটী ধরা বাঁধা
সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কদাপি উচিত নহে।
কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাঁহারা নিজ
নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন বিষয়ে দক্ষতা
লাভ করিয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনের পথ প্রস্তুত করিয়া
হইতে পারিবেন। যদি কোন রমণী চিকিৎসা-শাস্ত্রাদি
যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতে
ইচ্ছা করেন এবং চিকিৎসার্থী রোগী পান, তিনি
চিকিৎসা করুন; যদি কোন রমণী আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক
শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাহেন, এবং লোকে
তাঁহার কথা শুনিতে উৎসুক হয়,—সে রমণী ধর্ম্মপ্রচার
করুন; যদি কেহ আইন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিতে চান,—আর মক্কেল পান,—তিনি ওকালতী করুন। ডাক ঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, সওদাগরী কারখানা ও আফিস প্রভৃতি অনেক স্থানে রমণীগণ অনায়াসে কার্য্য চালাইতে পারেন, এই সকল কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার কারণ কি? বালিকাবিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ভিন্ন কি তাঁহাদের আর কোনই কার্য্য নাই? যদি পুরুষগণ বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্য চালাইতে পারেন, তবে মহিলাগণ কেনই বা পুরুষদিগের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে না পারিবেন? আমাদিগের মধ্যে উদ্যোগের বিষম অভাব। যদি উদ্যোগ থাকিত, তাহা হইলে মহিলাদিগের স্বাধীন জীবিকার পথে যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা বিপত্তি আছে, সে সকল ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া দূর হইয়া যাইত এবং তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার পাইতেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে উৎকল-রমণীর স্বাধীন জীবিকার বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উৎকলের নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন জীবিকার অনুসরণ করিয়া থাকে। জেলেনী মাছ, গোয়ালিনী দুধ, ময়রাণী মিষ্টান্ন, তেলিনী তৈল বিক্রয় এবং অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোক অন্যান্য প্রকার স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সম্বলপুর অঞ্চলে পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীদিগকে অধিক কর্ম্মশীল দেখা যায় এবং তথায় রমণী এত পরিশ্রমী এবং এত অল্প মজুরীতে সন্তুষ্ট যে লোকে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দ্বারাই অনেক কর্ম্ম করাইয়া লয়। দুঃখের বিষয় নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের যে অধিকার আছে, উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ তাহা হইতে বঞ্চিত। যদি একটী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কন্যা বিধবা হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সংসার অন্ধকারময়। নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগের ন্যায় তিনি কোন স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে পারিবেন না।* হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের

---

* প্রাচীন ভারতে কি সুকুমার কাব্যকলাদি বিষয়ে, কি গভীর দার্শনিক ও উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিচয়ে, কি রাজনীতি বা সমাজনীতি শাস্ত্রে, কি শৌর্য্যে বীর্য্যে মহিলাগণ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক সাহিত্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুবাদক।

* প্রবন্ধলেখক মহোদয় উৎকলদেশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বঙ্গদেশের সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশেও হিন্দু-সমাজের (অনেকস্থলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানসমাজেও) নিম্নস্তরের

মধ্যে, বিধবার বিবাহ নাই। তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কোন পুরুষ জ্ঞাতি কুটুম্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন; অনেক সময়ে তাঁহাদের পক্ষে চরিত্র ঠিক রাখা দুষ্কর হইয়া পড়ে; অন্নদায়ে তাঁহাদিগকে চরিত্র হারাইতে হয়। বিধবার ভরণ-পোষণরূপ এই যে দারুণ সমস্যা, সমাজ তাহার কি কোন সমাধান করিয়াছেন? সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কেবল কতকগুলি কুসংস্কার দেখিতে পাই; কিন্তু অবস্থার উপযোগী হইবার বিধান বন্দোবস্ত ত কুত্রাপি দেখিতে পাই না। এ গেল নিম্ন ব্যবসায়ের কথা। রমণীদিগের ভদ্র ব্যবসায় উৎকল দেশে অতি অল্প দেখা যায়। ভদ্র ব্যবসায় শিক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু উৎকল দেশে বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ প্রথার প্রচলন জন্য স্ত্রীশিক্ষা এক প্রকার বন্ধ। এ অবস্থায় রমণীদিগের ভদ্র ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সুযোগ কোথায়? তবে পাদরী সাহেব-দিগের কৃপায় উৎকল দেশের কতিপয় খ্রীষ্টান-মহিলা সূচিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; পাদরীগণ তাঁহাদের সেই শিল্পকার্য্য বিলাতে প্রেরণ করেন এবং এই উপায়ে কতকগুলি খ্রীষ্টান মহিলা এত অধিক উপার্জ্জন করেন যে তাঁহারা আর বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করেন না এবং অনেকে বিবাহ করেনও নাই। কোন কোন খ্রীষ্টান মহিলা ডাক্তারী পড়িয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই স্বাধীনজীবী রমণীদিগকে পুরুষদিগের দাসী বলা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মমহিলাগণ খ্রীষ্টীয়-রমণীদিগের ন্যায় শিক্ষা পাইবার সুযোগ আজ তাঁহারা স্বাধীন জীবিকার উপযোগী হইতে পারেন, কি হিন্দুসমাজের কুসংস্কার তাঁহাদিগকে একেবারে পরিত্যা করে নাই; তাঁহারাও বিবাহকেই নারীজীবনের প্রধা লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করেন।

আমাদিগের প্রস্তাব হইতে কেহ যেন এরূপ অনুমা না করেন যে আমরা মহিলাদিগের বিবাহের বিরোধী যে মহিলা বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিবা করুন; আর যিনি স্বাধীন ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ কর অধিক সুখকর মনে করেন, তিনি তাহাই অবলম্বন করুন আমরা এইমাত্র বলিতেছি, যে পুরুষদিগের শিক্ষার মত মহিলাদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্যও স্বাধীন জীবিকার উপযোগী হওয়া বিধেয়। তাহা হইলে তাঁহারা আর গত্যন্তর রহিত হইয়া,—বাধ্য হইয়া,—কেবলমাত্র এক মুষ্টি অন্নের জন্য—বিবাহ-ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন না; বিবাহ তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় মাত্র না হইয়া স্বাধীন ইচ্ছার বিষয় হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন সুখশান্তিময় হইবে এবং সমাজে তাঁহাদিগের মর্য্যাদা বাড়িবে।

আমরা এই প্রবন্ধে যে মতের সমর্থন করিলাম, সেই মত অবলম্বিত হইলে পিতা মাতার "কন্যাদায়" দূর হইয়া যাইবে। কন্যাগণ দায় না হইয়া অনেক সময় দরিদ্র পিতামাতার সহায় স্বরূপ হইবে,—কন্যাদিগের বিবাহ-বিভ্রাট দূর হইয়া হইয়া যাইবে। স্বাধীন-জীবিকার উপায় না থাকার জন্যই অনেক কন্যাকে কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিতে হয়। সেরূপ বিবাহ অতি অল্পস্থলেই সুখকর হয়। সে শুভযুগ ক্রমে আসিবে, যখন রমণীগণ দায়ে পড়িয়া নহে, সমাজ শাসনের ভয়ে নহে,—কেবল হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগে, শুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রীতির আকর্ষণে পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইবে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে যদি স্বাধীন জীবিকার উপযোগী হয়, তাহা হইলে কেহ কাহারও ভার স্বরূপ হইবে না। কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে দম্পতির পুরাতন প্রীতিবন্ধন ছিন্ন হইলেও কেহ কাহারও গলগ্রহ হইবে না। "পতি বিনা অবলার কা গতি সংসারে?" এই অপবাদ সমাজ হইতে ঘুচিয়া যাইবে। এই নীতি অবলম্বিত হইলে কেবলই যে ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধা হইবে, তাহা নহে,—সমাজেরও পরম-কল্যাণ সাধিত হইবে। রমণীগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্মীর সংখ্যা দ্বিগুণিত হইবে,—সুতরাং সমাজ অধিকতর ধনবান ও বলবান হইবে। মহিলাদিগের স্বাধীন জীবিকা যে একটী অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত কথা, তাহা প্রমাণ করা বিশেষ কিছু কষ্টকর নহে। কিন্তু রক্ষণশীলতার রজ্জু ছিন্ন করিয়া, সেই প্রাচীন কুসংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাদের মত কার্য্যে পরিণত করাই একটী মহা আয়াসকর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার।*

রমণীগণ স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করে এবং তাহাদ্বারা নিজেরও পুত্রদের ভরণপোষণ চলে এবং অনেক সময় স্বামী কুটুম্বাদিরও বিশেষ সাহায্য হয়। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহাতে স্ত্রীর সাহায্য একান্ত আবশ্যক হয়। বঙ্গদেশের রঙ্গপুর কুচবিহার প্রভৃতি প্রদেশে দেখা যায় যে কৃষিজীবী লোকদিগের রমণীগণ কৃষিকার্য্যের বিশেষ সাহায্য করে। আসামেও সেইরূপ। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশের বাগদী, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির স্ত্রীলোক কিরূপ পরিশ্রমী তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। তবে বঙ্গদেশে অতি অল্পসংখ্যক ভদ্রবংশীয় মহিলা ধাত্রী, ডাক্তারী, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির ব্যবসায় করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সমাজ তাঁহাদিগের প্রতি কি সমুচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন?

অনুবাদক।

দেবী অঘোরকামিনী।

(৩)

প্রকাশচন্দ্র মতিহারি হইতে বদলী হইয়া বাঁকিপুর আসিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় বাঁকিপুরে অবস্থান করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছেন। সেই জন্য বাঁকিপুরেই অঘোরকামিনীর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই সময় অঘোরকামিনী কিরূপ ভাবে তাঁহার সময় অতি-বাহিত করিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপ সুখময় ছিল, তাহা কি তুমি স্মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তুমি আমার সহিত সমস্বরে মাতৃ-স্তোত্র পাঠ করিতে। তার পর তুমি স্বহস্তে উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে।* * নিষ্ঠার সহিত আসন পাতিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটি ছোট প্রার্থনা করিতে, তার পরেই রন্ধনশালার কাযে যাইতে। ছেলেদের আহার করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেই রন্ধন করিতে হইত।* ইহারই মধ্যে কোন সময়ে প্রতিবেশী দুই তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে ও কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহার পরিচ্ছদ তুমি সর্ব্বদাই নিজে দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাত্রির আহারের আয়োজন হইত এবং ছোটদের আহার করাইয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তার পর আমরা দুজনে নাম গান করিতাম। নূতন যে কোন সাধন করিবার থাকিত, করিতাম। আহারাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত। ইহা ভিন্ন স্থানের বিশেষ নিয়ম ছিল।"

অতঃপর অঘোরকামিনী দেবী বিষম পরীক্ষার মধ্যে পড়িলেন। সেই মর্ম্মান্তিক কাহিনী সমস্ত বলিতে হইলে, একখানি বিয়োগান্ত উপন্যাস হইয়া উঠিবে। আমরা কল্পিত উপন্যাসে যে সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, অঘোরকামিনীর পরিবারে তাহাই সত্য হইয়া উঠিল। সেই সত্য ঘটনা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

অঘোরকামিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম সুসারবাসিনী। সৌভাগ্যবশতঃ এই সুসারের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁহার মধুর উপাসনায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং তাঁহারা আত্মত্যাগ ও সেবার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছি।

এই সুসারের যখন তরুণ বয়স, তখন তিনি বৃন্দাবন নামক একটী যুবকের ভালবাসায় আকৃষ্ট হন। সুসারের পিতা এই কথা জানিতে পারিয়া কন্যার ইচ্ছামতই কার্য্য করেন; বৃন্দাবনের সঙ্গেই সুসারের বিবাহ হইয়া যায়। বৃন্দাবন যে অসচ্চরিত্র যুবক ছিল, তাহাও নহে; তাহা হইলে সুসারই বা তাহাকে ভালবাসিবেন কেন? সুসারের প্রকৃতি ত আর লঘু ছিল না। বরং বৃন্দা-বনকে সকলেই ধর্ম্মোৎসাহী যুবক বলিয়া মনে করিত।

কিন্তু মানুষের মনের ভাব সকল সময় সমান থাকে না। বৃন্দাবন ব্রাহ্মমতে নিজের ইচ্ছায়ই বিবাহ করিলেন; বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজিষ্টারীও হইল। অথচ

---

* এই প্রবন্ধে যে মতের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তাহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। এদেশে এই প্রকার মতের প্রচার এক প্রকার নূতন। নূতন হইলেও এই মত সম্বন্ধে সামাজিক কর্ত্তৃপক্ষগণের যথেষ্ট চিন্তার বিষয় আছে, সন্দেহ নাই। ইহার ভাল মন্দ উপযোগিতা অনুপযোগিতা প্রভৃতি লইয়া বিচার বিবেচনা চলুক ইহাই আমাদিগের বিনীত অনুরোধ।

অনুবাদক।

কিছুদিন পরেই বৃন্দাবন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিল ; তৎসঙ্গে সাধ্বী পত্নী সুসারকেও ত্যাগ করিল। শুধু তাহাই নহে। সেই নির্ম্মলচিত্ত যুবক ধর্ম্মশীলা পত্নীর নির্ম্মল প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার একটী হিন্দুবালিকাকে বিবাহ করিল।

তখন সেই প্রেমময়ী কোমলহৃদয়া ধৈর্য্যশীলা ও ঈশ্বর-পরায়ণা সুসারবাসিনী কি করিলেন? তিনি ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার বিবাহ করার জন্য স্বামীকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন, তাহার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। সকলেই জানেন, তিন আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিয়া বিবাহ হইলে, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আর বিবাহ হইবার যো নাই। কিন্তু সুসার সে কথা মনেও স্থান দিলেন না ; স্বামীর বিরুদ্ধেও একটী কথা বলিলেন না ; কিন্তু কোন দুর্ব্বৃত্ত বালক বৃক্ষটির শাখাপত্র ছিন্ন করিয়া, বৃন্ত হইতে তাহার পুষ্পস্তবক কাড়িয়া লইল, বৃক্ষ তাহাকে যেমন ছায়া এবং পুষ্পদানে বিরত হয় না ; তেমনি সুসারবাসিনী তাঁহার নিষ্ঠুর স্বামীকেও প্রেম দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। অথবা যে অগ্নি পতঙ্গকে পুড়াইয়া ভস্ম করে, পতঙ্গ যেমন প্রেমে সেই অগ্নির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চায়. তেমনি যে স্বামী সুসারবাসিনীকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিল, তিনি সেই স্বামীকেই তাঁহার প্রেম সমর্পণ করিতে চাহিতেন।

সুসার আজ আর এ জগতে নাই। তিনি বহু বৎসর ব্রহ্মচারিণী যোগিনীর বেশে জননীর অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবাব্রতে পরের মেয়েদের জন্য খাটিয়া খাটিয়া মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন।

হায়, প্রথম জীবনে তাঁহার সুকোমল হৃদয়কলিকায় যে কঠোর আঘাত লাগিয়াছিল, সাধন ও সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াও সে ধাক্কা সমলাইতে পারিলেন না। ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই দারুণ যক্ষ্মারোগে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া দিল।

আজ তিনি এই সংসারে নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার ডায়েরিগুলি পড়িয়া আছে। তাহা পাঠ করিলে পাষাণও দ্রব হয়। ডায়েরীর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"আজ আমার জীবনের কি দিন! আজ বৈকালে জানিলাম, আমার স্বামী পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। আঘাত! ভেবে দেখিলাম আজ যদি আমার পরম জ সান্ত্বনা-ক্রোড় না পাইতাম, কাঁদিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিত কেবল জগজ্জনীর আশ্রয় ভেবে আমি আজ রয়েছি।"

এইটুকু পাঠ করিয়া সুসারের ধর্ম্মবিশ্বাস দে বিস্মিত হইতে হয়। ডায়েরির অন্য দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৮৯১।৭ই অক্টোবর—* * আজ ৪ বৎসর * * শূন্যক হয়ে রয়েছি। কেবল মায়ের কৃপার উপর আছি। ধন্য! মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এই যদি ইচ্ছা হয়, এইরূপই হউক।"

"১৮৯১।১৯শে নবেম্বর—* * আজ আমার জন্মদিন। মার চরণে শত শতবার কৃতজ্ঞতার সহিত বাদ দিলাম যে, তিনি আজ ২৬ বৎসরে পড়িলেন। মা তাঁহার স্নেহ ধন্য! * * এই নবজীবনের দিনে মা আপনার দিকে টানিয়া লউন।"

নারীর কি বলিষ্ঠ প্রেম ও আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা! বৎসর পর্য্যন্ত যে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তা কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! হিন্দুনারী মাহাত্ম্যে যথার্থই দেবী বটে!

যাহা হো'ক কন্যা সুসারবাসিনীকে যখন তাঁহার ত্যাগ করিল, তখন স্নেহময়ী জননী অঘোরকামি সম্মুখে কি কঠিন পরীক্ষাই আসিয়া উপস্থিত একদিন নয়, দুই দিন নয়, তিনি আজীবন চোখের কন্যার এই দুর্দ্দশা কেমন করিয়া দেখিবেন? প্রাণে কি ইহা সহ্য হয়? দেবী অঘোরকামিনী এই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন। ঈশ্বর অন্তরে এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিলেন। নির্ভরশী নারী এই ঐশীশক্তির সাহায্যেই চিত্ত স্থির করিয়া আ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই ঘটনার অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ নগরে এক অসম্ভব ব্যাপার সা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বর্ণনা করি পূর্ব্বেতাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও সাধনের কথা বলি।

অঘোরকামিনী অঙ্গের আভরণ ত্যাগ করিয়াছি

বার মস্তকের কেশ কর্ত্তন করিয়া সুখলিপ্সার শেষ টুকু পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিলেন। কিন্তু ইহাও ত হিরের বৈরাগ্য। অতঃপর বীরনারীর ন্যায় আর ক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সংকল্প করিলেন, ন যে প্রিয়তম স্বামী, যাঁহার প্রেম ভিন্ন একটি মুহূর্ত্ত ণ বাঁচে না, যাঁহাকে না দেখিলে চিত্ত চঞ্চল হইয়া ঠ, সেই স্বামীর সঙ্গেও আর বাহিরের কোন সম্পর্ক কিবে না ; শুধুই অন্তরের প্রেম ও আত্মায় আত্মার াত্মিক যোগ থাকিবে। এই সময় অঘোরকামিনীর স ছাব্বিশ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে ত্র হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। ধান সমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন ত্রৈলোক্যনাথ াল মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিলেন।

এই ঘটনার পর অঘোরকামিনীর সাধন ভজনের হইল। কারণ, এতদিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের াধনা ও সেবার ব্যাঘাত হইত। এখন ত আর তাঁহার ক্রোড়ে আসিবার সম্ভাবনা রহিল না। র সাত বৎসর পরে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ ন্ন হইয়া গেল।

আধ্যাত্মিক বিবাহ ব্যাপারটা কি, একটু ভাঙ্গিয়া ল। মহাত্মা কেশবচন্দ্র তৎপ্রণীত নবসংহিতা গ্রন্থে একটি কঠিন ব্রতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্রত গ্রহণের নাম আধ্যাত্মিক বিবাহ। এই বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেই আত্মসমর্পণ করিবেন। এজন্য এই অনুষ্ঠানে ধিকারী ভেদ আছে। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে সমর্থ তাঁহাদের পক্ষেই এই ব্রত গ্রহণীয়, অন্যের পক্ষে নহে।

১৮৯১ সালের ২৭শে জানুয়ারী প্রকাশচন্দ্র ও অঘোর-কামিনীর এই আধ্যাত্মিক পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাঁহারা বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র রাজগিরি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেস্থানে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী মস্তক মুণ্ডন করিলেন। তৎপরে উপাসনান্তে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ হইয়া গেল। আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ষষ্ঠিদাস মল্লিক মহাশয় বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন:—

"উপাসনা—স্বর্গের উপাসনা। আজ মহা মহাব্যাপার। ভক্তিভাজন সাধক প্রকাশ বাবু ও তাঁহার ভার্য্যা অঘোর-কামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। * * এই ব্যাপারে সকলের মনে একটা স্বর্গীয় ভাব আঁকিয়া দিয়া গেল। এখন প্রকাশ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৪ ও অঘোর-কামিনীর বয়স ৩৬ বৎসর।"

(৪)

এইবার অঘোরকামিনী দেবীর লক্ষ্ণৌ যাইবার কথা বলি। তিনি এতদিন ভক্তিপথের সাধনা, স্বামী ও সন্তানদিগের সেবা এবং বাঁকিপুর সহরের অনেক রুগ্না ও দুঃখিনী নারীর সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন দেশের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে তাঁহার অভিলাষ জন্মিল ; অথবা স্বয়ং ঈশ্বরই সেই কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু দেশের কোন্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেও কোমলহৃদয়া নারী। নারীর পক্ষে কোন্ কায কর্ত্তব্য? তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি কাজ বাছিয়া লইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বেহার অঞ্চলে নারীজাতির বড় দুরবস্থা। তাহারা লেখাপড়ার কোন ধারই ধারে না। অথচ লেখাপড়া না শিখিলেও অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি ভাল স্কুল ও বোর্ডিং করিবেন এবং নিজেই তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ স্কুল ও বোর্ডিং করিতে হইলেই তাঁহার অর্থের ও শিক্ষার আবশ্যক। আচ্ছা, অর্থের ভাবনা পরে ভাবা যাইবে, আপাততঃ নিজেই শিক্ষা লাভ করি এবং বোর্ডিং ও স্কুল চালাইবার উপযুক্ত হই। ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে লক্ষ্ণৌ পড়িতে চলিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল—"সে কি কথা? আপনি এই বয়সে স্বামী পুত্র ফেলিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে পড়িতে যাইবেন? তাহাও কি হয়? আপনি কেমন করিয়া সেই অপরিচিত স্থানে মেমদের সঙ্গে বাস করিবেন? আর এই বয়সেও কি ইংরাজী শেখা সম্ভব?"

তাঁহারা তখনও জানিতেন না যে, দেবী অঘোর-

কামিনীর অভিধানে 'অসম্ভব' কথাটা লেখা নাই। তিনি স্বামীর হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া লক্ষ্ণৌ চলিলেন। লক্ষ্ণৌ বোর্ডিংএর কর্ত্রী একটি বাঙ্গালী রমণীর সাহস ও মনের বল এবং কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেনঃ—

"মিসেস রায়, আপনি বোর্ডিংএ থাকিবেন বটে, কিন্তু আপনাকে এ বয়সে আর বোর্ডিংএর সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে না।"

অঘোরকামিনী বলিলেন—"তাহা হইবে না। আমি যখন শিক্ষার্থিনী হইয়া বোর্ডিংএ আসিয়াছি, তখন প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইব।"

লক্ষ্ণৌ যাইবার কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধের কঠিন পীড়া হইল। এই সুবোধ এখন কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিষ্টার এস, সি, রায়। কিন্তু তখন তিনি বালক ছিলেন। ইহার জ্বর ১০৫ ডিগ্রি হইতে ৯৭ ডিগ্রিতে দাঁড়াইল। অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ নগরে সে খবর পৌঁছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে অন্য সময় যতই ধৈর্য্যের পরিচয় দিন না কেন, সন্তানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। কিন্তু দেবী ঈশ্বরের হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া চিত্ত স্থির করিলেন। ডায়েরিতে লিখিলেনঃ—

"সুবোধের অসুখের সংবাদে মার কোলে লুকাইলাম, বড়ই আরাম।"

অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ হইতে স্বামীর কাছে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। এক একটি স্থান পাঠ করিলে তাঁহার স্বামীর প্রতি নিষ্কাম প্রীতি দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইতে হয়, তেমনি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ম্মোদ্যম ও অনুপম ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর্শ নারী বলিতে ইচ্ছা হয়। আমরা একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"তুমি যাহা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এতদিন তবু ভিন্ন ছিলাম, এখন যে আমরা (আধ্যাত্মিক) বিবাহিত হইয়া একটি হইয়াছি। আর কি কঠিন কায মা দিবেন যা আমরা পারিব না? না পারি, করিতে করিতে তো যাইতে পারিব? * * যদি আমাদের দ্বারা তাঁহার কায করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। * * সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না? * * তোমার সাধ পূর্ণ বার জন্য মা যে এ জীবন কিনেছেন, যখন ভাবি, যে কি সুখ পাই, তোমাকে কি বলিব। আর ব ইচ্ছাও হয় না। * * যতই নিকট হইতেছি ততই নিকট হইতে ইচ্ছা হয়। নৈকট্যের কি শেষ নাই?"

এই চিঠিখানির মধ্যে "সমস্ত রক্ত দিলেও কি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না?" এই কথাটির প্রতি সকলে শুনুন। আমি ত আজ পর্য্যন্ত কোন নারীর মুখে তেজের কথা শুনি নাই; মানুষের হিতের জন্য না "এমন আত্মবিসর্জ্জনই বা এ দেশে কে কোথায় দেখিয়া

অঘোরকামিনীর সংসারে স্বামী, পুত্র, কন্যা ছিল। অথচ সংসারের প্রতি আসক্তি ছিল না। হৃদয়ের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়া এই আসক্তিকে করিয়াছিলেন। সে সংগ্রামের কাহিনী অঘোর-প্র গ্রন্থেই সকলে পাঠ করিবেন। আমি এখানে একদিনকার একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ বোর্ডিংএ পীড়িত হইয়া লেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল "এখনই যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগ কি প্রস্তুত? কাহারও জন্য কোন আসক্তি আছে না?" অমনি তাঁহার মন বলিয়া উঠিল—"কোনও আ নাই, এখনই প্রয়াণ করিতে প্রস্তুত।"

এই সমস্ত উক্তিপাঠ করিয়া আমরা পরিষ্কার তেছি যে, তিনি প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পা ছিলেন, নহিলে যে সে লোক কি এইরূপ ভাবে, ভক্তির অতীত হইতে পারে?

(৫)

দেবী অঘোরকামিনীর লক্ষ্ণৌর শিক্ষা প্রায় শেষ আসিল। তখন তিনি তাঁহার কার্য্যের কল্পনা করি লাগিলেন। সৌন্দর্য্য-কল্পনায় কবির অন্তরে যেরূপ রস উচ্ছলিত হইয়া উঠে; তেমনি কর্ম্মকল্পনায় অঘো কামিনীর হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগি এই সময় তিনি তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"এই তো কাজের বুনিয়াদ পড়িল। কত কায যে করিতে হইবে, বলিতে পারি না। কেমন করিয়া হইবে, তাহাও জানি না; কিন্তু করিতেই হইবে। একটি উপা- গৃহ, একটি মেয়েদের স্কুল, একটি পীড়িতাশ্রম, একটি শ্রম স্থাপন করিতে হইবে। স্কুল তো অতি শীঘ্র রিতে হইবে। খরচ আপাততঃ মাসে প্রায় ১০০৲ া করিয়া লাগিবে। একটী বড় বাটীর প্রয়োজন। ১৩৫ টাকা হইলে—বাবুর কন্যা এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া ন, আসিতে পারেন। এখন বুঝিতেছি, জ্ঞানের ত য়োজন। কত মেয়ে এই জ্ঞানের অভাবে জড়ে ও আহার নিদ্রায় দিন কাটাইতেছেন। টাকার জন্য মরা কোন দিন ভাবি নাই, ভাবিবও না। যদি সত্য ারের কায অঘোর-প্রকাশ করিতে পারে, নিশ্চয় কোন ভাব থাকিবে না।"

* অঘোর-প্রকাশ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

সরলা কিছুক্ষণ পরে বাড়ী যাইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ রিলেন। এই ঘটনা অতি অতর্কিত ভাবে তাঁহার পর আসিয়া পড়িয়াছিল। ভাল করিয়া ভাবিয়া বিবার পর, সুধীরকে এইরূপে বিচার করাতে তিনি আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। াঁহার নিজের জীবনে কি উদ্দেশ্য আছে? তিনি বিখ্যাত সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছে গান বাজনা শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের তিনি কি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন? দুই সপ্তাহ হইল সেই রবিবারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আপনাকে লইয়া এবং আপন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। সঙ্গীত-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা—মাতার এই অভিলাষের তিনিও অংশভাগিনী ছিলেন। অপর গায়িকা অপেক্ষা তাঁহার কি বিশেষ মহত্ত্ব আছে? সুধীরকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে করিয়া নিজকে তিনি এই প্রশ্ন করিলেন যে তাঁহার নিজের জীবনে খুব একটা উচ্চ লক্ষ্য আছে কি না। মহাপুরুষেরা তাঁহার অবস্থায় কি করিতেন? তাঁহার

কণ্ঠস্বর অনিন্দনীয়, তিনি ইহা জানিতেন—শুধু বৃথা গর্ব্বের ভাব হইতে যে জানিতেন তাহা নহে,—সরল সত্য-পে জানিতেন। তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার এই কণ্ঠস্বরের যশ উপার্জ্জন ছাড়া আর কোন লক্ষ্যই ছিল না। সুধীর রায়ের জীবনের অপেক্ষা ইহা কি বড় বেশী উচ্চ লক্ষ্য?

তিনি অনেকক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তাঁহার মাতা একটি সিল্কের সাড়ী ও জ্যাকেট হাতে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মাতাকে দেখিয়া সরলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মাতা সহাস্যমুখে বলিলেন—"তোমার জন্য করিয়েছি, সরলা। এই প'রে তুমি—"

মাতার কথায় বাধা দিয়া সরলা বলিয়া উঠিলেন—"মা, আমি আর এসব পরব না।"

সরলার মাতা দীর্ঘাকৃতি সুন্দরী রমণী। তিনি বেশ সামাজিক এবং সমাজে সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। তাঁহার একমাত্র পুত্র—সরলার চার বৎসরের ছোট, কলেজে পড়িতেছে; আর একমাত্র কন্যা—সরলা। সরলার পিতা জীবিত নাই।

সরলার মাতা সরলা আরও কিছু বলিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

সরলা বলিলেন—"তার কারণ আছে।"

"কি কারণ?"

"প্রথম কারণ—এই কাপড়খানার জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। ভেবে দেখ মা, এই অসহায় প্রাণীদের কি রকম যন্ত্রণা দেওয়া হয়! কিসের জন্য? শুধু বিলাসিতার জন্য নয় কি? আমাদের শরীর—যা দুদিন পরে আর থাকবে না—তাকেই সাজাবার জন্য অপর লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বধ! আর জেনে শুনে জীবহত্যা করা হবে না মা। মহাপুরুষ শাক্যসিংহ এ বিষয়ে কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন! আমরা এ বিষয়ে তাঁহারই পদানুসরণ করব।"

দ্বিতীয় কারণ—বিদেশী জিনিস আর ব্যবহার করব না। দেশের অধিকাংশ লোক দুর্ভিক্ষে, অনাহারে মরছে,

আর আমরা বিলাসিতায় দিন কাটাব ? আমাদের গরীব ভাই বোনদের দিকে একবার ফি'রে চাইব না ? মোটা হোক্, খারাপ হোক্ স্বদেশী কাপড় পরব, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করব—তা'তেই আমাদের দুঃখিনী দেশমাতার দুঃখ দূর হবে। আর সেখানে যাওয়া সম্বন্ধে—আমি যাব না বলেই ঠিক করেছি।"

"কেন ?"

"দুই সপ্তাহ হ'ল আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তা তুমি জান।"

"অমরেন্দ্র বাবুর প্রতিজ্ঞা ?"

"না—আমার। প্রতিজ্ঞার বিষয় তুমি জান না ?"

"হাঁ, জানি। অবশ্য তাঁরা বর্ত্তমান কালে, বর্ত্তমান অবস্থার যতটা শোবায় সেই ভাবে মহাপুরুষদের অনুসরণ করতে চা'ন। কিন্তু তোমার সেখানে না যাওয়ার সঙ্গে এর কোন্ সম্বন্ধ আছে ?"

"সম্বন্ধ আছে। 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' এই প্রশ্ন করার পর আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে তাঁরা, আমার অবস্থায়, কণ্ঠস্বরের এই রকম ব্যবহার করতেন।"

"কেন ? এতে কি কোন দোষ আছে ?"

"তা আমি জানি না।"

"তুমি কি বল যে, যাঁরা এসব করছেন তাঁরা খারাপ কাজ করছেন ? তাঁরা, মহাপুরুষেরা যা করতেন তা করছেন না ?"

"মা, তুমি আমার কথা বোঝ। আমি অন্য কাউকে বিচার করতে বসি নাই। আমি আর কাউকে দোষ দিচ্ছি না। আমি শুধু আমার নিজের গন্তব্য পথ ঠিক ক'রে নিচ্ছি। যখন আমি এ বিষয় ভাবি, তখন আমি বেশ বুঝ্তে পারি যে মহাপুরুষেরা এ রকম করতেন না।"

সরলার মাতা তখনও ধৈর্য্য হারান নাই। তিনি সরলার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কন্যার সঙ্গীত-বিদ্যা স্বভাবতঃ যেরূপ অসামান্য, জনসমাজে তাঁহাকে সেইরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেছিলেন, সমাজে যে এক প্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মের উত্তেজনা আসিয়াছে, তাহা চলিয়া গেলেই সরলা আবার আগেকার মত তাঁ ইচ্ছানুরূপ চলিবেন। সরলার পরবর্ত্তী উত্তরের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

"তাঁরা এমন কিছু করতেন যা'তে জনসমাজের করা হয়। মা, আমি এমন কিছু করব বলে ঠিক ক যা খ্যাতিলাভ, অর্থ উপার্জ্জন আর আমার নিজের স বৃত্তি চরিতার্থ করার চেয়ে বেশী কিছু করছি বলে আ আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আমি এমন কিছু ক চাই যা 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' এই প্রশ্ন করার আমাকে সন্তোষ দিতে পারে। আমি যখন মনে যে আমি থিয়েটারে গান গাইতে যাচ্ছি আর সেই জীবন কাটাচ্ছি তখন আমি সন্তুষ্ট হই না—হ'তে না।"

সরলা এমন উৎসাহ ও জোরের সহিত কথা বলিলেন যে তাঁহার মাতা বিস্মিত হইলেন। এবার রাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভাব গোপন কখন চেষ্টা করিতেন না।

"তা একেবারেই অসম্ভব সরলা! তুমি হয়েছ! তুমি কি করতে পার ?"

"মা, এ জগতে এমন অনেক লোক ছিলেন আছেন, যাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রতিভা তের কাজে লাগিয়ে ধন্য হয়েছিলেন, আর হচ্ছেন। কেন আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর জগতের কাজে লাগাব না সপ্তাহ হ'ল সেই প্রতিজ্ঞা নেবার পর থেকে আমি করতে পারি না যে মহাপুরুষেরা এরকম করতেন।"

তাঁহার মাতা উঠিলেন, উঠিয়া আবার ব পড়িলেন। বহু চেষ্টার পর তিনি আপনাকে করিলেন।

"তবে তুমি কি করতে ইচ্ছা কর ?"

"এখন আমি মন্দিরেই কিছুদিনের জন্য গাইব। সপ্তাহ থেকে আমি নারায়ণ রাওদের ওখানে গান গা যাব।"

"কি সরলা! তুমি জান তুমি কি বল্ছ ? তুমি জান সেটা কি রকম জায়গা ?"

মুহূর্ত্তকাল সরলার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তি রবে মাতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর রে ধীরে বলিলেন :—

"আমি জানি। সেই জন্যই আমি, সেখানে যাচ্ছি। রায়ণ রাও আর তাঁর স্ত্রী কয়েক সপ্তাহ হ'ল সেখানে জ আরম্ভ করেছেন। আমি শুধু আজ সকালে নলাম যে তাঁহাদের সভায় সাহায্য করবার জন্য তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে গান গাইবার লোক চেয়েছেন। তাঁরা জায়গায় তাঁবু ফেলে কাজ আরম্ভ করেছেন, ব্রাহ্মের বার সেইখানেই সব চেয়ে বেশী দরকার। আমি দের সাহায্য করব মা! আমি এমন কিছু করতে চাই তে আমার একটুও স্বার্থ বলিদান করা হয়। আমি জানি তুমি আমার কথা বুঝবে না; কিন্তু আমার আত্মা ত্যাগ-স্বীকার করবার জন্য ক্ষুধিত। এই সহরের দুঃখী পাপীদের জন্য আমরা আমাদের সমস্ত জীবনে কি করেছি ? আমরা যে দেশে বাস করি সেই দেশের কল্যাণের জন্য কতটুকু ব্যক্তিগত স্বার্থ সুখ বলিদান করেছি ? আমরা জগতের মহাপুরুষদের কয় পা অনুসরণ করেছি ? সমাজ (Society) স্বার্থপর ভাবে যা আদেশ করচে আমাদের কি সর্ব্বদা তাই পালন করতে হবে ? এর সঙ্কীর্ণ সুখ ও আনন্দের গণ্ডীর মধ্যে চিরদিন আবদ্ধ হয়ে থাকব ? অপরের জন্য দুঃখ ভোগ রূপ মহাসুখের আস্বাদ কখনও জানব না ?" সরলা কথাগুলি যেন নিজেকেই বলিতেছিলেন। এত আবেগের সহিত তিনি তাঁর মার সঙ্গে বোধ হয় কখন কথা বলেন নাই।

তাঁহার মাতা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ ?" সরলা মাতার ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"না, আমি নিজেকেই বল্ছি।" তিনি এক মুহূর্ত্ত থামিলেন এবং মনে করিলেন, মাতা কিছু বলিবেন। তাঁহার মাতা কিছু না বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পর সরলা দুঃখের সহিত অনুভব করিলেন যে মাতার নিকট হইতে তিনি এ বিষয়ে কোন সাহায্য আশা করিতে পারেন না। মাতা যে তাঁহার কথা ভাল করিয়া বুঝিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই।

তিনি করযোড়ে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। ইহা

নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে মন্দিরের অধিকাংশ ব্যক্তি, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মন্দিরে সেই মলিন বেশধারী ব্যক্তির প্রবেশের পর হইতে ঈশ্বরচরণে যতবার আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আকুল প্রার্থনা বিশ্বাধিপের চরণ-তলে যত পৌছাইয়াছে, আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের সমগ্র উপদেশে তাহা হয় নাই।

যখন তিনি উঠিলেন তাঁহার সুন্দর মুখখানি অশ্রুসিক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর নলিনীকে একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন।

চিঠিখানি ভৃত্যহস্তে পাঠাইয়া দিয়া তিনি নীচে গেলেন এবং মাতাকে বলিলেন যে আগামী কল্য নলিনী এবং তিনি নারায়ণ রাও এবং তাঁহার পত্নীকে দেখিতে যাইতেছেন।

"নলিনী যদি যান তাহ'লে তাঁর কাকা সুরেন্দ্র বাবু আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমাদের সঙ্গে তাঁকে যাবার জন্য অনুরোধ করতে আমি নলিনীকে লিখেছি। সুরেন্দ্র বাবু নারায়ণ রাওদের একজন বন্ধু। গত বৎসর তিনি তাঁদের কোন কোন সভায় যোগ দিয়েছিলেন।"

সরলার মাতা একটি কথাও বলিলেন না। সরলার কার্য্য যে তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত তাহা তাঁহার ভাবেই প্রকাশ পাইল এবং সরলা তাঁহার নীরব তিক্ততা অনুভব করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সুরেন্দ্র বাবু ও নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা তিন জনে নারায়ণ রাওএর কার্য্যক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই স্থান কলিকাতা সহরের পাপের দুর্গ স্বরূপ। একটি অনতিপ্রশস্ত মাঠ—তাহাতে সার্কাস ওয়ালারা মাঝে মাঝে আসিয়া সার্কাস করে। ইহারই চারিদিকে মদের দোকান, থিয়েটার এবং নানা প্রকার পাপ সর্ব্বদাই আপন বিভীষিকা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মেরা ইহার সংস্পর্শে কখন আসেন নাই। সংস্পর্শে আসিবার পক্ষে ইহা অতি অপবিত্র, অতি পাপপূর্ণ, অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ইতিপূর্ব্বে এই স্থানকে পাপের কবল হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য কলিকাতাস্থ কোন ব্রাহ্ম বা স্বদেশহিতৈষী কোন চেষ্টা করেন নাই।

কলিকাতার এই পাপপূর্ণ স্থানে নারায়ণ রাও এবং তাঁহার অসামান্যা পত্নী তাম্বু ফেলিয়া প্রতিবৎসর আপনাদের কার্য্য করেন। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্ম, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই কার্য্য করিয়া বেড়ান ইঁহাদের জীবনের ব্রত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম কেন সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্ম হইবে না? কেন ইহা শুধু 'বাবু'-সমাজে আবদ্ধ থাকিবে? সুতরাং এই দুই পতিপত্নী দেশের সর্ব্বত্র যাইয়া অসহায়, পতিত নরনারীকে হাত ধরিয়া উঠাইতেছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার ইহাদের নিকট ঘোষণা করিতেছিলেন।

নারায়ণ রাও কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এবার আশাতীত রূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণের ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভাল সঙ্গীতের অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতেছিলেন।

সাতটার কিছু আগে তাঁহারা তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া বসিবার আসন ইত্যাদি ঠিক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারই মধ্যে উহারা চারিদিকের লোকের কাছে পরিচিত হইয়া গিয়াছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বের এক নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল।

প্রায় আটটার সময় নবীনচন্দ্র দাস কার্য্যক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। ঠিক এই স্থানে আসিয়া এক পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। নবীনবাবু তখনও নিজের গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারেন নাই। তখনও তিনি সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারী রূপে তাঁহার পূর্ব্বজীবন দেখিতে গেলে কোনরূপ আত্মত্যাগ হিসাবে অতি দীন। তিনি কি করিবেন এখনও তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই।

সরলা কি গাহিতেছেন? তিনি এস্থানে কি করিয়া আসিলেন? নিকটবর্ত্তী গৃহ সমূহের গবাক্ষ উন্মুক্ত হইয়া গেল। মদের দোকানে কলহরত কয়েক ব্যক্তি কলহ থামাইয়া গান শুনিতে লাগিল। অপর কয়েক জন কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ছুটিল। সরলা তাঁহার জীবনে এত আনন্দ কখনও অনুভব করেন নাই। মন্দিরে কখনও তিনি এমন গান করেন নাই। তিনি গাহিতেছিলেন? নবীনচন্দ্র দাঁড়াইয়া শুনিলেন:—

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ, দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি
দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো, যদি তোমারে না দাও ভুলিতে;
অন্তর যদি জুড়াতে না দাও জাল জঞ্জাল গুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে, মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে
ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে' তোমার চরণ-ধূলিতে,
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়োনা ভুলিতে।
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি' লয় মোরে সকল শ্রান্তি-হরণে।
দুর্গম পথ এ ভব-গহন, কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে,
সন্ধ্যা বেলায় লভিগো কুলায় নিখিলশরণ চরণে॥'

যখন গান সরলার কণ্ঠনির্গত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইতেছিল, তখন এই পাপপূর্ণ অপবিত্র বায়ু যেন নূতন পবিত্রতায় ও নবজীবনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নবীনচন্দ্র তাম্বুর দিকে ফিরিলেন। তাহার পর এক মুহূর্ত্ত অনির্দ্দিষ্ট ভাবে থামিয়া পুনর্ব্বার গৃহাভিমুখী হইলেন, কিন্তু সরলার কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রবণবহির্ভূত হইবার পূর্ব্বে তিনি গন্তব্যপথে আলোক দেখিতে পাইলেন।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘো

ভজ্জি।

শিমলা পাহাড়ে যত বেড়াইবার স্থান আছে তাহার মধ্যে একটি সুন্দর স্থান। এই স্থান শিমলা হইতে ৪০০০ ফিট নীচে ও ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। একজন দেশীয় রাজার অধীন। গুরখা লড়াইয়ের শিমলা ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ স্থান ইংরাজের অধিকারে আসিলে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভজ্জির তদানীন্তন রাজা রুদ্রপালকে ইংরাজ ভজ্জি এলাকার মালিকানীর সনদ প্রদান করেন ও সেই মালিকানীর পরিবর্ত্তে এই স্থির হয় কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রুদ্রপাল তাঁহার ফৌজ

বেগারি লইয়া ই রাজের পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিবেন, এবং রাস্তা ও নিজ রাজত্বের উন্নতি সাধন করিবেন, ভাল করিয়া প্রজা পালন করিবেন, চাষের উন্নতি করিবেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রপাল তাঁহার পুত্র রণবাহাদুর সিংকে রাজত্ব ভার অর্পণ করেন এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রণবাহাদুর সিংকে এক সনদ প্রদান করেন। তাহার সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ; অধিকন্তু ১৪৪০ টাকা বাৎসরিক মালিয়ানা নজরানা ধার্য্য হয়। সুতরাং ইহা এখন একটি করদ রাজ্য। জনপ্রবাদ, ভজ্জি নাকি পরশুরামের জন্মস্থান এবং এই স্থানেই তিনি নাকি পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, লোকে এখন প্রধানতঃ তাহাই দেখিতে যায়। গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটীতে যখন আমরা শিমলায় গিয়াছিলাম তখন আমরাও একবার ভজ্জিতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

শনিবার দিন বেলা ১১ টার মধ্যে আমাদের যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু সে দিন সকাল বেলা হইতে বৃষ্টি। আমরা ভাবিলাম, যে বুঝি আমাদের যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু শেষে বেলা দুইটা নাগাত বৃষ্টি একটু থামিল আমরাও বাহির হইয়া পড়িলাম। মুষলধারা ছাড়াইতে আকাশ পরিস্কার হইয়া গেল। মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্রে চারিদিক হাসিতে লাগিল। গাছের পাতায় পাতায় যেন হীরা জ্বলিতে লাগিল। আমরা প্রত্যেকেই এক একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিকক্ষণ বসিয়া থাকায় বড় বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, সেজন্য নলডেরার কাছাকাছি আসিয়া আমরা রিক্সা হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। আমাদের কথা ছিল, সে দিন নলডেরার ডাকবাঙ্গলায় রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন ভজ্জিতে যাইব। কিন্তু কোথায় যে ডাকবাঙ্গলা তাহা আমরা জানিতাম না, আমাদের কুলিরাও কেহ চিনিত না। পথিমধ্যে একটি ছোট বাঙ্গলা দেখিয়া ভাবিলাম এই বুঝি ডাকবাঙ্গলা, কিন্তু সেখানকার চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল সেটি ডাকবাঙ্গলা নহে, পবলিক ওয়াকস ডিপার্টমেণ্টের পরিদর্শকের বিশ্রামগৃহ! তবে সে বলিল যে আর অল্পদূর যাইলেই ডাকবাঙ্গলা পাইব। কিন্তু অল্পদুর ছাড়িয়া অনেক দূর যাইলাম, ডাকবাঙ্গলা আর পাওয়া যায় না। শেষে একটি সামান্য ধরণের ছোট বাঙ্গলা দেখিতে পাইলাম। এই কি ডাকবাঙ্গলা নাকি! আমরা কিন্তু শুনিয়াছিলাম, নলডেরার ডাকবাঙ্গলা বেশ বড় ও তাহার বন্দোবস্ত ভাল। যাহা হউক অল্পক্ষণেই আমাদের ভুল ভাঙ্গিল। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলাম, সেটি নলডেরার ডাকবাঙ্গলা নহে, সে স্থানটীও নলডেরার অন্তর্গত নহে। এ স্থানের নাম "বড়মনিয়া" এবং বাঙ্গলাটি ভজ্জির রাজার। নলডেরা সেখান হইতে ৪ মাইল দূর! শুনিয়াই ত আমাদের চক্ষু স্থির! আমরা প্রায় সমস্ত পথই নামিয়া আসিয়াছি, এখন যদি নলডেরায় ফিরিতে হয় তবে ৪ মাইল পথ চড়াই উঠিতে হইবে। সে ত বড় বিপদের কথা। সন্ধ্যারও আর বড় বিলম্ব নাই এবং আমরাও সকলে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং সে রাত্রি সেই স্থানে থাকাই স্থির হইল। বিশেষতঃ বড়মনিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম, বড়ই চিত্তাকর্ষক। চারিদিকে শ্রেণীর পর শ্রেণী শ্যামল পর্ব্বত, সম্মুখে আবার এক শ্রেণী অত্যুচ্চ চির-তুষারাবৃত ধবল পর্ব্বতশৃঙ্গ। তাহার উপর বৈকালিক রৌদ্রের আভা পড়ায় শৃঙ্গগুলি যেন রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছিল। যেন পর্ব্বতরাজ রজত-কীরিট পরিধান করিয়া দরবারে বসিয়াছেন, আর তাঁহার সভাসদেরা চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে তাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। আমরাও এই নৈসর্গিক রাজ-দরবারের একাংশে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে মন সরিল না। নানারূপ অসুবিধার মধ্যেও সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিলাম।

অতি প্রত্যূষে আবার আমরা যাত্রা করিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। পাখীরা প্রভাতী গায় নাই; উষার মৃদু আলোকে তখনও চারিদিক অস্পষ্ট। সে সময় আর আমাদের রিক্সায় চড়িতে প্রবৃত্তি হইল না, পদব্রজেই চলিলাম। এখান হইতে ক্রমাগত উতরাই, যেন পাতালপুরীতে নামিয়া চলিয়াছি। সমস্ত পথের দৃশ্যই অতি সুন্দর। বিশেষতঃ পথের যে অংশটি শতদ্রুর তীরে তীরে গিয়াছে সে অংশটি আরও মনোহর, আরও প্রীতিপ্রদ। এইস্থান দিয়া যাইতে যাইতে কবিবর্ণিত ঋষিদিগের তপোবনের

দৃশ্য মনে পড়ে। তেমনই কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর তীরে তেমনই ঘন বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ছায়াশীতল পথ এবং স্থানের তেমনই পবিত্র শান্তিপূর্ণ ভাব। এখানে আসিলে মন যেন আপনা হইতে শান্তি ও প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে, আপনা হইতে সেই বিশ্বদেবের চরণে নত হইয়া পড়ে, পাপ ও অপবিত্রতা যেন এ স্থানে প্রবেশ করিতেও পারে না। যাহা হউক এই সুরম্য পথ অতিক্রম করিয়া আমরা বেলা ৯ টার সময় ভজ্জিতে পৌছিলাম। সেখানে পূর্ব্ব হইতে রাজার ডাকবাঙ্গলায় আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা ছিল। সেই বাটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা শতদ্রুতে স্নান করিতে গেলাম। বলা বাহুল্য এখানে শিমলার মত শীত নহে, বেশ গরম, সুতরাং আমাদের শীতল জলে স্নান আবশ্যক বোধ হইতেছিল। ডাকবাঙ্গলা হইতে শতদ্রু খুব নিকটে, কিন্তু পথ ভাল নহে। আমাদের কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই। আর যাহা হইয়াছিল সেখানে গিয়া দূর হইয়া গেল। জলের কি শোভা! কি উদ্দাম স্রোত! সে স্রোতোবেগে বুঝি বিশ্ব সংসার ভাসিয়া যাইতে পারে! আমরা স্নান ভুলিয়া বসিয়া বসিয়া কতকক্ষণ সেই জলস্রোতের গতি দেখিতে লাগিলাম। যেখানে সামান্য মাত্র বাধা পাইতেছে জল যেন সেখানে ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতেছে, বেগ দ্বিগুণ-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। নদীর মধ্যে মধ্যে এক একখানা প্রকাণ্ড পাথর; কতক জল তাহার দুই ধার দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আবার এক একটা প্রবাহ প্রবল বেগে সেই পাথরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া এক একটি ছোট জল-প্রপাতের সৃষ্টি করিতেছে। সে শোভা অতুলনীয়। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা অতৃপ্ত চিত্তে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিলাম। তার পর বেলা ৫টার সময় আমরা উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিতে গেলাম। এখানকার পথ অত্যন্ত খারাপ—নাই বলিলেও চলে। আমরা শীঘ্র পৌ পারিব বলিয়া প্রথমে রিক্সায় করিয়া গিয়াছিলাম, দেখা গেল সে পথে রিক্সা লইয়া যাওয়া অসম্ভব; সুতরাং পদব্রজেই চলিলাম। উষ্ণপ্রস্রবণটী নদীর অপর প নদী পার হইবার জন্য একটি অতি সুন্দর ঝোলা (Hanging Bridge)। সেটি এমনি সুন্দর ভাবে নি যে তাহার উপর দিয়া যাইলে একটুও দোলে না; সা একটু কাঁপে মাত্র। অপর পারে নদীর তীরে কিছু বিস্তৃত বালির চড়া, তাহারই কতকাংশে বালি খুঁড়িলেই গরম জল পাওয়া যায়। জল সকল সমান গরম নহে। এক এক স্থানের জল এমন গরম হাত রাখা যায় না; আবার এক এক স্থানের জল সা গরম, স্নানের উপযোগী। জলে গন্ধক মিশ্রিত এবং আস্বাদ অত্যন্ত লোনা। এখানকার জলে বাত রোগের পক্ষে বড় উপকারী। প্রস্রবণটী শত ভিতরেও কিছু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমরা দুই গভীর জল অবধি নামিয়া দেখিয়াছিলাম, সেখানেও ভিতর খুব গরম জল। সে এক নূতন আমোদ, ভিতর একটু জোরে পা বসাইয়া দাও, পায়ের তলা পু যাইতে থাকিবে, আর উপরে শতদ্রুর তুষার-শীতল জ সন্ধ্যার সময় আমরা ভজ্জির রাজার স্থাপিত দে দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। দেবালয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি। দেখিবার মত কিছুই নাই। আমরা সে ভজ্জিতেই রহিলাম। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিয়া আর কোথাও বিশ্রাম না করিয়া সেই দিনই সন্ধ্যার একেবারে শিমলা আসিয়া পৌছিলাম।

শ্রীমনোরমা দে

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA, চতুর্থ ভাগ। কার্ত্তিক, ১৩১৫। Registered. No. C. 307 ৭ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	স্বদেশী শিক্ষার একটি যন্ত্র	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত ...	১৪৫
২।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	১৪৭
৩।	দেবী অঘোরকামিনী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ...	১৫৪
৪।	মেনকা	শ্রীমতী কমলা সথিয়ানাধন বি, এ, ...	১৫৮
৫।	য়িহুদী জাতি	... ...	১৬৪
৬।	স্বর্গীয়া গোলোকমণি দেবী	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, ...	১৬৫
৭।	ইংরেজ বালকের শিক্ষা	... ...	১৬৮

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

এস পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা।

সুরমা মর্ত্ত্যের পারিজাত।

স্বর্গের পারিজাতের [illegible] গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত্যক্ষ সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের "সুরমা" মর্ত্ত্যের পারিজাত। "সুরমা" সকলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্যাদি ৸০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶০ তের আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স্।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুল ফুলের মতই অটুট সুন্দর।

[illegible] অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ যেমন, [illegible] বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী [illegible] অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের [illegible] পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালার "বঙ্গমাতা" সমস্ত [illegible] গৌরবস্বরূপ।

খস্‌খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত [illegible] আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ॥০ আট আনা। প্রিয়[illegible] প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট [illegible] শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাক[illegible] ।৴০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা। আমাদের অটো [illegible] অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ [illegible] ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের [illegible] বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ [illegible] আনা, মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ভাসমান মোসেস ও ফেরুয়া-নন্দিনী।

ভারত-মহিলা

য [illegible] ব্যস্ত পূজ্যন্তে
র [illegible] তত্র দেবতা।

The woman's cau[illegible] is m[illegible]s ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

[illegible]র্থ ভাগ। } কার্ত্তিক, ১৩১৫। { ৭ম সংখ্যা।

স্বদেশী শিক্ষার একটি যন্ত্র।

শিক্ষার যত উন্নতি হইতেছে, ততই দেখা যাই-[illegible]ছে যে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয়, সত্য বস্তুর সহিত [illegible] সাক্ষাৎকার হইলে। পুস্তকাদির সাহায্যে যে শিক্ষা [illegible], তাহার যে কোনই মূল্য নাই, তাহা নহে। কিন্তু কেবল পুস্তকাদির দ্বারা যে শিক্ষা হয় তাহা সেই শিক্ষা [illegible], যাহা ইন্দ্রিয়পথে অন্তরে প্রবেশ করিয়া অস্থিমাংসের সহিত এবং মনের সহিত মিশিয়া যায়, হৃদয় মনকে গভীর ও প্রশস্ত করে, এবং অজ্ঞাতসারে জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।— এই হাতে [illegible] শিক্ষা, দেখে-শুনে-নেড়ে-চেড়ে-শুঁকে-চেখে শেখা—[illegible] শি[illegible] শিক্ষার [illegible] এক-মাত্র পথ বলিয়া দিন দিন স্বীকৃত হইতেছে। স[illegible] [illegible]দিও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ ও গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে, বহুপূর্ব্ব হইতেই অল্পবিস্তর [illegible] শেখার প্রতি মানুষের দৃষ্টি ছিল। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা-প্রণালীতে এবং শিক্ষার আয়োজন ও উপকরণের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ ভাব হইতেই পুস্তকে ছবির সৃষ্টি এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে এ সকল না হয় বহুপূর্ব্ব হইতেই ছিল; কিন্তু আমাদের দেশে কি এরূপ কিছুই ছিল না? কিছু ছিল এবং এখনও তা একবারে লুপ্ত হয় নাই। আজ কেবল একটি মাত্র বিষয়ের অবতারণা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ এবং ছবির সহায়তায় ঐতি-হাসিক, ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিক্ষাদান অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ দেশে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার; কিন্তু ঐতিহাসিক ও [illegible] আলোচনা চিরদিনই ছিল এবং তাহা [illegible] চিত্রপটের দ্বারা পল্লীতে পল্লীতে যেরূপে এক প্রকার [illegible]

দ্বারে দ্বারে সম্পাদিত হইত, তাহা নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় নহে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের দ্বারা কি প্রকারে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া এই স্বদেশী ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের কথা বলিব। কোনও বিষয়ে শিশু-দি..র মনে, (এবং অনেক সময় যুবক ও বৃদ্ধদিগের মনেও) একটা সত্য ধারণা পরিষ্কার করিয়া চিত্রিত করিয়া দিবার জন্য, বিষয়টিকে পরস্পর সুসংলগ্ন কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া, তাহার বিভিন্ন অংশের চিত্র দেখাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বু..ব্য বিষয় কথায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। যেমন—যীশুখৃষ্টের জীবনচরিত বর্ণনা করিতে হইবে। তাঁহ..জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ঘটন.. চিত্র দেখাইয়া, কথায় সেই ঘটনাগুলির বিষয় বর্ণন.. ..া হয়। অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। কি সাধারণ জ্ঞ, [illegible] নীতিশিক্ষা—সকল রকম শিক্ষা.. এইরূপে যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং মনোরম হয়।

এখন এদেশেও অনেকে এই উদ্দেশ্যে ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ কিনিয়াছেন। যাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া কিনিতে পারেন, তাঁহারা কিনুন। কিন্তু যাহাদের উহা ক্রয়ের শক্তি নাই তাহারাও কি আমাদের স্বদেশী যন্ত্রটার প্রতি দূর হইতে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে?

পাশ্চাত্য ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ জাতীয় ব্যাপারের পরিবর্ত্তে, আমাদের স্বদেশী "পট"কে আমরা অনেক বিষয়ে কাযে লাগাইতে পারি। "পট দেখান" ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছি। দেওয়ালে ঝুলাইবার বড় মানচিত্রের মত চওড়া অথচ লম্বায় তাহার ৮।১০ গুণ একটা বস্ত্রের উপর কয়েক অংশে বিভক্ত বড় বড় ছবি থাকে। তাহা মানচিত্রের মত গুটাইয়া রাখা যায়, দেখাইবার সময় ক্রমশঃ বাঁ হাতের কাঠিতে গুটাইয়া এবং ডান হাতের কাঠি দ্বারা দেখাইতে হয়। দেখাইবার সময় একটি ছোট খাটের উপর রাখিয়া ডান-দিকের কাঠি উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখান হয়। এই পটে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি চিত্রিত থাকে। যেমন—রামলীলা বিষয়ে প্রথমে অযোধ্যা রাজধানী, তৎপর রাজ-সভায় রাজা দশরথ রাজকার্য্যে লিপ্ত, প্রভৃতি একে এ পট খুলিয়া দেখায় এবং সেই সঙ্গে চিত্রের বিষয় সুললিত কবিতায় সুর করিয়া ব্যক্ত করে। বহুদিন হইল.. ..য়াছি, প্রায় সবই ভুলিয়া গিয়াছি। একবার একটু মনে আছে। সে দিন কৃষ্ণলীলা দেখিতেছি.. একটি দৃশ্যে চিত্রিত ছিল, যে অতি দুরন্ত বালক.. একটি ফুলের গাছের অতি সরু ডালে উঠিয়া ফুল পা..তেছে; কয়েকজন লোক তাই দেখিয়া গাছতলায় সস্নেহে বলিতেছে:—

"নাম নাম ঠাকুর পেড়ে দিব ফুল,
ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাবে শূন্য হবে গোকুল।"

এই পট দেখিয়া এবং সেই সঙ্গে সেই গ্রাম্য কবি.. সুরবুদ্ধ ভাষায় সেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনিয়া শি..শুর সহজেই হৃদয় স্পর্শ করিত এবং মনে মুদ্রিত হ..

[illegible] এই যে আমাদের দেশের আড়ম্বরহীন পট—কি ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণের কায এতদিন করিয়া আসে না.. এখন চারিদিকে ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ দেখা যায়; ই.. সহায়তায় জ্ঞান ও শি[illegible] বিস্তার হইতেছে। ঠিক .. উদ্দেশ্য এবং এই কাযই পট নীরবে সম্পাদন করিয়া.. তখনও এই পট নিরক্ষর গরিবদের ভিক্ষার যন্ত্রস্ব.. হইয়া দিন কাটাইয়াছে, উন্নতির অবসর পায় না.. অপর পক্ষে ম্যাজিক লণ্ঠন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃপায় .. দিন উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের মৃত্যুর দিন তো গিয়াছে। মরিচা.. চড়কা এব ভাঙ্গা তাঁত আবার নবজীবন লাভ করিয়া.. শিক্ষা সম্বন্ধে কত বিষয় আছে যাহা ত্যাগের বিষয়.. গ্রহণ এবং সংস্করণের বিষয়। এই সকল বিষয়কে কি .. নবজীবনস্রোত স্পর্শ করিবে না? ইহা সংস্কৃত আ.. স্বদেশী ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণরূপে গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হ.. যোগ্য।

ইহার পরেই, আসে সাপ বাঁদর ছাগল ভালুক প্র.. খেলান। সব জায়গায় তো পশুশালা নাই। এই বাঁদর প্রভৃতি ..রূপ ব্যাপারটাকে আর .. ..ত আকারে ছোটখাট পশুশালায় (Zoo) পরি.. করা যাইতে পারে এবং তাহার দ্বারা আমোদের .. দিয়া ছেলেদিগকে প্রাণীতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যাইতে পা..

.. এই পর্য্যন্ত, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার .. রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪

অনুতাপ।

অদ্য বুধবার। আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পাঠ-..র চতুর্দ্দিকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন [illegible] ..ায় তাঁহার মন অভিভূত। তিনি যতবার জা.. ..ট যাইতেছিলেন ততবার বাহিরে তাকাইতেছিলেন। ..শেষে টেবিলে যাইয়া তিনি বড় একখণ্ড কাগজ টানিয়া ..লেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বড় বড় অক্ষরে ..লেন:—

..র্ম্ম প্রচারক রূপে মহাপুরুষদের সম্ভাবিত কার্য্যাবলী।

১। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার নিত্য যোগ রক্ষার্থ কঠোর ..তাপরায়ণতা।

২। অনুপ্রাণিত হইয়া এবং প্রেরণা লাভ করিয়া ..কল কার্য্য করা ও কথা বলা।

৩। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ..র মত সাদাসিদে ভাবে বাস করা।

৪। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে ..দ্ধতা, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, ব্যবহারে উদারতা ও ..বায় তৎপরতা।

৫। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক মহা পরিবার, এক ..হাধর্ম্মরাজ্যস্থাপন—ইহাই জীবনের মহা লক্ষ্য হওয়া।

৬। ধন বা পদমর্য্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নির্ভীকভাবে যাহা সত্য, যাহা কল্যাণকর তাহাই বলা এবং করা।

৭। দেশের সাধারণ লোকের প্রতি সমধিক ..সমবেদনা ও ভালবাসা দান করা। এবং তাহাদের উন্নতির ..জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

৮। এমন ভাবে ভগবৎ সেবা করা যাহাতে আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখের আস্বাদ পাওয়া যায়।

৯। মদ্যপান ও অন্যান্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

১০। এই সহরের পাপী, পতিতপদ নরনারীর বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে পরিচিত হওয়া।

তাহার নীচে লিখিয়া রাখিলেন—"এই বৎসর গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার সুখ ত্যাগ করা। আমি অনেকবার বেড়িয়েছি এবং বিশেষ বিশ্রাম লাভের আবশ্যকতা দাবী করিতে পারি না। আমার চেয়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের যাঁদের বেশী দরকার, এই টাকা তাঁদের জন্য ব্যয় করা। এই সহরে সম্ভবতঃ সে রকম বহু লোক আছেন।

অমরেন্দ্রনাথ সেন রূপে মহাপুরুষেরা আর কি করিতেন?"

তাঁহার মনে হইতেছিল, তাঁহার শক্তি কত অল্প! পূর্ব্বে এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখন বোধ হয় স্থান পায় নাই।

মহাপুরুষেরা আর কি করিতেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে এই সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করা অর্থ তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অভ্যাস এবং প্রত্যেক কার্য্যের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় সাধন। অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নীচে কে ডাকিলেন—'অমরেন্দ্র বাবু!' কণ্ঠস্বরে তিনি বুঝিলেন, নারায়ণ রাও আসিয়াছেন।

নারায়ণ রাও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

আচার্য্য সিঁড়ীর উপর হইতে তাঁহাকে বলিলেন:—"উপরে আসুন। এখানেই আমরা বেশ কথা বলতে পারব।"

নারায়ণ রাও উপরে আসিলেন এবং সম্ভাষণান্তর বলিলেন—"আমি আপনার সাহায্য চাই, অমরেন্দ্র বাবু। মঙ্গলবারের সভার বিষয় আপনি অবশ্য শুনেছেন? কুমারী সরলা বসু তাঁর কণ্ঠস্বরে যা করেছেন আমরা তা করতে পারতাম না। সভায় এত লোক হয়েছিল যে তাম্বুতে ধরছিল না।"

"আমি তা শুনেছি। তারা এই প্রথম তাঁর গান শুন্‌ল, তাঁর গানে যে তারা আকৃষ্ট হয়েছে এতে আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই।"

"আমাদের পক্ষে ইহা বিশেষ সাহায্য; কাল্‌কের ঘটনা অতি আশাপ্রদ ঘটনা। কিন্তু আমি জান্‌তে এসেছি আপনি আজ সেখানে কিছু বল্‌তে পারবেন কি না। আমার গলা ভেঙে গিয়েছে,—আজ আমি কিছু বল্‌তে যে'তে সাহস করি না। আপনার মত কাজের লোককে বিরক্ত করা উচিত নয়—আমি জানি। আপনি যদি না পারেন বলুন—আমি অন্য কোথাও চেষ্টা করি।"

আচার্য্য বলিলেন—"দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে—আমার আজ অন্য কাজ আছে।"

তাহার পর একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আমি কোন রকম করে বন্দোবস্ত করে নেব। আমি আজ যাব।"

নারায়ণ রাও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া উঠিলেন।

"আপনি আর একটু থাক্‌বেন না, নারায়ণ রাও? আমরা একত্রে প্রার্থনা করব।"

দুইজনে বসিলেন। আচার্য্য বালকের ন্যায় প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ রাও অশ্রুবিগলিত হইলেন। যে ব্যক্তি এতদিন ধর্ম্মোপদেষ্টার জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন, আজ তিনিই দুর্ব্বল, পতিতদের নিকট দু'কথা বলিবার জন্য যে ভাবে জ্ঞান ও বল ভিক্ষা করিলেন তাহার মধ্যে একটা গভীর ভাব ছিল।

নারায়ণ রাও উঠিয়া আচার্য্যের হাত ধরিলেন।

"ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন, অমরেন্দ্র বাবু; তিনি নিশ্চয় আজ আপনাকে বল দেবেন।"

আচার্য্য কোন উত্তর করিলেন না। তিনিও যে তাহাই আশা করেন, ইহা বলিতেও তাঁহার সাহস হইল না। কিন্তু তিনি যে যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ইহাতেই প্রাণে শান্তি পাইলেন।

সেদিন আচার্য্যের আলোচনায় যাইবার দিন ছিল। সেই স্মরণীয় রবিবারের পর হইতে এইরূপ আলোচনা-দিতে উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপ বাড়িতেছিল। সেদিনও অনেক লোক আসিয়াছিল। আচা[র্য্য] আসিয়াই নারায়ণ রাওএর কার্য্য এবং অনুরোধের ক[থা] বলিলেন।

"আমার মনে হচ্ছে, সেখানে আমায় কে আ[কর্ষণ] করছে। আমি আপনাদের কাছে এই বিষয় ব[লতে] এসেছি। আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে কে[উ] কেউ যদি সেখানে যান তো ভাল হয়। অবশিষ্ট স[কলে] এখানেই আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন—আমাদের [উপর] যেন তাঁর আশীর্ব্বাদ ও শক্তি যায়।"

আচার্য্যের সঙ্গে পাচ ছয় জন চলিলেন, অব[শিষ্ট] সকলে সেই খানেই রহিলেন। গৃহ হইতে বা[হির] হইয়া আচার্য্যের মনে হইতে লাগিল, যে গুরুতর দা[য়িত্ব] তিনি মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন তাহা সুচারুরূপে [সম্পন্ন] করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে কি? সেই অস[ংখ্য] পাপমগ্ন নরনারীদের হাতে ধরিয়া উন্নততর জীব[নের] পথে আনিতে তিনি পারিবেন কি?

নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, গৃ[হ] লোকে পরিপূর্ণ। ভিতরে প্রবেশ করিতে তাঁহা[দের] কিছু কষ্ট হইল। সরলা এবং নলিনী সুরেশচন্দ্রে[র] সহিত সেখানে আসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবুর পরি[বর্ত্তে] আজ সুরেশ আসিয়াছেন।

সরলা গান আরম্ভ করিলেন—তাম্বুর ভিতরের ও বাহিরের সকলে সেই দিকে ফিরিয়া উদ্‌গ্রীব হ[ইয়া] শুনিতে লাগিল।

গানের পর প্রার্থনা হইল। তাহার পর না[রায়ণ] রাও আজ তাঁহার কিছু না বলিবার কারণ বলিলেন এ[বং] তাহার পর তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাবে সেদিন[কার] কার্য্যভার 'ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ভ্রাতা অমরেন্দ্র[নাথ] সেন'এর উপর প্রদান করিলেন।

প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা ক[রিল] —"কে বল্‌লে?"

"ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য। আজ ব্রাহ্মসমাজে[র] আচার্য্য এসেছে।"

আর একজন বলিল—"ব্রাহ্মসমাজ বল্‌লে? দ[...]কে চিনি।" সকলে হাসিয়া উঠিল। সে একজন [...]বিক্রেতা।

[...]ক মদ্যপায়ী—'মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখ বাঁধা বলদের মত'

[...] বলিয়া এমন ভাবে গান আরম্ভ করিল—যে তাহার [চারি]দিক হইতে হাস্য ও অনুমোদনের কলরব উত্থিত [হই]ল। তাম্বুর ভিতরের লোক সেইদিকে ফিরিল এবং [...]র কোরে দাও! বে'র কোরে দাও!' শব্দ শোনা [গে]ল। 'গান! গান! আর একটা গান!'

আচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটা ভয়ানক [...]তঙ্কের প্রবাহ তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। ইহা[...]দিরের সুসভ্য, সুমার্জ্জিত, সু-পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তি[...]দের নিকট উপাসনা করার ন্যায় নহে।

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোলাহল [বা]ড়িতে লাগিল। নারায়ণ রাও সেইদিকে গেলেন—[...]তার মধ্যে সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি মিলাইয়া গেল, কিন্তু তিনি [...] এবং স্বর উচ্চে উঠাইলেন। বৃথা চেষ্টা! কোলাহল [থা]মিল না। তাম্বুর ভিতরের লোক কিছু মনোযোগ [দি]তে লাগিল, কিন্তু বাহিরের গোলমাল বাড়িয়া চলিল। [ক]য়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই কোলাহল শান্ত করা আচার্য্যের [শ]ক্তিবহির্ভূত হইয়া পড়িল। তিনি বিমর্ষভাবে সরলার [দি]কে একটু ফিরিলেন।

তিনি বলিলেন—"গান গাও, সরলা। তোমার গান [ওর]া শুন্‌বে।" তাহার পর বসিয়া পড়িলেন এবং দুই [হা]তের ভিতর মুখ রাখিলেন।

নলিনী বাজাইতে লাগিলেন এবং সরলা গাহিলেন:—

'বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি;
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি;
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চির বসতি;
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি;
তোমার বিশ্বছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে
গ্রহ তারা শশি রবিতে হেরিতে তোমার আরতি;
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী॥"

প্রথম পদ গাহিতে না গাহিতেই সকলে তাঁহার দিকে ফিরিল, কোলাহল অনেকটা থামিল। গান শেষ হইবার পূর্ব্বে সেস্থান শান্ত ভাব ধারণ করিল।

আহা! সেই সুসজ্জিত, সুবাসিত, আনন্দপূর্ণ অভিনয়-গৃহ এই সুন্দরী তরুণীর নিকট ইহার তুলনায় কি তুচ্ছ!—যাঁহার পবিত্র সঙ্গীত স্পর্শে এই অপরিচ্ছন্ন, পানমত্ত, অপবিত্র মানবাত্মাগুলি আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কম্পিত হইতেছে, ক্রন্দন করিতেছে।

আচার্য্য শিহরিয়া উঠিয়া এই পরিবর্ত্তিত জনমণ্ডলীর দিকে চাহিলেন এবং মহাপুরুষেরা সুরলার ন্যায় কণ্ঠস্বর লইয়া কি করিতেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন।

সুরেশচন্দ্র গায়িকার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিলেন—পৃথিবীর আর কিছু তাঁহার মনে ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না।

দূরে—অন্ধকারে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন—যাঁহাকে কেহ এই স্থানে দেখিতে আশা করিতে পারে না। তিনি সুধীর রায়। আজ তাঁহার সে বেশ নাই; সামান্য ধুতি ও জামা পরিয়া আসিয়াছেন। চারিদিকের লোক আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; সরলার সঙ্গীতের শক্তিতে তাঁহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হইতেছিল। তিনি তখনই ক্লাব হইতে ফিরিয়াছিলেন। সরলা কিংবা নলিনী কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। গান শেষ হইল। আচার্য্য আবার উঠিলেন। এবার তিনি যথেষ্ট শান্তভাবে কথা কহিতেছিলেন। 'মহাপুরুষেরা কি করিতেন?'

তিনি এমনভাবে বলিলেন যে তাহাতে তাঁহার নিজের হৃদয়ই বিস্ময়পূর্ণ আনন্দে অভিষিক্ত হইল।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহারা সর্ব্বদাই এই রকম লোকের সম্মুখীন হইতেন। তাঁহারা কি তাহাদের হস্তে ঘোরতর নির্য্যাতন সহ্য করেন নাই? ইহারা কে?—পাপী। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?—পাপীকে পুণ্যপথে আনিবার জন্য বিধাতা-প্রেরিত

মহা আহ্বান। মহাপুরুষেরা কি ভাবে কার্য্য করিতেন? তাঁহারা কি বলিতেন?

তিনি কি বলিতে যাইতেছেন তাহা তিনিই সম্পূর্ণ জানিতেন না—ইহা আংশিক ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইতেছিল। সেই প্রেরণা অনুসারে তিনি বলিতে লাগিলেন।

ইহার পূর্ব্বে ইহাদের জন্য তিনি কখনও এমন করুণা অনুভব করেন নাই। এত দিন তিনি যাহাদিগকে ঘৃণ্য, অপবিত্র, তুচ্ছ জীব বলিয়া মনে করিতেন এবং যাহাদের জন্য সময় সময় তাঁহার মনে একপ্রকার কৃপার ভাব আসিত, আজ তাহাদেরই জন্য তিনি প্রাণে গভীর ভালবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন।

সভা ভঙ্গের পর সকলে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতে লাগিল। মদের দোকান—এতক্ষণ যাহার পাপ-ব্যবসায় বন্ধপ্রায় ছিল, তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে লাগিল। আচার্য্য তাঁহার সঙ্গীগণ সহ নলিনী, সরলা এবং সুরেশের সহিত এই স্থান অতিক্রম করিয়া গেলেন।

যখন তাঁহারা গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন আচার্য্য বলিলেন—"উঃ কি ভয়ানক জায়গা! এমন পাপ যে এই সহরের বুকের উপর রয়েছে, তা আমি জান্‌তাম না। এই সহরে যে এত ব্রাহ্মের বাস তা মনে হয় না।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "তোমরা কি মনে কর, যে দেশের এই মহা অভিসম্পাত কেউ দূর করতে পারবে? আমরা সকলে একসঙ্গে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না কেন? মহাপুরুষেরা কি করতেন? তাঁরা কি নীরব থাক্‌তেন? তাঁরা কি নিশ্চেষ্ট হয়ে সাম্‌নে এই ভয়ানক পাপ দেখ্‌তেন?"

আচার্য্য কথাগুলি অন্যকে বলার চেয়ে নিজেকেই বেশী বলিতেছিলেন। তাঁহার নিজের এতদিনকার জীবনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি দেশের পাপ, দুঃখ দূর করিবার জন্য কি করিয়াছেন? মহাপুরুষেরা কি করিতেন? ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন কি? তাঁহারা কি বলিতেন?

এই চিন্তা লইয়াই আচার্য্য পরদিন সকালবেলায় তাঁহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহার উপাদান তিনি আংশিকভাবে পাইয়াছিলেন। সারাদিন তিনি এই বিষয়ই চিন্তা করিলেন। অবশেষে সন্ধ্যাবেলা যখন তিনি একপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী একখানি 'দৈনিক' পত্র হাতে লইয়া সেই ঘরে আসিলেন। তিনি বসিলেন—আচার্য্য তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

সেই সময়ে 'দৈনিক' বঙ্গদেশে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। যিনি ইহা পড়িতেন তিনিই একটা নূতন উত্তেজনা অনুভব করিতেন।

কারণ, প্রথমতঃ তাঁহারা দেখিলেন যে দৈনিকের থিয়েটারের বিবরণ আর প্রকাশিত হয় না। তাহার পর তাহাতে মদ্য ইত্যাদির এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসের বিজ্ঞাপন আর থাকে না। এখন দৈনিকে দেশের দুরবস্থার কথা আলোচিত হয়। রাজনৈতিক বিষয় এখন নির্ভীক, সুগভীর ভাবে বিচক্ষণতার সহিত বিবৃত ও মীমাংসিত হয়। ইহা পূর্ব্বে কখনও হইত না। সেদিনকার দৈনিকের উদ্ধৃতাংশ হইতেই অরবিন্দ বাবু তাঁহার প্রতিজ্ঞা কিরূপে পালন করিতেছিলেন তাহা বুঝা যাইবে। প্রবন্ধটীর নাম—'রাজ-নৈতিক বিষয়ের ধর্ম্মের দিক।'

"এখন হইতে দৈনিকে রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হইবে। নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রীতি হৃদয়ে লইয়া, নির্ভীক অপক্ষপাত ভাবে আমরা ইহার আলোচনা করিব। 'মহাপুরুষেরা কি করিতেন' এই প্রশ্নের পর আমরা মনে করিতে পারি না, যে তাঁহারা আপন জন্মভূমির দুঃখ দারিদ্র্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন। আমাদের—প্রত্যেক ভারতবাসীর—ভারতমাতার প্রতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমরা যদি সেই পবিত্র কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করি তাহা হইলে দেশের নিকট এবং সর্ব্বোপরি যিনি আমাদিগকে এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন সেই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইব।"

এই প্রকার আরও কথা তাহাতে ছিল। কলিকাতার শত শত লোক ইহা পড়িলেন এবং বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'দৈনিক' পাঠান বন্ধ করিতে সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন। তৎপরদিন 'দৈনিক' আসিল এবং আগ্রহের সহিত সকলেই তাহা পাঠ করিলেন।

এই সপ্তাহের শেষে অরবিন্দ বাবুকে বহু গ্রাহক হারাইতে হইল। তিনি ধীরতার সহিত এই অবস্থার সম্মুখীন হইলেন।

আজ সন্ধ্যাবেলায়, আচার্য্য যখন পত্নীকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, দৈনিকের প্রতি ছত্রে, প্রত্যেক কথায় অরবিন্দ বাবুর প্রতিজ্ঞাপালনের স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছিলেন।

পড়িতে পড়িতে তিনি থামিলেন। তাঁহার স্ত্রী আপন কার্য্য হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি পড়িতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"এইটে শোন না"—তাঁহার স্বর কম্পিত হইল—

"শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস রেলওয়ে বিভাগে উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। আজ তিনি তাঁহার কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

উচ্চ পদস্থ রেলকর্ম্মচারীগণ অনেক স্থলেই উৎকোচ-প্রার্থী। অধীনস্থ বিবেকহীন যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহাদের শত দুষ্কর্ম্ম উপেক্ষিত হয়। নবীন বাবু যে বিভাগে কাজ করিতেন, সেই বিভাগে সর্ব্বদাই নানা গর্হিত কার্য্য হইত। এতদিন নবীন বাবু এবিষয়ে অন্যের ন্যায় উদাসীন ছিলেন। প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর তিনি ইহার প্রতিকারের চেষ্টা আরম্ভ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদের একান্ত অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ বিষয়ের কোন প্রতিকার করিতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে কার্য্যত্যাগ করিতে হইবে, তখনই কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন।

তিনি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে নীরব থাকিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি রেলওয়ে বিভাগের অন্যান্য যুবকদিগকে মহৎ দৃষ্টান্তের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

নবীন বাবু মানুষের মত কাজ করিয়াছেন।"

আচার্য্য পাঠ শেষ করিয়া কাগজখানা রাখিয়া দিলেন।

"আমি গি'য়ে নবীনকে দেখ্‌ব। এ তাঁর প্রতিজ্ঞার ফল।"

তিনি উঠিলেন। বাহির হইয়া যাইবার সময় তাঁহার পত্নী বলিলেন:—

"তুমি কি মনে কর যে মহাপুরুষেরা এই রকম করতেন?" আচার্য্য এক মুহূর্ত্ত থামিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন:—

"হাঁ, আমি মনে করি যে মহাপুরুষেরা এই করতেন। অন্ততঃ নবীন তাই মনে করেছেন। আমাদের—যারা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি—প্রত্যেকে মহাপুরুষদের আচরণ সম্বন্ধে শুধু নিজের বিষয় ঠিক ক'রে নিতে হবে—পরের নয়।"

"তাঁর পরিবারের কি হবে? তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এ বিষয় কি ভাবে নেবেন?"

"বড় কঠিন—তা'তে সন্দেহ নেই। এই খানেই নবীনের বিশেষ পরীক্ষা। তাঁর উচ্চভাব তাঁরা বুঝবেন কিনা সন্দেহ।"

আচার্য্য বাহির হইলেন। নবীন বাবুর বাড়ীর কাছে যাইতেই, তিনি নিজে আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

উপরে একটি ঘরে যাইয়া তাঁহারা বসিলেন। কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা পরস্পরকে বুঝিলেন। পূর্ব্বে মন্দিরের আচার্য্য এবং উপাসকরূপে তাঁহারা কখনও এমন হৃদয়ের যোগ অনুভব করেন নাই।

কার্য্যত্যাগ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার পর আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি করতে যাচ্ছ?"

"অন্য কাজের কথা বল্‌ছেন? এখনও কিছু ঠিক করি নাই। আমি আমার আগেকার শিক্ষকতা কাজে ফিরে যেতে পারি তা'তে—সামাজিক মর্য্যাদা ছাড়া আমার পরিবারের অন্য কোন কষ্ট হবে না।"

দুঃখিত ভাবে হইলেও কথাগুলি নবীনচন্দ্র ধীরতার সহিত বলিলেন। তাঁহার পত্নী ও কন্যার বিষয় আচার্য্যকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। তিনি বুঝিলেন, সেখানে নবীনচন্দ্র অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

আচার্য্য আরও কিছুক্ষণ বসিলেন। চলিয়া যাইবার

আগে তিনি এবং নবীনচন্দ্র একত্রে প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য এক নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

এই সপ্তাহের ঘটনার বিষয় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে মহাপুরুষদের অনুসরণের প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মসমাজে এবং কলিকাতায় যুগান্তর আনয়ন করিতেছে। প্রতিদিনই এই প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ নূতন নূতন ঘটনা হইতেছিল। ইহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। যে আন্দোলন শত সহস্র পরিবারের—শুধু কলিকাতার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মহা পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, এখন তাহার শিশুকাল মাত্র। এখন তিনি অরবিন্দ, সরলা, কালীমোহন এবং নবীনচন্দ্রের কথা ভাবিলেন তখন—প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীদের সকলে যদি প্রতিজ্ঞাপালন করেন, তবে তাহার ফল কি হইবে তাহা কল্পনা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে ইহা রক্ষা করিবেন কি? অথবা সংগ্রামের কঠোরতম নিষ্পেষণের মুহূর্ত্তে কেহ কেহ পশ্চাৎপদ হইবেন?

পরদিন সকালে তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আচার্য্য এই প্রশ্ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে একটি যুবক আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেনঃ—"আমার বিষয় নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, জানি, কিন্তু আমি আপনার উপদেশ চাই।"

"আমি সুখী হলাম যে তুমি এসেছ. সতীশ। বল তোমার কি বলবার আছে। আচার্য্য এই যুবককে বাল্যকাল হইতে জানিতেন এবং তাঁহার সচ্চরিত্রতার জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন।

"এখন আমার কোন কাজ নেই। আপনি জানেন, আমি গত বৎসর থেকে কাপড়ের দোকানে কাজ কর্ছিলাম। সে দোকান যাঁর তিনি একজন খুব বড় ব্যবসায়ী। তাঁর এক খুব বড় মদের দোকান আছে। সেই দোকানের হিসাব রাখবার ভার তিনি আমার উপর দিতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, যে পাপ পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়াই উচিত মনে করি, তার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখ্‌তে পারি না। তা'তেই তিনি আমাকে পদচ্যুত করলেন। বোধ হয় তাঁর মন ভাল ছিল নইলে তিনি কখনও আমার উপর খারাপ ব্যব… করেন নাই। আপনি কি মনে করেন না, যে আ… যা করেছি মহাপুরুষেরা তাই করতেন? আমি জিজ্ঞ… করছি, কারণ অনেকে বল্‌ছিলেন যে আমি বড় বোকা… করেছি।"

"আমি মনে করি তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন ক… সতীশ। মহাপুরুষেরা যে সেই ভয়ানক পাপের … সংশ্রব রাখতেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

যুবক বিনীত ভাবে বলিলেন—"ধন্যবাদ। এই বিষ… আমি একটু সন্দেহে পড়েছিলাম, কিন্তু যতই আ… এ বিষয় ভাবি ততই আমার ভাল মনে হয়।"

সতীশ যাইবার জন্য উঠিলেন। আচার্য্য উঠি… স্নেহপূর্ণ ভাবে তাঁহার একখানি হাত যুবকের স্কন্ধের উ… রাখিলেন।

"তুমি এখন কি করবে, সতীশ?"

"এখনো জানি না। কাজের খোঁজে বেরোবো ম… করেছি।"

"'দৈনিক-কার্য্যালয়ে' চেষ্টা কর না কেন?"

"সেখানে কি কাজ খালি আছে?"

"চল, আমরা সেখানে যাই। অরবিন্দ বাবুর … এ বিষয়ে কথা বলা যাবে।"

কিছুক্ষণ পরে অরবিন্দ বাবু আচার্য্য এবং সতীশ… তাঁহার গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আচা… সংক্ষেপে তাঁহাদের আসিবার কারণ বলিলেন।

অরবিন্দ বাবু তাঁহার চির উৎসাহ-প্রজ্বলিত … দৃষ্টি হাসি দ্বারা কোমল করিয়া সতীশের দিকে তাকা… বলিলেনঃ—"এখানে তুমি কাজ করতে পার। আ… একজন রিপোর্টার চাই। 'দৈনিকের' রিপোর্ট … করবার জন্য সতীশই বোধ হয় উপযুক্ত ব্যক্তি, কা… মহাপুরুষদের অনুসরণ বিষয়ে তাঁর যোগ রয়েছে।"

অরবিন্দ বাবু সতীশকে কাজ বুঝাইয়া দি… এবং আচার্য্য, অপরের দুঃখ, অভাব কিছুমাত্র দূর করি… পারিলেও মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেই আনন্দের স… তাঁহার পাঠগৃহে ফিরিলেন।

…তিনি অরবিন্দ বাবু ও সতীশের বিষয় ভাবিতে লাগি…লেন। তাহার পর তাঁহার ওষ্ঠে ও হৃদয়ে তাঁহাদের জন্য …প্রার্থনা লইয়া তিনি মন্দিরের উপাসনার উপদেশ …লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক পংক্তি লিখিবার …পূর্ব্বে তিনি 'মহাপুরুষেরা ইহাই বলিতেন কি?' এই …প্রশ্ন করিয়া লইতেছিলেন। লিখিতে লিখিতে তিনি …একবার করযোড়ে মাটীতে বসিলেন। পূর্ব্বে তিনি কবে …উপদেশ লিখিবার সময় প্রার্থনা করিয়াছেন? এখন …তিনি বলভিক্ষা না করিয়া অন্যকে ধর্ম্মোপদেশ দান …করিতে সাহসী হইতেছেন না! তিনি আর মন্দিরে …জনসমাগম ও প্রশংসালাভের বিষয়ও ভাবেন না। এখন …তাঁহার জীবনের মহা প্রশ্ন হইয়াছে—'মহাপুরুষেরা কি …করিতেন?'

…শনিবার রাত্রি নারায়ণ রাওএর সভার কার্য্যের …বিশেষ সাক্ষ্যদান করিল। সরলার সঙ্গীত প্রতিরাত্রেই …লোককে বিশেষ আকৃষ্ট করিতেছিল। …দিনের বেলায় কেহ এই পথে দিয়া গেলে, নিশ্চয় …এই সভারই কথা কোন না কোন প্রকারে শুনিতে …পাইতেন। মদ্যপান এবং দুষ্কার্য্যের সংখ্যা অনেক …কমিয়া গিয়াছে। তাহারা, সেস্থানের যে-কোন পরিবর্ত্তন …হইয়াছে কিংবা সরলার সঙ্গীতে যে তাহাদের কোনও …উপকার হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা স্বীকার করিবে …না। কিন্তু তথাপি সেস্থানে এক নূতন শক্তি কার্য্য …করিতেছিল।

এই শনিবার নারায়ণ রাও সভার কাজ করিতে …অসমর্থ হইলেন। তাহারা ক্রমে বুঝিতেছিল যে এই …শক্তি এত সপ্তাহ ধরিয়া তাহাদের জন্য খাটিতেছেন …এবং তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেই তিনি …তাহাদের উন্নতির জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন। আজ রাত্রে এই বিশাল জনসঙ্ঘ, আচার্য্য অমরেন্দ্র…নাথের উপাসকমণ্ডলীর ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়াছিল। …বাগিরের মদের দোকান আজ একেবারে শূন্য! অবশেষে এক মহাশক্তি অবতীর্ণ হইল. এবং …নারায়ণ রাও জানিলেন—তাঁহার জীবনের এক মহা …প্রার্থনার উত্তর আজ পাইতে যাইতেছেন।

আর সরলা—আজ তাঁহার সঙ্গীতে কি এক শক্তি ছিল! নলিনী কিংবা সুরেশ তাঁহাকে এরকম গান গাহিতে কখনও শুনেন নাই। আজ তাঁহারা সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এই সপ্তাহে তাঁহার সমস্ত অবসর কালটুকু তিনি এখানকার কাজে কাটাইয়াছেন।

নলিনী সরলার কাছে বসিয়াছিলেন এবং সুরেশ সরলার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু দূরে তাঁহার সামে বসিয়াছিলেন। যখন তিনি গাহিতে লাগিলেনঃ—

'আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব,
আমি কি আর কব।'

তখন সেস্থান স্পন্দহীন ভাব ধারণ করিল।

নারায়ণ রাও কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি তাঁহার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন—এবং তাম্বুর দুই দিক হইতে ভগ্নহৃদয় পতিত নরনারী উন্মত্তভাবে তাঁহার আলিঙ্গনে ছুটিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে বক্ষে ধরিলেন।

একটি মেয়ে ছুটিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া পড়িল। নলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং মহাত্মা খৃষ্ট পতিতা রমণীর উপর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই চিন্তা এমন আকস্মিক ভাবে এই ধনী-কন্যার জীবনে সর্ব্ব প্রথম আসিয়া পড়িল যে ইহা তাঁহাকে এক নবজন্ম দান করিল। নলিনী উঠিয়া তাহার কাছে গেলেন এবং তাহার হাত ধরিলেন। সেই বালিকা কাঁপিতেছিল, তাহার পর নতজানু হইয়া বসিয়া, মস্তক অবনত করিয়া নলিনীর হাতে হাত রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। নলিনী এক মুহূর্ত্তের দ্বিধার পর, তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন এবং দুইটী মস্তক এক সঙ্গে অবনত হইল।

কিন্তু যখন ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ভূমিতে লুটাইতেছিল, ক্রন্দন করিতেছিল, তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের এক ব্যক্তি ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া এক মদ্যপায়ীর— সে দিন আচার্য্যকে যে বাধা দিয়াছিল) পাশ্বে বসিয়া পড়িলেন। তিনি সরলার নিকট হইতে কিছু দূরে বসিয়াছিলেন।

সরলা তখনও ধীরে ধীরে গাহিতেছিলেন। তিনি যখন মুহূর্ত্তের জন্য এই দিকে চাহিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইল। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন ঃ—

ভিখারী দ্বারে ডাকে হে
শোন হে দয়ার ঠাকুর।
তৃষিত আত্মা জুড়াতে চাহে, থেকোনা থেকোনা দূরে,
পিয়াসু প্রাণে আসিয়ে সিঞ্চহ অমিয় সুমধুর।'

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

দেবী অঘোরকামিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর অঘোরকামিনী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাঁকিপুরে স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বোর্ডিংএর কষ্টে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—"তোমার হস্ত অলঙ্কারশূন্য, পরিধান সামান্য বস্ত্র; কিন্তু আমার সম্মুখে তুমি যেন দিব্য জ্যোতিতে উজ্জ্বল। এ তোমার কি রূপ! একি দেবী না মানবী? তোমাকে প্রণাম করিলাম কি না মনে নাই, কিন্তু প্রণাম করিবার সময় ছিল বটে।"

স্বামী পত্নীর তপস্বিনী-বেশ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ঈশ্বরভক্তি ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন;—ইহা অনেকের নিকট বড় বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। কেহ কেহ ইহাকে বিলাতের আমদানী বিদেশী জিনিস বলিয়াও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু আসলে ইহা বাড়াবাড়িও নয়, বিলাতি জিনিসও নয়। শক্তি দেখিলেই ভক্তির উদয় হয়,—তা পুরুষেরই হউক আর স্ত্রীলোকেরই হউক। আমাদের ভক্তমাল গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। উক্ত ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাই, কত গর্ব্বিত নৃপতি স্বীয় পত্নীর অনুপম ধর্ম্মভাবে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার চরণতলে স্বর্ণমুকুটশোভিত মস্তক নত করিয়াছেন।

ইহার পর অঘোরকামিনী কয়েক জন সঙ্গিনী [illegible] প্রকাশ্য রাজপথে ঈশ্বরের নামগান করিলেন এবং [illegible] স্থানে বক্তৃতাও করিতে হইল। ইহাতে চতু[illegible] তাঁহার নিন্দার সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি নিন্দাপ্রশংসার অতীত স্থানে উঠিয়াছিলেন; সু[illegible] মানুষের তীব্র ভর্ৎসনাও তাঁহার হৃদয় স্পর্শ ক[illegible] পারিল না।

অবশেষে তিনি খ্যাতনামা উকীল পরলো[illegible] গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুরোধে বাঁকিপুরের পু[illegible] বালিকাবিদ্যালয়টির সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। [illegible] উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। স্কুলের টাকা [illegible] না, ছাত্রীও বড় বেশী ছিল না। কিন্তু অঘোরকা[illegible] বলিলেন "টাকা নাই? আমি যেমন করিয়া [illegible] টাকার যোগাড় করিব। ছাত্রী নাই? আমি [illegible] বাড়ী গিয়া, দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিব[illegible] যে নারীর এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্মোৎসাহ এবং [illegible] অধ্যবসায় ও সংকল্পের বলের কোথাও তুলনা মিলে [illegible] তাঁহার পক্ষে আবার অসম্ভব কি? তিনি ১৫ই ফেব্রু[illegible] বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন, মার্চ্চ মাস যাইতে [illegible] যাইতে স্কুলে ২৯ জন ছাত্রী হইল। তৎপরে [illegible] হিন্দুস্থানী মেয়েও স্কুলে আসিতে লাগিল।

এই সময় অঘোরকামিনী ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া [illegible] করিতেন; একটি মিনিটের জন্য সময় তাঁহাকে ফাঁ[illegible] দিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক হইতেন। তিনি তাঁ[illegible] ডায়েরিতে যে একটি কাজের তালিকা লিখিয়া রাখি[illegible] ছেন, আমরা এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তালিকা এই ঃ—

(১) ছেলেদের আহার দেখা, (২) পাঠ, (৩) উপা[illegible] (৪) রোগীর সেবা, (৫) স্কুলে যাওয়া, (৬) ধোবার [illegible] লওয়া ও দেওয়া, (৭) দেখা করা, (৮) নূতন বন্ধুর ব[illegible] সংবাদ লওয়া, (৯) এষ্টিমেট করা এবং বেতন দেওয়া [illegible]

এইরূপ কাজের ফল দাঁড়াইল কি, তাহাও ব[illegible] বাঁকিপুরের মেয়েদের স্কুলটি এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হই[illegible] স্কুল হইতে মেয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইতে লাগি[illegible] [illegible] নিজের বাটীতে মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং [illegible]রিলেন। দেশ বিদেশের মেয়েরা সেই বোর্ডিংএ [illegible]কিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল। একজন নারীর শক্তিতে [illegible]শের কি কার্য্য হইতে না পারে, সকলে একবার [illegible]বিয়া দেখুন।

এই মনস্বিনী নারীর হৃদয় যে কি উন্নত ছিল, ইহার [illegible]র ভাব যে কি আশ্চর্য্য ছিল, তৎসম্বন্ধে দু একটি [illegible] বলি। সেবা সম্বন্ধে ইঁহার হিন্দু ব্রাহ্ম, বাঙ্গালী [illegible]স্থানী কিংবা আপন পর, কিছুরই বিচার ছিল না। [illegible]বার আহ্বান আসিলেই তাহাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা মনে [illegible] গৃহের বাহির হইতেন। আমি নিজে আট [illegible]র বাঁকিপুর বাস করিয়া তাঁহার সেবার অনেক গল্প [illegible]নিয়াছি। এক একটি তরুণী নারী সন্তান প্রসব করিয়া [illegible]তিকা-শয্যায় শায়িতা হইয়াছেন; গৃহে অন্য বয়স্কা [illegible]লোকও নাই, কে তাঁহার সেবা করে। দেবী [illegible]ঘোরকামিনীর কাণে একবার সে খবর পৌঁছিলেই [illegible] সেই প্রসূতির মাতৃস্থানীয়া হইয়া সেবায় প্রবৃত্ত [illegible]। তাঁহার সেবা সম্বন্ধে প্রকাশচন্দ্র এক স্থানে [illegible]লিখিয়াছেন ঃ—

"এ দেশে নারীজীবনে যে সেবা নাই, তা নয়। [illegible] তাহা প্রায়ই স্বামী ও পরিবারের সীমার মধ্যেই [illegible] থাকে। তুমি যতই আসক্তির প্রাচীর ভাঙ্গিতে [illegible]লাগিলে, ততই পরের জন্য ভাবিবার ও খাটিবার শক্তি [illegible]ড়িতে লাগিল। তোমার কাছে এ সময় যেমন বড় [illegible]নুষের বাটী, তেমনি দুঃখিনী বিধবার পর্ণকুটীর। [illegible]সংবাদ পাইলেই দুঃখ দূর করিবার জন্য দৌড়িতে। [illegible] যখন এই সেবার কাজ অনেক বাড়িয়া চলিল, [illegible]আমার কাছে সব সময় জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর [illegible]হইতে না। কতদিন আমার অজ্ঞাতসারে কত রোগীর [illegible]সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছ।"

"এক দিন রাত্রি দুইটার সময় আমার শয্যার [illegible] দাঁড়াইয়া বলিলে, 'আমি যাই।' চক্ষু খুলিয়া [illegible]খি, তুমি আপনার মোটা সজ্জায় সজ্জিত। আমি [illegible]লাম, "এই শীতকালের রাত্রিতে কোথায় যাইবে?" [illegible]মি—"বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র বড় পীড়িত, দেখিতে [illegible]" ব্রাহ্মণীর আর কেহ নাই, এক মাত্র পুত্র এফ্, এ পাশ করিয়াছিল। সেই পুত্র জ্বর রোগে এখন তখন যায়। সন্ধ্যার সময় তুমি সেবা করিতে গিয়াছিলে। চিকিৎসার্থে পরেশ বাবুকে ডাকাইয়াছিলে। আমি এ সব কিছুই জানিতাম না। * * অনুমতি পাইবা মাত্র তুমি অক্লেশে সেই ঘোর নিশাকালে পদব্রজে রোগীর সেবায় চলিয়া গেলে। সঙ্গে রোগীর বাটীর চাকর, তার হাতে লণ্ঠন।"

বাঁকিপুরের ডাক্তার আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"এক দিন একটিছাত্র মেডিকেল স্কুলে আমায় বলিল, যে এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ধনীর আত্মীয়া রোগে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। স্ত্রীলোকটির এক মাস কি দেড় মাসের একটি কন্যা আছে। তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবার কোনও লোক নাই; পথ্যাদি কিনিবারও কোন সম্বল নাই। তাঁহার [illegible] স্বজন কেহ তাঁহার সংবাদ লন নাই। ছাত্রটির মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। দুঃখ নিবারণের কি উপায় হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি গিয়া মাতাঠাকুরাণীকে (অর্থাৎ দেবী অঘোরকামিনীকে) সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাথিনী নারীর ভগ্নকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই মলমূত্রবিশিষ্ট কতকগুলি নেকড়া, যাহা গৃহের এক ধারে জড় করা ছিল, তাহা লইয়া কাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম।"

"প্রসূতি অতি অপরিষ্কার বিছানায় শুইয়া ছিলেন। দেবী অঘোরকামিনী নিজের গৃহ হইতে বস্ত্র, শয্যা, উপাধান আনিয়া প্রসূতির বস্ত্র ও শয্যা পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সেবায় প্রসূতি একটু শক্তি লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মা, তুমি আমার প্রাণ দান করিলে।"

একবার বাঁকিপুরে একটা সার্কাস পার্টি আসিল। তাহাদের মধ্যে একটি লোকের টাইফয়েড্ জ্বর হইল। হায়, বেচারা নিজের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে; কে

তাহার চিকিৎসা করিবে, কোথায় সে থাকিবে? সংক্রামক রোগ বলিয়া কেহ তাহার শুশ্রূষা করিতেও রাজি নয়। দেবী অঘোরকামিনী এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া সেই অপরিচিত লোকটিকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন, তাহার চিকিৎসা করিয়া, তাহার সেবা করিয়া তাহাকে ভাল করিলেন। এ দেশে নারীর এরূপ উদারতা ও সেবার কথা অতি অল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

দেবী অঘোরকামিনীর সেবা সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার "স্ত্রীচরিত্র" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"বিহার অঞ্চলে নারিকেল বড় দুষ্প্রাপ্য বস্তু। একবার অঘোরকামিনী দুই চারিটী নারিকেল উপহার পাইয়া তদ্দ্বারা একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিলেন, এবং নিকটস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেন। ছাত্রেরা প্রবাসে অতি সামান্য আহার করিয়া থাকে, এই নিমন্ত্রণে সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভোজনে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। এই সামান্য বিষয়ের উল্লেখ এই জন্য করা যে অঘোরকামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ব্রতে এতাধিক অনুরাগিনী ও উৎসাহী হইলেন যে অন্যের সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান [illegible] হইয়া উঠিল। যেরূপ লোক হউক না কেন, [illegible] হউক আর অতি নীচ জাতীয় হউক, বিপন্ন [illegible] সাধ্বী অঘোরকামিনী তাহাদের সেবায় আত্মসমর্পণ করিতেন।"

দেবী অঘোরকামিনীর এই সেবার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথাও বলি। একবার তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী একটি দরিদ্রের এক খানি খোলার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। কিন্তু লোকেরা সেই আগুন দেখিয়া যখন হৈ চৈ করিতেছিল, তখন অঘোরকামিনী তাঁহার একখানা বড় সতরঞ্চি জলে ভিজাইয়া সেই জলন্ত চালে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার উপর বাল্‌তি করিয়া জল দিতে দিতে আগুন নিবিয়া গেল।

(৬)

দেবী অঘোরকামিনী স্বামীর সঙ্গে কিছু দিনের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা স্থান ঘুরিয়া চিত্রকূটে উপনীত হইলেন। অঘোরকামিনী কখনই ঘোড়ায় চড়েন নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি "পারি না" কথা তাহার অভিধানে লেখা ছিল না; তাঁহার সাহসের সীমা ছিল না। চিত্রকূট দেখিতে আসিয়া অশ্বারোহণের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি অশ্বারোহণ করিলেন এবং মাইল অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গের [illegible] তাঁহার সাহস দেখিয়া অবাক হইল।

এক দিকে যেমন এই সাহস, অন্যদিকে তাঁহার কু[illegible] সুকুমার নারীহৃদয়ের প্রেমের কথাও বলি। [illegible] জানকীকুণ্ডের নিকটে গিয়া শুনিলেন, সীতা দেবী [illegible] বাসের সময় সেই কুণ্ডে স্নান করিতেন। অঘোরকা[illegible] নারীকুলের আরাধ্যা সেই সীতার প্রতি সম্মান প্রদর্[illegible] জন্য জানকীকুণ্ডে স্নান করিলেন এবং উপাসনায় [illegible] ঈশ্বরের নিকট সীতাচরিত্র ভিক্ষা করিলেন। সী[illegible] চরিত্র ভিক্ষা করিবার কারণ এই যে, তিনিও সী[illegible] ন্যায় পতিপ্রেমের কাঙ্গালিনী; তিনিও সীতার ন্যায় প্রেমব্রত উদযাপনে অভিলাষিণী।

দেশ ভ্রমণান্তে বাঁকিপুরে পৌঁছিয়া আবার কা[illegible] প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় বোল্‌টন সাহেব বাঁ[illegible] হইতে চীফ্ সেক্রেটারী হইয়া কলিকাতা যাইতেছিলে[illegible] যাইবার পূর্ব্বে একবার দেবী অঘোরকামিনীর [illegible] দেখিতে গেলেন। স্কুল দেখিয়া বড় সুখী হইলেন [illegible] অঘোরকামিনীকে কহিলেন:—

"স্কুল দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিলাতে এ[illegible] কাজ কুমারী কিংবা বিধবারাই করিয়া থাকেন। [illegible] পুত্র লইয়া এত কাজ হাতে লইয়াছেন, এমন [illegible] দেখিতে পাই না।"

এখন আমরা দেবী অঘোরকামিনীর তেজস্বি[illegible] অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা সম্বন্ধে দুইটি [illegible] করিব।

সন্ন্যাসীচরণ নামক একটি যুবক আসামের চা-বা[illegible] কাজ করিতেন। সেখানে তাহার নামে এক মিথ্যা [illegible] উপস্থিত হয়। তিনি আপনাকে [illegible] মনে করিয়া পলায়ন করেন এবং দানাপুর [illegible] উপস্থিত হন। কিন্তু ইংরাজের ওয়ারেণ্ট স্থানের [illegible] করে না। সন্ন্যাসীচরণ দানাপুরে ধৃত হইয়া, বাঁ[illegible]

সবাদের জন্য সন্তানকে প্রথম বিদেশ-প্রেরণ।

...রতে বাস করিতে লাগিলেন। অঘোরকামিনী এই নিরপরাধ যুবকের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া স্বয়ং জেলখানায় গেলেন। জেলখানায় যুবকের সঙ্গে দেখা করিলেন। ...বক নয়নজলে সিক্ত হইয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী ...না করিয়া গেলেন। অঘোরকামিনীর তাহাতে বিশ্বাস ...ন্মিল। তিনি কুপিতা ফনিনীর ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যেরূপে পারি এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিব।"

তাঁহার যে কথা সেই কাজ। তিনি শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিউগী নামক তাঁহার এক...ক আসামে পাঠাইলেন। আসাম নওগাঁর প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদার মহাশয়কে * উকীল নিযুক্ত করাইলেন। রামদুর্ল্লভ বাবুর নিঃস্বার্থ চেষ্টায় সন্ন্যাসীচরণ মুক্তি লাভ করিল।

আর একবার আসানসোলের একটি নারীর প্রতি অত্যাচার হয়। তিনি সেই সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে এবিষয়ে এক পত্র লিখেন। তৎপরে ছোটলাট-পত্নীকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। লেডী ইলিয়ট মনোযোগী হওয়ায় অত্যাচারীর পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইল।

কিন্তু হায়, এই দুরন্ত পরিশ্রম আর অঘোরকামিনীর সহ্য হইল না। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিদাঘের ক্ষীণ নির্ঝরধারার ন্যায় তাঁহার দেহ একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখশ্রীতে মৃত্যুর ছায়া পড়িল। সকলেই তাহাতে ভীত হইলেন। কিন্তু যাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত, তিনি ভয়ে ভীতা হইবার পাত্রী নহেন। তখন শরীরের শক্তি নাই, তথাপি মনের বলে কাজ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার স্বামীকে লিখিয়াছিলেন :—

"যখন কাজ আসে তখন যেন কোথা হইতে বলও আসে। আমি আশ্চর্য্য হই যে আমি কেমন করিয়া এত পারি। আমার জন্য প্রার্থনা করিও, আরও তোমার উপযুক্ত হইয়া যেন মরিতে পারি। ** তোমার সুন্দর পত্রখানা পাইয়া ভাবিলাম, একদিন আর এ পত্র আসিবে না। বেশ, মন প্রস্তুত।"

দেবী অঘোরকামিনীর এই সকল কার্য্য লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, "অঘোরকামিনীর দৃষ্টান্তে বাঁকিপুরস্থ মহিলামণ্ডলীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। আজ রেলগাড়ী ভ্রমণকারিণী স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশ্রাম-গৃহ, কাল স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারী দুরাচারদিগের শাসন জন্য গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা, আজ সাংবাৎসরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, এরূপ নানা প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহাদের বিপুল উৎসাহ ছিল।"

প্রতাপ বাবুর এই লেখাটুকু পড়িয়া আমরা আর একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি। অঘোরকামিনীর জীবনের প্রভাবে বাঁকিপুরের অনেক মহিলা উৎসাহিতা হইয়া দেশের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন।

অতঃপর দেবী অঘোরকামিনী পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহলোকে যেটুকু আসক্তি আছে, তাহারও অতীত হইবার জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :—

"মনে হইতেছে, আমার এখানকার কায শেষ হইয়াছে। আজকার প্রার্থনা ছিল, আর এ দেশের কিছু ভাল লাগিতেছে না। ঐ দেশে যাইতে হইবে, ঐ দেশের সকল আজ হইতে আমাকে দেখাও। এ দেশের মায়া কাট, ঐ দেশে মায়া বাড়াও, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।"

এতদিন শরীর ভাঙ্গিতেছিল; এই বার নির্ম্মম মৃত্যু তাঁহার দুই কঠিন হাত বাড়াইয়া দিল; ১৮৯৬ সালের ২৭শে মে দুরন্ত ব্যাধি অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ৩রা জুন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রিউম্যাটিজম্ অব দি হার্ট।" তখন কোন্ ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিবেন, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল। কারণ, এতদিন তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধু বাবু পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সকলের চিকিৎসাদি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এই সঙ্কটকালে কি তাঁহার উপর নির্ভর করা যায়?

* ইনি ভারত-মহিলা সম্পাদিকা মহাশয়ার পিতা।

অঘোরকামিনী মৃত্যুর সময়ও মানসিক বলের পরিচয় দিলেন। তিনি কহিলেন, পরেশ বাবুই তাঁহার চিকিৎসা করিবেন; অন্য ডাক্তারের কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কায হইল।

১৩ই জুন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন, "মায়ের কাছে যাব, আর দেরী করিতে পারিতেছি না। সুবোধ, অসত্য পথে যেও না। * * আমার জন্য কেঁদ না। সে দিন চোখে জল এসেছিল বলে এ কয়দিন দেরী হ'ল।"

অবশেষে ১৫ই জুন আসিল। সেই দিনই মহা যাত্রার দিন। সেদিন দুইটা বার মিনিটের সময়, তিনি মহা সমাধিতে মগ্ন হইলেন; তাঁহার প্রাণাধিক স্বামী, প্রিয় পুত্র কন্যা, সকলেই আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার সমাধি আর ভাঙ্গিল না; তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত জগজ্জননীর ক্রোড়ে অনন্ত কালের জন্য লুকায়িত হইলেন।

হায়, পুত্র কন্যাগণ তাঁহার জন্য [illegible] বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, বন্ধুগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন; পল্লীর দরিদ্র লোক তাঁহার দেহকে ঘিরিয়া হায় হায় করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না; আর দীন দুঃখী তাহার সাহায্য পাইল না; রুগ্ন ব্যক্তি সেবায় আরাম লাভ করিল না; বন্ধুগণ তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল না; সেই যে চলিয়া গেলেন, আর কেহই ত তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

আজ আর তাঁহার মৃন্ময় দেহ কেহই দেখিতে পায় না; কিন্তু তাঁহার চিন্ময় আত্মা কত নারীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিতেছে; কত পুরুষের প্রাণে ভক্তির উদয় করিতেছে; স্বধর্ম্মাবলম্বী কত লোক তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইতেছে এবং তাঁহার আত্মার উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। আমরা ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার ন্যায় ভক্তি ও ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মেনকা।

(১)

ছয় বৎসর ইংলণ্ড বাসের পর তখন সবে মাত্র [illegible] ফিরিয়াছি। আমার সামাজিক আদর্শের কথা, সা[illegible]জিক উন্নত রুচির কথা শুনিয়া অনেকেই হাস[illegible] আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই ঠাট্টা করেন। কিন্তু তা'[illegible] হাসি ঠাট্টাতে আমার কি এসে যায়? আমার [illegible] বয়স, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অর্থ বিত্তেরও অভাব না[illegible] পরীক্ষাগুলিও ভালই পাশ করিয়াছি—যদিও আমা[illegible] ছোট ভাইয়ের মত পারি নাই—সে আমা অপে[illegible] পড়া শোনায় ভাল, তার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। আমা[illegible] পিতার ন্যায় উদারস্বভাব সন্তানবৎসল পিতা [illegible] কম লোকেরই থাকে, সুতরাং উচ্চ আদর্শ পো[illegible] কল্পনা এবং তাহা পূর্ণ হইবে, এই আশা করা আমা[illegible] নিকট খুব একটা দুরাশা বলিয়া বলিয়া মনে হইত না।

অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা আমার বিবাহের পাত্রী মনো[illegible] নয়ন বিষয়েই সকলের সহিত মতপার্থক্যটা বেশী অনুভূ[illegible] হইত। কারণ এই মতটা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবা[illegible] সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। আমার বৃদ্ধ পিতা [illegible] আমার বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন[illegible] তিনি তাঁহার পছন্দ মত একটী পাত্রীও ঠিক করি[illegible] রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সদয়হৃদয় পিতা আমার [illegible] ইচ্ছার পথে বাধা দিবার লোক ছিলেন না। আ[illegible] ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আমার আয়ও মন্দ দাঁড়ায় না[illegible] সুতরাং তিনি বাধা দিলেও আমার তাহা অগ্রাহ্য করিবা[illegible] পক্ষে বাধা ছিল না।

আমার মনে আমার ভাবী পত্নীর যে আদর্শ ছি[illegible] সেই কথাটা একটু বলি। যিনি আমার পত্নী হইবে[illegible] তিনি প্রকৃত নারীত্বে ভূষিত হইবেন, তাঁহার গৃহখানি [illegible] স্বর্গের ন্যায় [illegible] হইবে অথচ গৃহই তাঁহা[illegible] সর্ব্বস্ব হইবে না। তিনি সকল ভাল বিষয়ে সহানুভূতি[illegible] শালিনী এবং বিদুষী হইবেন, পরীক্ষা পাশের বিদ্যা তাঁ[illegible] না থাকিলেও চলিবে; জীবনের গভীর বিষয়গুলি সম্বন্ধে [illegible] তিনি আমার সহিত আলোচনা করিতে সমর্থ হইবেন; [illegible] হৃদয় উদার, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং চরিত্র দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইবে।

[illegible]মীর প্রতি আত্মহারা গভীর প্রেম সে হৃদয়ে বিরাজ [illegible]রিবে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার কর্ত্তব্য পালনে তিনি [illegible]নও পরাঙ্মুখ হইবেন না; মহত্ত্ব ও পবিত্রতায় তাঁহার [illegible] ভূষিত থাকিবে।—অনেকের নিকট এ সকল কথা [illegible] কথা, শুধু কথার কথা, একটা শূন্য আদর্শ—যার [illegible]তে বাস্তব পদার্থের নিতান্তই অভাব। কিন্তু [illegible]লে কি হয়? আমার দৃঢ় ধারণা, আমার আদর্শ নারী [illegible]মার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

কিছু দিন মধ্যেই মন যেন বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িল। [illegible]লই কাজ—কাজ। সহর ছাড়িয়া নির্জ্জনে পলাইবার [illegible] প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিল। কিছু দিনের জন্য [illegible] কর্ম্ম ফেলিয়া একটু বিশ্রাম লাভের জন্য পল্লীগ্রামে [illegible]লাম। একটা পাহাড়ের পাদদেশে আমার জন্মস্থান একটী সুন্দর ছোট খাট গ্রাম। পল্লীজননীর শান্ত [illegible]ড়ে কিছু দিনের জন্য আশ্রয় লইলাম।

একদিন অপরাহ্নে একটী সুন্দর গ্রাম্য পথে বেড়াইতে [illegible] হইয়াছি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল [illegible]ক্ষেত্র গুলি হাসিতেছে। মাঝে মাঝে ২।৪ জন কৃষী [illegible]ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। গরু ও ভেড়ার রব কর্ণে [illegible]বেশ করিয়া প্রাণে এক প্রকার অব্যক্ত আনন্দের [illegible]ার করিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে আমি অনেক [illegible] গিয়া পড়িলাম; মনে মনে আমার আদর্শ রমণীর [illegible]ন্তা। অন্য কাজ কর্ম্ম না থাকিলে ঐ চিন্তাই আমার [illegible] অধিকার করিত। হঠাৎ অশ্বশকটের ও উচ্ছৃঙ্খল [illegible]শ্বের পদশব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চীৎকার আমার [illegible]র্ণে প্রবেশ করিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম একটী উচ্চ [illegible]টমে রশ্মিহস্তে শাড়ী-পরিহিতা একটী ১২।১৩ বৎসরের [illegible]লিকা উপবিষ্টা, একটা তেজস্বী ঘোড়া টমটমটা [illegible]নিতেছিল, হঠাৎ ঘোড়াটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিতে আরম্ভ [illegible]রিয়াছে। বালিকা তাহাকে সামলাইতে পারিতেছে না; [illegible]হার সুদীর্ঘ কেশরাশি বায়ুভরে উড়িতেছে, উত্তেজনায় [illegible]হার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাতে [illegible]য়ের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বালিকা [illegible]সী কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা—বিশেষতঃ এই পল্লীগ্রাম অঞ্চলের মহিলারা ত কখনো গাড়ী চালান না; এই বালিকা কোথা হইতে আসিল? কিন্তু কৌতুহল নিবারণের এটা সময় ছিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্দ্দান্ত অশ্ব আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল; আমি প্রাণের মায়া ছাড়িয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম; সে আমার হাত ছাড়াইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু না পারিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে নির্ভীক বালিকার প্রতি তাকাইলাম—কিন্তু তখন আর অন্য ভাবনার সময় ছিল না; আমি দ্রুতপদে টমটমে তাহার পার্শ্বে উঠিয়া বসিলাম এবং তাহাকে কোথায় লইয়া যাইব জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রথমে তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তৎপর ২।৪টা সলজ্জ মধুর কথায় আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিল। তাহার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম, ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে আরো কথা বলুক, আমি শুনি; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গীতে এমন একটা প্রশান্ত লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল যে আমি আর কিছু বলিতে সঙ্কুচিত হইলাম। তাহার সহিত একাসনে বসিতেও আমার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল; কারণ হিন্দুমহিলা ইংরেজ-মহিলা নহেন। আমি টমটম হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে টানিয়া একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে মাঠের মধ্যস্থিত একটী সুন্দর ছোট সাদা বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। বালিকার পিতা অগ্রসর হইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, ইনি খাঁটি দেশী পোষাকে সজ্জিত, পাশ্চাত্য ভাব তাঁহাতে কিছুই নাই। কন্যাকে দেখিয়াই বৃদ্ধ বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। ২।১ কথায় অতি সংক্ষেপে কন্যা পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। পিতা বলিলেন ঃ—

"কি বল্লে? আমার জন্য টমটম দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তোমার একবার গাড়ী হাঁকাইতে ইচ্ছা হইল? তুমি জান না, হিন্দুমেয়ের পক্ষে ইহা কি নির্লজ্জতার কথা! কি বল্‌ছ, পাড়াগাঁয়ে এতে কিছু এসে যায় না, কেউ দেখবে না? সমাজসংস্কারকদের কথা শুনে অন্যান্য

ব্রাহ্মণবালিকার ন্যায় এতদিন তোমার বিয়ে না দেওয়ার এই ফল। কি? এই যুবক তোমার ঘোড়া আটকাইয়াছিলেন? ইনি কে? কি নির্লজ্জ মেয়ে? ও! ইনি ইংলণ্ড হইতে নবাগত ব্যারিষ্টার! এ কথাটা তুমি আমায় এতক্ষণ বল নাই কেন?"

তার পর বৃদ্ধের সহিত আমার পরিচয় স্থাপিত হইল। আমি প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে লাগিলাম। নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কথা হইত। দেখিলাম, তিনি তেজস্বী সমাজসংস্কারক, হৃদয় অতি সরল। কন্যাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, এবং কন্যার গৌরবে প্রাণে গৌরব অনুভব করেন। একদিন তিনি বলিলেন:—"১৫।১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে আমি মেনকার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি না। আমার জ্ঞাতিকুটুম্বেরা আমাকে একঘরে করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাতে আমার কি এসে যায়! সংসারে দুটী কন্যা বই আমার কেহ নাই। ইহাদের জননী জীবিত থাকিলে হয়তঃ মেয়েদের বিবাহের জন্য আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেন, কিন্তু তিনি ইহলোকে নাই। আমি এখন মুক্ত। আমি এখন মেনকাকে ইংরেজী শিখাইতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য প্রথমে সে ইংরেজী শিখিতে আপত্তি করিয়াছিল— স্বদেশীর প্রতি তাহার বড় ঝোঁক। আপনার সঙ্গে সে বুঝি কথা বলে না? সে ভারী লাজুক মেয়ে। সে আপনার কাছে পর্য্যন্ত আসে না?—তাই ত। এখন তার বয়স সবে বার বৎসর। দেখতে শুনতেও তাকে সুন্দরী বলা যায়।"

বাস্তবিকই মেনকা অতি সুন্দরী। তাঁহার মুখখানি অতি কোমল ও মধুর, অথচ তাহাতে একটা তেজস্বিতার ভাব দেদীপ্যমান। সে কখনও আমার সম্মুখে আসিত না। আমি কখনও তাহার নিকটে গেলে সে কোনরূপে সরিয়া যাইত, সুতরাং তাহার সহিত আমার আদবেই কথাবার্ত্তা হইত না। কিন্তু আমার মন বলিত, এই আমার "আদর্শ নারী।"

(২)

কিছু দিন পরেই আমাকে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইল। মাসখানেক পর মেনকার পিতাও কন্যাদিগকে লইয়া আপন কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন। বায়ু পরিবর্ত্ত[illegible] জন্য তাঁহারা এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। আমার [illegible] স্থল মান্দ্রাজ ও তাহাদের সহর বহুদুর। গ্রীষ্মের ছু[illegible] তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিলা[illegible] কারণ বেশ বুঝিয়াছিলাম, মেনকাকে জীবনসঙ্গিনী[illegible] না পাইলে জীবন ভারবহ হইবে।

কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশে নানা ঘটনা ঘটিল। আমার [illegible] পিতৃদেব গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং অল্প[illegible] মধ্যেই পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমার কনিষ্ঠ [illegible] হরি ইংলণ্ডে সিবিল সার্ব্বিস পড়িতেছিল, তাহার আ[illegible] বার জন্যও আয়োজন উদ্যোগ করিতে হইল। এখ[illegible] হরির পরিচয়টা দিয়া রাখা ভাল। হরি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্[illegible] [illegible] যুবক। সে অত্যন্ত সামাজিকতাপ্রিয়, তা[illegible] [illegible]মিষ্ট, তাহার বন্ধুত্ব, তাহার সঙ্গ সকলে[illegible] বাঞ্ছনীয় মনে হইত; আমার ন্যায় সে একাকিত্বপ্রি[illegible] অল্পভাষী ছিল না। মোট কথা, আমাদের দুই ভাই[illegible] প্রকৃতিতে অনেক বিপরীত গুণ ছিল, হরিই সর্ব্বজন[illegible] ছিল।

সে সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া দেশে ফি[illegible] আসিতেছিল, তাহার আগমনের জন্য সকল বন্দো[illegible] ঠিক করিতে হইল। আমার পিতার উইল নি[illegible] আমাকে কিছুদিন ব্যস্ত থাকিতে হইল। পিতা তাঁ[illegible] প্রচুর অর্থ আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যেই ভাগ ক[illegible] দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল বন্দোবস্ত করাও স[illegible] ব্যাপার ছিল না। কাজেই গ্রীষ্মের ছুটিতে মেনকা[illegible] বাড়ী যাওয়া আর হইল না। কিন্তু মেনকার চিন্তা [illegible] দিনের জন্যও মন হইতে দূরে রাখিতে পারি নাই।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ নিতান্ত অসম্ভাবিত [illegible] মান্দ্রাজেই মেনকার দেখা পাইলাম। একদিন [illegible] দ্রের ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ এ[illegible] চলন্ত গাড়ীতে মেনকা ও তাহার পিতাকে দে[illegible] পাইলাম। কিন্তু গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, [illegible] তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ পাইলাম [illegible] তাহারাও আমাকে দেখিতে পাইলেন না। তার [illegible] প্রতিদিন আমি সমুদ্রতীরে যাইতে লাগিলাম, [illegible]

[illegible]ার একবার তাহাদিগকে দেখিতে পাই। আমার অধ্য[illegible]ায় বিফল হইল না; অবশেষে একদিন তাঁহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের [illegible]ঙ্গে মিশিতে লাগিলাম এবং কিছুকাল পরে মেনকার [illegible]তার নিকট আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। বৃদ্ধ [illegible]নন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু [illegible]মি নিজে মেনকার হৃদয় জয় করিব, ইহাই আমার [illegible]কল্প হইল।

আমি অতঃপর আরো ঘন ঘন মেনকাদের বাড়ী [illegible]তে লাগিলাম। মেনকাও দু একটি করিয়া আমার [illegible]ঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কখন কখন আমি [illegible]বাগানে তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইতাম, [illegible]ন্তু সে আমাকে দেখিলে সর্ব্বদাই পলাইতে চেষ্টা [illegible]রিত। অনেক চেষ্টার পর ধীরে ধীরে উভয়ের পরিচয় [illegible]ঞ্চিৎ গাঢ় হইল; আমাদের মধ্যে কতকটা বন্ধুত্বের [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইল। মেনকা কখনই বেশী কথা [illegible]ত না, এখনও অল্প কথায়ই সে আমার নিকট [illegible]ভাব প্রকাশ করিত; কিন্তু যাহা বলিত তাহাতেই [illegible]ঝিলাম, তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় সদ্‌গুণরাশিতে ভূষিত। ক্রমে [illegible]-ও আমার প্রতি একটু আকৃষ্ট হইল, সংসারটা আমার [illegible]কট খুব সুখেরই বোধ হইতে লাগিল।

(৩)

গ্রীষ্মকালে আমার ভাই হরি (ইংলণ্ডে তাহাকে সকলে হ্যারি Harry বলিয়া ডাকিত) দেশে ফিরিয়া আসিল। আমি সাগ্রহে জাহাজে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সে এখন ষোল আনা সাহেব সাজি[illegible]য়াছে, শুধু গায়ের রংটা সাহেবদের মত তত পরিষ্কার নয়। তাহার কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ কি সুন্দর! তাহার সঙ্গ বাস্তবিকই সম্ভোগের জিনিষ। দুই ভাইয়ে বেশ সুখে দিন কাটিতে লাগিল। এরূপে কিছু দিন গেল।

একদিন হরি আমাকে বলিল, "দাদা, শুনিলাম তোমার নাকি বিবাহ স্থির হইয়াছে, মেয়েটি কেমন? তোমার ত বিবাহের আদর্শ খুব উঁচু ছিল!"

"একদিন চল, তাকে দেখবে। কিন্তু তুমি তাকে দেখে যে খুব খুসী হবে, তা মনে হয় না। সে বড় লাজুক মেয়ে, বড় বেশী শান্ত।"

সে দিনই সন্ধ্যাকালে হরিকে লইয়া মেনকাদের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম, মেনকার পিতা হরিকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। বোধ হইল, আমা অপেক্ষাও হরিকে তাঁহার মনে ধরিয়াছে। আমরা বেশ আমোদে সময় কাটাইতে লাগিলাম। মেনকাও দলে যোগ দিল, সে-ও যেন খুব সুখী হইল। হরি তাহার মনোভাব জানিতে চেষ্টা করিল; আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে সে আমা অপেক্ষা হরির সঙ্গে অল্প সময় মধ্যেই অনেক বেশী কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেনকার ছোট বোনটীও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। তাহার বয়স ৮।৯ বৎসর। হরি তাহার সঙ্গে নানা আমোদ করিতে লাগিল। খুব আনন্দে সময়টুকু কাটান গেল।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার মনে একটু হিংসার উদয় হইতে লাগিল। হরি দিন দিন মেনকার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিল, মেনকাও যেন তাহার সঙ্গে বেশী মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিত। প্রথম মনে হইতে লাগিল, হরি অনেক কৌশল জানে, তাই মেনকাকে বেশী কথা বলাইতে পারিতেছে। কিন্তু ক্রমে বোধ হইল, মেনকাও হরির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতেছে। আমার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি কি করিতে পারি? মেনকা এখনও আমার নিকট বাগ্দত্তা নহে, সে কোন প্রকারেই আমার সহিত ভাবী সম্বন্ধের জন্য আবদ্ধ নহে। তার পর হরি আমা অপেক্ষা কত ভাল পাত্র। ক্রমে এই পরিবারে আমি হরির পশ্চাতে পড়িতে লাগিলাম।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। হিন্দুসমাজের মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে এত মিশামিশি অনেকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পাঠক পাঠিকা মনে রাখিবেন, মেনকার পিতা একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, তাঁহার হিন্দু আত্মীয়গণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছিল। সুতরাং তাঁহার সামাজিক বন্ধন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল।

নিজের আদর্শ ও রুচি অনুসারে চলিবার পক্ষে তাঁহার কোন বাধা ছিল না।

(৪)

হরি খুব ভাল ছেলে ছিল বটে, কিন্তু সে বড় অপব্যয়ী ছিল, অবস্থার অতিরিক্ত খরচ পত্র করিত। এক দিন অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিল, "দাদা, বড় বিপদে পড়িয়াছি। তুমি জান আমি বেনিফিট্ ফণ্ডের (Benifit Fund) কোষাধ্যক্ষ। আমার হাতে তার অনেক টাকা ছিল, আমি সকলই খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"তোমার নিজের টাকা হইতে তহবিল ঠিক করিয়া রাখ।"

"আমার হাতে একবারেই টাকা নাই। তা ছাড়া আমি হিসাব পত্রে অনেক গোল করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা তা টের পাইয়াছে। ইতিমধ্যেই আমাকে সন্দেহ করিতেছে, যদি আমি তহবিল মিলাইয়া রাখি তাহা হইলে—"

"পরে কি হবে সে ভাবনা এখন থাকুক। যে টাকা ভাঙ্গিয়াছ আগে তাহা সব রাখিয়া দাও, তার পর যা হয় হবে।"

হরি তহবিল ঠিক করিয়া রাখিল এবং কথাটা চাপাই রহিল। কিন্তু লোকের মনের সন্দেহ মনে রহিল এবং এক দিন বজ্রের ন্যায় অকস্মাৎ তাহা আমাদের মস্তকে পড়িল। আমরা সকলে মেনকাদের বাড়ীতে বসিয়া আছি, মেনকার পিতাও বসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, পিয়ন আসিয়া তাঁহার হাতে এক খানা পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি খুলিয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে একাকী ডাকিয়া তাঁহার অফিস ঘরে লইয়া গেলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া আমার চক্ষে চক্ষে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ কি ?"

"আপনি কিসের কথা বলিতেছেন ?"

"এই পত্র পড়িয়া দেখ।" আমি পড়িয়া দেখিলাম :— "আপনার পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া আপনাকে সতর্ক না করিয়া পারিতেছি না। যাহার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ সুস্থির হইয়াছে সেই লোকটীর সম্ব সাবধান হইবেন। লোকটী বেশ সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে সন্দেহ নাই ; ধনে, কুলে শীলে খুবই ভাল। কিন্তু তা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা গুরুতর সন্দেহ উপ হইয়াছে। তাহার ভাই একটা বেনিফিট ফ কোষাধ্যক্ষ। সেই ফণ্ডের তহবিলে অনেক টাকা ই কম পড়াতে এরূপ সন্দেহের কারণ পাওয়া গিয়াছে, কোষাধ্যক্ষের ভাই অভাবে পড়িয়া গোপনে কোষাধ্য পকেট হইতে চাবি নিয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া কোষাধ্যক্ষ হিসাবে গোলমাল করিয়া ঘটনা চাপা দি চেষ্টা করিয়াছে। টাকা অবশ্য শোধ করা হইয়াছে, সন্দেহ ঘোল আনাই রহিয়াছে।"

আমি মুখ তুলিয়া চাহিলাম, কুঠরীটা যেন ঘুরিতে বোধ হইল। অতি কষ্টে বলিলাম, "হরিকে ডাকুন হরি আসিয়া চিঠি পড়িল। আমি তাহার দিকে চাহিলা তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে এ কথাও বলিল না এবং নিতান্ত কাতর ভাবে আমার দি চাহিতে লাগিল। আমি তখন সকলই বুঝিলাম। হা বল সঞ্চয় করিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম :—

"তাই হোক। আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য নিজে কি না বলিলে যদি আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস রা অসম্ভব হয় তবে আমার আর এখানে থাকা উচিত ন আমি চলিলাম, বিদায়।"

বৃদ্ধ কাতর ভাবে আমার দিকে চাহিলেন। হ অনুনয় বিনয় করিয়া আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসি লাগিল। তিক্ত হৃদয়ে আমি তাহাকে অতিক্রম করি চলিয়া আসিলাম।

সমস্ত দিন দরজা বন্ধ করিয়া আপনার ঘরে শু রহিলাম এবং মেনকার একখানা পত্রের প্রত্যাশা করি লাগিলাম ; কিন্তু কোন পত্র আসিল না।

তার পর দিন আমি আমেরিকা যাইবার টি কিনিলাম এবং এক সপ্তাহ পরে আমেরিকা যা করিলাম। ষ্টীমারে হরি আমার সহিত সাক্ষাৎ করি আসিল। সে কাতর ভাবে বলিল :—

"দাদা, আমায় ক্ষমা কর।"

"ও সব কথা যাক। তোমার পথে তুমি চল, আমার পথে আমি যাই। তোমার সঙ্গে অতঃপর আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

"কিন্তু তুমি সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে না ?"

"ও! তোমার মনে এখন শুধু ঐ মাত্র ভয় ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি কোন কথা প্রকাশ করিব না, এখন বিদায়।"

"এক মিনিট অপেক্ষা কর। মেনকা—"

"আমি তাহার সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহি না, আমার কিছু শুনিবার নাই।"

সেই মুহূর্ত্তে ষ্টীমার ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। হরি যেন পরিত্রাণ পাইল এরূপ ভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি সাগরে ভাসিলাম।

(৫)

দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল আমেরিকায় একটা কারবারে যুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিশ্বাস শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলাম। এই অবস্থায় আমার সুখী হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু প্রাণে সুখ পাইলাম না। দেশে ফিরিবার জন্য মন উচাটন হইল। কারবার বন্ধ করিয়া দেশে ফিরিলাম। মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া একটা হোটেলে আশ্রয় নিলাম। কথাপ্রসঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হরি সুখ্যাতির সহিত আপন কার্য্য করিতেছে। সে এখন বিবাহিত। জানিলাম, সে মেনকাকেই বিবাহ করিয়াছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবার বহু পূর্ব্বেই আমি ইহা অনুমান করিয়াছিলাম।

এক দিন মেনকার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাদের বাড়ী গেলাম। দেখিলাম তিনি তখনও বেশ সুস্থ ও সবল আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম, যে তিনি আমাকে দেখিয়া বিরক্ত না হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন :—

"এ কি, এই যে তুমি! অবশেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা হইল ? তুমি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ ?"

"আপনাদিগকে ক্ষমা করিব, না আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন ?

"কেন, তুমি কি জান না, অবশেষে সত্য প্রকাশ পাইয়াছে ? তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইয়াছে ?"

"কিরূপে ?

"তুমি আমেরিকা চলিয়া যাইবার পর প্রকাশ পাইল, যে হরি ঐ কাজ করিয়াছিল। অবশ্য কথাটা ঢাকা দিয়াই রাখা হইয়াছে। তা ছাড়া হরি টাকাগুলি সব পরিশোধ করিয়াছে।"

"ও তাই! আপনার—আপনার মেয়ে ? তিনি কেমন আছেন ?"

বৃদ্ধ একটু কটাক্ষের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?"

"মেনকা। তিনি বেশ সুখে আছেন ত ?"

"কি করিয়া তুমি তা আশা করিতে পার ?"

"ও! বিবাহ হইয়া যাইবার পরে বুঝি হরির দোষ প্রকাশ হইয়াছিল ? কিন্তু মেনকা—"

"বৃদ্ধ তীব্রভাবে বলিলেন :—

"মেনকার সঙ্গে হরির সম্বন্ধ কি ? হরি মেনকার ছোট বোন্‌কে বিবাহ করিয়াছে। মেয়েটার কি দুর্ভাগ্য!— অবশ্য তাহার সাংসারিক অবস্থা—সামাজিক সম্মান যথেষ্ট।"

"ও! তবে মেনকা—"

"হাঁ, মেনকা এখনও অবিবাহিতা। তোমারি জন্য এই অবস্থা! কারণ নিতান্ত কাপুরুষের মত তুমি সেই অনুরক্ত বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে!"

"আমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম! না সে-ই আমাকে অবিশ্বাস করিল ?"

"সে তোমাকে অবিশ্বাস করিল ? তুমি কি তাহার চিঠি পাও নাই ? তুমি যাইবার পূর্ব্বে হরির হাতে সে তোমাকে চিঠি পাঠাইয়াছিল। আহা! চিঠি লিখিয়া বেচারী কতই লজ্জিত হইল, প্রাণে কতই আঘাত পাইল! হরি বলিল, সে তোমাকে মেনকার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি বলিলে, মেনকার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই! কি নিষ্ঠুর! অবশেষে হরি তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু মেনকা কিছুতেই সম্মত হইল না, তখন সে আমার ছোট মেয়েকে

বিবাহ করিল। এখন সকল কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলে ?”

আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম। মেনকার সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। পাঠক পাঠিকা শুনিয়া সুখী হইবেন, বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ আমার অন্তরে ছিল, আমার পরবর্ত্তী জীবনে তাহা বৃথা কল্পনা বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। *

য়িহুদী জাতি।

বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্ব সংসারে এমন কত জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে—যাহারা সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিয়া পুনরায় অনন্ত কালগর্ভে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়াছে, কিন্তু মানবজাতির ইতিবৃত্তে তাহাদের কোন উল্লেখই রাখিয়া যায় নাই। জগতের ইতিহাসে তাহাদের দিবার মত কিছু ছিল না, তাই পৃথিবী তাহাদিগের কথা স্মরণ করে না। জাতি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। যাহারা পরবর্ত্তী বংশের জীবনে আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, তাহাদিগের স্মৃতিকে কেহ যত্নে রক্ষা করে না। জগতের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেই সকল জাতিই ইতিহাসে বরেণ্য হইয়া রাহিয়াছে যাহারা বর্ত্তমান মানবজাতির চারিত্রে কোন না কোন বিষয়ে আপনার প্রভাব আজ পর্য্যন্ত প্রবল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রাচীন য়িহুদী জাতি এই সকল জাতির অন্যতম। মানব-চরিত্রের কোন্ বিশেষ বিভাগে এই জাতি আপন অস্তিত্ব চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, জগতের অন্যান্য খ্যাতনামা জাতি যে সকল কারণে আমাদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে য়িহুদী জাতির মধ্যে তাহার কোনটাই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। য়িহুদী জাতি চিরকালই একটী ক্ষুদ্র জাতি, তাহাদের আবাস-স্থানও একটী ক্ষুদ্র দে[শ।] প্রাচ্য রাজনৈতিক জগতে তাহারা কখনও উল্লেখযো[গ্য] স্থান অধিকার করে নাই। য়িহুদী জাতি প্রাচী[ন] পারস্যের ন্যায় বীরত্ব-গৌরবে, রোমের ন্যায় ব্যব[স্থা] বিজ্ঞানে, অথবা গ্রীসের ন্যায় সৌন্দর্য্য-অনুশীলনে কিছুম[াত্র] খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, কাব্য সাহিত্যেও তাহা[রা] কিছুমাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই, তাহাদে[র] শিল্প বাণিজ্যেও উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। অথ[চ] পারসিক, গ্রীক, রোমান এই সকল খ্যাতনামা জাতি যাহা করিতে পারে নাই, ক্ষুদ্র য়িহুদী জাতি তাহা করি[তে] সমর্থ হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে য়িহুদী জাতি [যে] প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর কোন জাতি তাহা করি[তে] সক্ষম হয় নাই।

ইহার কারণ এই যে, য়িহুদী জাতির চরিত্রের এম[ন] একটী দিক বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, মান[ব] জীবনে যাহার প্রভাব সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যব[স্থা] শাস্ত্র, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও শৌর্য্য বীর্য্য, সকলের উপরে। সেই বিশেষ দিক মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। ব্যবস্থাশা[স্ত্র] অথবা দর্শনবিজ্ঞান, শৌর্য্য বীর্য্য এবং শিল্প বাণিজ্য কোটী কোটী লোকের মধ্যে শত বা সহস্রের চিত্ত আকর্ষ[ণ] করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সকলের হৃদয়কেই অধিকা[র] করে। কোটী কোটী লোকের অধীশ্বর মহারাজা হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়েই ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। একদিকে য়িহুদী জাতি—অন্যদিকে হিন্দুজাতি সমগ্র জগতের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর রাজত্ব করিতেছে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় হিন্দুধর্ম্ম ও তৎপ্রসূত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জগতে[র] অবশিষ্টাংশে য়িহুদীধর্ম্মপ্রসূত খ্রীষ্ট ও মুশলমান ধ[র্ম্ম] রাজত্ব করিতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে য়িহুদী ধর্ম্মেরই সন্ত[ান] তাহা সকলেই স্বীকার করে। মুশলমান ধর্ম্মও খ্রীষ্টধর্ম্মো[ক্ত] মহাপুরুষগণকে আপনাদের শাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছে। মুশলমান শাস্ত্রের মতে প্রাচীন য়িহুদী-নেতৃগণ সকলে[ই] মুশলমান সাধু। অতএব যে দুইটী ধর্ম্ম-ধারা সম[গ্র] জগতকে স্বর্গীয় অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে—তন্মধ্যে বিশালতর ধারাটীর উৎস ক্ষুদ্র য়িহুদী জাতি। জগতে[র] ইতিহাসে যে জাতির প্রভাব এত অধিক তাহার সংক্ষি[প্ত ইতি]বৃত্ত অধ্যয়ন করা প্রত্যেক নরনারীরই অবশ্যকর্ত্তব্য। [আম]রা অতি সংক্ষেপে প্রাচীন য়িহুদী জাতির বিরণ ভারত-[মহি]লায় বিবৃত করিব।

[য়ি]হুদী জাতির প্রাথমিক ইতিহাস অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। [কো]থায় ইহাদের প্রথম বাসস্থান ছিল, সে বিষয়ে নানা মত [প্রচ]লিত। তবে অধিকাংশের মতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস [নদীর] মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ এই জাতির আদিম আবাস-ভূমি। [বাই]বেলে কথিত আছে, য়িহুদী জেকবের পুত্র জোসেফ [তাহা]র ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মিশরে পলায়ন করে। [জো]সেফ মিশরে উপস্থিত হইয়া আপনার বুদ্ধি ও সততা[য়] উচ্চপদ লাভ করে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া তাহার [ভ্রাতৃ]গণ মিশরে আসিয়া তাহারই আশ্রয়ে উপস্থিত হয়। [এই]রূপে মিশরে য়িহুদী বংশের বৃদ্ধি হইতে থাকে। য়িহুদী-[দিগে]র সংখ্যা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল তখন [তৎকা]লীন ফেরুয়া বা রাজা দেখিতে পাইলেন, বিদেশীগণই [মিশরী]য় দেশবাসীগণ হইতে বাড়িয়া উঠিল। এজন্য তিনি [য়িহুদী]কে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক [নির্য্যা]তনের পর যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন [তিনি] নিয়ম করিলেন, যত য়িহুদী পুংসন্তান জন্ম গ্রহণ [করি]বে সকলকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। [এই সম]য়ে এক য়িহুদীর একটী পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ [ক]রিলে শিশুর জননী পুত্রটাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ না [করি]য়া তিন মাস কাল লুকাইয়া রাখিল এবং তৎপর [গোপ]নে রাখিবার উপায় না পাইয়া একটা কাঠের পাত্রে [রাখি]য়া তাহাকে নদীতে ভাসাইয়া দিল। ফেরুয়ার কন্যা [সেই] সময় নদীতে গিয়াছিলেন, তিনি শিশুটীকে পাইয়া [পুত্রে]র ন্যায় তাহাকে প্রতিপালন করিলেন। এই শিশুর [নাম] হইল মোসেস্। কালক্রমে বয়স্ক হইয়া এই মোসেস্ [মিশর]বাসী য়িহুদীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল এবং অতি কষ্টে [য়িহু]দিগকে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। য়িহুদী-[দি]গের মিশর হইতে পলায়ন-কাহিনী বাইবেলে বিস্তারিত [বর্ণি]ত আছে। আমরা এস্থলে তাহার বর্ণনা করিব না। [আ]ধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন, য়িহুদীদিগের মিশর-[বা]স ও তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন ঐতি-[হা]সিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

* শ্রীমতী কমলা সথিয়ানাধন এম, এ লিখিত এই গল্পটী দুইখানি ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। ভাঃ মঃ সঃ।

স্বর্গীয়া গোলোকমনি দেবী।

(স্বর্গীয়া মহিলার আদ্যশ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্ত্তৃক পঠিত)

আমার মাতা কলিকাতার ৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কন্যা; সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভগিনী; এবং কলিকাতার ১৪।১৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী জয়নগর মজিলপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী ছিলেন।

আমার মাতামহ ধার্ম্মিক গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন; আমার মাতুল দেশে কর্ত্তব্যপরায়ণ, দৃঢ়চেতা ও স্বদেশ প্রেমিক মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; আমার পিতা তেজস্বী, সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা ও পরোপকারী পুরুষ। সুতরাং আমার জননী ধর্ম্ম ও সুনীতির প্রভাবের মধ্যে জন্মিয়া সেই প্রভাবের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে তেজস্বিনী ও মনস্বিনী নারী ছিলেন; তাঁহাতে দারিদ্র্য ছিল কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না; কোমলতা ছিল কিন্তু ভীরুতা ছিল না; সাধুভক্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু অন্ধতা ছিল না; স্বধর্ম্মানুরাগ প্রবল ছিল, কিন্তু পরধর্ম্মে বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান প্রবল ছিল। আমার পিতার আয় কখনই মাসে ৩০।৩৫ টাকার অধিক ছিল না। মাতা এমনি সুগৃহিনী ছিলেন, যে ইহাতেই পুত্রের শিক্ষা, তিন কন্যার বিবাহ, ধার্ম্মিক হিন্দু গৃহস্থের ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন; আমার জ্ঞানে আমি কখনও তাঁহাকে নিজ অভাব অপরকে, এমন কি তাঁহার পিত্রালয়ের মানুষকেও জানাইতে বা কাহারও নিকট দুই টাকা ঋণ চাহিতে দেখি নাই। তিনি আমার পিতাকে সম্পূর্ণরূপে ঋণহীন রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মপরায়ণতা যেন তাঁহার অস্থিমজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। তৎপরে বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া তিনি যখন আমাদের ভবনে আসিলেন, তখন আসিয়াই অশীতিপর বৃদ্ধ আমার প্রপিতামহ রামজয়

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত হইতে হইল। ঐ সাধু পুরুষের সংসর্গে ও উপদেশে মাতার ধর্ম্মভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। আমার প্রপিতামহ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল হইল এলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার স্মৃতি এক-দিনের জন্য আমার মাতার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত আমার প্রপিতা-মহের জপের মালা লইয়া প্রতিদিন জপ করিয়াছেন।

আমার জননীর ধর্ম্মপরায়ণতার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার বয়ঃক্রম যখন ৬।৭ বৎসর এবং আমার মাতার বয়স ২৫ কি ২৬ বৎসর তখন আমি একবার অতি কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের আশা ছিল না। তখন মা তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণে এই মানত করিলেন, যে সন্তান রোগমুক্ত হইলে তিনি হাতে ও মাথাতে ধুনা পোড়াইবেন, এবং বুক চিরিয়া সেই রক্ত দিয়া ইষ্ট-দেবতার স্তব লিখিয়া দিবেন। যখন আমি রোগমুক্ত হইলাম এবং এই ব্রত উদ্যাপন করিবার সময় আসিল, তখন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। দাসী আমাকে কোলে করিয়া ব্রত উদ্যাপন দেখিতে লইয়া গেল। আমি গিয়া দেখি, মা স্নানান্তে ভিজাকাপড়ে ঠাকুরঘরে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার দুই হাতের পাতাতে এবং মস্তকের উপরে অগ্নিপূর্ণ তিন খানি সরা বসাইয়াছে; পুরোহিত সেই সরার আগুনে মন্ত্রপূত ধুনার গুঁড়া নিক্ষেপ করিতেছেন, আর আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। আমার মনে হইল আমার মাকে পোড়াইতেছে; আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে শান্ত করিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র সরা নামাইল। তৎপরে যখন মাতার বক্ষঃস্থল চিরিয়া ঝিনুকে রক্ত ধরিতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা দেবতার স্তব লিখিতে লাগিল, তখন আমাকে সেখানে রাখা ভার হইল; কাঁদিতে কাঁদিতে দাসীর ক্রোড়ে আমি বাড়ীর ভিতর আসিলাম।

এইত গেল শৈশবে, তৎপরে যৌবনে যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলাম, তখন মার প্রতীতি যে তাঁর পূর্ব্বজন্মের কোনও পাপের জন্যই স দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে। তিনি আমার প্রতি কর্কশ ব্য করিলেন না; কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁর জপ তপ ব্রত নিয়মের মাত্রা অসম্ভবরূপ বা দিলেন। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাইলেই আমার ঠিকুজী তাঁহাকে দেখান এবং যে ব্রাহ্মণ যে কিছু ব্রত বা ষ্ঠান করিতে বলেন, তাহা করেন। এইরূপে অ অর্থ ব্যয় হইয়া গেল! এবং তাঁহার শরীর পড়িল। বহুবার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকা আনিতে হইল। অবশেষে এক জন দৈবজ্ঞ আমার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, যে আমার আছে, কখনই আমার দেবতা ব্রাহ্মণে মতি হইবে তখন হইতে জননী নিস্তার পাইলেন।

আমার ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পরে ১৮৭৭ প্রথমে আমি একবার গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত কয়েক মাস শয্যাস্থ থাকি। জননী সংবাদ শুশ্রূষার জন্য কলিকাতাতে আসিলেন; আমাকে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া রহিলেন; এবং তাঁহার জপ- মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তিনি আমার রোগ পার্শ্বে বসিয়াই তাঁহার ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করি এবং পূজান্তে নিজের পূজার মন্ত্রপূত জল আমাকে করাইতেন। তদ্ভিন্ন আমার প্রপিতামহের যোগ জপের মালা আনিয়া আমার শয্যাতে মস্তকের নি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা সরা দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমার পরলো প্রপিতামহের আশীর্ব্বাদেই আমি সে যাত্রা রো হইয়াছিলাম।

গত বৎসর এই সময়ে গুরুতর পীড়াতে আমি মৃত্যুশয্যাতে শয়ান ছিলাম, তখন জননী আসিয়া দিন আমার নিকট ছিলেন। তখন প্রতিদিন নিজের পূজা সারিয়া, আমাকে মন্ত্রপূত জল একটু করাইতেন; প্রপিতামহের জপের মালা আমার রাখিতেন; এবং নিজের পদধূলি আমার মস্তকে দি

র অবস্থা দেখিয়া আমার বন্ধুগণ দমিয়া গিয়াছিলেন, আমার জননী দমেন নাই। তখন তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস তেন, তাঁহার প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদে আমি সারিয়া ।

এই স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ । তিনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, পি পুণ্যস্থান দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। তাঁহার কাঙ্ক্ষা যেন অসীম ছিল।

আমার শৈশবকাল হইতেই জননী তাঁহার হৃদয়ের চ ভাবগুলি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস য়াছেন। প্রথমতঃ, আমার বর্ণপরিচয় হইলেই পড়িতে শিখিলেই তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে দিন আমার পাঠশালা বা স্কুল থাকিত না, সেই দুপরবেলা তিনি আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে ক কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনা-ইত। যে স্থানটী অধিক মিষ্ট লাগিত, সে স্থানটী পর দিন বহুবার পাঠ করাইতেন এবং মাতা পুত্রে আবৃত্তি করিতাম। তদবধি বহুকাল আমি রামায়ণের স্থল মুখস্থ বলিতে পারিতাম। এই দীর্ঘকাল পরেও য়ণের কোনও কোনও দৃশ্যের ছবি যেন আমার র সমক্ষে রহিয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব বার পূর্ব্বে রামায়ণের ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম ও রামায়ণের আমার নীতি ছিল। তখন রামায়ণের আদর্শ উচ্চতর আদর্শ আছে, ইহা কেহ বলিলে আমি করিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয়তঃ, মা যদি কখনও শুনিতে পাইতেন, যে আমার সহিত এরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছে যাহাতে র ও পরকালে অবিশ্বাস প্রকাশ পায়, তখনি তিনি নীর ন্যায় তাহার মধ্যে পড়িতেন; এবং অসন্তোষ শ দ্বারা সে তর্ক থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। র পিতা তর্কস্থলে এমন কিছু বলিলেও সহ্য করিতেন । বলিতেন, "আমার ছেলের মাথা খেয়ো না।" এই রণেই বোধ হয় এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনের জন্যও আমার মনে ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে নাই। এমন দিন বা এমন ক্ষণ মনে হয় না, যখন আমি ঈশ্বরের সত্বাতে অবিশ্বাস করিয়াছি।

আর একটা ভাব দেখিতে পাইতাম, কপটাচারী ব্যক্তিদের প্রতি আমার মার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যাহারা মুখে বড় কথা বলে, কিন্তু কাজে ছোট কাজ করে, যাহা মনের বিশ্বাস নহে তাহা কাজে দেখায়, ভিতরে অসাধু থাকিয়া বাহিরে সাধুতার পরিচ্ছদ পরিধান করে, মা তাহাদের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ তাহাদের প্রশংসা করিলে তাঁহার গায়ে যেন তপ্ত জলের ছড়া দিত। হয় উঠিয়া যাইতেন, নতুবা সে প্রশংসা থামাইয়া দিতেন; এবং বলিতেন—"বলোনা, বলোনা ওর ধর্ম্মের মুখে ছাই, ওরা গেরুয়া কাপড়ের, ওর ভস্মমাখার মুখে ছাই, পাষণ্ড নচ্ছার ইত্যাদি।

আর একটা এই দেখিতাম যে, যে কার্য্য তিনি একবার কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিতেন, তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত করিতেন; লোকের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। তাহার একটী নিদর্শন দিতেছি। একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি নিরন্ন লোক আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একটী নিম্নশ্রেণীর লোক চরম অবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া আমাদের পাড়াতে আসিয়া পড়িল। পাড়ার ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। আমার জননীও তার মধ্যে ছিলেন। মাতার মুখের কাছে বসিয়া—"তুমি কতদিন খাওনি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে তখন কথা বলিতে পারে না, কেবল হাঁ করিয়া নিজের ক্ষুধা জানাইতে লাগিল। মা বলিলেন, "আমি ওর মুখে ভাত দিব," এই বলিয়া ভাত আনিতে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা বলিতে লাগিলেন,—"ও মা, তা কেমন করে হবে, ও কি জাত তার ঠিক নাই, কোনও নীচজাতীয় লোককে ডাক, সে খাওয়াক্ ইত্যাদি ইত্যাদি। মা সে সব কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। ভাত আনিয়া ভাল করিয়া মাখিয়া তার মুখে দিতে লাগিলেন; সে আহার করিল; জল দিলেন জল পান করিল; কিন্তু হায়, পরক্ষণেই প্রাণ-বায়ু তার দেহকে পরিত্যাগ করিল। আমার মা কাঁদিতে

লাগিলেন। তার পরে মা আমাকে বলিয়াছিলেন, "ও বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে আমার কোনও আত্মীয় ছিল।"

অতএব ইহা আমি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি, যে আমি যে ঈশ্বর ও পরকালে এবং সত্যে ও নিজ কর্ত্তব্য পালনে আস্থা রাখিতে শিখিয়াছি, তাহা অনেক পরিমাণে আমার জননীকে দেখিয়া। তিনি যে কেবল তাঁহার স্তন-দুগ্ধের দ্বারা আমাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার চরিত্রের দ্বারাও আমার চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। যাহা কিছু অসৎ, যাহা কিছু অপবিত্র, তাহার প্রতি তাঁহার এত ঘৃণা ছিল, যে আমি অথবা আমার ভগিনীগণ পাড়ার বালক বালিকার সঙ্গে মিশিয়া কত খারাপ বিষয় দেখিতাম, কত খারাপ কথা শুনিতাম, তাহার একটীও বাড়ীতে আনিতে সাহস করিতাম না। আমি একবার একটী খারাপ কথা বাড়ীতে উচ্চারণ করিয়া এত সাজা পাইয়াছিলাম, যে তাহা চিরদিন মনে আছে। মা ভালবাসিবার সময় ফুলের ন্যায় কোমল অথচ শাসন করিবার সময় লৌহের ন্যায় কঠিন হইতেন।

কে না বলিবেন, এরূপ জননীর ক্রোড়ে পালিত হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হায় সেই সৌভাগ্যে এতদিনের পর বঞ্চিত হইলাম।*

ইংরেজ-বালকের শিক্ষা।

অনেক ইংরেজ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, যে ছাত্রাবস্থায় ইংরেজ-বালক অপেক্ষা ভারতীয় বালকগণ অধিকতর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অধ্যয়নে অধিকতর মনোযোগী এবং ব্যবহারে অধিকতর ভদ্র। পরীক্ষাপাশেও ভারত-বাসীগণ ইংরেজ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। অথচ পরিণামে ইংরেজ অধিক কর্ম্মক্ষম ও দীর্ঘজীবী হয় এবং ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। অন্যান্য কারণ ব্যতীত শিক্ষা-প্রণালীর পার্থক্য যে ইহার একটা প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ইংরেজ-বালকের কিশোর বয়সের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দশ বার বৎসর বয়সের পর ইংরেজ-বালক দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। তাহার দুরন্তপনাতে বা লোক অস্থির হইয়া উঠে। বোধ হয়, জীবনী প্রাবল্য—শারীরিক শক্তির আতিশয্যই এই দুরন্ত কারণ। প্রত্যেক ভদ্র ইংরেজ-গৃহের বালকগণ সময়ে বোর্ডিংস্কুলে প্রেরিত হয়। বৎসরে ২।১ বার সময় মাত্র তাহারা গৃহে আসে। অবস্থাপন্ন লোক দের বালিকাগণকেও এই বয়সে বোর্ডিংস্কুলে করেন। এই প্রকারে ইংরেজ-বালক গার্হস্থ্য হইতে সর্ব্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন হয়। অধিকাংশ বালক খুবই আনন্দিত হয়। তাহার মনে হয়, এ তাহার 'শিশু' নাম ঘুচিবে, শিশু বলিয়া কেহ উপেক্ষা করিবে না, এইবার সে দশ জন মধ্যে একজন 'মানুষ' বলিয়া গণ্য হইবে। অব গৃহত্যাগের দিন উপস্থিত হয়। জননী তাহার নূতন পোষাক ও পুস্তক পেটিকায় পূর্ণ করেন নানা প্রকার পিষ্টক ও মিষ্টান্ন তাহার সঙ্গে দেন। ছোট ভাই বোনেরা তাহাকে নানারূপ ছেলে উপহার দেয়। আজ তাহারা দাদার যত অত্যাচার তাহাদের ভাল ভাল পুতুলের চক্ষু নষ্ট করিয়া বাগানে গাছপুতিবার গর্ত্তের মধ্যে তাহাদিগকে গাছের ন্যায় বাড়িবার জন্য তাহাদের উপর জল দিদির জামার পেছন দিকে টিকেট মারিয়া দেওয়া 'খুব সস্তা; দাম।০ আনা' ইত্যাদি সকল অত্যা ভুলিয়া যায়। আজ কেবল তাহার গুণের কথা—ক সে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কত সুন্দর স্থানে বেড়াই গরুবাছুর তাহাদিগকে মারিতে আসিলে কতদিন সহিত সে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, কতদি তাহাদিগের সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে—এসকলই হয়। সুতরাং আজ তাহার গৃহত্যাগ তাহাদের নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে। কিন্তু সেই বালক সহ মলিন করে না। সে কখন বাঁশী বাজায়, কখন দেয়—এবং এমন ভাব প্রকাশ করে, যেন তাহার মাত্র ক্লেশ হইতেছে না। তাহার যত খেলার তাহা সে ছোট ভাই বোনদের মধ্যে ভাগ করিয়া যখন সকল আয়োজন পূর্ণ হয় তখন পিতা পরি সকলকে একত্র আহ্বান করেন এবং সংক্ষিপ্ত নার পর সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া—মাতা চক্ষের ভাসিয়া—এবং সকলে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে দেন। (ক্রমশঃ

---

* শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স এখন ৬২ বৎসর। তাঁহার ভাগ্যবতী জননী ৮১ বৎসর বয়সে স্বামী ও পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং কন্যা দৌহিত্রাদি বহু সন্ততি রাখিয়া গত ৩১শে ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন।

BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367
চতুর্থ ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। ৮ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	রমণীজাতি ও শিশু	শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি,	১৬৯
২।	তুরস্ক রমণী	... ...	১৭১
৩।	পরীক্ষা	... ...	১৭৪
৪।	দেবী অঘোরকামিনী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ...	১৭৯
৫।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	১৮১
৬।	জীবন সঙ্গীত	শ্রীমতী সুশীলা সেন ...	১৮৭
৭।	চীনের পরোলকগতা বৃদ্ধা মহারাণী	... ...	১৮৮
৮।	ইন্দু	শ্রীসুশীলা রায় ...	১৯২

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা।

সুরমা মর্ত্ত্যের পারিজাত !

স্বর্গের পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মন-মাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত্যক্ষ সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। "সুরমা" সকলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্যাদি ৸৹ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং।৶৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স্।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্কা বকুল ফু[illegible] মতই অটুট সুন্দর।

দিল্ অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ কেমন, [illegible] বলিয়া বুঝাইবার নহে! বস্তুতঃ ইহা একটী [illegible] ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের প[illegible] পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালার "বঙ্গমাতা" সমস্ত বা[illegible] গৌরবস্বরূপ।

খস্খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্খসের মত [illegible] আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর[illegible]

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ৷৹ আট আনা। প্রিয়[illegible] প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২৷৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট[illegible] শিশি ১৷৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডাক[illegible] ।/৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ৷৹ আট আনা। মাশুলাদি ।/৹ পাচ আনা। আমাদের অটো ডি[illegible] অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্খস অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টা[illegible] ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ্।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লা[illegible] বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ [illegible] আনা, মাশুলাদি ।/৹ পাচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও পাইক[illegible] বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

[illegible]র্থ ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। | ৮ম সংখ্যা।

রমণীজাতি ও শিশু।

[illegible]োক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমি বিবিধ পত্রিকাদিতে [illegible]লিখিতেছি দেখিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে [illegible] একই বিষয়ে বারংবার আলোচনার প্রয়োজন [illegible] এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই, ইষ্টমন্ত্র বা [illegible] জপ করিবার সময় একই মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ [illegible] হয়; কোন সারবান কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে [illegible] তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হয়; আমাদের [illegible]র উন্নতির জন্য এখন দেশের লোকের মনে একটা [illegible] জাগ্রত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার [illegible]য়, দেশের উন্নতি সাধনের মূলমন্ত্র নারীজাতি ও [illegible]ণের উন্নতি সাধন। সুতরাং এ বিষয়েও পুনঃ পুনঃ [illegible]চনা আবশ্যক।

[illegible]নারীজাতি ও দেশের ভবিষ্যদ্বংশ শিশুগণের সহিত সামাজিক জীবন ও দেশের উন্নতির কতটা সম্বন্ধ রহিয়াছে, সভ্যজগত আজকাল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে নারীগণ ও শিশুগণ অনেক স্থলেই মানুষের খেলার জিনিস ছিল; বিড়াল কুকুর, গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর মত তাহারা ব্যবহৃত হইত। আদিম কালে তাহাদের দান বিক্রয়ে অবধি স্বামী বা পিতার অধিকার ছিল। কিন্তু জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত নারী ও শিশু-গণের অবস্থা অনেক পরিমাণে হীন। এই দুই বিষয়ে সভ্য জগতের অবস্থা দেখিলে আমাদিগকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। একথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না, যে নারীজাতি ও শিশুগণের অবস্থার উন্নতির পরিমাণই সভ্যদেশগুলির সভ্যতার পরিমাপক। স্তরে স্তরে সভ্য সমাজগুলিকে সজ্জিত করিলে স্পষ্টই

দেখিতে পাওয়া যায়, যে-সমাজের সভ্যতা ও ক্ষমতা এবং দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুই বিষয়েও প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। দেশের সভ্যতা ও উন্নতির গতি ইহাদেরই অবস্থার অনিবার্য্য ফলাফল।

আমি যত দিন আমাদের এই অন্ধকূপে ছিলাম তত দিন এই বিষয়ের সত্যতা তেমন উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে দিন ইউরোপের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিয়াছি সেই দিন হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া এ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছে। এখন আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে দেশে স্ত্রীলোকের অবস্থা হীন ও শিশুর অযত্ন, সে দেশের কখনও উন্নতি হইতে পারে না। আমাদের দেশের আধুনিক দুরবস্থা ও পতনে আমি আর বিস্মিত হই না, কারণ তাহার মূল কারণ এই স্থানে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চিকাগো মহামেলাতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়েরই বিপুল আয়োজন হয়। বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার যেমন দেখান হয়, সেই সঙ্গে নানা দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের বিবিধ সামগ্রীও একত্রিত হয়। সেই স্থানেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম পৃথিবীর যাবতীয় লোকের ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মকে সেই আদর্শ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আমাদের দেশের পরলোকগত বিবেকানন্দ স্বামীও বৈদিক হিন্দুধর্ম্মই আদর্শ ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতা আমেরিকাবাসীর এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যে তাঁহারা দলে দলে তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিলেন।

সেই মহামেলায় আর একটী বিষয় আলোচিত হয়—শিশুদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই উপলক্ষেই "Child study Society" অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের শরীর মনের অবস্থা অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার জন্য একটা সমিতি স্থাপিত হয়। সেই হইতেই এইরূপ সমিতি দেশে বিদেশে ছাইয়া পড়িয়াছে। এক লণ্ডন সহরেই এই সমিতির চারিটা শাখা আছে। সেখানে যত বিচক্ষণ লোক এই কার্য্যে ব্রতী। ছোট ছেলেমেয়েদিগকে রাখিবার জন্য তাঁহারা আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেখানে তাহারা খায়, থাকে ও পড়ে। এই সকল বিচক্ষণ লোকেরই তত্ত্বাবধানে তাহাদের দৈনিক ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন্ ছেলে কোন্ বিষয় কতটা পড়িবে, কাহার কোন্ বিষয় করিতে কতটা শক্তি আছে, কাহার বা নাই, অতি গুরুতর বিষয়গুলি তাঁহারা ছেলে মেয়েদের মন অনবরত নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন। নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্যদ্বারা কত যে সুফল উ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে বিষয় যাহার মনের উপযোগী, তাহার জন্য সেই বিষয় নির্দ্দিষ্ট অতি অল্প আয়াসে এক এক জন সুশিক্ষা লাভ শরীর মনের শক্তি বজায় রাখিয়া কত প্রকারে ও সমাজের উন্নতি সাধন করে। আমরা কুকুর গরু ঘোড়া, পাখী ইত্যাদি পুষিয়া তাহাদের করি; আর বাগানের গাছপালাগুলিকেও প্রয়োজন ও পার্থক্য অনুসারে বিভিন্নরূপ সার দি করি; কিন্তু বিভিন্ন ছেলেমেয়েও যে বিভি গাছপালার মত—তাহাদেরও মতি গতি, রুচি যে বিভিন্ন প্রকারের এবং তাহাদের বিকাশের যে স্বতন্ত্র, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না সকলকে একই নিয়মের অধীন করিয়া, কত কত অনর্থক কষ্ট দিই ও প্রকারান্তরে এমে করিয়া ফেলি। এইরূপে আমরা শিশুদিগের অ দেশের ক্ষতি করি, এবং সমগ্র মানবজাতির সাধন করি।

ইউরোপ ও আমেরিকায় এই কার্য্যে অ ব্রতী আছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই অবি বিলাতে তাঁহাদের নাম Old Maid অর্থাৎ "বৃ এই নামকরণে যে কতকটা উপহাসের ভা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল দেখিলে তাঁহাদিগকে দেবী বলিয়াই মনে হয় নাদের ছেলেপিলে নাই, স্কন্ধে সংসার-ভার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা আপনাদের গুরুভার তুলিয়া লইয়াছেন—পরহিতে জীবন করিয়াছেন। আর একান্ত আগ্রহের সহিত এ করিয়া—একই বিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা

তাঁহাদের কতই বিচক্ষণতা জন্মিয়াছে। তাঁহাদের দুই দণ্ড কথা কহিলেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও তা পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা যায়। এই সকল াগিনী মহিলা নীরবে, বিনা আড়ম্বরে যে কাজ ছেন তাহাতে দেশের কি মহা কল্যাণই না হইতেছে, তাঁহারা দেশকে প্রকৃত প্রস্তাবে কত ও শক্তিতে ভূষিত করিতেছেন। বড় বড় নাম কাজে স্বার্থত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আত্মক্ষিত হইয়া এই প্রকার নীরবে মানবজাতির ও সেবা করা কি অতি উচ্চশ্রেণীর দেশহিতৈষিতা

কল হিতকাজেই এই শ্রেণীর মহিলাগণ অগ্রণী। যত nitarian Society-তে (লোকহিতকর সমিতি) সংখ্যাই অধিক। নিজেদের সন্তানাদি নাই, াধারণ লোকের উপর ভালবাসা ইঁহাদের অনেক

তে এত দিন বালক ও বালিকাদিগকে পৃথক লে পড়ান হইত—এখন অনেক স্থানে এক উভয়কে পড়ান হয়। পুরাতন প্রথাতে কুফল এই নূতন প্রথা অবলম্বিত হইতেছে। ছেলেবেলা স্ত্রীপুরুষে স্বাধীন ভাবে মিশামিশি হইলে পরে র মনে এক সহজ স্বাধীন সবল ভাব জন্মে। দের দেশে অবরোধ ও ঘোমটায় যে সামাজিক কত করিয়াছে তাহা বলিবার নয়। এই প্রকার অনিষ্টকর কুপ্রথা পৃথিবীতে আর কোথাও বড় দেখা যায় না।

ই সকল দেশে ধনসম্পত্তির অধিকারবিষয়ক নেও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। মেয়ে উভয়েই সমান অংশ অধিকার করে; স্বামীর র অংশে বিধবার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। আমাদের র মত কেবলমাত্র ভরণপোষণ বা জীবন-স্বত্ব নহে। কল কুপ্রথা আমাদের দেশ হইতে যতদিন দূর হইবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। স্ত্রীজাতির অবস্থা ও শিশুর অযত্ন হইতেই আমাদের এমন য়া ও হীনতা উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণগুলি দূর না করিলে অন্য কোন উপায়েই দেশের উন্নতি হইবে না।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

তুরস্ক-রমণী।

যুগ যুগান্তর যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর অধীন থাকিয়া এবং তজ্জনিত দুর্ব্বলতায় বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অংশের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া তুরস্ক সম্প্রতি আবার নব জীবন লাভ করিয়াছে। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা-সংবাদ ঘোষিত হইবার অল্পকাল পরেই, সভ্য জগতে পুনরায় মুশলমানদিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখিয়াই হউক, অথবা আর যে কারণেই হউক, কয়েকটী শক্তিশালী হীনচেতা ইউরোপীয় রাজ্য তুরস্ককে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন সকলের মুখেই তুরস্কের কথা। তুরস্ক-সম্রাট জগতের সকল মুশলমানের ধর্ম্মগুরু। তুরস্কের মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত সকল মুশলমানেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে তুরস্কের রমণীগণের কিরূপ অবস্থা এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা কি করিতেছে তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের নারীগণ অপেক্ষা তুরস্ক-নারীর অবস্থা অনেক উন্নত। এদেশে নারীগণ যেমন সর্ব্বদাই অবরোধে আবদ্ধ, বহির্জ্জগতের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার তাহাদের সুযোগ নাই বলিলেই চলে, তুরস্কের নারীগণের অবস্থা সেরূপ নহে। তাহাদের আইনগত অধিকার যে হিন্দুনারীর অধিকার অপেক্ষা অধিক, তাহা সকলেই জানেন; কারণ জগতের সর্ব্বত্রই মুশলমান-নারীর ব্যক্তিগত বিষয়াদি আছে, স্বামীর বিষয় হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির তাঁহারাও আংশিক উত্তরাধিকারিণী হন।

যদিও মুশলমান-সমাজে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তথাপি তুরস্কে এক-বিবাহই সাধারণ নিয়ম। পত্নী পরিত্যাগ বা 'তালাক' দেওয়া অতি সহজসাধ্য হইলেও অতি অল্প লোকেই পত্নী ত্যাগ করিয়া থাকে।

তুরস্কের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আবাস-বাটী আমাদের দেশের ভদ্রলোকদিগের বাড়ীর ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত, সদর বা "সেলামলিক" এবং অন্দর বা "হারেমলিক"। অধিকাংশ স্থলেই হারেমলিকই প্রশস্ত ও সুন্দর। অন্তঃপুরের মহিলাগণের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক আছে শুধু সেই সকল পুরুষই অন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু তুরস্কের উন্নতিশীল সম্প্রদায়—ইয়ং তুর্কীদল—যাহাদের চেষ্টায় ও আত্মত্যাগে তুরস্কে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে—তাহাদের পরিবারে অবরোধ প্রথা অনেকটা শিথিল।

মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন, "স্বর্গ মাতার চরণতলে," সুতরাং তুরস্ক-সমাজে মাতৃভক্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তুরস্ক-মাতাও অতি স্নেহশীলা, কিন্তু অশিক্ষিত হইলে যেমন হয়—আমাদের দেশের জননীগণের ন্যায় তাহারাও অধিকাংশ স্থানেই অন্ধ স্নেহবতী। বিবাহিত পুত্রের সংসারে মাতাই গৃহকর্ত্রী, বধূ কর্ত্রী নহে।

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে অনেকগুলি ক্রীতদাসী থাকে। তুরস্কের আইন অনুসারে যুদ্ধে পরাজিত শত্রুগণের রমণীগণই শুধু ক্রীতদাসী হইতে পারে। এখন প্রকাশ্য বাজারে দাসী ক্রয়বিক্রয় প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু অপ্রকাশ্য ভাবে ক্রয় বিক্রয় প্রথা এখনও বিস্তৃতরূপেই প্রচলিত আছে। ধনীগৃহের গৃহিনীরাই এই ব্যবসায় করিয়া থাকেন। তাঁহারা ছয় হইতে দশ বৎসরের বালিকাগণকে ক্রয় করিয়া পালন করেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ সমাজে চলিবার মত তাহাদিগকে ভাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বালিকা বেশ উচ্চ মূল্যে সম্রাটের হারেমলিকে গৃহীত হয়। কোন তরুণী ক্রীতদাসী অতিশয় সুন্দরী হইলে তাহাকে সম্রাটের নিকট উপহার দেওয়া হয়। সম্রাট আবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে কোন ওমরাহকে দান করেন। কুলে-শীলে সমান অবস্থাপন্ন গৃহের কন্যা বিবাহ করা বহু ব্যয়সাধ্য; এজন্য অনেকেই সুন্দরী ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া পত্নীর স্থানে গ্রহণ করেন। ইহাদের সন্তানেরা প্রভুর আইনসঙ্গত সন্তান এবং সন্তানের জন্মের পর তাহাদের জননী আর ক্রীতদাসী রূপে বিক্রীত হইতে পারে না। অনেক সময়ই সন্তানের জননী হইবার পর প্রভু ক্রীতদাসীকে স্বাধীনতা দিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহাকে বিবাহ করে। তখন ঐ রমণী স্বাধীন তুরস্ক-রমণীর সমশ্রেণীতে স্থান পা তাহার সকল অধিকার লাভ করে। ক্রীতদাসী কাংশ স্থলেই অসুখী নহে. কিন্তু এই দাসত্বপ্র জাতিকে যে সমাজে হেয় করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বিবাহযোগ্য পুত্রের জন্য পাত্রীনির্ব্বাচন রমণীর জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। আত্মীয় কুটুম্ব বা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কোন থাকিলে তিনি নানা উপায়ে পুত্রের বিবাহো পাত্রীদিগের বিবরণ সংগ্রহ করেন। তার পর ঘটকী সঙ্গে লইয়া তিনি একে একে সকল বাড়ীতে গমন করেন। বাটীর কর্ত্রী হারে অভ্যর্থনা-গৃহে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে পাত্রীকে অতি সুন্দর রূপে সাজাইয়া তাঁহার আনা হয়। পাত্রী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কফি পরিবেশন করতঃ চলিয়া যায়। তিনি কন্যার তৎস্থলাভিষিক্তা আত্মীয়ার নিকট কন্যাটির খুব করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন এবং অন্য বাড়ীতে একটী কন্যা দেখিতে যান। এইরূপে সকল দেখিয়া তিনি তাহাদের মধ্য হইতে একটীকে পুত্রের জন্য নির্ব্বাচন করেন। তার পর পাত্রী সহিত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা হইলে যথাসময়ে সম্পন্ন হয়।

'হামাম্' বা সাধারণ স্নানাগারে যাইয়া স্নান তুরস্ক-রমণীর জীবনের একটা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় স্নানাগারকে একটী মহিলা-মজলিস বলিলেই মহিলাগণ এখানে আসিয়া নূতন নূতন বন্ধু সংগ্রহ এবং পুরাতন বন্ধুগণের সহিত গল্প গুজব ও নানা আলোচনা করেন। শাস্ত্রানুসারে নানা পারিবারিক বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্নানের নিয়ম আছে, এই স্নানকার্য্য সময় হামামেই সম্পন্ন হয়। মহিলাগণ হামামে প্রায় সমস্ত দিনই সেখানে কাটাইয়া আসেন। অনুমতি লইয়া স্ত্রীলোকগণ গাড়ী চড়িয়া বা বেড়াইতে যাইয়া থাকেন। তাঁহারা বাজার ক

বাহিরে যাইয়া থাকেন। স্বামী প্রায় আপত্তি করেন না। তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল সহর বোস্‌পরাস্ প্রণালীর তীরে অবস্থিত। এই বোস্‌পরাসের তীরে অতি সুন্দর সুন্দর অনেক নির্জ্জন স্থান আছে। অনেক মহিলা মাঝে মাঝে এই সকল স্থানে যাইয়া খেলা ও আমোদ প্রমোদ করেন। দোকানে যাইয়া জিনিষ পত্র ক্রয় করাও বেশ আমোদের ব্যাপার। সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলাগণ বাহিরে গেলে নিগ্রো খোজাগণ তাহাদের সঙ্গে গিয়া থাকে। সোলতানের হারেমের মহিলাগণ বাহিরে গেলে সুসজ্জিত খোজাগণ সর্ব্বদাই সঙ্গে যায়। মহিলাগণ বাহিরে যাইবার সময় সাধারণতঃ গায়ে একখানা রেশমী চাদর এবং মুখে পাতলা 'গজের' অবগুণ্ঠন পরিধান করেন। কিন্তু আজ কাল "চিট্-চার্ক" নামক নূতন অবগুণ্ঠনের প্রচলন হইয়াছে। এক খণ্ড পাতলা কাপড় মাথার উপর দিয়া চুলগুলি ঢাকিয়া রুমালের ন্যায় গ্রীবার নীচে বাঁধা হয়, আর এক খণ্ড তাহাতেই সংলগ্ন থাকে, সেখানি মুখের উপর ফেলিলেই মুখ আচ্ছাদিত হয়, উল্টাইয়াও রাখা যায়। এখন সাধারণতঃ তাহা আর ফেলা হয় না, উল্টাইয়া রাখা হয়।

সোলতানের হারেমে বোধ হয় কয়েক শত স্ত্রীলোক থাকে। সোলতানের মাতা—"ভালিদি সোলতানা"কে তাহাদিগের উপর কর্ত্রীত্ব করিতে হয়। সোলতান-মহিষীকে এ সকল কিছু করিতে হয় না। "ভালিদি-সোলতানার" পরেই যুবরাজ-পত্নী। প্রধান প্রধান সোলতান-মহিলাগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসগৃহ ও বাঁদী আছে। কোন নূতন সোলতান সিংহাসনে আরোহণ করিলেই "ভালিদি-সোলতানা" তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করেন এবং নূতন সম্রাটের জননী "ভালিদি-সোলতানা" হন। পূর্ব্ববর্ত্তী সোলতানের মহিলাগণ তখন আপনাপন স্থান পরিত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণ নূতন স্ত্রীলোকগণ অন্দরমহল অধিকার করেন।

"ভালিদি-সোলতানার" কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বার জন স্ত্রীলোক মনোনীত হয়। তাঁহাদিগকে "কাল্‌ফা" বলে। ক্রীতদাসীগণকে হারেমের কার্য্যে শিক্ষা-দান করা "কাল্‌ফাগণের" এক প্রধান কাজ। কাল্‌ফাগণও সাধারণতঃ ক্রীতদাসী সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হয়। যাহারা সোলতানের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং যাহাদের বাহিরে বিবাহের সম্ভাবনা নাই তাহাদের মধ্য হইতেই "কাল্‌ফাগণ" মনোনীত হয়।

যথাযোগ্য রক্ষিবেষ্টিত হইয়া সম্রাটের অন্তঃপুরিকাগণ বেড়াইতে অথবা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে, অথবা ধর্ম্মমন্দিরাদিতে যাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের সময়ের প্রধান অংশই ক্ষুদ্রবিষয়ের আলোচনা, পরচর্চ্চা, ইত্যাদিতে কাটিয়া থাকে। ইহাদের মানসিক উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা বা ব্যবস্থা নাই।

তুরস্কে স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। ক্রমেই বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু অল্প বয়সেই বালিকাদিগকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া লওয়া হয় বলিয়া তাহাদের বেশী কিছু শিক্ষা হয় না। ফলে এই হইয়াছে যে স্ত্রীলোকগণ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের মধ্যেই নিমগ্ন রহিয়াছে।

তুরস্কের যাবতীয় জাতীয় "কুর্দ্দ" মুশলমানদিগের নারীগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত। তাহারা অশ্বারোহণে বেশ পটু; স্বামীর সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বুদ্ধিমতী, সুচতুরা ও কর্ম্মদক্ষ। পারিবারিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই তাহাদের একটা স্বাধীন মতামত আছে। তাহারা অবগুণ্ঠন পরিধান করে না, তবে কখন কখন আংশিক রূপে মুখ আচ্ছাদন করে। তাহাদের স্বাধীনতা অধিক, বহির্জগতেও তাহারা মুক্তভাবে চলাফেরা করে, কিন্তু ইহাতে সামাজিক পবিত্রতার কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় না। পক্ষান্তরে তাহাদের উন্মুক্ত কর্ম্মশীল স্বাধীন জীবন তাহাদের আত্মসম্মানকে আরো বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং তাহাদের সামাজিক পবিত্রতার আদর্শকেও অতি উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের নারীগণ অপেক্ষা বিশেষতঃ ভারতীয় মুশলমান-নারী অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুশলমান রাজ্য তুরস্কের নারীজাতির অবস্থা উন্নত। তুরস্কের নব্য সম্প্রদায়ের চেষ্টায় তুরস্ক-রমণীর অবস্থা ক্রমেই আরো উন্নত হইতেছে। অবরোধপ্রথাই নারীজাতির উন্নতির প্রধান শত্রু; সুখের বিষয় তুরস্ক-

রাজ্য হইতে তাহা ক্রমেই বিলোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সংবাদপত্রে পড়িলাম, তুরস্কে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ঘোষিত হইবার পর প্রায় তিন শত সম্ভ্রান্ত মহিলা সমবেত হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে এক সভা করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারো অবগুণ্ঠন নাই। একটী মহিলা তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন:—"আমাদের দেশে যে নব জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলোক দান করিবে। আমরা নারীগণও ইহার কিরণ লাভ করিব, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অধিকার আমরাও চাহিব। আমাদের জাতীয় নব জীবনে, এবং দেশের সকল সৎকার্য্যে আমরা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমাদিগকেও ইউরোপীয় মহিলাগণের তুল্য অধিকার লাভ করিতে হইবে এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে হইবে। আমরা সম্পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতা চাহিতেছি। অতঃপর তুরস্ক-রমণী স্বাধীন ভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবে, স্বাধীন বায়ুতে বিচরণ করিবে। রক্ষিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ, হারেমের বন্দিত্ব—যাহা আমাদিগকে নারীর মহত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা এখন অতীতের ঘটনা। অতঃপর তুরস্ক-পরিবার সাম্য ও স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।" *

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরীক্ষা।

(১)

নব বসন্তের আগমনে হরিৎ বসন পরিধান করিয়া প্রকৃতি হাসিতেছে, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সুগন্ধ বহন করিয়া মলয়ানিল আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ভারতের দক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রকূলবর্ত্তী কালিকট সহরের একখানি সুন্দর গৃহের বারান্দায় একটী ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক পারসী যুবক উদ্বিগ্ন মনে পাইচারী করিতেছেন। প্রভাতের মোহন সৌন্দর্য্য, গৃহপার্শ্বস্থিত উদ্যানের বিহঙ্গকুলের কাকলি, কিছুতেই যুবকের মনকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছিল না। সকল প্রকৃতি যখন আনন্দে মগ্ন, এই নবীন যুবকের মনে তখন কি নিরানন্দের সুর বাজিতেছে, কি উদ্বেগ তাহার মনকে অধিকার করিয়া আছে? বেড়াইতে বেড়াইতে যুবক আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন:—

"না, আমি আর এই উদ্বেগ সহিতে পারি না। কি করিয়া যে হীরাকে তাহার সংকল্পের ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিব, বুঝিতেছি না। কিন্তু এ ভাবে আর চলিবে না। আজই এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিতে হইবে।"

অস্পৃষ্ট প্রাতরাশ টেবিলে ফেলিয়া সোরাবজি ট্রেনে চাপিয়া পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী কুলটি ষ্টেশনে চলিলেন। সেখানে একটা সুন্দর উদ্যানবাটিকায় পরলোকগত পার্শী-বণিক রতনজির বিধবা পত্নী ও কন্যা হীরবাই বাস করেন।

হীরা বাগানে ফুল তুলিতেছিলেন, সোরাবজি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"আজ যে দেখিতেছি বড় সকাল সকাল বেড়াইতে বাহির হইয়াছ, তুমি না বলিয়াছিলে, সকাল বেলায় এক ঘণ্টায় তোমার যা পড়াশোনা হয় অন্য সময় তিন ঘণ্টায়ও তা হয় না, পড়াশোনার ক্ষতি হইবে না?"

"যদি ক্ষতি হয় তবে তুমিই তার জন্য দায়ী," —সোরাবজি ব্যাকুলভাবে হীরাবাইয়ের দিকে চাহিলেন।

"আমি!—আমি দায়ী! তুমি কি যে বল? চল, ঘরের ভিতরে মা আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, তিনি অবসর আছেন, আমাকে এখন অনেকগুলি ফুল তুলিতে হইবে, এখন বড় ব্যস্ত আছি।"—কথাগুলি হীরা যেন স্বাভাবিক স্বরে বলিতে পারিতেছিলেন না, তাঁর স্বর একটু কাঁপিতেছিল।

"আমি তোমার মার সঙ্গে কথা কহিতে আসি নাই, তোমার সঙ্গে কথা কহিতে আসিয়াছি; হীরা তুমি কি তোমার এই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পার না? বিবাহের পর তোমার মা আমাদের সঙ্গে থাকিবার জন্য তুমি এত জেদ করিতেছ কেন? আমি তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি; কিন্তু বিবাহের পর তাঁহাকে আমাদের পরিবারে রাখাটা বেশ সুবিবেচনার কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তুমি আর যা বল আমি তাতেই প্রস্তুত আছি, তুমি এই সংকল্পটী ত্যাগ কর।"

"সোরাবজি, আমি তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। আমি আমার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারি না,—আমি তাহা করিব না। বাবার মৃত্যুশয্যায় আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমি মায়ের সেবা করিব এবং চিরদিন তাঁহাকে আমার কাছে রাখিব। আমার এই সংকল্প আমার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতিতে আমার নিকট আরো অলঙ্ঘনীয়, আমি কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

সোরাবজি বেশ বুঝিতেছিলেন, কতটা আত্মসংযম করিয়া, কত কষ্টে হীরা এই কথাগুলি বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভাবে তিনি বেশ বুঝিলেন, যে হীরা তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝিতে দিতেছেন, যে এই বিষয়ে এর বেশী আর তাঁহার কিছু বক্তব্য নাই।

অনেক দিন পরস্পরকে ভালবাসিয়া সোরাবজি ও হীরাবাই পরস্পরকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রায় এক বৎসর হইল বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর হীরাবাইয়ের মাতা কোথায় থাকিবেন এই বিষয়টী বিবাহের এক বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোরাবজি যখন প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বিবাহের পর তোমার মা কোথায় থাকিবেন হীরা?"—তখন হীরা কাতর ভাবে বলিলেন, "সোরাব, তুমি জান, আমি ছাড়া মার সংসারে আর নিকট আত্মীয় কেহ নাই, তুমি দয়া করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটই থাকিতে দিবে।" সোরাব তখন উত্তর করিলেন:—

"নব বিবাহিত দম্পতির মাঝখানে এইরূপ একজন তৃতীয় ব্যক্তির বাস করা পরামর্শসঙ্গত নহে। ইহাতে গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। তুমি যদি আমার পরামর্শ শোন, আমি মাসে মাসে তাঁহার খরচের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

হীরার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, তিনি আহত স্বরে বলিলেন:—"তোমাকে ধন্যবাদ! আমার মার যে অর্থ আছে তাতে তাঁর আজীবন বেশ চলিবে। তাঁহাকে আমাদের অর্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে না; কিন্তু আমি আমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, আমি কিছুতেই সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে না পার, তবে দয়া করিয়া আমাকে এই বিবাহের প্রস্তাব হইতে মুক্তি দিতে হইবে।"

"নিশ্চয়ই হীরা ইহা তোমার অন্তরের অভিপ্রায় নয়! তোমার মার যদি আমাদের বাড়ীর নিকটেই থাকিবার বন্দোবস্ত হয় তবে তুমি রোজই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।"

"তা হয়ত পাইব, কিন্তু আমি সংকল্প ভঙ্গ করিতে পারি না। বাবার নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা আমাকে রাখিতেই হইবে।"

"তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে আমি তোমায় যতটা ভালবাসি, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ততদূর ভালবাস না। আমাদের দুজনের মাঝখানে আর কেহ আসিয়া দাঁড়াইবেন—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। আমি একাই ষোল আনা তোমাকে চাই; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহাতে তোমার মারও সুবিধা হইবে। প্রাণের হীরা, তোমার মার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তিনি আমার কথার যুক্তিযুক্ততা বেশ বুঝিতে পারিবেন।"

"আমি মার নিকট একথা বলিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত দিব না। প্রিয় সোরাব, এবিষয়ে আমাকে আর পীড়াপীড়ি করিও না। তুমি যদি আমার সহিত আমার মাকেও গ্রহণ করিতে না পার তবে এখানেই এ প্রস্তাব স্থগিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মধ্যে এখন হইতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আমি সমগ্র হৃদয়ের সহিত তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার মাকেও আমি ভালবাসি; তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে আমি একাকী রাখিতে পারি না। আমি জানি, তাঁহাকে বলিলেই তিনি তোমার বন্দো-

* Canon Sell এর লিখিত বিবরণ ও সংবাদ-পত্রাদি হইতে সঙ্কলিত।

বন্ধে রাজি হইবেন, কিন্তু আমি তাহাতে রাজি হইতে পারি না।"

নিতান্ত অনুনয়ের স্বরে সোরাবজি বলিলেন, "আমি কি তাঁহাকে একথা বলিতে পারি?"

"সহস্র বার—না। আমার মার হৃদয় এতই নিঃস্বার্থ, যে বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই নিজের সুবিধার কথা ভাবিবেন না।"

"হীরা, আরো ভাব। ভাবিলে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে, যে তুমি ভুল করিতেছ। তোমার কথা আমি তোমার শেষ মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। আমাদের তিন জনেরই সুবিধা হইতে পারে এমন একটা উপায় তুমি ভাবিয়া স্থির কর।"

অদ্যকার সাক্ষাতের চারি দিন পূর্ব্বে এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। সোরাবজি আশা করিয়াছিলেন, এই কয়দিনে হীরাবাইয়ের মন পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার সকল যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হইয়াছে, এখন হয় তাঁহাকে হীরার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে, না হয় বিবাহ-প্রস্তাব ভঙ্গ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "হীরা, কিছুতেই কি তোমার মীমাংসার পরিবর্ত্তন হইবে না? এই কয়দিন আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই। প্রিয়তমে, আমি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারি না, কিন্তু একথাও বেশ বুঝিতেছি, যে তোমার এই ইচ্ছা পালন করাও ঠিক হইবে না।"

"তবে বিদায়! এবিষয়ের আলোচনায় আর বৃথা বাক্যব্যয় ও সময়ক্ষেপন অনাবশ্যক।" কম্পিত কণ্ঠে অতি কষ্টে মনের আবেগ যথাসম্ভব সংবরণ করিয়া এই কথা কয়টী বলিয়া হীরা তাহাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল, আর অধিকক্ষণ তাঁহার প্রেমাস্পদের নিকট থাকিলে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবেন।

হীরাবাইয়ের মাতা কন্যার বিলম্ব দেখিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। হীরাকে বাহিরের ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, আজ ফুল তুলিতে এত দেরী করিলে কেন?"—কন্যার নিকটে যাইয়া তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখ দেখিয়া মাতা শিহরিয়া উঠিলেন; ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি মা, তোমার অসুখ করিয়াছে?"

হীরা হঠাৎ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জননী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কি হয়েছে মা, বল বল, আমায় শীঘ্র বল।"

হীরা বলিলেন, "মা তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি এখনই ভাল হব, আমার ঘরে গিয়া এখন একটু শোব। আমি তোমায় কিছু বলতে পারব না, শুধু এই বলতে পারি, যে সোরাবজির সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

জননী হীরাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা, আমায় সব খুলিয়া বল। প্রস্তাব নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায় নাই?—তোমাদের ভিতরে একটু মনোমালিন্য হইয়াছে—যেমন এই অবস্থায় হয়—না হীরা!"

"না মা, তুমি ভুল বুঝিতেছ, আমাদের বিবাহ আর কিছুতেই হইবে না।"

"সে কি কথা মা! হীরা, আমাকে তোমার সব কথা খুলিয়া বলা উচিত। আশা করি আমি একটা মীমাংসা করতে পারব। তোমরা কেহই ত অবোধ নও!"

"না, যদি তোমাকে বলিবার হইত, আমি নিশ্চয়ই বলিতাম। আমার কথায় বিশ্বাস কর, তোমাকে বলিবার মত কথা নয়। মা, আমি কিছুই অন্যায় করি নাই, যা বিবেক বলিতেছে, আমি ঠিক করিয়াছি!"

"তবে তুমিই বিবাহ-প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়াছ, হীরা!"

"হাঁ মা, আমিই করিয়াছি, কিন্তু কেন করিয়াছি, তা তোমাকে বলিতে পারি না।"

"আমার কাছে কথাটা গোপন করিয়া তুমি ভাল করিলে না হীরা! কিন্তু তুমি যদি মনে কর আজ যাহা করিলে তার জন্য তোমাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে না, তবে আমি আর কিছু বলব না, তোমার উপরে আমার নির্ভর আছে। কিন্তু হীরা, আমি এই বিবাহ-প্রস্তাব ভঙ্গে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল স্বামীর মত ঈশ্বরের এমন আশীর্ব্বাদ আর

যতঃ যদি তার প্রেম অকৃত্রিম হয়। আমি বেশ
, তোমার প্রতি সোরাবজির ভালবাসা খাঁটি
ব।"

ভগ্নহৃদয়া বালিকা উত্তর করিল,—

"মা, তুমি যা বলছ, তা সত্য। তুমি এরূপ সন্দেহ
ও না যে, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না।
একটা বিষয় নিয়া আমাদের দুজনের মতপার্থক্য
াছে, কেহই আপন মত ছাড়িতে প্রস্তুত হইতে
ছেন না, তাই এরূপ ঘটিয়াছে। মা, আমি এখন
টু বিশ্রাম করিতে চাই।" হীরা আপন শয়ন-কক্ষে
করিলেন।

সোরাবজি উদ্বিগ্ন হৃদয় লইয়া প্রাতঃকালে বাড়ী
বাহির হইয়াছিলেন, এখন ভগ্ন হৃদয় লইয়া বাড়ী
ন। ষ্টেশনে গিয়া দেখিলেন, ট্রেইন আসিতে
আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে; তাঁহার অপেক্ষা করিতে
ইল না, প্রায় দুই মাইল দূরে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে
লেন।

নিশ্চয়ই আমি হীরাকে যেমন ভালবাসি, সে
ক তেমন ভালবাসে না; তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই
র মতে মত দিত।"—পথে চলিতে চলিতে সোরাবজি
মনে এই রূপ আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু
যদি নিজের অবস্থা ভাবিতেন তবে সহজেই নিজের
বুঝিতে পারিতেন। সোরাবজির বিধবা মাতার
ই একমাত্র সন্তান। সমগ্র প্রাণ দিয়া তিনি তাঁহাকে
বাসিতেন। তিনি কি প্রয়োজন হইলে হীরার
মর খাতিরে মাতাকে পৃথক্ রাখিতে সম্মত হইতেন?
হীরা কেন তাঁহার ইচ্ছামত চলিলেন না—ইহাতে
ার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। তিনি আপনা
নি বলিয়া উঠিলেন,- "আমি কিছুতেই আমার মত-
বর্ত্তন করিব না।" বাড়ীতে পৌঁছিয়াই সোরাবজি
র চিঠি পড়িতে বসিলেন। তাঁহার বন্ধু পায়েঞ্জির
রতনজি ১৭৫৲ টাকা বেতনে তাঁহাকে মেঙ্গালোর
লেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া শীঘ্র সেখানে
তে লিখিয়াছেন। কালিকট কলেজে অধ্যাপকতা
রিয়া সোরাবজি একশত টাকা মাত্র বেতন পাইতেন।
সোরাবজি তৎক্ষণাৎ এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ভাবিলেন,—

"আমি এই কাজ গ্রহণ করিব। অনেক দিন এখানে বাস করা হইয়াছে। আমার অবস্থার উন্নতি হইলে হয় ত হীরাকে আমার প্রস্তাবে রাজি করান কতকটা সহজ হইতে পারে, কারণ তখন আমি তাহার মাকে অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ সাহায্য করিতে পারিব।" সোরাবজির মন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল. তিনি হীরাকে আপনার নূতন চাকুরীর সংবাদ দিলেন এবং তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। হীরা প্রত্যুত্তরে তাঁহার আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া শেষে লিখিলেন,—"যদি তোমার অনুরোধ পালন করিতে পারিতাম, তবে কতই সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব।"

মেঙ্গালোর যাত্রার আয়োজনে সোরাবজির কয়েক দিন নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে কাটিল। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু হীরাদের বাড়ী আর গেলেন না। যাইবার দিন হীরাকে একখানা ছোট পত্র লিখিলেন,—

"প্রিয় হীরা, কালিকট পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে এ কথা লেখা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, তোমার প্রতি আমার মনোভাব কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যদি তুমি কখনও তোমার সেই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পার তবে আমি তোমার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব। তোমারই সোরাব!"

হীরা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, পিতার নিকট তিনি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন তাহা কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিবেন না, সুতরাং সোরাবজিকে আর কিছুই লিখিলেন না।

(২)

সোরাবজি যথাসময়ে মেঙ্গালোরে আসিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মনের যে অবস্থায় তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন তাহাতে অধ্যাপনা আশানুরূপ চলিল না। রতনজি ভাবিলেন, তাঁহার পুত্র অতিরিক্ত বন্ধুত্বের মোহে সোরাবজির গুণ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন—তাঁহার নিকট সোরাবজির অযথা প্রশংসা করিয়াছেন। পুত্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"বাবা, কলেজের

মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ যদি কখনও খালি হয় তবে সোরাবজিকে সেই কাজ দিতে হইবে। তাহার মত সচ্চরিত্র এবং সুপণ্ডিত লোক তুমি পাবে না, তা ছাড়া সে আমার প্রিয়তম বন্ধু। তুমি জান, আমার জীবনের জন্য আমি তাহার নিকট ঋণী। নৌকা ডুবিয়া যখন আমি ডুবিয়া মরিতেছিলাম, নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া সোরাবজি তখন আমাকে বাঁচাইয়াছিল।”

রতনজি সোরাবজিকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছেন, ছুটীর সময় তিনি কিছুদিন তাঁহাদের সঙ্গে যাপন করেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই উত্তর দিয়াছেন, “ছুটীর সময় আমাকে আমার মার নিকট থাকিতে হইবে। যদি আংশিক ভাবেও আমি ছুটীটা আপনাদের সহিত কাটাই, আমার মার কষ্ট হইতে পারে।”

সুতরাং এইবার মেঙ্গালোরে আসিবার পূর্ব্বে রতনজির আর সোরাবজিকে দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। তিনি আপনার স্ত্রীকন্যার সহিত সোরাবজিকে পরিচিত করিয়া দিলেন। কন্যা মীনাবাইকে ডাকিয়া বলিলেন,—“মীনা, ইনিই সোরাবজি।”

মীনা।—“আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, আপনাকে পূর্ব্বে দেখি নাই, কিন্তু মনে হয় আপনি যেন আমাদের অতি পরিচিত; দাদা সর্ব্বদাই আমাদের নিকট আপনার প্রশংসা করেন।”

সোরাব—“ঈশ্বর করুন আমি যেন তাঁহার প্রশংসার উপযুক্ত হইতে পরি।”

মীনার মাতাও সোরাবজিকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি রুগ্না, অতিথি অভ্যাগতকে আদর অভ্যর্থনা করা এখন মীনারই কাজ। এই অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা ও পত্নী ছাড়া রতনজির গৃহে অন্য আত্মীয়া স্ত্রীলোক নাই। পার্শীগৃহে এ সকল ভার প্রধানতঃ রমণীদিগেরই স্কন্ধে পড়ে। রতনজির পুত্র ব্যবসা উপলক্ষে সাধারণতঃ বোম্বাইয়ে বাস করেন। বৎসরে [illegible] বার বাড়ী আসেন মাত্র।

কয়েক দিন র[illegible] বাড়ীতে বাস করিয়া সোরাবজি স্বতন্ত্র বাড়ী করিলেন এবং তাঁহার মাতাকে মেঙ্গালোরে আনাইলেন। ছোট [illegible] বাড়ীটী অতি সুন্দর, একটা সুন্দর বাগান আছে, কোন বিষয়ে অসুবিধা না [illegible]পূর্ব্বে কতবার সোরাবজি এরূপ একটী বাড়ীর কল্পনা করিয়াছেন, হীরাবাইকে লইয়া এরূপ এ[illegible] বাড়ীতে বাস করিবেন, আশা করিয়াছেন। এই [illegible] বাড়ী যেন এক জনের অভাবে তাঁহার নিকট শূন্য [illegible] হইত। হীরাবাইয়ের নিকট হইতে তিনি কোন [illegible] পাইলেন না; তাহার মন ক্রমেই খারাপ বোধ হ[illegible] লাগিল, কিন্তু তিনিও আপন সংকল্প পরি[illegible] করিলেন না।

মীনাবাই প্রতিদিন সোরাবজির মাকে দেখি[illegible] আসিতেন, এবং মাতাপুত্রের যাহাতে কোন [illegible] অসুবিধা না হয় সেই চেষ্টা করিতেন। সোরাব[illegible] মাতা ও সোরাবজি তাঁহাদের এই আদর যত্নের [illegible] তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেন।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর মেঙ্গালোরে কা[illegible] সোরাবজির [illegible] মীনার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বা[illegible] লাগিল। অনেক দিন এমন হইত, রতনজি বেড়া[illegible] [illegible] হবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেন [illegible] সোরাবজি মীনাকে লইয়া গাড়ী করিয়া বেড়া[illegible] যাইতেন।

একদিন প্রাতঃকালে মীনা তাঁহার পড়িবার [illegible] বসিয়া পড়াশোনা করিতেছেন এমন সময় সোরা[illegible] আসিয়া সংবাদ দিলে, মীনা আদর করিয়া তাঁহাকে [illegible] বসাইলেন। [illegible] রাবজি বলিলেন,—

“সময়ে অসময়ে আপনাদের বাড়ীতে আসি, আপ[illegible] দের কাজের ক্ষতি করি। কিন্তু বাড়ীতে সকল সময় [illegible] টিকে না। বাড়ীটা যেন খালি খালি বোধ হয়।”

“আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমাদের [illegible] এ বিষয়ে কিছু করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে আ[illegible] বড়ই সুখী হইতাম। এত দিনে কি এখানে আপ[illegible] কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা হইল না, যাঁরা আপ[illegible] বাড়ীতে আসিয়া আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক[illegible] জ্ঞানালোচনা করেন?”

“না, এখানে তেমন কোন বন্ধু নাই। তা[illegible] বন্ধুরা চলিয়া গেলে বাড়ী আরো শূন্য বোধ হয়।”

“আহা, দাদা যদি আসিয়া ২।১ মাস বাড়ী থাকিতে[illegible] [illegible]রিতেন। তিনি নিশ্চয়ই দিনের অধিকাংশ সময় [illegible]নার সঙ্গে যাপন করিতেন। কিন্তু সে সম্ভাবনাও দেখিতেছি না।”

একটু সঙ্কোচের সহিত সোরাবজি বলিলেন,—[illegible]তার ভগ্নী কি আসিতে পারেন না?”

“মিষ্টার সোরাবজি, আমি ত বালিকা মাত্র, দাদার সুপণ্ডিত বন্ধু হইলেই না আপনার ঠিক হয়!”

“না মীনাবাই, আমি আপনাকেই চাই। আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন না? আপনি আমার গৃহলক্ষ্মী হইতে পারেন না?”

মীনাবাইয়ের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে [illegible] আবার পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। প্রথম দিনই মীনা [illegible]বজিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, ক্রমে তাঁহাকে [illegible]নিয়াছেন। কিন্তু সেই ভালবাসার কথা তিনি [illegible] মনে মনেও আলোচনা করিতে সাহস করেন [illegible]

“মিষ্টার সোরাবজি, আপনার কি মনে হয় [illegible] [illegible]নাকে সুখী করিতে পারিব? আমি [illegible]কটুও [illegible]ক চতুর নই, কোন কাজের মেয়ে নই।”

মীনার কথার স্বরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রেম [illegible] হইল।

“এমন কথা বলিবেন না। ঈশ্বর জানেন, আমারই [illegible]পনাকে এই প্রশ্ন করা উচিত। [illegible] [illegible] হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব এবং আশা করি [illegible] আমাকে সাহায্য করিবেন।”

“আমি জীবনে এত সুখ কখনও আশা করি নাই। [illegible]ম সাক্ষাতের দিন হইতেই আমি আপনাকে ভাল[illegible] [illegible]সিয়াছি। মা বাবা যদি সম্মত হন—আমার বিশ্বাস [illegible] সম্মত হবেন, কারণ তাঁরা আপনাকে পুত্রের ন্যায় [illegible]বাসেন—তা হলে আমার ন্যায় সুখী কে?”

“আমার প্রতি এই নির্ভরের জন্য আপনাকে কখনও [illegible]তাপ করিতে হইবে না।”—সোরাবজি এই কথাগুলি [illegible]লিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিলেন, তিনি [illegible]ন বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন, কারণ পত্নীর প্রাপ্য হৃদয়ের সমগ্র প্রেম কি তিনি এই নির্ভরশীলা তরুণীকে দিতে পারিবেন?

রতনজি ও তাঁহার পত্নী আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কারণ যদিও সাংসারিক অবস্থায় সোরাবজি তাঁহাদের অপেক্ষা হীন তথাপি তাঁহার উত্তম স্বভাব এবং ধর্ম্মপরায়ণতার গুণে মীনা বিবাহিত জীবনে সুখী হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না। রতনজির পুত্রও এই সংবাদে সুখী হইলেন এবং অচিরেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। * (বারা[illegible])

দেবী অঘোরকামিনী।

([illegible])

দেবী অঘোরকামিনীর স্বর্গারোহণের পর, বাঁকিপুরের জনসাধারণের একটি সভা হইয়াছিল। সহরের অনেক বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী ও কতিপয় ইংরাজ-ভদ্রলোক অঘোরকামিনীর [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের নেতৃস্থানীয় উকিল [illegible]নামা গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কয়েকটি স্থানের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

“বহু শতাব্দী পরে এই রকমের সভা এই প্রথম হইল। [illegible] পরিচিত রমণীর স্মৃতি রক্ষার জন্য অদ্য এই সভার অধিবেশন হইয়াছে। * * মিসেস্ রায়ের (অঘোর কামিনী) সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। * * যে বালিকাবিদ্যালয়ে আমরা মিলিত হইয়াছি, তাহা অনেক দিনই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু মিসেস্ রায় ইহাকে নবজীবন দান করিতে আসিয়াছিলেন। * * তিনি নিজের গৃহে নিজ ব্যয়ে একটি বোর্ডিং স্থাপন করিয়াছেন। উহার বালিকাগণ তাঁহাকেই মাতা [illegible] করিত। এই বোর্ডিংএর জন্য তাঁহার পারির[illegible] অধিকাংশ ব্যয় করিতেন। তাঁহার এইরূপ মানবপ্রীতি স্মরণ

---

* একটী সত্যমূলক ইংরেজী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

রাখিবার যোগ্য। তিনি তাঁহার প্রতিবেশীগণের নিকট দেবীর ন্যায় ছিলেন। * * তিনি যে শুধু ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই কাজ করিতেন, তাহা নয়। হিন্দুসমাজের ভিতরেও কাজ করিতেন।"

বেহার ন্যাশেনাল কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ মহাশয় বলেন, "তিনি অন্যের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বালিকাদিগের সম্মুখে দানশীলতা ও উদ্যমশীলতার উন্নত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আমার মনে পড়ে, তিনি [illegible] মাতৃসুলভ কোমলতার সহিত আমার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে, সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতেন; স্বাস্থ্য কিম্বা অর্থের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। এরূপ রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকদিগের মুখপাত্র এবং বাঁকিপুরের, খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর প্রসাদ বলিলেন—"এইরূপ মহীয়সী নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে আমরা নিজেরাই গৌরবান্বিত হইব। মিসেস্ রায় তাঁহার সকল সুখ সুবিধার কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং নিজের অর্থ অন্যের সাহায্যের জন্য রাখিয়া দিতেন।" *

প্রেসিডেন্সী কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মিষ্টার এচ্ আর, জেম্‌স পূর্ব্বে পাটনা কলেজের প্রফেসার ছিলেন, তিনি বলিলেন,——

"এইরূপ একটি সহৃদয়া মহিলার স্মৃতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। তিনি তাঁহার মহৎ জীবনের দ্বারা স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির উপরই ভারতবর্ষের উন্নতি নির্ভর করে।" * *

ডাক্তার জে, এন্, ঘোষ মহাশয় যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

"এই যে নারী সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা [illegible] যুগ স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার অন্তঃকরণ [illegible] ভাবে পূর্ণ ছিল। তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরের শক্তিতে চালিত হইতেন। [illegible] বালিকাদিগকে সুখী করা এবং ঈশ্বরের ভাবে হৃদয় পূর্ণ করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য ছিল। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুস[illegible] এ বিচার তাঁহার ছিল না। তিনি সকলেরই সা[illegible] জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন [illegible] উপস্থিত হইলেই উহার মীমাংসার জন্য ঈশ্বরের [illegible] জিজ্ঞাসা করিতেন। এই জন্যই তিনি তাঁহার [illegible] কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।"

দেবী অঘোরকামিনী সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রত[illegible] মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"অঘোরকামিনী প্রতিবৎসর অনেকগুলি আত্মী[illegible] সঙ্গে করিয়া রাজগৃহ নামক বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন ক[illegible] যাইতেন। ধর্ম্মসাধন করাই তাঁহার এই পর্য[illegible] একমাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে প্রবল উ[illegible] ধর্ম্মোৎসব করিতেন। গম্য পথে লোকদিগের নি[illegible] প্রকাশ্য উপদেশ ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এ[illegible] তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা [illegible] ব্রত পালন করিয়াছেন। ঈশ্বরোপাসনায় অ[illegible] কামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশ[illegible] অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্ত[illegible] তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতেই তাঁহার পরসেবায় প্র[illegible] ভগবদ্ভক্তি এবং লোকসেবা সমান পরিমাণে [illegible] চরিত্রকে গঠিত করিয়াছিল।" * * *

"তাহার পরসেবায় আত্মসমর্পণ, সৎকার্য্যে উৎ[illegible] সংসারে বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি, পবিত্রতা, ধর্ম্মবিশ্ব[illegible] অসাধারণ [illegible] কথা যে শুনিবে তাহারই [illegible] আহ্লাদিত হইবে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁ[illegible] সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তিনি প্রকাশ[illegible] পুত্ররূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং [illegible] তাঁহাদের উভয়কে শ্রদ্ধা প্রীতি করিয়া সুখী হই[illegible] উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।"

দেবী অঘোরকামিনী সম্বন্ধে এইরূপ আরও [illegible] লোকের মতামত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহার আবশ্যক কি? আমরা অঘোরকামিনী [illegible] যাহা জানিতে পারিতেছি, তাহাতেই বুঝিতেছি, মানবী হইয়াও দেবীর ন্যায় সংসারের কার্য্য [illegible] স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের শিক্ষিত ম[illegible]

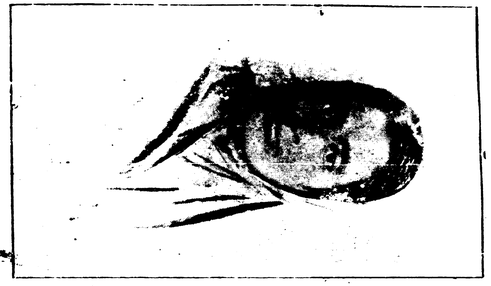

যদি অঘোরকামিনীর ন্যায় ভক্তিমতী নারী হইতে পারেন এবং দেশের সেবা ক'রতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নারীর শিক্ষা সার্থক হইবে, বাঙ্গালা দেশের সকল দুর্গতি দূর হইবে। (সমাপ্ত)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

(৫)

সংগ্রাম।

প্রায় এগারটার সময় সভাভঙ্গ হইল। মলিনী তাহার কাকার সহিত বাড়ী ফিরিলেন, সরলা এবং সুরেশ মলিনীদের বাড়ী পর্যন্ত তাহার সঙ্গে যাইয়া অবশিষ্ট পথ একত্রে গেলেন।

বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সুরেশচন্দ্র নিজের ঘরে একে বসিয়া আছেন। আধঘণ্টা কাটিয়া গেছে কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা সময়টুকু তাঁহার নিকট কত দীর্ঘ বোধ হইতেছে।

সভা হইতে আসিবার পথে তিনি সরলাকে আপন প্রেম জানাইয়াছিলেন, কিন্তু সরলা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সুরেশ বসিয়া তাঁহার প্রত্যেক কথা এবং সরলার কথা মনে আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন প্রথম প্রণয়গর্ভ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল, তাহার উত্তরে সরলা কি বলিলেন?—

"আপনি এখন কেন এ কথা বলছেন? আমরা এখনি যা দেখ্‌লাম—তার পরেই এ রকম কথা আমি সহ্য করতে পারি না।"

সুরেশ অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন—"কেন কি—?" তাহার পর নীরব হইলেন। সরলা একটু দূরে সরিয়া গেলেন।

যেখানে সৌভাগ্য, সুখের আনন্দ-নিকেতন আশা করা যায় সেইখানে নিরাশার গভীর কূপ দর্শনে মনে যে ভাব হয়, সেইরূপ ভাবের সহিত সুরেশ বলিয়া উঠিলেন—

"সরলা! আপনি কি আমাকে ভালবাসেন না? আপনার প্রতি আমার ভালবাসা কি অতি পবিত্র নয়?"

তিনি বলিলেন—"না। সে এক সময় ছিল—আমি আপনার কথার উত্তর দিতে পারিতাম। আজ রাত্রে আপনার এ কথা বলা উচিত হয় নাই।"

সুরেশ এই কথাতেই তাঁহার উত্তর পাইলেন। এই কথা লইয়া সরলার সহিত বিশেষ মিনতি করিবার মত প্রকৃতি তাঁহার ছিল না। সহজেই তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিত।

তিনি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অন্য সময়—যখন আমি উপযুক্ত হব?", কিন্তু সরলা ইহা শুনিতে পাইলেন কি না তাহা তিনি বুঝিলেন না।

এই সকল কথা মনে করিয়া তিনি আপন নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি চিরদিন জানিয়া আসিতেছিলেন, সরলা তাঁহাকে ভালবাসেন। সরলার ভাবে তাহাই প্রকাশ পাইত। তবে কি এই সময়ে বলা উচিত হয় নাই? অন্য সময় বলিলে বোধ হয় তিনি আশানুরূপ উত্তর পাইতেন। কিন্তু সরলার এই প্রত্যাখ্যানের অর্থ বুঝিবার মত সামর্থ্য তাঁহার তখন ছিল না। ঘড়িতে যখন একটা বাজিল তখনও সুরেশচন্দ্র তাঁহার অসমাপ্ত উপন্যাসের এক পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন।

সরলা বাড়ী গিয়া নিজের ঘরে গেলেন। আজিকার ঘটনায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। তিনি কি কখনও সুরেশকে ভালবাসিয়াছেন? একবার তাঁহার মনে হইল, তাঁহার জীবনের সব সুখ বুঝি শেষ হইয়াছে। পর মুহূর্ত্তেই তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য আরাম অনুভব করিলেন। কিন্তু এই সকল ছাপাইয়া—তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে এক গম্ভীর সুর বাজিতেছিল। তাঁহার সঙ্গীতে সেই হতভাগ্য জীবদিগের পরিবর্তন এবং পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের গম্ভীর আবির্ভাব তাঁহার সমস্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে সুরেশ তাঁহাকে ডাকিলেন এবং তিনি বুঝিলেন সুরেশ কি বলিতে যাইতেছেন [illegible] হূর্ত্তে হঠাৎ

সুরেশের প্রতি তাঁহার এক বিরুদ্ধ ভাব জন্মিল। এখনি তাঁহারা যে ঘটনা দেখিয়া আসিলেন, তাহাকে সুরেশের সম্মান করা উচিত ছিল। সেই মুহূর্ত্তে সেই সকল পরিবর্ত্তনের মহা মহিমার অপেক্ষা ছোট কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া তাঁহার কাছে নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অপ্রীতিকর বোধ হইল। তিনি যতক্ষণ গা[ড়ীতে আস]িতেছিলেন, ততক্ষণ সুরেশের মনে এই ভাব ছাড়া অন্য কোন ভাব ছিল না, এই কথা ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই সকল ভাবের কারণ কি তাহা তিনি বলিতে পারিতেন না, কেবল তিনি বুঝিলেন, সুরেশ যদি আজকে তাঁকে এই কথা না বলিতেন. তাহা হইলে তিনি তাঁহার মন সুরেশের প্রতি [পূ]র্ব্বের ভাবই পোষণ করিতেন। সেই ভাব কি? তিনি কি সুরেশকে ভালবাসিতেন?

এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে বেশীক্ষণ রহিল না। আজ সন্ধ্যাবেলায় তিনি যাহা দেখিয়াছেন সেই চিন্তা তাঁহার মনকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া লইল। সেই সকল পাপী, দুর্দ্দান্ত নরনারীর পরিবর্ত্তন কি আশ্চর্য্য ঘটনা! ইহা নিশ্চয়ই ইহ জগতে অপার্থিব ঘটনা। সেই মদ্যপায়ীর পার্শ্বে সুধীর রায়ের মুখ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। নলিনী আসিবার সময় তাঁহার দাদার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কাছেই নারায়ণ রাও নতজানু হইয়া বসিয়াছিলেন, সেই বালিকার মস্তক নলিনী নিজের বক্ষে রাখিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে কি বলিলেন—এই সকল চিত্র ঈশ্বরের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে এমন পূর্ণ করিয়া ফেলিল যে, সে স্থানে সে সময়ের জন্য অন্য কিছুর আর স্থান রহিল না।

তিনি বলিয়া উঠিলেন—"না! না! এর পর আমাকে এ কথা বল্‌বার তাঁর কোন অধিকার ছিল না। সেই স্থানকে তাঁর সম্মান করা উচিত! আমি নিশ্চয় তাঁকে ভালবাসি না।"

ইহার পর আবার অন্য সকল চিন্তাকে দূর করিয়া তাঁহার মনে পূর্ব্বের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল।

[পর]দিবা[সে ঘুম হইতে] উঠিয়া কলিকাতাবাসী আশ্চর্য্য ঘটনা সকল শুনিতে লাগিল। নবীনচন্দ্রের কা[র্য্য] শুধু কলিকাতায় নয়—দেশের মধ্যে এক আন্দোল[ন] সৃষ্টি করিয়াছিল। অরবিন্দ বাবুর 'দৈনিক'-সম্পাদনক[ালে] লোকে উত্তেজনাকর রাজনৈতিক ঘটনার অপে[ক্ষা] বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালী[প্রসন্ন] বাবুর কার্য্যও কম আন্দোলনের সৃষ্টি করে নাই।

নারায়ণ রাওএর সভাতে সরলার গান গা[ওয়া] যাওয়া সমাজে এবং তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে যার পর [নাই বি]স্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। নলিনীর আচরণ, সুর[েশ]ের সহিত প্রতিরাত্রে তাঁহার সভায় গমন, তাঁহার প্রচা[র, এবং] ধনী ও আড়ম্বরপ্রিয় সমাজে অনুপস্থিতি—যথেষ্ট [আলো]চনা এবং [প্র]শ্নের বিষয় হইয়াছিল।

এই সকল সুপরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত, অনেক [স্থলে] এবং কার্য্যক্ষেত্রে আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঘটিতেছিল। [বহু] [সম্ভ্রা]ন্ত [ব্যক্তি] লোক মহাপুরুষদের 'অনুসরণের' 'প্র[তিজ্ঞা] গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনেক স্থলেই আশা[তীত] ফল হইতেছিল। নারায়ণ রাওএর সভায় প্রায় [প্রত্যেক] জন অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তির এবং সুধীর রায়ের প[রি]বর্ত্তনের কথা আজ সকলে শুনিলেন।

আজ মন্দিরের সকলের মন যে এই সকল ঘটনা[র] পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বি[ষয়] কিছুই নাই।

সম্ভবতঃ প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর হইতে আচা[র্য্যের] উপরে যে মহা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল তা[হা] সকলকে সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। [সেই] আত্মসন্তুষ্ট, পরিপাটী, সুন্দরমূর্ত্তি, বেদীর উপর[কার] সেই সুমার্জ্জিত, সুশ্রী মুখ এখন এমন ভাবে পরিব[র্ত্তিত] হইয়াছে যাহার সহিত পূর্ব্বের অবস্থার তুলনা হই[তে] পারে না। তাঁহার উপদেশ এখন দৈববাণী স্ব[রূপ] হইয়াছে। ইহা এমন এক প্রেম, উৎসাহ এবং নম্র[তার] সহিত শ্রোতাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইত যে, তাঁহা[দের] হৃদয়ে ইহা ঈশ্বরের জীবন্ত বাণীরূপে অনুভূত হই[ত।] বলিতে বলিতে অনেক সময়ে তাঁহার স্বর ভগ্ন হ[ইয়া যাইত]।

আজ উপদেশের সময় তিনি নারায়ণ রাওএর সভ[ার কথা] বলিলেন এবং সেখানে যে নবজীবনের স্রোত [বহি]তে আরম্ভ করিয়াছে তাহা সকলকে স্মরণ করিতে [অনু]রোধ করিলেন।

আজ তাঁহার আবেদন কি শক্তি লইয়া উপাসক-[মণ্ডল]ীর হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিল তাহা আচার্য্য [জা]নিতেন না। তাঁহাদের হৃদয়ও এই ভার বহন করিবার [জন্য] কতদূর ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিমাণ যদি [তি]নি জানিতেন, তাহা হইলে তিনি বিস্মিত হইতেন। [নগ]রের অনেক নরনারী—সরলা তাঁহার মাতাকে [যে]রূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিতেছিলেন—"আমি কিছু করতে চাই, যা'তে আমার স্বার্থ বলিদান [দিতে] হয়। আমার আত্মা কিছু ত্যাগ সহ্য করবার [জন্য] ক্ষুধিত।"

[কার্লাই]ল্ ট্‌সিনি ঠিক্ বলিয়াছেন—"এসো, দুঃখের বোঝা [মাথায়] তুলে লও" ইহার ন্যায় শক্তিশালী আহ্বান আর [নাই।] [আ]লেকজান্দার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত [নৃপ]তিগণ জগতের লোককে হাঁকিয়া বলিলেন—'আমার [অনুস]রণ কর। জগতের ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম তোমাদের [হই]বে।' কয়জন তাঁহাদের কথায় সাড়া দিল? তাঁহাদের [সকলে]ই বা আজ কোথায়? কিন্তু বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, [চৈ]তন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বলিলেন—'জগতের দুঃখের [বো]ঝা কে মাথায় নেবে, এসো।' কোটি কোটি নরনারী [তাঁহা]দের আহ্বানে ছুটিয়া আসিল। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর [নরন]ারীর হৃদয়রাজ্যের তাঁহারাই রাজা। কে তাঁহাদের [সে]ই অটল সিংহাসন টলাইতে পারে?

উপাসনা শেষ হইল। আবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারীরা [এ]কত্র সমবেত হইলেন। উপাসনার পর এই সম্মিলন [তাঁ]হাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছিল। [আ]জ যখন আচার্য্য ইঁহাদের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহার [হৃ]দয় কম্পিত হইল। আজ অনেক মহিলা প্রতিজ্ঞা [গ্রহ]ণ করিতে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আবির্ভাব তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও এত নিকটে অনুভব করেন নাই।

আচার্য্য আজ সুরেশ বাবুকে দেখিতে পাইলেন না। [প্রা]য় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি কালী[প্রসন্ন] বাবুকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গৃহের প্রতি বায়ুকণা পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের শক্তিকে কে বাধা দিতে পারে?

তাঁহারা অনেকে প্রার্থনা করিলেন এবং এক প্রকার অব্যক্ত আনন্দ হৃদয়ে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

[অধ্যাপক] আনন্দমোহন বাড়ী পর্য্যন্ত আচার্য্যের সঙ্গী হইলেন। অধ্যাপক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, —"আমি আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, অমরেন্দ্র। আমি আমার কর্ত্তব্য খুঁজে পেয়েছি; তা দুর্ব্বহ হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তা সাধন করতে না পারব ততক্ষণ আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারব না।"

আচার্য্য চুপ করিয়া রহিলেন এবং অধ্যাপক বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

"অনেক দিন থেকে আমার যা করা উচিত বলে মনে হচ্ছিল, তোমার উপদেশ আজ তা আমার কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। আমার অবস্থায় মহাপুরুষেরা কি করতেন, এই প্রশ্ন প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর থেকে আমি অনেক বার করেছি। আমি নিজেকে অনেকবার এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, মহাপুরুষেরা আমার অবস্থায় অধ্যাপনার কাজ ভাল ক'রে করেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন হ'ল বলে মনে করতেন না। কিন্তু তাঁরা যে আরও কিছু করতেন এই ভাব আমি মন থেকে কিছুতে তাড়াতে পারি নাই। সেই আরও কিছু হচ্ছে—যা আমি করতে চাই না; যা করতে হ'লে প্রকৃত দুঃখ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাকে চল্‌তে হবে। কিন্তু সেই-ই আমার পথ। তুমি বোধ হয় বুঝেছ সে কি?"

আচার্য্য বলিলেন—"হাঁ, বুঝেছি বোধ হয়। আমারও সেই পথ।" অধ্যাপক আশ্চর্য্য হইলেন; তাহার পর তাঁহার হৃদয় হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। [তি]নি দুঃখিত ভাবে দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"অমরেন্দ্র, তুমি আর আমি—আমাদের দুজনের অবস্থাই এ রকম যে, আমরা দেশের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা অ[বহে]লা করে এসেছি। আমরা আমাদের নিজের [নিজের] কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকেছি আর দেশের উন্নতির জন্য কোন কাজ করতে

সঙ্কুচিত হয়েছি। লজ্জিত হ'য়ে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, জন্মভূমির জন্য আমার যে দায়িত্ব রয়েছে তা আমি ইচ্ছা করে অবহেলা ক'রে এসেছি। দেশের যে কি রকম শোচনীয় অবস্থা তা জেনেও এতদিন আমি আমার ক্ষুদ্র কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম। মহাপুরুষেরা কি করতেন এর সদুত্তর পর্য্যন্ত আমি অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু আর তা পারি না। দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য, আমার যতটুকু শক্তি আছে তা নিয়ে আমাকে বেরো'তেই হবে। আমি হয়তো আমার নিজের কাজ নিয়ে চুপ করে আরামে থাকৃতেই চাইব; কিন্তু এই আহ্বান আমি এত স্পষ্ট করে শুনেছি যে, তা আর অগ্রাহ্য করতে পরি না—তোমার কথা যেমন স্পষ্ট শুন্‌ছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে প্রাণের মধ্যে কে যেন বল্‌ছেন—"আনন্দমোহন, আমার অনুসরণ কর। মাতৃভূমির প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য রয়েছে, তা সম্পাদন করে মানুষ নামের উপযুক্ত হও। তোমার জন্মভূমিকে পাপ, অত্যাচার, অবিচারের হস্ত হ'তে বিমুক্ত কর! দেশের যে শত দোষ দুর্ব্বলতা আছে তা কোমল কিন্তু দৃঢ় হস্তে উৎপাটিত কর। ওঠ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, সুখ অহঙ্কার, জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ঝেড়ে ফেলে দাও, এসো।

"অমরেন্দ্র এই আমার কর্ত্তব্য। হয় আমি এ বহন করব, না হয় আমার দেবতাকে আমি অস্বীকার করব।"

আচার্য্য বিমর্যভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি আমারও কথা বলেছ, আনন্দ। কেন আমি 'ধর্ম্মোপদেষ্টা' আখ্যার নীচে দেশের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য রয়েছে তা লঙ্ঘন করে লুকোবো? আমি রাজনৈতিক পথে অনভিজ্ঞ। আমি দেশের কল্যাণকর বিশেষ কোন কাজে যোগ দিই নাই। আমি বেদীর উপরেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'ল বলে মনে করেছি। 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' এর সদুত্তর এখন আমাকে দিতেই হবে।—এর উত্তর সহজ। আমাকে সংগ্রামক্ষেত্রে নামতে হবে। দেশের সেবা করতে যে-কোন দুঃখ, দুর্দ্দশা, উৎপীড়ন আসে তা গৌরবের সহিত মাথায় তুলে নিতে হবে। তুমি ঠিক বলেছ,—আমরা রাজনৈতিক কাপুরুষ। দেশের প্রতি আমাদের যে পবিত্র কর্ত্তব্য রয়েছে তা হয় অজ্ঞতা-বশতঃ, না হয় স্বার্থপরতা বশতঃ আমরা সর্ব্বদাই অবহেলা করে এসেছি। মহাপুরুষেরা কি করতেন? আমাদিগকে বীরের ন্যায় সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে 'ভারত-সন্তান' নামের উপযুক্ত হ'তে হবে।"

উভয়ে কিছুকাল নীরবে পথ চলিলেন। অবশেষে অধ্যাপক বলিলেন,—

"হাঁ, এ বিষয়ে আমাদের সকলকে এক সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। যাঁরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আর সমগ্র দেশের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করব। সর্ব্বাগ্রে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে হ'বে। আবেদন নিবেদন এবং ভিক্ষা করে যদি আমরা স্বদেশের উন্নতির কল্পনা করে থাকি তবে আমাদের তা কল্পনাই থেকে যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে দেশের উন্নতি আমাদের নিজেদেরই হাতে [illegible] যদি দেয় তো সে [illegible] জাতীয় জীবনের নির্জীবতার পরিচয় মাত্র।

"তার পর, আমাদের নিজেদের শত দোষ, দুর্ব্বলতা [illegible] জাতিভেদ যে আমাদের একতার পথে প্রধান অন্তরায় আর মহা অনিষ্টকর তা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন? নানা প্রকার কুসংস্কার, কুপ্রথা আমাদের দেশকে পর-পদানত করে রেখেছে। সে সমস্ত আগে দূর করতে হবে। আমরা নিজেরা অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যন্ত মহৎ আর দেশের লোক অতি তুচ্ছ, [illegible] থেকে নয়, কিন্তু তাদের ভালবেসে তাদের জন্য হৃদয়ে সমবেদনা নিয়ে এ সকল দূর করতে হবে। আমরা—ব্রাহ্মেরা—যা কিছু করেছি তা বোধ হয় অনেকটা এই ভাব থেকেই। কাজেই, আমাদের মনে শুভ ইচ্ছা থাকলেও, দেশের লোকের কাছে শুভাকাঙ্ক্ষার চেয়ে খোঁচার মতই বেশী লেগেছে।"

তাহার পর কথঞ্চিৎ শান্তভাবে বলিলেন—

"সর্ব্বোপরি আমাদের স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি ঈশ্বর-প্রেমের উপর স্থাপিত করতে হবে। আমরা যেন কোন অশুভকর কাজ না করি, বিদ্বেষ যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। ঘোর অত্যাচারীর উপরেও যেন আমাদের বিদ্বেষ না আসে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের আদর্শ অবিচলিত রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে এসেছে, কিন্তু এই কঠিন কাজই আমাদের,—কারণ ঈশ্বরের আসনে কোন রকম অপবিত্র ভাব স্থান পায় না।

'আমরা স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করব—তা কারো বিদ্বেষ বশতঃ নয়, দেশের প্রতি, আমাদের গরীব ভাইদের প্রতি ভালবাসা বশতঃ—কর্ত্তব্য পালনের জন্য। [illegible] ভার আমরা বীরত্বের সঙ্গে, [illegible] বহন [illegible]। আমাদের জয় হবেই,—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

তাঁহারা এই বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলিলেন। [illegible] দিনও অধ্যাপক আনন্দমোহন আচার্য্যের বাড়ী যাইয়া [illegible] বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

[illegible] কলিকাতায় যে মহাসভা হইয়াছিল তাহার [illegible] কালকাতাবাসী কখনও ভুলিবে না। অধ্যাপক আনন্দমোহন সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। [illegible] নরনারী সভায় যোগ [illegible] হইয়াছিল। প্রথমে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি [illegible] জাতীয় সঙ্গীত গাহিলেন। শেষে সুরলা [illegible] লেন,—

'তোমারি তরে মা, সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ;
তোমারি শোকে [illegible] বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল,
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিবা'তে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা, একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান॥'

প্রার্থনার পর সভার কার্য্য শেষ হইল। নরনারী ভক্তিভরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

শনিবারের 'দৈনিকে' এই সভার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইল। অরবিন্দ বাবু লিখিলেন—

"গত কল্যের সভা কলিকাতার ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনারূপে পরিগণিত হইবে। অধ্যাপক আনন্দমোহন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও কোন রাজনৈতিক সভায় এই রূপে যোগদান করেন নাই। সভাস্থলে কল্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্।

"দেশে যে নবযুগের বাতাস বহিতেছে, তাহাতে কাহাকেও উদাসীন থাকিতে দিতেছে না। আমরা কি কখনও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাকিব? না, অধ্যাপক আনন্দমোহন তাঁহার মহৎ বক্তৃতায় যেমন বলিয়াছেন—"আমরা ব্যক্তিগত তুচ্ছ স্বার্থ সুখ পদদলিত করিয়া জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য শরীরের রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিব?"

অধ্যাপক আনন্দমোহন ইহা পড়িলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। সেই দিন হইতে তিনি প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মনে হইল, দেশের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—এখন যাহাদিগকে 'নিম্নশ্রেণী' বলা হয় তাঁহাদিগকে উন্নত করা। উন্নতির প্রধান উপায় শিক্ষা। তিনি কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিলেন এবং এক অবৈতনিক 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তিনি ইহাতে দান করিলেন। 'ভক্তের বোঝা ভক্তবৎসল বহেন,' সুতরাং তাঁহার কোন অভাব রহিল না। শিক্ষক এবং অর্থের অভাব হইল না; এবং এই বিদ্যালয়ে ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে শত শত বালক জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

নারায়ণ রাওএর সভার অবস্থা ক্রমেই আশাপ্রদ হইতেছিল। সরলা এবং নলিনী প্রতিরাত্রেই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। এই সপ্তাহে রাত্রির পর রাত্রি অলৌকিক ঘটনা সকল ঘটিতে লাগিল। দুশ্চরিত্র, পানমত্ত, দুর্দ্দান্ত পাপীদিগের প্রার্থনাপরায়ণ, ঈশ্বর-প্রেমিক, স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরূপে পরিবর্ত্তন কি জলের উপরে ভ্রমণ কিংবা অদগ্ধ শরীরে অগ্নি হইতে পুনঃ বহির্গমন অপেক্ষা কম অলৌকিক?

সুধীর প্রত্যেক সভাতেই আসিতেন। তাঁহার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন তিনি সর্ব্বদাই কি এক চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তিনি আর সেই আগেকার সুধীর নন; নারায়ণ রাও ব্যতীত তিনি আর কাহারও সঙ্গে এখন বেশী কথা বলেন না।

সপ্তাহের শেষ ভাগে দুই বিরুদ্ধদলে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মদিরা-রাক্ষসী এতদিন যে তাহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত মহাশক্তির সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া সরলা ও নলিনা প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদের বিলাসপূর্ণ গৃহে ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

যে বিষম বিষের মহাপ্রলোভনে পড়িয়া শত শত নরনারী দিন দিন ধ্বংসের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, নারায়ণ রাও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি?

নারায়ণ রাও বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—"এই অসহায়-দের মধ্যে অনেকে আবার ফিরে যাবে। চারিদিকের এই প্রলোভনের মধ্যে এরা কি করে' আপনাকে সংযত রাখ্‌বে? ওঃ প্রভু! কত দিন! আর কত দিন! ভারতের এই দুর্দ্দশা আরও কত দিন থাক্‌বে? এই মহাপাপ কবে দেশ থেকে, পৃথিবী থেকে উৎপাটিত হবে?"

শনিবার বিকাল বেলায় নলিনী সরলাদের বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় এক খানি গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। নলিনী তৎক্ষণাৎ নীচে আসিলেন এবং তিনটি মেয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইল।

তাহারা নলিনীকে এক 'ইভ্‌নিং পার্টি'তে (সান্ধ্য-সমিতি) লইয়া যাইতে আসিয়াছিল।

তাহাদের মধ্যে নীলরঙ্গের রেশমীবস্ত্র পরিহিতা একটি মেয়ে তাহার রুমাল দ্বারা আদরে নলিনীর স্কন্ধে আঘাত করিয়া বলিল, "তুমি এত দিন কোথায় ছিলে নলিনী? তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না। শুনলাম, তুমি রোজ রাত্রে কোন্ সভায় যেন যাও? সেখানে তোমার কি দরকার থাকে ভাই?"

নলিনী মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিলেন, তাহার পর নারায়ণ রাওএর সভার বিষয় সরল ভাবে বলিলেন। তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল।

"আজ ইভ্‌নিং পার্টিতে না গিয়ে চল না আ... সেখানে যাই? সে জায়গা আমি কখনও দেখি না... নলিনী আমাদের guide (চালক) হবে, আর আমাদে... বেশ 'মজা হবে'—বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নলি... দৃষ্টি তাহাকে বলিতে বাধ্য করিল, "ভাল লাগ্‌বে।"

ইহাদের কথার ভঙ্গীতে নলিনীর রাগ হইল। তি... মনে করিলেন, কখনই ইহাদিগকে লইয়া যাইবেন ... তাহারা সকলেই তাহাদিগকে সঙ্গে লইবার জন্য আঁ... পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

হঠাৎ নলিনী ইহাদের অলস কৌতূহলের মধ্যে ... সুযোগ দেখিতে পাইলেন। এই সহরের পাপ এবং দু... ইহারা কখনও দেখে নাই। শুধু 'সময় কাটান' উদ্দে... হইলেও কেন ইহারা তাহা দেখিবে না?

"আচ্ছা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমা... অবশ্য আমার কথা শুন্‌বে, আর আমি যেখানে নি... যাব সেইখানে যাবে" বলিয়া তিনি উঠিলেন।

তাহাদের মধ্যে একজন হাসিয়া বলিয়া উঠি... "একজন পাহারাওয়ালা সঙ্গে নিলে হয় না? সে জায়... Safe (নিরাপদ) নয়, তোমরা জান।"

নলিনী সংক্ষেপে বলিলেন—"সেখানে কোন বি... নাই।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, সুধীরও সেখানে সত্যি যান?" নলিনী বুঝিতে পারিলেন তাঁহা... তিন বন্ধু কোনও অস্বাভাবিক বস্তুর ন্যায় তাঁহাকে ল... করিতেছেন।

"হাঁ, তিনি যান।"

"বোধ হয়, তিনি ক্লাবে গিয়ে তাঁর সেখান... friends (বন্ধুদের কাছে preach (প্রচার) ক... চেষ্টা কর্‌ছেন। মজা কেমন—না?"

নলিনী কোন উত্তর করিলেন না।

গাড়ী যতই গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে লা... তাহাদের হাস্য পরিহাস ততই থামিয়া আসিতে লা... তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। এই স্থানের দৃ... দুর্গন্ধ নলিনীর কাছে পরিচিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ... সুকল সুসভ্য, সুসজ্জিত, মার্জ্জিত রুচি বড় লো...

...য়েদের নিকট ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল। ...তাহাদের পদস্পর্শের অযোগ্য।

একজন বলিয়া উঠিল—"ঢের দেখা হয়েছে। চল, ...ন ফিরে যাই।"

এই মুহূর্ত্তে গাড়ী এক মদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া ...ছিল। সেই পথ অতি অপ্রশস্ত এবং জনতাপূর্ণ। ..., মদের দোকান হইতে একটি অল্পবয়স্কা রমণী বাহির ...আসিল। সে তাহার ভগ্ন, পানমত্ত সুরে গাহিতে ...করিতেছিল—'...রে ডাকে হে, শোন হে ...ঠাকুর—'

...গাড়ী যখন চলিয়া যাইতেছিল, সে মুখ তুলিয়া ইহার ...ক তাকাইল। নলিনী দেখিলেন—সেই রাত্রে যে ...র কাছে আসিয়া কাঁদিতেছিল, এ সেই বালিকা। ...তিনি শকট-চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং ...রের মধ্যে নামিয়া আসিয়া বালিকার হাত ধরিলেন। ...তিনি শুধু বলিলেন—"মলিনা!" বালিকা তাঁহার ...দিকে চাহিল এবং তাহার মুখের ভাব একেবারে ...র্ত্তিত হইয়া গেল।

গাড়ীর ভিতরের বালিকারা বিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া ...রহিল। মদ্যবিক্রেতা দরজার কাছে আসিয়া ...হইয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিকের লোক এই ...বালিকার উপর বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ...ল।

...আকাশ হইতে এই দৃশ্যের উপর সান্ধ্য-সূর্য্য তাহার ...কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বায়ু দূর হইতে ...বাদ্যের ক্ষীণ ধ্বনি বহন করিয়া আনিতেছিল। ...ব্রাহ্মসমাজের ধনী নরনারীর গাড়ী সান্ধ্য-সমিতি ...মুখে ছুটিতেছিল।

শ্রীনিঝরিণী ঘোষ।

জীবন-সঙ্গীত।

হে জীবন, বৃথা আশা মোর!
এতদিন কাছাকাছি, দোঁহে মোরা আসিয়াছি
না বুঝিনু লীলা খেলা তোর,
বৃথা আশা হৃদে বহি মোর!

এত তুমি আপনার ধন,
সুধাতেছি কহ মোরে, কেন এই মায়াডোরে
বাঁধিয়াছ হৃদয় এমন
ছাড়াতে যে না পারি কখন!

সারাদিন কাছে দুজনায়
নাহি দিলে ধরা তবু, না শুনিলে কথা কভু
না দেখালে আনন আমায়
এত কাছে আছি দুজনায়!
সুধু তুমি গেয়ে চল গান
সে সুর বেঁধেছে মোরে, আরও সুকঠিন ডোরে
বুঝি নাই কভু তার তান
চলিয়াছ গেয়ে কি যে গান!

কেহ কি বলিবে একবার
কি গাহিছ সারাদিন, সীমাহীন অন্তহীন
সুখ কিংবা বেদনা অপার?
বল, মোরে, বল একবার!
যবে ছিল উষার কিরণ,
দেবতা-আশীষ সম, তব সুর প্রাণ মম
করেছিল আনন্দে মগন
শুভ্র যবে উষার কিরণ!
মধ্যাহ্নের খর রবি-করে
উজ্জ্বল আকাশ যবে তব তীব্র কণ্ঠরবে
দিয়েছিলে আকুলিত করে
যবে দিবা নীলাকাশ প'রে।
সন্ধ্যা যবে আসন্ন ছায়ায়
ডাকে বন উপবন! ভরি আসে দুনয়ন
সুর তব কি তান বাজায়?
সন্ধ্যা যবে আঁধার ঘনায়!

কভু হাসি, কভু অশ্রুজল,
ভাবি মনে, হে অসীম! আসিবে কি কোন দিন
যবে পাব অতলের তল
কেন হাসি কেন অশ্রুজল?
যবে দিন হবে অবসান!
আবার কি পাব দেখা, যেথা এ তটের রেখা
ভেঙ্গে দেবে সব ব্যবধান?
দিন যবে হবে অবসান!

শ্রীসুশীলা সেন।

চীনের পরলোকগত বৃদ্ধা মহারাণী।

চীন-সম্রাট্ কোয়াংশু ও চীনের বৃদ্ধা মহারাণী সুজাই হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। সম্রাট্ কিছু দিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া কেহ আশঙ্কা করে নাই। গত ১২ই নবেম্বর সম্রাট্ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বৃদ্ধা রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, ১৩ই নবেম্বর ৭৪ বৎসর বয়সে তিনিও পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে সমস্ত সভ্য জগতে এক বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। অর্দ্ধসভ্য চীন অনেক চেষ্টা ও সংগ্রামের পর প্রাচীন কুসংস্কার ও কুপ্রথা সকল দূর করিয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী প্রথমে নব্য সভ্যতার ঘোর বিরোধী হইলেও জগতের ভাব গতিক দেখিয়া শেষ জীবনে সংস্কার-প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অতঃপর যিনি চীন-সাম্রাজ্য-তরণীর কর্ণধার হইয়াছেন তাঁহার হাতে, রাজ্যের কি অবস্থা হইবে, কিছুই বলা যায় না। চীন যদি ক্রমে নব্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া সভ্য জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় তবেই এশিয়ার মঙ্গল, পৃথিবীরও মঙ্গল। আর যদি প্রাচীন কুসংস্কারের পথেই পশ্চাদ্‌গমন করিতে থাকে তবে চীনের প্রাচীন দল ও নব্যদলের ঘাত প্রতিঘাতে চীন-সাম্রাজ্য উৎসন্ন যাইবে, সমগ্র সভ্য জগৎ সেই অন্তর্বিদ্রোহে আলোড়িত হইবে। যিনি জাতি সকলের নিয়ন্তা আমরা সেই বিশ্ববিধাতার নিকট চীনের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

গত বৎসর আমরা বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার জীবনের বিস্তৃত কাহিনী প্রকাশ করিলাম। এই জীবনী আংশিক ভাবে "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

পথের কাঙ্গালিনী, রাজরাজেশ্বরী হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য! ক্যাণ্টন-সহরের অনতিদূরে দক্ষিণ চীনের এক দরিদ্র শ্রমজীবীর গৃহে বালিকা 'সুজাই' জন্মগ্রহণ করে। কৈশোরে, এগার বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। সংসারে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ চণ্ডুসেবী পিতা এবং একটি অপোগণ্ড ভ্রাতা ও একটি কনিষ্ঠা ভগিনী! এই অবস্থায়, এগার বৎসরের বালিকা সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হয়। আপনার, পিতার এবং ভাই-ভগিনী দুটীর অন্নসংস্থানের জন্য বালিকা প্রথমে ফেরি করিয়া 'ডিম' বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে অতিকষ্টে দিনপাত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত খেলানা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে; তাহাতে আরও কিছু আয় বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে, পিতাকে এবং ভগিনী দুইটীকে একটা মঠে রক্ষা করিয়া সুজাই তাঁহাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প সঞ্চয় হইতেও আরম্ভ হয়। এই ভাবে ষোল বৎসর কাটিয়া যায়। কিশোরীর রূপলাবণ্য বিকশিত হয়; তাহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রকাশ পায়, ধর্ম্মপ্রাণতার কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ তাহার ঐকান্তিক পিতৃভক্তিতে দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়।

এক দিন সুপ্রভাতে, যেন ভগবান্ আসিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারী 'মান্দারিণ'-রূপে বালিকার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। মান্দারিণ পিকিংএ যাইতেছিলেন। সুজাইর প্রতি তাঁহার শুভদৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। মান্দারিণ যখন শুনিলেন,—সুজাই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী, যখন শুনিলেন,—বালিকা অমানুষিকী বুদ্ধিমতী, যখন শুনিলেন,—তাহার ধর্ম্মানুরাগ ও পিতৃভক্তি অতুলনীয়, মান্দারিণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তখন একবার সুজাইকে দেখিতে চাহিলেন!—কি রূপ!—কি প্রকৃতি! কি সুলক্ষণ! মান্দারিণ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুজাইর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। পরিশেষে তাহাকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"তোমার এই রূপ, তোমার এই বয়স! এ সময় তোমার আর এ ভাবে বিচরণ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কিশোরী ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আমার পিতা জরাগ্রস্ত; দুইটী ভাই ভগিনী অপোগণ্ড। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলনের জন্যই আমাকে এমন ভাবে এমন করিয়া বিচরণ করিতে হয়। আমি কি করিব? আমি নিরুপায়!" মান্দারিণ বালিকার কথায় ব্যথিত হইয়া উত্তর দিলেন, "মা! তুমি যদি সম্মত হও, আমি তোমায় কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিব। চল, আমার গৃহে চল; তোমার পিতার ও ভাই-ভগিনী দুটীরও সকল ভার আজ হইতে আমিই গ্রহণ করিলাম।"

মান্দারিণ জ্যোতিষ-বিদ্যায় সুপারদর্শী ছিলেন। কোষ্ঠী গণনা করিতে জানিতেন। তিনি দেখিলেন,— সুজাই অশেষ সৌভাগ্য-লক্ষণাক্রান্তা। তিনি দেখিলেন, সুজাইএর রাজরাজেশ্বরী হইবার সম্ভাবনা। যেমন রূপ, তেমনই লক্ষণ, আবার তেমনই স্বভাব-চরিত্র। সুতরাং মান্দারিণ কন্যার অধিক স্নেহমমতায় সুজাইকে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। তাহার বিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হইল। দেখিতে দেখিতে, সুজাই নানাগুণে গুণান্বিতা হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন কাটিয়া গেলে, একটী শুভদিন দেখিয়া, মান্দারিণ, সুজাইকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। চারিচক্ষে মিলন হইল। সম্রাট্, সুজাইর রূপ-গুণের পরিচয় পাইয়া, মোহিত হইলেন। চীন সম্রাট্ সেন-ফুংর সহিত সুজাইর বিবাহ হইল। সুজাই, সম্রাটের চতুর্থ মহিষীরূপে সম্রাটের ভবন আলোকিত করিলেন। লোকে বুঝিল, জনসাধারণ বলাবলি করিতে লাগিল,—অমানুষিক পিতৃভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ ভিখারিণী আজি রাজরাণী হইলেন; দেশে পিতৃভক্তি-মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রচার হইল।

বৃদ্ধা মহারাণীর বাল্য জীবন সম্বন্ধে আরও নানা প্রকারের নানা কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। এক পক্ষের মত এই যে,—বালিকা সুজাই, পিতা-মাতার অন্নকষ্ট দেখিয়া মুহ্যমান্ হইয়া, কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর গৃহে কন্যা-রূপে আত্মবিক্রীত হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতা প্রথমে তাহাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু পিতামাতার কষ্টে সুজাই একদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিল—"আমায় না বিক্রয় করিলে অর্থাভাবে অনাহারে আপনাদেরও জীবনান্ত হইবে,— আমারও জীবনান্ত হইবে। আমায় যদি বিক্রয় করেন, আপনারাও বাঁচিতে পারিবেন, আমিও বাঁচিয়া যাইব। বিশেষতঃ কোনও বড় ঘরে বিক্রীত হইলে, ভবিষ্যতে হয় তো আপনাদেরও উপকারে আসিতে পারি।" শৈশবেই বালিকার রূপ-লাবণ্যের বিকাশ দেখিয়া, বিশেষতঃ তাহার অনুপম পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া, জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী তাহাকে ক্রয় করেন। তার পর সেই রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কন্যারূপে প্রতিপালিত ও বহু গুণে গুণান্বিত হওয়ার পর, বালিকার প্রতি সম্রাটের শুভদৃষ্টি নিপতিত হয়। রাজকর্ম্মচারীর পালিতা কন্যা সুজাই, সম্রাটের আদরের মহিষী মধ্যে গণ্য হন। আজকাল আর এক পক্ষ আবার বলিয়া থাকেন—"না— না, বৃদ্ধা মহারাণী অতদূর নীচ-বংশে দরিদ্রের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। তিনি উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন।" সে হিসাবে এখন তাঁহার নানারূপ বিচিত্র বংশবিবরণীও বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর বৃদ্ধা মহারাণীর জন্ম হয়। কৈশোরে অন্নসংস্থানের জন্য দারুণ সংগ্রামের পর, ১৬ বৎসর বয়সের সময়, তিনি আত্মবিক্রীত হন। তৎপরে চীনসম্রাট্ সেন-ফুংর সহিত তাঁহার পরিণয় হয় এবং ক্রমশঃ তিনি চীনসাম্রাজ্যের সর্ব্বময়ীকর্ত্রীরূপে বিরাজমান হন,— ইহাই বৃদ্ধা মহারাণীর জীবনের স্থূল ঘটনা। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজসংসারে মহারাণীর প্রতিপত্তির পূর্ণ প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঐ সময়, পূর্ব্ব-সম্রাট্ সেন-ফুংর লোকান্তরে মহারাণীর একমাত্র পুত্র টুংচি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বালকের বয়ঃক্রম তখন চৌদ্দ বৎসর। মহারাণী সুজাই এই সময় পুত্রের অভিভাবিকা-রূপে রাজকার্য্যনির্ব্বাহে নিযুক্ত হন। তখনও তিনি

প্রধানা মহিষীর আসন লাভ করিতে পারেন নাই। তখনও সম্রাটের পাটরাণী জীবিত ছিলেন। সুতরাং তখন দুই রাণী একযোগে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সুজাইর নাবালক পুত্র টুংচির নামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। মহারাণীর এইরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সময়, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সহসা পুত্র টুংচির মৃত্যু হইল। সে নিদারুণ পুত্রশোকে মহারাণী যে কি পর্য্যন্ত ব্যথা পাইলেন তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। কিন্তু সে শোকও একেবারে মহারাণীকে বিচলিত করিতে পারিল না। সেই সময় তিনি সুকৌশলে 'কোয়াংশুকে' সম্রাট্ পদে বরণ করিলেন। মহারাণীর এক দেবরের (পূর্ব্ব সম্রাটের ভ্রাতার) সহিত মহারাণী আপনার কনিষ্ঠ ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কোয়াংশু মহারাণীর সেই ভগিনীর পুত্র। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কোয়াংশু জন্মগ্রহণ করেন; এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কোয়াংশুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দিন দিনই মহারাণীর ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। শেষে, আপনার 'সতীন' প্রধানা পাটরাণীর মৃত্যু হওয়ায় মহারাণীই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন।

কোয়াংশুকে সম্রাট্ পদে বরণ করা উপলক্ষে, মহারাণীর নৃশংসতার এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়া থাকে। কথিত হয়, সম্রাট্ টুংচির মৃত্যুর সময় মহারাণীর পুত্র-বধূ আসন্নপ্রসবা ছিলেন। সে অবস্থায়, পুত্র-বধূর গর্ভে কোনও সন্তানসন্ততি হয় কি না দেখিয়া, পরিশেষে নূতন সম্রাট্ মনোনয়ন করা কর্ত্তব্য ছিল। অন্ততঃ চীন-সাম্রাজ্যের নিয়ম তাই, কিন্তু বৃদ্ধা মহারাণী তাহা করেন নাই। অধিকন্তু প্রকাশ এই যে, তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফলে, গর্ভাবস্থায় পুত্রবধূ ইহলীলা সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুত্রবধূর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিলে পুত্রবধূ যে সম্রাট্-জননী হইয়া সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে রাজ্য শাসন করিবেন, আর তিনি পুত্রবধূর অধীন হইয়া থাকিবেন,—মহারাণী তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই ভগিনী-পুত্রকে পুত্র-রূপে পরিগ্রহণ করিয়া, আপনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া বসিয়াছিলেন। যদি সত্য হয়, এ অতি পৈশাচিক ব্যাপার! শাশুড়ী হইয়া গর্ভবতী পুত্রবধূর সংহার সাধন,—এ কথা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে!

সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হওয়ার চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, 'কোয়াংশু' স্বহস্তে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। ইহার আট বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) পাটরাণীর মৃত্যু হওয়ায়, বৃদ্ধা মহারাণীই সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়াছিলেন। আপনারই এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সম্রাটের বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্ব শক্তিই করায়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সম্রাট্ কোয়াংশু, স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াও, কখনও যে বৃদ্ধা মহারাণীর প্রাধান্য অতিক্রম করিতে পারিলেন, তাহা নহে। বৃদ্ধা মহারাণী কোয়াংশুর হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়াও যেন 'রাশ' ধরিয়া রহিলেন। এই অবস্থায় প্রায় নয় বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সম্রাট্ স্বাধীন ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সমর্থ হইলেন; যৌবনোচিত আচার ব্যবহারও শিক্ষা দীক্ষার অবসর পাইলেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতিও সম্রাটের আসক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ দুইজন চীনার নিকট তিনি ইংরেজী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। কোয়াংশু পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে শিখিলেন; পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুকরণে আসক্তিবান্ হইলেন। এই সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট্ কোয়াংশুকে, আপন স্বামীর একখানি জীবন-চরিত উপহার প্রেরণ করেন। সম্রাট্ চীনা-ভাষায় সেই গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়া লন। এই সকল নানা উপায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার আস্বাদন পাইয়া সম্রাটের চক্ষু খুলিল। তিনি বুঝিলেন, নব সভ্যতাকে সাদরে বরণ করিয়া না লইলে জগতের জীবন-সংগ্রামে চীনের স্বাধীনতার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি "সংস্কার সংস্কার" করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

'সংস্কার সংস্কার' করিয়া ব্যাকুল হইয়া সম্রাট্ কোয়াংশু 'কাং-যু-ওয়ে' নামক ক্যাণ্টনের সমাজসংস্কারকদলের জনৈক নেতাকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর যে দুই পত্র লিখিলেন, তাহাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, এই কাং-যু-ওয়েই আবার এখন সম্রাটের প্রধান সচিব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্রাট্ কোয়াংশু তাঁহাকে জানাইলেন—"বৃদ্ধা মহারাণী আমার উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক। পাশ্চাত্য সভ্যতালোক বিস্তারে আমি যতই দেশে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টা পাই, তিনি ততই তাহাতে অন্তরায় উপস্থিত করেন। তোমরা যাহাতে তাঁহার হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিতে পার, অগ্রে তাহারই উপায় কর। তাহার পর দেশের সংস্কারসাধন যাহা কিছু আবশ্যক হয়, আপনা আপনিই সম্পন্ন হইবে।" সম্রাট্ আরও সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন,—বৃদ্ধা মহারাণীর পক্ষ-সমর্থনকারী ব্যক্তিগণকে কি উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র সংসার হইতে সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। নয় বৎসর কাল সময়ে সময়ে সম্রাট্কে সাবধান মাত্র করিয়াই মহারাণী বিরত ছিলেন; কিন্তু কোয়াংশু ক্রমেই বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলা রাণী মনে করিলেন, পাশ্চাত্য প্রভাব যদি দিন দিন এই দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহা হইলে চীনের মঙ্গল নাই। তাঁহার ধারণা হইল, প্রথমে ধর্ম্মদীক্ষা ও ভাষা ভাব; ক্রমে আচার ব্যবহার কর্ম্ম এবং পরিশেষে রাজ্য পর্য্যন্ত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য-প্রভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! বিশেষতঃ ক্যাণ্টনের সংস্কারকদলের নেতাকে কোয়াংশু যে পত্র লিখিয়াছেন এবং তলে তলে তিনি মহারাণীর দলভুক্ত লোকজনের যে গুপ্ত-হত্যার চেষ্টা পাইতেছেন,—এই সংবাদ যখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন আর মহারাণী কোনক্রমে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মহারাণীর সদ্ব্যবহারে, অপিচ সুকৌশল প্রভাবে, সৈন্য তাঁহার অনুরক্ত ছিল। মহারাণীর আদেশে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে সেই সেনাদল আসিয়া সহসা সম্রাটের আবাস-ভবন আক্রমণ করিল। সম্রাট্ কোয়াংশু প্রকারান্তরে বৃদ্ধা মহারাণীর হস্তে বন্দী হইলেন। পরদিন সম্রাটের স্বাক্ষরে 'পিকিং গেজেটে' রাজকীয় ঘোষণা-পত্র প্রকাশ হইল,—"সম্রাট্ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত, উত্থানশক্তি-বিরহিত! বৃদ্ধা মহারাণীই সুতরাং আপাততঃ সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" সংস্কারের আশা-ভরসা সকলই লোপ পাইল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে বৃদ্ধা মহারাণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কম ছিল, তাহা নহে। মহারাণীর পুত্র টুংচি সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত বরাবরই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অটুট ছিল। সম্রাট্ কোয়াংশু স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার পাঁচ বৎসর পরে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) বৃদ্ধা মহারাণী যেবার ষাট বৎসর বয়সে উপনীত হন, তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে পিকিং গেজেটে, রাজকীয় ঘোষণাপত্রে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছিল,—"বৃদ্ধা মহারাণীরই অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে, চীন-সাম্রাজ্যে ও রাজ-পরিবারে শান্তি বিরাজমান আছে।" তৎপরে তাঁহার প্রতি-পত্তির কথা তো কাহারও আর অজ্ঞাত নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'বক্সার'-বিদ্রোহের দুর্দ্দ-বাত্যাবিঘোরে চীন-সাম্রাজ্যের শাসন-তরণী যখন অতিমাত্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; মহারাণী তখন যেরূপ অদম্য-সাহসে সে তরণীর কর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার আর তুলনাই নাই। সাত সাতটী প্রবল বৈদেশিক শক্তি সে সময়ে চীনের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। সংবাদপত্র তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল,—"সংস্কার-সাধনে বাধা প্রদান এবং পাশ্চাত্য জাতি সমূহের উচ্ছেদ সাধন, উভয় উদ্দেশ্যে, বৃদ্ধা মহারাণীর উত্তেজনায় চীনে এই বক্সার-বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে।" ফলতঃ তখন দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল,—বুঝি বা শক্তিপুঞ্জ মিলিয়া এইবার চীনকে টুকরা টুকরা ভাগ করিয়া লইলেন। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারও সেইরূপ গুরুতর হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিল বটে! কিন্তু মহারাণী পুরুষোচিত বিক্রমে, সে বিপ্লবে চীনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সঙ্কটে মহারাণী শক্তিপুঞ্জকেও শান্ত করিয়াছিলেন, 'বক্সার'—বিদ্রোহও থামাইয়া দিয়াছিলেন; পরন্তু চীনাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতির প্রতি বিদ্বেষের ভাবও বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তার পর, চীনারা এতকাল যে

'আফিঙের মৌতাতে 'জিম' হইয়াছিল, বৃদ্ধা মহারাণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে, চীনাদের সে মাদকতাও অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছিল। চীনে আফিঙের চাষ ও চীনাদের অহিফেনসেবন বন্ধ করার আন্দোলন,—বৃদ্ধা মহারাণীরই দূরদর্শিতার ফল বলিলেও বলা যাইতে পারে। মহারাণী বুঝিয়াছিলেন—এভাবে নেশায় ভোর হইয়া থাকিলে, চীনের আর রক্ষা নাই। তাই তিনি মাদক-সেবন সম্বন্ধে চীনে কঠোর বিধিবিধান প্রবর্ত্তনার সূচনা করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা-মহারাণী ইহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি—তাঁহার তেজোগর্ব্ব-গাম্ভীর্য্যের দীপ্তি—এখন পৃথিবী ছাইয়া আছে। তাঁহার ন্যায় প্রতিভা-শালিনী তেজস্বিনী রমণী, ইহসংসারে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করে; অতি অল্পই বিকশিত হয়। ঐতিহাসিকগণ, কেহ কেহ, চীনের এই বৃদ্ধা মহারাণীর সহিত তুলনীয় পৃথিবীর অন্যান্য কতকগুলি প্রতাপশালিনী রাজরাণীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেই সকল রমণীগণের মধ্যে রুশিয়ার ক্যাথারাইন," ইংলণ্ডের 'এলিজাবেথ' এবং ভারতে 'নুরজাহান' প্রভৃতির নাম উল্লেখ হয়। হইতে পারে,—ঐ সকল রাজরাণীগণের সহিত বৃদ্ধা মহারাণীর কোনও কোনও বিষয়ে চরিত্র-গত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু একটী বিষয়ে চীনের এই বৃদ্ধা মহারাণী, ঐ সকলের উপরে স্থান পাইবার অধিকারিণী; সেটি তাঁহার সতীত্ব-গৌরব। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বৃদ্ধা মহারাণীকে নরহন্ত্রী পিশাচী-রূপে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহার নারীধর্ম্ম—সতীত্ব সম্বন্ধে কেহই কখনও কোনও সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

সম্রাট্ কোংয়াশু ও বৃদ্ধা মহারাণীর মৃত্যুর পর কোংয়াশুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স চুন-এর দুই বৎসরবয়স্ক পো-ওয়েই চীনের সম্রাট্-পদ অভিষিক্ত হইয়া[illegible] প্রিন্স চুন নাবালক সম্রাটের অভিভাবক রূপ রাজ্য [illegible] করিবেন।

ইন্দু।

স্নিগ্ধ গগন কোলে সন্ধ্যা অবসানে,
ছড়ায়ে নীরবে শুভ্র লাবণ্যের রাশি,
কে তুমি গো ধীরে ধীরে এ বিশ্বের পানে
সলাজে নয়ন তোল মৃদু মন্দ হাসি?
নিষ্কাম তাপস সম জগতের হিত
চাহ কি সুদূরে থাকি মেঘের উপর?
জাগাও নিখিল বিশ্বে আনন্দ-সঙ্গীত।
এ ধরার একমাত্র শান্তির নির্ঝর!
কখনো অদৃশ্য হও কখনো প্রকাশ!
কভু ক্ষীণ কভু পূর্ণ কি মধুর ভাব!
দেখাও কি জীবগণে আশার বিকাশ?
পেয়েছ কি দেবতার করুণ স্বভাব?
চেয়ে থাকে তোমা পানে ক্ষুদ্ধ ম্রিয়মাণ
প্রসন্ন উজ্জ্বল কান্তি হে চির সুন্দর,
রজনীর অন্তরালে কত সে পরাণ!
ঢাল কি সে সব চিতে সুধা নিরন্তর?
তুমি কি কল্যাণপ্রার্থী জীব জগতের,
বুঝিয়া রহস্যময় ভাষা হৃদয়ের
মর্ম্মের মিটাও আশা! হে মনোমোহন,
বিধাতার পরে কি গো পেয়েছ আসন?

শ্রীসুশীলা রা[illegible]

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367

চতুর্থ ভাগ। পৌষ, ১৩১৫। ৯ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	বর্ত্তমান সভ্যতার একপিঠ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র[illegible] গুপ্ত ...	১৯৩
২।	সুজাতা	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	১৯৫
৩।	পরীক্ষা	...	১৯৬
৪।	সাধ্বী-চরিত্র	শ্রীমতী সরলা মজুমদার ...	১৯৯
[illegible]	লক্ষ্মী [illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible] ...	২০১
৬।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ...	২০৪
৭।	রমনীর কার্য্য	শ্রীযুক্ত অ[illegible]লাল গুপ্ত ...	২১০
৮।	দেশের কথা	...	২১৪

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

সুরমা

সুরমা প্রেমোপহারের কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোহিনূর। কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য, অতি মনোহর। যেমনি যত তৈল আছে—তার মধ্যে "সুরমা" যেন কোহিনূর। কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর, গুণে অতুলনীয়, আর তৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু সনির্বন্ধ অনুরোধ, একবার সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদিনী কিনা? রমণী [illegible] কেশ[illegible] সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমেয় কিনা? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, ইহা অতুলনীয় কিনা?

সত্য সত্যই, সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৮০ [illegible] আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸০ তের আনা।

সর্ব্বজন প্রশংসিত এসেন্স।

রজনী-গন্ধা। রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ কোমল। এই কমনতাই রজনী-গন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী। সাবিত্রী সাবিত্রী চরিত্রের মতই পবিত্র পদার্থ।

সোহাগ। আমাদের সোহাগ এসেন্স, সোহাগের মতই চিত্তাকর্ষক।

মিলন। "মিলনের" মিলনের মতই মনোরম।

রেনুকা। আমাদের [illegible] বিলাতী কাশ্মীরী বোকে [illegible] উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

মতিয়া। আমাদের [illegible] সৌরভে বিলাতী জেসমীনের [illegible] পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৮০ আনা। ছোট ৷৷০ আট আনা। প্রিয়জনে প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট [illegible] শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি [illegible] বার আনা, ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ৷৷০ আট আনা। মাশুলাদি ।৵০ পাচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব খস্‌খস্ প্রভৃতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা [illegible] বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় [illegible] আনা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম [illegible] খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস।

[illegible] নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

[৪]র্থ ভাগ। | পৌষ, ১৩১৫। | ৯ম সংখ্যা।

বর্ত্তমান সভ্যতার এক গতি।

[ব]র্ত্তমান সভ্যতার দুই প্রকার গতি দেখা যাইতেছে। [১ম] গতি অন্তর্মুখীন এবং ২য় গতি বহির্মুখীন। জ্ঞান ও [ধর্ম্মে]র বিষয়ে মানুষ কিসে গভীর হইবে, কিসে প্রকৃত [তত্ত্ব] ধরিতে পারিবে, হৃদয় ও মনের বিকাশ সাধনের [প্রকৃত] প্রণালী কি, বিশ্ববিধাতার কোন্ কোন্ বিধানের [...]নের মধ্যে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, এবং সে গুলির [...] আমাদের সম্বন্ধই বা কি, প্রভৃতি প্রশ্ন বর্ত্তমান [...] [...] [...]ক্তিদিগের চিন্তা এবং [...]দিকে আমাদের যাছে এবং তাহার ফলস্বরূপ [...]নয়ত নূতন নূতন তত্ত্ব সকল প্রকাশ পাইতেছে। [...]র, সমস্ত মানবজাতির অতীত ইতিহাস, [...] [...] জ্ঞানবিজ্ঞানও ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস প্রভৃতি [...] হইয়া এ[...] তাহ[...] [...]ত প্রকৃত সত্য [...] করিয়া, এই সমস্ত মানবের প্রকৃতিগত একতার মূল প্রাপ্ত হইবার জন্য কত International Congress (আন্তর্জাতিক মহাসমিতি) প্রভৃতি হইতেছে। এ সকলেরই সুস্পষ্ট গতি হইতেছে অন্তর্মুখীন; বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, অবজ্ঞাত এবং অজ্ঞাত মানবসমাজের অংশসমূহ একত্র সমাবেশ করা। এই অন্তর্মুখীন্ গতির কথা আজ কিছুই বলিব না। আজ বহির্মুখীন গতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সভ্যতার বহির্মুখীন্ গতিটা কি? জীবনের কেন্দ্রীভূত যে সকল বিষয়, অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের সহিত যোগ না থাকিলে জীবনের মূল ঠিক থাকে না, সেই সকল বিষয় হইতে যাহাতে হৃদয় ও মনকে সরাইয়া লয় এবং অপেক্ষাকৃত অসার বিষয়ের পশ্চাতে ছুটাইয়া হৃদয় মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় তাহাই বহির্মুখীন গতির যন্ত্র। যাহা মানুষকে মানুষ হইতে দূরে লইয়া যায় তাহার মত মানুষের শত্রু বোধ হয় আর কিছুই নাই। এই মানুষকে

মানুষ হইতে দূরে লইয়া যাওয়াটা ভাল করিয়া বোঝা প্রয়োজন। কয়েক জন মানুষের ঘর বাড়ী বা শরীর কাছাকাছি থাকিলেই কাছে থাকা হয় না, আবার ঘর বাড়ী অথবা শরীর দূরে দূরে থাকিলেই দূরে যাওয়া হয় না। একজন যখন অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয় তখন সে তাহার কাছে থাকে। সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া দুই প্রকারের। ১ম ব্যক্তিগত এবং ২য় সাধারণ ভাবে। এমন কত গ্রাম আছে যাহার নামও জানি না এবং সেখানে যাহারা থাকে তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না; কিন্তু এক দিন কাগজে দেখিলাম যে গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, আর অমনি তাহাদের জন্য চাঁদা দিলাম; ইহা অতি সাধারণ রকমের কাছে থাকা। ইহাতেও হৃদয় প্রসারিত হয়, কিন্তু সে অতি সামান্য। অপর জাতীয় কাছে থাকা হইতেছে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বাঁধনের সীমার মধ্যে থাকা। এই সম্বন্ধের বাঁধনের সীমার অন্ত নাই। আমেরিকা নিবাসী পুত্রের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া বঙ্গদেশে অবস্থিত মাতার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি যে সুরে বাজিয়া উঠে, কোন নিকটস্থ বন্ধুর সেরূপ হয়? আবার কত মাতা পিতা সন্তানের তত কাছে নহেন, তাহার দু একজন বন্ধু তদপেক্ষ অনেক বেশী কাছে। জন্মজাত সম্বন্ধও পরস্পরকে কাছে করিতে পারে না, যদি এই সম্বন্ধ ঠিক না থাকে। ইহা মানবপ্রকৃতির ভিতরকার কথা। এ এক আশ্চর্য্য বিধি। এই পথ দিয়া যে যত বাহিরে যায় সে তত ভিতরের সন্ধান পায়। এই সম্বন্ধের মূল হৃদয়ে—স্নেহ ভালবাসায়

বর্ত্তমান সভ্যতার যে পিঠের কথা আজ হইতেছে সে পিঠে এই হৃদয় জিনিসটার দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেই হয়। এপিঠে যতদুর যাই, দেখি মানুষকে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ হইতে, হৃদয় হইতে দূরে নিয়ে যাওয়ার দিকে গতি।

আমাদের হৃদয় মনের ও আত্মার বিকাশের জন্য, আনন্দের জন্য এই বিশ্বের বিধাতার কি বিপুল আয়োজন! অনন্ত আকাশের নীলিমা, ঊষার নব আভা, সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বৃক্ষ লতা পুষ্প ফল মূল, নদ নদী, পাহাড় উপত্যকা, জলরাশি ও পশু পক্ষী এবং সর্ব্বোপরি জনসমাজ ও গৃহ পরিবার—এ সকলের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকে অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা আ[illegible] যদি কোনও সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে এই সক[illegible] দ্বারা আমাদের হৃদয় মনে কোনও পরিবর্ত্তন বা আ[illegible] উদয় হইত না; এবং যদি আমাদের অন্য স[illegible] প্রয়োজন না থাকিত তাহা হইলে এ সম্বন্ধও থা[illegible] না। এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যে আমরা অনন্ত [illegible] বাঁধা রহিয়াছি তাহা সর্ব্বদাই আমরা অনুভব করি[illegible] সম্বন্ধ মাত্রেরই সাধন ও চর্চ্চা আছে—এবং [illegible] সারে হ্রাস বৃদ্ধি আছে। সাধনের অভাবে আমরা থাকিয়াও বিচ্ছিন্নের ন্যায় থাকি। স্বামী স্ত্রী, পিত[illegible] প্রভৃতি একত্রে বাস করি, নানা বাঁধনে বাঁধা আছি, জলস্রোতে কুটাগাছির মত কালস্রোতে আমরা [illegible] ভাবে ভাসিয়া চলিতেছি; সাধনহীন বলিয়া [illegible] ঘরে ঘরে সম্বন্ধের তেমন কোনও চিহ্নই দে[illegible] না। দুই নির্জ্জীব পদার্থ সহস্র বৎসর পা[illegible] থাকি[illegible] তাহাদের প্রেম হয় না, সম্বন্ধ হয় না। যে মানুষ অবস্থা এবং ঘটনার স্রোতের দ্বারা [illegible] হয়, নিজে চলে না, তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ [illegible] পারে না।

সম্বন্ধের সাধন ও চর্চ্চা আদান প্রদানে। [illegible] যেরূপ ব্যবস্থায় এই আদান প্রদানের পূর্ণ [illegible] [illegible] দেয়, সে ব্যবস্থা কখনও সুব্যবস্থা বলিয়া [illegible] [illegible]। বর্ত্তমান সভ্যতার এক দিক এইরূপ ব্য[illegible] পূর্ণ। এ দিকের সুবিধাও যথেষ্ট আছে অথচ দু[illegible] অন্ত নাই।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বাই[illegible] মোটরকার, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির কথা ভাবা [illegible] ঘোড়া, সহিস, কোচওয়ান, পাখাটানার চাকর প্র[illegible] পরিবর্ত্তে,—কতকগুলি জীবন্ত জীব ও মানুষের পরি[illegible] আসিল কয়েকটা কল মাত্র। একটা ঘোড়া গরুর [illegible] হাত দিয়া, তাহার হর্ষ বিষাদের সহিত নিজেকে [illegible] করিয়া, তাহার দৃষ্টি, তাহার কর্ণ ও পুচ্ছসঞ্চালন [illegible] প্রতি লক্ষ্য করিয়া হৃদয় মনের যে প্রসার ও বিকা[illegible] বিমল আনন্দ হয়, তাহা কি নির্জ্জীব কলের নাড়াচাড়া হওয়া সম্ভব? কলের নাড়াচাড়ায়ও জ্ঞানের প্র[illegible] এবং বাইসিকল এবং মোটরকারও মানুষের [illegible] করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ স্থাপিত [illegible] না। মানুষ এবং গৃহপালিত পশু পক্ষী, আদর স্নেহ ভালবাসা বোঝে, গ্রহণ করে এবং তাহা প্রকারে স্বীকার করে ও প্রত্যর্পণ করে। এই আদান প্রদান, হৃদয় মনে ঠেকাঠেকি এবং [illegible] ইহা জীবন্ত এবং বর্দ্ধনশীল, এবং ইহাই [illegible] সম্বন্ধ। এইরূপে অপর জীবনের ভিতর দিয়া মনের যে গতি তাহাই প্রকৃত বিকাশ ও উন্নতি। [illegible] জীবগুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া কতগুলি [illegible] দ্বারা বেষ্টিত থাকিলে ইহা হইতে বঞ্চিত হয়। অথচ কলে সুবিধা অনেক। জীবের [illegible]ারণার করিতে হইলেই, নিত্য নূতন চিন্তা [illegible]চিত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কারণ জীব যে [illegible]মৃত কল নহে। তাহাদের সুস্থতা অসুস্থতা প্রভৃতি তাহাদের বিশ্রাম ও পরিশ্রমের এবং [illegible] ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে হৃদয় ও মনের নূতন টান এবং চাপ পড়ে। অপর পক্ষে কল [illegible] যায় বটে, কিন্তু তাহা মেরামতের বাঁধা পথ [illegible] মানুষ এবং জন্তুর শরীররূপ যন্ত্রের সহিত হৃদয় [illegible] আছে, এবং এই হৃদয় মন ও দেহযন্ত্র এই [illegible]র সমষ্টির যে ধর্ম্ম তাহা প্রভু এবং ভৃত্যের [illegible]। এই ধর্ম্ম ও স্বভাবের একত্ব মানুষকে অধীনস্থ এবং জন্তুর সহিত অতি সূক্ষ্ম জটিল এবং [illegible]মনীয় বাঁধনে বাঁধিয়া রাখে। কলের সঙ্গে [illegible] এই স্বভাবের যোগ নাই। সুতরাং কল [illegible] মানুষের বাহিরের চিন্তাকে স্পর্শ করে, মেরামতের কয়েকটি যন্ত্র সঙ্গে আসিয়া দাঁড়ায়, অধীনস্থ জীবের শুভাশুভ মানবপ্রকৃতিকে স্পর্শ [illegible]

[illegible]দিকে আমাদের গৃহে গৃহে জীবের পরিবর্ত্তে [illegible] সংখ্যা বাড়িতেছে; অপর পক্ষে আমাদের সবই [illegible] ধরণের সাধারণের ব্যাপার (public) হইয়া [illegible]ছে। দান করিতে হইবে—তার জন্য বিভিন্ন ফণ্ড [illegible] স্বয়ং যে একজন ক্ষুধিত, তৃষিত অথবা বিপন্ন ব্যক্তিকে হাতে তুলিয়া কিছু দিব, সে অবসর, রীতি এবং প্রবৃত্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। যাহা কিছু করিতে হইবে, সবই public (সাধারণ) অথবা national (জাতীয়) করিয়া তুলিবার দিকে প্রবৃত্তি। এইরূপে মানুষও অতিমাত্রায় কলের ন্যায় হইয়া যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গেই personal অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও নিতান্ত স্বকীয় বলিয়া যে জীবনের কিছু আছে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অর্থদান, বিত্তদান, বিদ্যাদান, দেশের সেবা, সমাজসংস্কার এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ঐ এক public (সাধারণ) এর ছাঁচে ঢালিয়া একটা কলের ভিতর দিয়া সব করিবার দিকে প্রবৃত্তি। জীবনে জীবনে সাক্ষাৎ স্পর্শ হওয়ার সুযোগ নাই বলিলেই হয়। [illegible] কমিতেছে। এইরূপে গৃহের বাহিরের যত ব্যাপার, তাহাও বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোতে মানুষকে জীবনের কেন্দ্র হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার এই এক পিঠ।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

সুজাতা।

১

অনাথপিণ্ডদ সাধু সদা রহে ম্লান
পুত্র-বধূ সুজাতার তরে;
[illegible] ধনীর কন্যা গর্ব্বিতা মহান্
কাহারেও শঙ্কা নাহি করে।
না শুনে শ্বশ্রূর কথা, পতি নাহি মানে,
বুদ্ধেও করে না শ্রদ্ধা দান;—
কলহে তৎপরা অতি, কাটে তা'রি ধ্যানে
সারা রাত্রি, সারা দিনমান!
[illegible]ণিকের শান্তি-কুঞ্জে সে যেন গো হায়
জ্বালাময়ী অশান্তি-লতিকা;
[illegible] কেহ তার মুখ নাহি চায়
[illegible] তায় কিবা বিভীষিকা!

২

[illegible] বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হাতে
উপনীত পিণ্ডদের দ্বারে;

সুজাতা কলহ-রতা শ্বাশুরীর সাথে
হট্টগোল গৃহের মাঝারে!
অনাথপিণ্ডদে বুদ্ধ কহিলেন হাসি,
"হেথা এত কলরব কেন?
মনে হয় মেছুনীর মৎস্য রাশি রাশি
হইয়াছে অপহৃত যেন।"
সুধীরে বণিকবর সিদ্ধার্থের পদে
নিবেদিলা মরমবেদনা;
কেমনে বধূটী তাঁর পিতৃ-ধন-মদে
কাহারেও করে না বন্দনা।
সহসা মধুর স্বরে ডাকিলেন বুদ্ধ
"এস বৎসে সুজাতা হেথায়।"
তুমুল বাক্যের ঝড় মুহূর্ত্তেকে স্তব্ধ
সুজাতা সে চরণে লুটায়!

৩

সস্নেহে তাহারে ক'ন শুনগো সুজাতা
সপ্তবিধ আছয়ে কামিনী,—
কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডা, কেহ প্রিয়ম্বদা,
কেহ বা গো কর্কশ-ভাষিণী
কেহ বা সুশীলা অতি, কেহ সুগৃহিনী,
কেহ সখী কেহ বা সেবিকা,
তুমি কারে ভালবাস দিবস-রজনী,
কোন মত তুমি গো বালিকা?"
সুজাতা তখন তার মান-অভিমান
ভুলি কহে যোড়পাণি হয়ে—
"যে প্রশ্ন করিলে প্রভো, হল না গেয়ান
পুনঃ মোরে কহ বুঝাইয়ে।

৪

সিদ্ধার্থ কহেন পুনঃ—"কর অবধান
অসতী যে নিতান্ত চপলা,
করে না দয়িতে তার বিন্দু প্রেম দান
কলঙ্কিনী অধর্ম্ম অবলা।
এ হতে গো ক্রমে ক্রমে পূত ঊর্দ্ধ দিকে
বাঁধিয়াছে আরো ষড় স্তর,—
সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা জানে সে পতিকে,
তাঁরি কর্ম্মে নিযুক্ত তৎপর।
জানে সে বিশ্বের মাঝে স্বামী বিনে আর
নাহি কিছু পরম রতন;
এ সবার মাঝে অয়ি বালিকা আমার,
বল তুমি কাহার মতন?

৫

সুজাতার চক্ষু হতে মোহ-যবনিকা
অকস্মাৎ দূরে গেল স'রে।
বুঝিল বৃথায় তার আত্ম-অহমিকা,
কাঁদি তাই কহিল কাতরে—
"পতিব্রতা সাধ্বী রূপে ভাবিও আমায়
ওগো দেব, ওগো ভগবান্,
অন্য কোনো নারী রূপে রহিতে ধরায়
নাহি করি কামনা কখন।"
সুজাতা জীবন নব লভিল এ হতে
চারি দিকে ব্যাপিল সুযশঃ,
সাধু সঙ্গে কি মহিমা! হইল চকিতে
মরুভূমি উর্ব্বর সরস!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পরীক্ষা।

(৩)

এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, ভালবাসিয়াই তাহারা সুখ, বিশ্বাস ও নির্ভর তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। মীনাবাই এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিলেন। যাঁহারা জানিতেন, সোরাবজির চরিত্র কত উন্নত, তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ; তিনি সোরাবজিকে প্রাণভরা ভালবাসা দিয়াই সুখী হইতেন। সোরাবজি তাঁহাকে যে আদর যত্ন করিতেন তাহাতেই তিনি তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে হয়ত বুঝিতে পারিত, মীনার প্রতি তাঁহার ভালবাসার মধ্যে একটা আবেগ-হীনতা, কেমন একটা শ্লথতা রহিয়াছে। যাহা অনুভব করিয়া সোরাবজি আপনাকে পত্নীর

অপরাধী মনে করিতেন। মীনার প্রথম সন্তান যখন গর্ভে গ্রহণ করিল তখন মীনার মনে হইল, তাঁহার সুখের পাত্র যেন পূর্ণ হইয়াছে। সোরাবজিও খুব আনন্দিত হইলেন কিন্তু মীনাবাইকে পত্নীর প্রাপ্য অবিভক্ত প্রেম দিতে পারিতেছেন না বলিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি তীব্র অনুতাপ অনুভব করিতেন। তিনি দেখিতেন, কত সময় তাঁহার মন হীরাবাইয়ের চিন্তায় অভিভূত হয়; তবু তিনি প্রাণপণে আপনার হৃদয়কে স্ত্রীর নিকট সম্পূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। হীরাবাইয়ের চিন্তা যাহাতে মনে আসিতে না পারে তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন।

মীনার পুত্রের জন্মের দুই বৎসর পর তাঁহার একটী সুন্দর কন্যা জন্মিল। পুত্রটীর আকৃতি এবং প্রকৃতি পিতার মত, কন্যাটীর আকৃতি মীনার মত হইল। স্বামী ও পুত্রকন্যা লইয়া মীনার দিন অতি সুখেই কাটিতে লাগিল।

মীনার কন্যার বয়স যখন এক বৎসর তখন সে ডিপ্‌থেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। ক্ষুদ্র শিশু রোগের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিল কিন্তু রোগ ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। মীনা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মেয়েকে বুকে করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যে রাত্রে পীড়া সঙ্কটাকার ধারণ করিল সেই রাত্রে ডাক্তার সমস্ত রাত্রি সোরাবজির বাড়ীতেই কাটাইলেন। মীনার নিজের স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া সোরাবজি শিশুর শুশ্রূষার জন্য একজন nurse বা সুশিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু মীনা তাহা শুনিলেন না, তিনিও সারা রাত্রি শিশুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইলেন। প্রাতঃকালে ডাক্তার মীনার চেহারা দেখিয়া ভীত হইলেন। রাত্রি জাগরণের পর তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, "এর পরে দেখতেছি আপনাকে নিয়াই বিব্রত হইতে হইবে।" মীনা বলিলেন, "মহাশয়, আমার কথা এখন থাক্‌, আমার বাছা না বাঁচিলে যে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাছা আমার রক্ষা পাইবে ত?" ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, তাহার বিপদ কাটিয়া গেল, এ যাত্রা রক্ষা পাইবে।" মীনা আশ্বস্ত হইয়া শয়ন করিতে গেলেন, এই কয় দিনের পরিশ্রম ও উদ্বেগে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। বিকালে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, মীনাবাই কঠিন ডিপ্‌থেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন।

কন্যার অসুখের পূর্ব্বে সোরাবজি বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার পত্নীর ভালবাসিবার শক্তি কি অসীম। অক্লান্ত ভাবে শিশুটীর যত্ন ও স্বামীকে সকল প্রকার দুর্ভাবনা ও শ্রম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আকুল প্রয়াস দেখিয়া সোরাবজি বুঝিলেন, তিনি কি অমূল্য স্ত্রীরত্নের অধিকারী হইয়াছেন। আর একথাও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন, যে এমন নারী-রত্নের উপযুক্ত স্বামী হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।

পত্নীর অসুখ সংবাদে সোরাবজি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি ডাক্তারকে বলিলেন, "মহাশয়, রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় ত? তিনি সারিয়া উঠিবেন ত! সিবিল সার্জ্জনকে ডাকিব কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমিও তাই বলিতে যাইতেছিলাম। একবার তাঁহাকে ডাকিলে ভাল হয়।" সিবিল সার্জ্জনের জন্য লোক পাঠান হইল।

সোরাবজির হৃদয় দমিয়া গেল। তিনি ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন আকুল প্রার্থনা জন্মে তিনি আর কখনও করেন নাই। এবার ঈশ্বর মীনাবাইকে রক্ষা করুন, তিনি তাঁহার উপযুক্ত হইবার জন্য আরো চেষ্টা করিবেন।

ডাক্তার সাহেব আসিলেন, রোগীকে দেখিয়া পারিবারিক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিলেন, তার পর সোরাবজিকে ডাকিলেন। ডাক্তারের কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, এ যাত্রা একে রক্ষা কর, তা না হলে আমিও বাঁচিব না।" তার পর তিনি ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বলুন, কোন আশাই নাই কি?" সাহেব বলিলেন, "অবশ্য আপনি আমার নিকট সত্য কথাই শুনিতে চান, রোগীর জীবনের আশা অল্প; তবে যতক্ষণ প্রাণ আছে আমরা চেষ্টা করিব, চিকিৎসায়

যতদূর সাধ্য, হইবে। মানিকজি বোধ হয় এখন বোম্বাই আছেন, তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিন।" রোগীর অবস্থা খারাপ বুঝিতে পারিয়া পারিবারিক চিকিৎসক সোরাবজিকে না জানাইয়া পূর্ব্বেই মাণিকজিকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

কিছুতেই কিছু হইল না। শারদ সৌন্দর্য্যে পৃথিবী যখন হাসিয়া উঠিল, মাণিকজির সংসারে, সোরাবজির হৃদয়ে শোকের কালিমা ঢালিয়া দিয়া মীনা স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন।

বানাহত বিহঙ্গের ন্যায় সোরাবজি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সকলে বলিয়া কহিয়া দুই সপ্তাহের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সোরাবজির হৃদয়ে শান্তি মিলিল না। তাঁহার মন তাঁহার মাতৃহীন শিশু দুটীর নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। শিশু দুটীকে বুকে করিয়া, তাহাদের সেবা করিয়াই তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। কিন্তু মার জন্য যখন তাহারা কাঁদিত, সোরাবজির বুক ফাটিয়া যাইত।

(৪)

সোরাবজির কালিকট ত্যাগের পর ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে। হীরাবাই তাঁহার মাতার সঙ্গে সেই উদ্যানবাটীতেই বাস করিতেছেন। তাঁহার আকৃতিতে এখন আর সেই স্বাভাবিক তরুণতা নাই, বয়সের অধিক পক্বতা দেখা দিয়াছে। সুন্দর চঞ্চল আনন্দপূর্ণ চক্ষু দুটীতে গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আত্ম-বিসর্জ্জন-জনিত একটা দেবভাব, একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাঁহাকে যেন আরো মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছে।

সোরাবজির সহিত তাঁহার সেই শেষ সাক্ষাতের পর তাঁহার নিকট আরো অনেকেই বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অনুপযুক্ত পাত্র নহেন। কিন্তু হীরাবাই সকলকেই বলিয়াছেন, 'আমি কখনও বিবাহ করিব না, স্বামীকে দিবার মত প্রেম আমার হৃদয়ে নাই।' বলা বাহুল্য, সোরাবজির প্রতি তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই অবস্থায় অপরকে বিবাহ করা তিনি নিতান্ত গর্হিত মনে করিতেন। কিন্তু এই বিচ্ছেদ তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই, তিনি ভগব[illegible] ও লোকহিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রাণে পরম শা[illegible] অনুভব করিতেছিলেন। গ্রামের কোন বাড়ীতে [illegible] শোক বিপদ উপস্থিত হইলেই সেখানে হীরা[illegible] উপস্থিত হন এবং সাধ্যানুসারে রোগীর সে[illegible] শোকার্ত্তের সান্ত্বনা ও দুঃখীর দুঃখ দূর ক[illegible] চেষ্টা করেন। এই সকল কারণে গ্রামের সক[illegible] তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে।

হীরাবাইয়ের মাতা সোরাবজির সহিত কন্যার বিবা[illegible] ভঙ্গের কারণ কিছুই জানিতে পারেন নাই। [illegible] কন্যাকে বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী ও তৃপ্ত দেখিয়া [illegible] তাঁহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে [illegible] হইয়াছেন।

আবার বসন্ত আসিল, আবার হীরাবাইদের বা[illegible] ভরিয়া ফুল ফুটিতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে হী[illegible] বাই বাগানে ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় পশ্চাতে [illegible] শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সোরাবজি। [illegible]

"নমস্কার হীরাবাই, ভাল ত? আমাকে [illegible] আছে?" হীরাবাইয়ের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠ[illegible] তাঁহার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গে[illegible] তিনি বলিলেন, "আপনাকে শুধু ভুলি নাই নয়, [illegible] ভুলিব না।"

"তুমি দেখিতেছি আমাকে হঠাৎ দেখিয়া নিত[illegible] বিস্মিত হইয়াছ।"

"হাঁ, বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু সোরাব[illegible] আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি; ওপাড়ার একটী [illegible] বড় পীড়িত। এই ফুলগুলি তুলিয়া ডাক্তার আসি[illegible] পূর্ব্বেই তাঁর বাড়ীতে দিয়া আসিতে হইবে, ফুল[illegible] পাইলে তিনি বড়ই সুখী হন, আপনি ঘরে যান, [illegible] সঙ্গে কথাবার্ত্তা করুন, নমস্কার।"

সোরাবজি দেখিলেন, ছয় বৎসর পূর্ব্বে [illegible] প্রাতঃকালের ন্যায় হীরাবাই আজও তেমনি করিয়া [illegible] ভাবোচ্ছ্বাসকে অতি কষ্টে সংযত করিতে চেষ্টা কর[illegible]ছেন। তিনি হীরাবাইয়ের স্কন্ধে হাত রাখিয়া তাঁহার প্রেমপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"[illegible]মি দুটী কথা বলিতে চাই, তুমি কি আমার কথা [illegible]বে? হীরা, তোমার মায়ের প্রতি ভালবাসার জন্য [illegible]মাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি নিতান্ত অন্যায় [illegible]য়াছি। আমি তোমাকে যত দুঃখ যত কষ্ট দিয়াছি [illegible] সকল কি তুমি ক্ষমা করিতে পার? তুমি কি [illegible] পত্নী ও আমার শিশুদের মা হইবে? তোমার [illegible] কি আমারও মা হইতে অনুরোধ করিবে?— [illegible]মার মা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আমার পত্নীকেও [illegible]ইয়াছি।"

[illegible] হীরাবাইয়ের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল; অনুনয়পূর্ণ [illegible] সোরাবজির দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করি-[illegible] আপনি নিশ্চয় বলিতে পারেন, আমার মা আপনার [illegible] সমাদরে স্থান পাইবেন?"

[illegible] হীরা, আমার কথায় বিশ্বাস কর। আমি তোমার [illegible] ভালবাসিব এবং তোমাদের উভয়কে সুখী করিতে [illegible] তোমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত [illegible] চেষ্টা করিব। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং [illegible]ইকে বিবাহ করিয়া আমি উভয়েরই প্রতি অন্যায় [illegible]ছি; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে মীনা আমাকে ক্ষমা করিয়া [illegible]ছেন। এখন তোমাকে সুখী করিতে আমি [illegible] করিব। আমি নিশ্চয় জানি, আমারই জন্য আমার [illegible] দুটীকে তুমি ভালবাসিবে। আমি তোমাকে ও [illegible]মার মাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম, [illegible] তুমি আমাকে ও আমার শিশু দুটীকে গ্রহণ কর। [illegible] দুজনকে গ্রহণ করা হইবে, তোমার তিন জনকে [illegible] করা হইবে,—বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব-ভার [illegible]কেই শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে। হীরা, আমি এখন [illegible] বুঝিয়াছি।"

হীরা সোরাবজির হাত নিজ হাতে লইয়া বলিলেন, [illegible]ব, "ছয় বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে যেমন ভাল-[illegible] এখনও তেমনি ভালবাসি এবং সেই একই [illegible] এখনও তোমার স্ত্রী হইতে প্রস্তুত আছি। [illegible] তুমি আমার মাকে ও আমাকে গ্রহণ করিতে পার, [illegible]মার শিশু দুটীকে ও তোমাকে গ্রহণ করিবার মত [illegible] আমার হৃদয়ে আছে।"

হীরাবাইয়ের মাতা ইঁহাদের বিবাহ স্থির হইয়াছে শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সোরাবজিকে কত আদর যত্ন করিলেন, তিন জনে মিলিয়া কত আনন্দে সেই দিন যাপন করিলেন। কিন্তু হীরাবাইয়ের মাতা এই রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না, যে কেন বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছিল, আর এখন কেনই বা উভয়ে বিবাহে সম্মত হইলেন। সে দিন তিনি বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে সোরাবজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সোরাব, তোমাদের বিবাহ পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল কেন?" সোরাব বলিলেন, "মা, আপনার প্রতি আমার হিংসা হইয়াছিল, আমি আপনাকে আমাদের পরিবারে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার ভ্রম বুঝিয়াছি।"

(সমাপ্ত)

সাধ্বী-চরিত্র।

দেবী মুক্তকেশী।

এই জগতে যুগে যুগে কত শত নরনারী জন্মগ্রহণ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে বিধাতার মঙ্গল উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারে সিদ্ধ করিয়া স্বধামে চলিয়া যাইতেছেন।

কেহ বা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভা বিকীর্ণ করিতে করিতে মানবসমাজে জ্ঞান ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া অস্তমিত হইতেছেন, মানব-সমাজ ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাঁহাদের প্রভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। আবার কেহ বা নিস্তব্ধ নিশীথ-গগনের চন্দ্রমার ন্যায় নীরবে নিজ আলোকময় জীবনের মধুর জ্যোৎস্না ঢালিয়া যান, কেহ বা তাহা দেখে না, আবার কেহ কেহ সেই সুধা পান করিয়া স্বর্গ-সুখ ভোগ করে। আজ আমরা যাঁহার জীবনের দুই চারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাঁহার জীবন এইরূপই নীরব ও সুধাময় ছিল।

১২৬৭ শকে ২৫শে অগ্রহায়ণ হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটী গ্রামে দেবী মুক্তকেশী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা শ্রীগোপীনাথ মিত্র অতি সদাশয় ধর্ম্মপ্রবণ

ও দাতা ছিলেন। তিনি মুচ্ছুদ্দির কর্ম্ম করিতেন, তাহাতে মাসিক প্রায় সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন হইত। উপার্জ্জনের অধিকাংশই দোল দুর্গোৎসব ও দানাদি সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন।

দেবী মুক্তকেশী শৈশবেই মাতৃহীনা হন। মাতৃহীনা সন্তান বলিয়া তিনি পিতা পিতামহী ও পিতৃস্বসার বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন।

ইঁহারা দুইটী সহোদরা ভিন্ন গৃহে অন্য সন্তানাদি ছিল না, সুতরাং দুইটী কন্যা পুত্রনির্ব্বিশেষে আদরে লালিতা পালিতা হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যে জীবন মহৎ হইবে শৈশবেই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হয়। শৈশবে তাঁহার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

দশম বৎসর বয়সে তিনি বিবাহিতা হয়েন। সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা, কাজে কর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, এদিকে স্বামীগৃহে তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবার, বৃহৎ পরিবার। বিভিন্নপ্রকৃতি বহু লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন কিন্তু স্বাভাবিক সহিষ্ণুতাগুণে সকলই অম্লান চিত্তে বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে ধৈর্য্য ক্ষমা এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহাশিক্ষা এখন হইতেই আরম্ভ হইল।

বসন ভূষণ যথেষ্টই ছিল। শ্বশুরালয়ে সমবয়স্ক ভগিনীদের কাহাকেও কখন কোন বস্ত্র বা অলঙ্কার পরিধান করিতে দিলে আর তাহা ফিরাইয়া লইতেন না, তাহাকে তাহা একেবারে দিয়া ফেলিতেন। দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকার পক্ষে ইহা সামান্য মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।

যখন এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছিল তখন ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় সেই দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুক্তকেশী দেবীর বিংশতিবর্ষ বয়সে তাঁহার স্বামী ব্রাহ্ম-মণ্ডলী ভুক্ত হইলেন; তখন ইনিও প্রসন্নমনে স্বামীর অনুগামী হইলেন। শ্বশুরালয়ে তাঁহাকে এই জন্য অনেক নিপীড়িত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা অকাতরে বহন করিয়াছেন। কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ত্যাগ, দীনতা প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর দিন দিন সেই সকল সদগুণ বিক হইতে লাগিল।

তাঁহার স্বামী বিষয়সুখ বর্জ্জন করিয়া ব্রা প্রচারের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলেন। তদবধি ি ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইয়া পরো প্রত্যক্ষ ভাবে স্বামীর মহাব্রত পালনের যথার্থ হইলেন। ঘোর দারিদ্র্য দুঃখে পড়িয়াও এক জন্য তাঁহার মুখ মলিন হয় নাই। তিনি প্রসন্ন সেই সকল সাংসারিক অভাব দুঃখ বহন করিয়া ধৈর্য দীনতাগুণের আশ্চর্য্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দ্বারা যখন তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর এই মহৎ ব্রত গ্র সংবাদ দেওয়া হইল তখন তিনি আনন্দের স স্বামীর এই মহৎ পবিত্র ব্রত গ্রহণে হৃদয়ের পূর্ণ সা প্রকাশ করিয়া লিখিলেন, "তুমি আজ হইতে সাংসারিক বিষয় হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমিও কা বাক্যে তোমার অনুগামিনী হইব। সন্তানদিগের ও তাহাদের প্রতিপালনের ভার এই ক্ষুদ্র মস্তকে এই বিশেষ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যেন তোমার সহায় হইতে পারি।" সেই হইতে তিনি ক্রমে দ্বাদশটী সন্তানের জননী হইয়া নীরবে শান্ত গম্ভীর প্রীতি প্রফুল্লতার সহিত জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য প করিয়াছেন এবং অসাধারণ পরিশ্রম ও ক্লেশ স করিয়া আদর্শ গৃহিনী ও আদর্শ মাতার উন্নত দেখাইয়া গিয়াছেন।

তিনি শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না বটে কিন্তু সন্তান-পালনী রীতি চমৎকার ছিল। কঠোর শাস না, তাঁহার মিষ্ট ভর্ৎসনাই যথেষ্ট ফলপ্রদ হইত। ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছেন, কি কোন কোন সময় অন্নের সংস্থানও হইয়া উ তথাপি তাঁহার ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা বিচলিত হইত না। সামান্য আয়োজনে সংসার চালাইয়াছেন। নিজের দুঃখ গোপনে নিজেই বহন করিয়াছেন, অন্যকে দেন নাই, এমন কি তাঁহার পূজনীয় স্বামীকেও জানিতে দেন নাই—পাছে বা সংসারের চিন্তায় রে ক্ষতি হয়। সেই জন্য সন্তানদের প্রতি অবহেলা করেন নাই। তাহাদের শারীরিক তা যেমন রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের মনের শুদ্ধ-সেইরূপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যহ কালে সন্তানগুলিকে লইয়া নিয়মিত ঈশ্বরস্তোত্র সঙ্গীত ও সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিতেন। াজের অনেক লোক এই ভাবটী ইঁহার পরিবার গ্রহণ করিয়া উপকার পাইয়াছেন।

তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। সেবা করিতে নিজকে কত ধন্য মনে করিতেন। কত লোকের উপকার করিয়াছেন; তাঁহার অনেক বিষয়ে তা থাকা বশতঃ সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা । কিন্তু লোকের যে উপকার করিতেন তাহাতে প্রদর্শনের ভাব থাকিত না, অতি ধীর শান্ত ভাবে ন, যেন কেহ জানিতে না পারে। এ বিষয়ে তিনি ঈশার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দক্ষিণ করে বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে।

সারে থাকিতে হইলেই শোক দুঃখের হস্ত কেহ তে পারে না, মুক্তকেশীও উপযুক্ত পুত্র ও কন্যার কে দগ্ধ হইয়াছিলেন। উপযুক্তা মাতার উপযুক্ত ; কনিষ্ঠ পুত্রটী মৃত্যুশয্যায় ইহার প্রমাণ দিয়া ছে। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক পরলোকগমনের পূর্ব্বে গেল, "তোমরা কি কেহ পরলোক মান? বল এখন রোদন করিতেছ কেন? দেখ দেখ, আনন্দ-কি মধুময়। অন্তে সকলেই সেই অনন্তে মিলিবে, বিশ্বাস কর।" পুত্রগণের এই রূপ জলন্ত বিশ্বাস-বন যেন মাতাকে শোকে মুহ্যমান না করিয়া উর্দ্ধে দিয়াছিল।

ীনি জীবনে অনেক সুখ ও অনেক দুঃখ পাইয়া-কিন্তু এই সুখ তাঁর জীবনে দিবা ও দুঃখ রাত্রির কার্য্য করিয়াছে।

বয়সে তিনি উৎকট বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত পড়িয়াছিলেন। রোগের অবস্থায় শয্যাগত হইয়া াবস্থায়, বিশেষতঃ অনিদ্রায় যখন বড়ই কাতর হইয়া তেন তখন একাকী গভীর রাত্রিতে বসিয়া ঈশ্বর-স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনা সঙ্গীতাদি করিয়া যেন সেই বিষম ব্যাধিকে দূরে পরিহার করিতেন।

এই সময়ে সেই সাধ্বীর আত্মা পরমাত্মার জন্য এরূপ লালায়িত হইয়াছিল যে তাহা দেখিলে সংসারাসক্ত লোকেরও মোহ আসক্তি দূর হইয়া যাইত।

বাস্তবিকই এইরূপ সুখী পরিবার সঙ্গঠন করিয়া পরমাত্মাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া যিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে পারেন তাঁহার পক্ষে ইহলোকই স্বর্গ। সেই জীবনই ধন্য, সেই জীবনই অনুকরণীয়। ইহা চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করিতে থাকে। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন তাঁহার জীবনটী আদর্শ রাখিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে অপরাজিত চিত্তে সেই মঙ্গলময়ের আদেশ পালন করিয়া যাইতে পারি।

শ্রীসরলা মজুমদার।

লক্ষ্মীবাই।*

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের প্রাচীনা নায়িকা লক্ষ্মী বাই ঝান্সীর রাণী ছিলেন। এই ঝান্সী বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত। বুন্দেলখণ্ড শাহজাহান বাদশাহের রাজত্ব কালে মুসলমানের শাসনাধীন হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের পরাধীনতার নিগড় ছিন্ন হয়। শাহজাহানের পৌত্র বাহাদুর শাহের রাজত্বের প্রারম্ভে প্রমারবংশীয় ছত্রশাল অপূর্ব্ব পুরুষকার বলে বুন্দেলখণ্ডে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা ছত্রশাল সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য কালে ভাগ্যচক্র নিম্নগামী হয়; এই সময় বুন্দেলখণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় মুসলমান সর্দ্দার লোভপরতন্ত্র হইয়া তদীয় রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা

* সাতারা রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীশ প্রণীত লক্ষ্মীবাইয়ের জীবনচরিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "ঝান্সীর রাণী" এবং শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "ঝান্সীর রাজকুমার" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ছত্রশাল বার্দ্ধক্য নিবন্ধন নিজ বাহুবলে আততায়ীর বিষ-দন্ত ভগ্ন করিতে অসমর্থ হইয়া মহারাষ্ট্র রাজশক্তির সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। তদনুসারে বাজীরাও পেশওয়া সসৈন্যে বুন্দেলখণ্ডে উপনীত হইয়া মুসলমান সরদার-দিগকে দমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপদ্মুক্ত করেন। ইহাতে রাজা ছত্রশাল কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্যের একাংশ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করেন। ঝান্সী ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে ঝান্সীর বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ২০ লক্ষ মুদ্রা ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ঝান্সির কতিপয় পরাক্রান্ত ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুবাদার রঘুনাথ নিবালকর সুকৌশলে সমস্ত বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিয়া পেশওয়ার প্রীতিভাজন হন। পেশওয়া সন্তুষ্ট হইয়া চির কালের জন্য তাঁহার বংশে ঝান্সীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ হরি নিবালকর মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবরাম ভাউ ঝান্সীর শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ঝান্সীর সহিত ইংরাজ বাহাদুরের সংশ্রব ঘটিয়াছিল। শিবরাম ভাউর পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র রাম চন্দ্র রাও ঝান্সীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাম চন্দ্র রাও পিতৃপন্থার অনুসরণ করিয়া ইংরাজ বাহাদুরের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি পিণ্ডারীর দমন কালে ইংরাজ বাহাদুরকে নানা প্রকারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইহাতে তদানীন্তন বড়লাট বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর প্রীত হইয়া ঝান্সীতে দরবার করিয়া রামচন্দ্র রাওকে মহারাজাধিরাজ উপাধি দেন। মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রাও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এই কারণে তিনি পরলোকগত হইলে তদীয় পিতৃব্য রঘুনাথ শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। রঘুনাথের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও শাসনকর্তৃপদ লাভ করেন। লক্ষ্মী বাই গঙ্গাধর রাওএর সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

ইংরাজ বাহাদুর কর্তৃক পেশওয়া বাজিরাও রাজ্যচ্যুত হইলে মোরো পান্ত নামক এক জন রাজকর্ম্মচারী স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে কাশী গমন করেন। মোরো পান্তের পত্নীর নাম ছিল ভাগিরথী বাই। ভাগ-রথী বিবিধ কমনীয় গুণরাজিতে ভূষিতা ছিলেন। [illegible] পতিকে একটী কন্যারত্ন উপহার দেন। এই কন্যার [illegible] লক্ষ্মী বাই।

লক্ষ্মী বাইয়ের শৈশব কালে তাঁহার স্নেহময়ী জননী অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতঃপর পত্নীশোকা-তুর মোরো পান্ত কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চির[illegible] পূর্ব্ব প্রভু বাজি রাওএর নিকট গমন করেন। বি[illegible] পেশওয়ার প্রাসাদের অনতিদূরে মোরো পান্তের [illegible] ভবন অবস্থিত ছিল। পেশওয়ার পোষ্যপুত্র [illegible] সাহেব তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন। লক্ষ্মী বাই সময় [illegible] তাঁহার ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দিতেন। বস্তুতঃ [illegible] সাহেবের সাহচর্য্য বশতঃ লক্ষ্মী বাইয়ের রমণী[illegible] পুরুষোচিত শৌর্য্য-বীর্য্য উদ্ভুত হইয়াছিল। লক্ষ্মী [illegible] সাহেবের সঙ্গ গুণে অশ্বারোহণ ও তরবারি পরিচালনে অভ্যস্ত হন এবং বর্ণপরিচয় লাভ করেন।

লক্ষ্মী বাইয়ের বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে [illegible] ওয়ার সাগ্রহ মধ্যস্থতায় ঝান্সীর অধিপতি মৃতদার গ[illegible] রাও লক্ষ্মী বাইয়ের পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত [illegible] ইহার পর শুভদিনে মহা সমারোহে [illegible] গঙ্গাধর রাওএর সঙ্গে লক্ষ্মী বাইয়ের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহ বাসরে বর ও বধূর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি [illegible] কালে লক্ষ্মী বাই পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া বলি[illegible] ছিলেন, "ঠাকুর, দৃঢ় ভাবে [illegible] করিয়া গ্রন্থি [illegible] করিবেন।"

মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর রাজপ্রাসাদ শিশু সন্তানের অভাবে শ্মশানতুল্য ছিল। লক্ষ্মী বাই শুভ পরিণয়ের [illegible] পর কতিপয় বৎসর মধ্যে একটী পুত্র সন্তান [illegible] করিয়া রাজপুরী আনন্দকোলাহলে আন্দোলিত [illegible] তুলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই নবজাত রাজ[illegible] তিন মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হন। নি[illegible] গঙ্গাধর রাও প্রবীণ বয়সে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া [illegible] সীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহার [illegible] মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া শোকে জীর্ণ শীর্ণ [illegible] লাগিলেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিল। মহারাজ গঙ্গাধর বংশ [illegible]

[illegible] শাস্ত্রানুসারে যথারীতি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। [illegible] তিন দিন পরে তিনি পরলোকগত হইলেন।

বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ম্যালকম [illegible] মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর পোষ্যপুত্র গ্রহণ এবং মৃত্যুর [illegible] ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়া [illegible] ঝান্সী-সংস্থান গ্রাস করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। [illegible] সময় লর্ড ড্যালহাউসি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের [illegible] অধিপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরস্ব-অপহরণপটু [illegible] ড্যালহাউসি পর-রাজ্য হরণের এই সুযোগ দেখিয়া [illegible] আনন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি ঝান্সীর রাণী [illegible] লক্ষ্মীবাইয়ের নিমিত্ত বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি (১) [illegible] ধারণ করিয়া ঝান্সী-সংস্থান ইংরেজ রাজ্যভুক্ত [illegible] করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন। মহারাজ গঙ্গাধর [illegible] কর্তৃক গৃহীত পোষ্যপুত্র অসিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত [illegible]

[illegible] রাজদূত মেজর এলিস ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] ঘোষণাপত্র মহারাণী লক্ষ্মী বাইকে পরিজ্ঞাত করিলেন। [illegible] মনস্বিনী মহারাণী তাদৃশ ঘোর বিপদ্পাতেও অটল [illegible] রহিলেন। আস্তরণ-পটের অন্তরাল হইতে সক্রোধে বজ্র[illegible] গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মেরি ঝান্সী দেঙ্গে নেহি।" [illegible] লক্ষ্মী বাইয়ের এই উক্তিতে রাজপ্রতিনিধি স্তম্ভিত [illegible] হইলেন। ঝান্সী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল [illegible] বটে, কিন্তু এই অবমাননার রেখা বীরবালা বীরাঙ্গনার [illegible] হৃদয়ে গাঢ় রূপে অঙ্কিত রহিল।" (২)

লক্ষ্মীবাই ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় স্বকীয় মানসিক সন্তাপ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন। "তিনি রাত্রি চারিটার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি সমাধা পূর্ব্বক আড়াই ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজা অর্চ্চনা করিতেন। তদন্তর পোষাক পরিয়া রাজ বাটীর অঙ্গনে ৪।৫টা ঘোড়া দৌড় করাইতেন। এগারটা বাজিলে নিত্য নিয়মিত দানক্রিয়া করিয়া আহার করিতেন। ভোজনের পর তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত এক হাজার এক শত রাম নাম কাগজে লিখিয়া মৎস্যদিগের নিকট নিক্ষেপ করিতেন। সায়ংকাল হইতে রাণী আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন এবং কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখা করিতেন। পুরাণ পাঠ শ্রবণান্তে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া দেবপূজা করিতেন। প্রতি শুক্রবার উপবাস করিতেন এবং সূর্য্যাস্তকালে শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর দর্শনে নির্গত হইতেন। এই রূপে লক্ষ্মীবাই সাহেবা সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় গ্রহবৈগুণ্যের দিন ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন; কিন্তু সেই গ্রহ বৈগুণ্যের লাঘব হইতে না হইতেই অভিনব দুর্ভাগ্য দারুণ ভাবে তাঁহার পৃষ্ঠানুসরণ করিল।" (১)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সিপাহীগণ ইংরাজ বাহাদুরের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই বৎসরের জুন মাসে ঝান্সীস্থিত সিপাহীদলে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল। ইহাতে ঝান্সীর ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভীত হইয়া মহারাণী লক্ষ্মী বাইয়ের সাহায্যপ্রার্থনা করিলেন। মহারাণী প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনাদিগকে সাহায্য করিলে সিপাহীরা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বিপদগ্রস্ত করিবে; যাহা হউক আমি আপনাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" মহারাণীর ঈদৃশ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ইংরাজ-রমণীগণ রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সিপাহীরা ক্ষিপ্ত হইয়া হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভীত হইয়া ইংরাজ-রমণীদিগকে রাজবাটী হইতে আনয়ন করিয়া সকলে মিলিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ

(১) মহারাণী এই বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। [illegible] নিজের স্ত্রীধন দ্বারা [illegible] ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

(২) "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" হইতে উদ্ধৃত। মহারাণী লক্ষ্মীবাই রাজ্যচ্যুত হইয়া বিলাতে আপিল করিবার জন্য একজন [illegible] ও একজন বাঙ্গালীকে (বাঙ্গালীর নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) [illegible] প্রতিনিধি রূপে পাঠাইয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তিকে ৬০ হাজার টাকা [illegible] দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহারা বিলাতে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে কিরূপ [illegible] চেষ্টা করিয়াছিলেন, অথবা কোন প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না [illegible] তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লক্ষ্মীবাইয়ের অনেক দিন [illegible] পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার প্রতিনিধি [illegible] আন্দোলনের ফলে [illegible] বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ ন্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে ঝান্সী প্রত্যর্পণ [illegible] করিবেন

(১) ঝান্সীর রাণী।

করিলেন। মহারাণী লক্ষ্মী বাই এই বিপদ কালে তাহাদিগকে নানা প্রকার সাহায্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার আদেশে প্রতি রাত্রিতে তিন মণ গমের রুটী দুর্গস্থিত লোক জনের আহারের জন্য প্রেরিত হইত।

ইংরাজ রাজপুরুষগণ সপরিবারে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাতে সিপাহীরা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণের কিয়দ্দিবস মধ্যেই ইংরাজগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সন্ধির প্রার্থী হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাদের সন্ধির প্রস্তাবে বলিয়া পাঠাইল, "যদি আপনারা নিরস্ত্র হইয়া আত্মসমর্পণ করেন তবে আমরা আপনাদের জীবন রক্ষা করিব।" তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইংরাজেরা নিরস্ত্রাবস্থায় দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন, আর তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা সপরিবারে ইংরাজ-রাজপুরুষগণের হত্যা সাধন করিল।

অতঃপর সিপাহীরা রাজবাটীতে উপনীত হইয়া ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নিকট তিন লক্ষ টাকার দাবী করিল; কিন্তু তাঁহার কৌশলপূর্ণ বাক্যে প্রতারিত হইয়া অর্থের দাবি পরিত্যাগপূর্ব্বক দিল্লী ও নৌগাঙ্গ প্রভৃতি স্থানাভিমুখে ধাবিত হইল। সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলে মহারাণী লক্ষ্মীবাই সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া আপনার ভৃত্যবর্গ দ্বারা ইউরোপীয়গণের মৃতদেহ রীতিমত সমাধিসৎকার করিলেন এবং যে দুই একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক লুক্কায়িত হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। ১

(বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) আশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মার্টিন নামক একজন সাহেব এখনও আগ্রা নগরীতে বাস করিতেছেন। তিনি ঝান্সীর ইংরেজগণের বিপদ কালে লক্ষ্মীবাই কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের বর্ণনা করিয়া স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তত্রত্য হত্যাকাণ্ডে লক্ষ্মীবাইয়ের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

(৬)

পরীক্ষা।

নলিনী যখন মলিনার কাছে আসিলেন, তখন [illegible]তার মধ্যে একটা করুণার ভাব দেখিতে পাইলেন। কি করিবেন, তাঁহার কার্য্যের ফলই বা কি হইবে [illegible]দিন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মনে হইল যে এই সকল তিনি জানিতেন না। তিনি শুধু দেখিলেন, একটি [illegible]াগ্য, যাহারা মদের দোকানে আপনাদের মনুষ্যত্ব —যে উন্নততর জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে—আবার [illegible] করিয়াছে, তাহাদের 'গৃহ' বলিতে কিছুই নাই। ও মৃত্যুর গহ্বরে পড়িয়া যাইতেছে। এই [illegible]ভাগিনী হঠাৎ নলিনীর হাত হইতে নিজের হাত বালিকার হস্তস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে [illegible]ক ছাড়াইয়া লইল, এবং বলিল:—একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল—'মহাপুরুষেরা কি করিতে[illegible] "তুমি আমাকে ছুঁয়োনা। ছেড়ে দাও; আমার এই প্রশ্ন, আরও অনেকের ন্যায়, দিন দিন [illegible]র নেই! নরক আমার জন্য অপেক্ষা করছে।" ঐ জীবনের অভ্যাসে পরিণত হইতেছিল। [illegible] সে তাহার কম্পিত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মস্ত

মলিনার কাছে দাঁড়াইয়া তিনি চারিদিকে চা[illegible]তার দিকে দেখাইয়া দিল। সকলে হাসিয়া চারিদিকের দৃশ্য তাঁহার নিকট নিষ্ঠুররূপে সত্য [illegible]। মনে হইতে লাগিল। প্রথমেই তাঁহার স[illegible]লিনী তাহাকে ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"মলিনা! কথা মনে হইল। [illegible] সঙ্গে এসো। তুমি নরকে যাবে না। তুমি

তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়া ধীরভাবে বলিলে[illegible] সন্তান; তিনিই তোমাকে পরিত্রাণ করবেন।" "তোমরা যাও; আমার জন্য অপেক্ষা করো[illegible]" আমি এখানে আমার বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি।" [illegible]লিকা কাঁদিয়া উঠিল। নলিনীর সহিত সাক্ষাতের

'বন্ধু' এই বাক্যে নীলবসনা বালিকার বিস্ময়ে[illegible]তেই তাহার নেশা কতক ছুটিয়া গিয়াছিল। রোধ হইবার উপক্রম হইল। অপর বালিকা[illegible] নলিনী চারিদিকে চাহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। [illegible]—"নারায়ণ রাও কোথায় থাকেন?" তিনি

নলিনী বলিলেন—"যাও তোমরা! আমি তো[illegible]তেন নারায়ণ রাও কাছেই বাস করিতেন। সঙ্গে যেতে পারছি না।" অনেকেই তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিল।

গাড়ী আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল। [illegible] "এসো, মলিনা! আমার সঙ্গে চল।" তিনি তখনও দের মধ্যে একজন গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া বলিল—"আ[illegible] কম্পিত ক্রন্দনরতা বালিকার হাত ধরিয়াছিলেন —মানে—তুমি কি আমাদের সাহায্য চাও? [illegible] সে-ও এখন তাহার সমস্ত শক্তির সহিত তাঁহাকেই কি—" [illegible]ড়িয়া ধরিল।

"না, না! তোমাদের কোনও দরকার নাই।" দুই জনে নারায়ণ রাওএর বাসগৃহ অভিমুখে চলি-

গাড়ী চলিয়া গেল, এবং নলিনী তাঁহার অ[illegible]। এই দৃশ্য সে স্থানের সকলের মনে গভীররূপে সঙ্গিনীকে লইয়া একাকিনী রহিলেন। [illegible]ত হইল। কলিকাতার এক ধনীর দুহিতা এই

তিনি চারিদিকে চাহিলেন। অনেকের [illegible]রিত্রা রমণীর যত্ন লইতেছেন; ইহাতে মলিনাকেও সমবেদনা জাগিতেছিল। তাহাদের সকলের হৃদয় [illegible]হারা একটু সম্মান ও প্রশংসার চক্ষে দেখিতে লাগিল। পশুর ন্যায় নহে। পবিত্র শক্তি সে স্থানের কঠোর[illegible] পানমত্ত অবস্থা দেখিয়া তাহারা কতবার হাসি-অনেক কোমল করিয়া দিয়াছিল। [illegible] উপহাস করিয়াছে; কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা মলিনাকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহারা গাম্ভীর্য্য এবং বিস্ময়পূর্ণ প্রশংসার সহিত এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

নারায়ণ রাওএর বাসগৃহে যাইয়া নলিনী দেখিলেন, তাঁহারা গৃহে নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলেন, তাঁহারা ছয়টার পূর্ব্বে ফিরিবেন না।

এখন উপায় কি? নারায়ণ রাওএর পত্নী শ্রীমতী রমাবাইএর হস্তে ইহার ভার দিবেন, তিনি ইহাই ভাবিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর তিনি আর কিছুই ভাবেন নাই। নিতান্ত উপায়হীনের ন্যায় তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অবশেষে তাঁহার মনে এক চিন্তা আসিল, মলিনাকে বাড়ী লইয়া যাইতে বাধা কি? কেন এই গৃহহারা, হতভাগ্য প্রাণী তাঁহার নিজের বাড়ীতে আশ্রয় পাইবে না? 'মহাপুরুষেরা মলিনাকে লইয়া কি করিতেন?' মলিনাকে পুনর্ব্বার স্পর্শ করিয়া তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

"মলিনা, এসো। আমার সঙ্গে তুমি বাড়ী যাবে।"

মলিনা কম্পিতকলেবরে চলিল। নলিনী ভয় করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে তাহাকে এক পা নড়ানও কষ্টকর হইবে। কিন্তু সে কোনই বাধা দিল না।

তাঁহারা যখন গাড়ীতে উঠিলেন, তখন রাস্তা লোকে পূর্ণ। তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গিনীর প্রতি সকলের বিস্ময়-দৃষ্টি তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু মাতামহীর সহিত এখনি যাহা ঘটিবে সেই চিন্তায় তাঁহার মন ক্রমেই অভিভূত হইতে লাগিল। শ্রীমতী বিধুসুন্দরী রার মলিনাকে দেখিয়া কি বলিবেন?

মলিনা এখন প্রায় নেশামুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু এক প্রকার অবসাদে সে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। নলিনী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। সে অনেকবার ঢলিয়া পড়িতেছিল। গাড়ী যখন তাঁহাদের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া থামিল, কৌতূহলাক্রান্ত জনমণ্ডলী একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

নলিনী সেই সুরম্য অট্টালিকার উপরে আসিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ইহা আরামের, মুক্তির।

তিনি তাঁহার গৃহহারা সঙ্গিনীকে লইয়া গৃহে আসিয়াছেন, এখন যাহা হয় হো'ক, তিনি সকলি সহিতে প্রস্তুত।

শ্রীমতী বিধুসুন্দরী নলিনীর আগমন সংবাদে সেইস্থানে আসিলেন। নলিনী মলিনাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সে জড়িমার সহিত সেই চাকচিক্যময় গৃহশয্যার দিকে তাকাইতেছিল।

নলিনী দ্বিধাশূন্য ভাবে বলিলেন—"দিদি মা, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজনকে আমি এনেছি। এ কষ্টে পড়েছে, আর এর বাড়ী নেই। আমি একে, এখনকার মত, আমার কাছে রাখবার জন্য এনেছি।"

বিধুসুন্দরী প্রথমে তাঁহার দৌহিত্রী, তাহার পর মলিনার প্রতি বিস্ময়ের সহিত কটাক্ষপাত করিলেন।

তিনি রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি না বল্‌লে এ তোমার বন্ধুদের মধ্যে একজন?"

"হাঁ, আমি তাই বলেছি।" নলিনী, নারায়ণরাও তাঁহার সেই দিনকার উপদেশে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই মনে আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন—'দুঃখী, পাপীদের বন্ধু।' তিনি যাহা করিতেন, মহাপুরুষেরাও নিশ্চয় তাহাই করিতেন। বিধুসুন্দরী নলিনীর কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জান এ কি?"

"আমি জানি। এ অসহায়, পরিত্যক্তা, তোমার বলার দরকার নেই দিদি মা, আমি ভাল করেই জানি! এই মুহূর্ত্তেও এ উন্মত্ত। কিন্তু এও ঈশ্বরের সন্তান। আমি একে অনুতপ্ত হতে দেখেছি, আর আবার ভয়ঙ্কর পাপ এর পশ্চাতে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে, তাও দেখেছি। আর ঈশ্বরের কৃপায়, আমার মনে হয় আমি এর জন্য যতটুকু করতে পারি এর ততটুকুই মঙ্গল। দিদিমা, আমরা নিজেদের 'ব্রাহ্ম' বলি। এক গরীব অসহায় বালিকা গৃহহীন হয়ে পাপে ডুব্‌ছে আর আমাদের যথেষ্ট অপেক্ষাও বেশী আছে। আমি একে এখানে এনেছি আর এখানেই এখন রাখ্‌ব।"

রাগে বিধুসুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। রাস্তার একজন দরিদ্র স্ত্রীলোককে তিনি গৃহে স্থান দিবেন কি করিয়া? নলিনীর এইরূপ আচরণে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম নষ্ট হইবে যে। বিধুসুন্দরীর কাছে ধর্ম[illegible] ঈশ্বরের চেয়ে 'সোসাইটি' (সমাজ) অনেক বড়।

তিনি নলিনীর সামনেই দাঁড়াইয়াছিলেন। ম[illegible] স্কন্ধে হাত রাখিয়া নলিনী মাতামহীর মুখের দিকে [illegible] ভাবে চাহিলেন।

"তুমি তা করতে পারবে না নলিনী। এ[illegible] কোথাও পাঠাতে পার। এর সমস্ত খরচ দিতে পা[illegible]

"দিদিমা, আমি এমন কোন [illegible] দুঃখিত হব, যা'তে তুমি অসন্তুষ্ট [illegible] আজ রাত্রে এখানেই রাখ[illegible]

"তবে তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ কর। [illegible] এমন বাড়ীতে থাকতে পারি না যেখানে এ[illegible]

নলিনী তাঁহাকে পরের কথাটা উচ্চারণ করিতে [illegible] না।

"দিদিমা, এ বিষয়ে আমাকে [illegible] একে আমি তাড়াতে পারি[illegible] এ বিষয়ে[illegible] বা করতেন বলে বিশ্বাস করি, আমাকে [illegible] করতে হবে। সোসাইটি (সমাজ) যা বলুক [illegible] তা সহ্য করতে আমি প্রস্তুত আছি। সোসাইটি [illegible] দেবতা নয়।

বিধুসুন্দরী বলিলেন—"তবে আমি এ [illegible] থাকব না।" তাহার পর দ্রুতপদে গৃহের অপর [illegible] চলিয়া গেলেন এবং পুনর্ব্বার [illegible] আসিয়া [illegible] সহিত বলিলেন:—

"চিরদিন মনে রেখো একজন [illegible] অনুগ্রহ করতে গিয়ে তুমি তোমার দিদিমাকে [illegible] থেকে তাড়িয়েছ।" তাঁহার পর উত্তরের অপেক্ষা [illegible] করিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

নলিনী মলিনার সেবায় ব্যস্ত হইলেন। [illegible] তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। [illegible] নলিনী যে সময়টুকু কথা কহিয়াছিলেন সেই[illegible] মলিনা তাঁহাকে এমন করিয়া ধরিয়াছিল যে তাঁ[illegible] বেদনা হইয়াছিল।

দিদিমা চলিয়া যাইবেন কিনা নলিনী তাহা [illegible] পারিলেন না। দিদিমার প্রচুর অর্থ আছে; [illegible]

[illegible] এবং নিজের সংসার চালাইবার সামর্থ্য তাঁহার [illegible] আছে। তাঁহার জন্য নলিনী দুঃখিত হইলেন, [illegible]চিন্তিত হইবার কোন কারণ দেখিলেন না। তাঁহার [illegible] কথোপকথনের সময়টুকু মলিনার নিকট অত্যন্ত [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দিন রাত্রিকালীন [illegible]রের সময় বিধুসুন্দরী আসিলেন না। নলিনী [illegible]মার ঘরে গেলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখিতে [illegible] না।

[illegible]র আসিলেন। তিনি বলিলেন, [illegible] তাঁহার ভাইএর বাড়ীতে যাইতেছেন। পথে [illegible] হইয়াছিল, এবং তাঁহার [illegible] কারণ তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। [illegible] নলিনী এবং সুধীর বিমর্ষ অথচ উৎসাহপূর্ণ মুখে [illegible]র বসিলেন।

[illegible]—"দাদা, তুমি কি আমাকে দোষ [illegible] করেছি?" দাদার জীবনে কি [illegible] হইয়াছে তাহা তিনি বোধ হয় এই প্রথম [illegible] বুঝিতে পারিলেন।

[illegible] নলিনী, আমি তা মনে করি না। তুমি [illegible] মনে কর [illegible] উদ্ধারের জন্য তোমার [illegible] দরকার তাহলে তোমার ঠিক কর্ত্তব্য [illegible] নলিনি! আমরা এত দিন এই হতভাগিনীর [illegible] একবারও মনে না এনে [illegible] এই বিলাসিতাপূর্ণ বাড়ীতে আনন্দে [illegible]ছি। মহাপুরুষেরা নিশ্চয়ই এ অবস্থায় তুমি যা [illegible] তাই করতেন।"

[illegible] পরদিন নলিনী সুরেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। [illegible]নীর কথা অনুসারে মলিনার যাহা আবশ্যক সব [illegible] ঠিক করিয়া দিলেন। যত্ন, সেবা এবং [illegible] এখন তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক।

[illegible] ইতিমধ্যে, নারায়ণ রাও এর সভার সংগ্রামও চলিতে [illegible]। নারায়ণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী [illegible] করুণার পাত্রদিগের উপর অন্ন বিতরণ [illegible]তে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই [illegible]দিকের [illegible] সহিত সংগ্রামের পর ক্লান্ত [illegible] হইয়া এবং মলিনার ন্যায়, পূর্ব্বজীবনের অনন্ত স্মৃতিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহাদেরই চরণ জড়াইয়া ধরিল।

রবিবার মন্দিরের উপাসনার পর প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীরা পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইলেন। আচার্য্য আজও সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। আর সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

ইঁহারা সকলেই এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন. দিনের অধিকাংশ সময় কর্ম্মপথেই চলিতে হয়; কিন্তু ইহাদের জীবন কি শুধুই কর্ম্মময় হইয়া যাইতেছে? ভক্তিপথেও কি ইহারা অগ্রসর হইতেছেন না? মন্দিরের উপাসনার পরের এই সম্মিলনই ইহার উত্তর দিবে। এখন তাঁহাদের এখানকার কার্য্য শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ও আলোচনাতেই নিষ্পন্ন হইত না। কি গভীর প্রেম ও অনন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস লইয়া তাঁহারা এই স্থানে মিলিত হইতেন। কত সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে কাটিয়া যাইত, তাঁহারা কাহার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন? কখনও বা আকুল প্রার্থনায় অশ্রুজলে ভাসিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রেম ও প্রীতির বন্ধন তাহা দিন দিনই সুদৃঢ় হইতেছিল।

সেই দিন অরবিন্দ বাবুকে তাঁহার কাগজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন:—

"গত তিন সপ্তাহে দৈনিকের অর্থ সম্বন্ধে অনেক ক্ষতি হয়েছে। কত তা আমি বল্‌তে পারি না। আমি প্রতিদিনই গ্রাহক হারাচ্ছি।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"গ্রাহকেরা তাঁদের কাগজ বন্ধ করবার কারণ কি বলেন?" অন্য সকলে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন।

"অনেকে অনেক রকম কারণ বলেন। কেহ বলেন, তাঁরা এরকম কাগজ চান যা'তে সব খবর পাওয়া যায়, কেউ বলেন তাঁরা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কাগজ চান, 'দৈনিক' তাঁহাদের সে অভাব পূর্ণ করতে পারে না। দৈনিকের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা কমে যাওয়াতে। বিজ্ঞাপনদাতারা আর দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেন না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের [illegible] অবস্থা এখনও এমন হয় নাই যে মহাপুরুষদের

অনুমোদিত প্রণালীতে সংবাদপত্র সম্পাদন করিলে তা চল্‌তে পারে না; বরং আমি আরও সফলতার আশা করি। তবে আপাততঃ ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। আর সেই জন্যই আমি দৈনিকের সফলতা লাভ পর্য্যন্ত তাকে রক্ষা করতে আমার সমস্ত শক্তি এবং অর্থ দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন দেখছি আমার সমস্ত অর্থই নিঃশেষ হয়ে এলো। 'দৈনিকের' সফলতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি না; কিন্তু সফলতা লাভ পর্য্যন্ত তার জীবন সম্বন্ধে ঘোর সংশয় হয়েছে।"

নলিনী বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উদ্দীপনায় জ্বলিতেছিল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সকলেই নীরব হইলেন। সেই নীরবতার মুহূর্ত্তে তাঁহাদের তখনকার মনের ভাব যদি তাঁহাদের কাহাকেও বর্ণনা করিতে হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি এইরূপ বলিতেন—'আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আমরা যে কোন পার্থিব ক্ষতি এবং দুঃখের সম্মুখীন হই না কেন, এই গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির অকৃত্রিম সমবেদনা ও ভালবাসার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে আমরা সকলে এক—আমরা এক।'

অনেকেই তাঁহাদের নূতন পথের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিলেন। অনেক যুবক তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাপালন করিতে যথেষ্ট পার্থিব ক্ষতি ভোগ করিতেছিলেন।

অনেক পরিবারেই ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিষয়ই কেবল তাঁহারা প্রকাশ্যে বলিতে পারিতেছিলেন না। আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন, তিনি সপ্তাহ পূর্ব্বের সেই প্রতিজ্ঞা—যাহা শুনিতে সামান্য—এই সকল ব্যক্তি এবং তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির পরিবর্ত্তে ঘোর অসদ্ভাব ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়াছে।

অধ্যাপক আনন্দমোহন তাঁহার কর্ত্তব্যের পথে মানুষের মত চলিতেছেন; কিন্তু তাঁহাকেও এই ভার বহন করিতে কতবার ঈশ্বরচরণে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারই কৃপায় আজ ভারতসন্তান দেশের জন্ত স্বার্থ বলিদান করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আজ দেশের লোক মাতৃভূমির কল্যাণকামনায় হাসিমুখে কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে এবং আবশ্যক হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাঁহার কাজ তিনিই সমাধা করাইলেন।

রজনীমোহন দত্ত পূর্ব্ববঙ্গের এক জন ডেপুটি ম্যা[জি]ষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি শুনিলেন আনন্দমোহন এক জা[তীয়] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষ[কের] অভাব। রজনী বাবু বিদ্বান বুদ্ধিমান। তিনি তুচ্ছ ... ও পদমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া, দুঃখ, দারিদ্র্যের বো[ঝা] মাথায় তুলিয়া মায়ের আহ্বানে মায়ের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দমোহনের জা[তীয়] বিদ্যালয়ের এক প্রধান কাণ্ডারী মিলিল। ভারত-মা[তার] আরও অনেক সুসন্তান ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতীয় বিদ্যাল[য়ের] শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিলেন।

সে দিন সকলে অনেকরাত্রে গৃহে ফিরিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় অরবিন্দ বাবু 'দৈনিক ক[ার্য্যা]লয়ে' চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় ... চিঠি আসিল। একখানা খাম খুলিয়া তিনি চম[কিত] হইলেন। লেফাপাখানির মধ্যে একখানা পাঁচ হা[জার] টাকার নোট! একি! নোট কে পাঠাইল। ... অপর পৃষ্ঠায় দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—'দৈনি[কের] দীর্ঘজীবন কামনায় যৎসামান্ত উপহার।'

অরবিন্দ বাবু নোটখানি টেবিলের উপর রা[খি]লেন! অন্য কোন চিন্তা, অন্য কোন প্রশ্ন তখন তাঁ[হার] মনে আসিল না। তাঁহার শুধু মনে হইল ভক্তব[ৎসল] আশ্রিতের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি ... করিয়াছেন। এ তাঁহারই দান। তিনি করযোড়ে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন; উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে নীরব বা[ক্যে] দাতাকে ধন্যবাদ করিলেন।

নারায়ণরাওএর সভার সংগ্রাম বাড়িয়া চলি[ল]। তাঁহাদের চেষ্টায় মদের দোকানের ব্যবসায় ... বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। মদ্যবিক্রেতাদের অত্যন্ত ... হইতেছে। সুতরাং, তাহারা তাঁহাদের উপর প্র... অত্যাচার আরম্ভ করিল। এদিকে, আচার্য্য, অধ্যা[পক] প্রভৃতি অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্র[সর] হইলেন। তাঁহারা বলিলেন:—

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

'এই পাপ ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের লাভ। সুতরাং শে যাই বলুক, গবর্ণমেণ্ট এই পাপ ব্যবসায় বাড়া'তে চেষ্টা করবেই। তবে গবর্ণমেণ্ট নিজের কাজ করুক, আমরাও আমাদের কাজ করি। দেশে এর বিরুদ্ধে আগুণ জ্বাল্‌ব। সেই আগুণে এই পাপ পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। দেশের ভাইদের মন এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে। যারা শোনে না, পায়ে ধরে কেঁদে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইব। তারপর আমাদের সেই সমবেত শক্তি নিয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াব। গবর্ণমেণ্ট এই পাপের পোষক সত্য, কিন্তু বিক্রীর লাইসেন্স নেয় তো দেশেরই লোক? তাদের মন ফেরাতে হবে। এই প্রলোভন হ'তে তাদের বাঁচাতে হবে। এ বৎসর আর আমাদের কোন ভাইকে লাইসেন্স নিতে দেওয়া হবে না।'

এইরূপে তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিলেন। 'দৈনিক' এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দিন দিন দেশের লোকের মন ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে লাগিল। সকল লোক ক্ষেপিয়া উঠিল।

কলিকাতা সহরে আর এক শনিবারের রাত্রি উপস্থিত হইল। এই সপ্তাহের প্রতি রাত্রেই নারায়ণ রাও সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন, আজও করিবেন স্থির করিলেন।

প্রায় দশটার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল। নারায়ণ রাওএর অনুরোধে আজ আচার্য্য আসিয়াছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে তিনি একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি নারায়ণরাওএর আহ্বান তাঁহার হৃদয়ে এমন ভাবে আঘাত করিল যে তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। আজ অধ্যাপক আনন্দমোহন আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও এ স্থানে আসেন নাই। সুরেন্দ্রবাবু এবং সুধীর সরলা ও নলিনীকে লইয়া আসিয়াছিলেন; আর মলিনা! প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় সে কখনও নলিনীর সঙ্গ ছাড়িত না। সভার কার্য্য যতক্ষণ চলিতেছিল, সে নত মস্তকে নলিনীর কাছে বসিয়াছিল এবং সরলা যখন গাহিতেছিল :—

'অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বয়ে—,'

তখন তাহার চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছিল।

তাঁবু লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে বহু-লোকের জনতা এবং কোলাহল হইতেছিল, কিন্তু সরলার সঙ্গীত তাঁবুর ভিতর নিস্তব্ধ রাখিয়াছিল। অবশেষে তাহারাও অস্থির হইয়া উঠিল, নারায়ণ সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

আচার্য্য, অধ্যাপক, সরলা, নলিনী, মলিনা, সুধীর এবং সুরেন্দ্র বাবু একত্রে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়াই তাঁহারা অত্যন্ত কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা বুঝিলেন, কোলাহলকারীদের লক্ষ্যের বিষয় তাঁহারাই।

একজন কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মার, এইটে দলের সর্দ্দার।"

আচার্য্য বলিলেন—"আনন্দ, আমাদের অবস্থা কি বুঝ্‌তে পারছ? মেয়েদের কোন নিরাপদ জায়গায় রেখে আসা উচিত।"

অধ্যাপক গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তা ঠিক।"

এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি কর্দ্দম ও ইষ্টকখণ্ড আসিয়া পড়িল। সরলা, নলিনী ও মলিনাকে আড়াল করিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। মদ্যবিক্রেতারা তাহাদের প্রিয়বস্তু অপহারকের প্রধান দুই নেতাকে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল :—

"মার, মার।"

পর মুহূর্ত্তে প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড আসিয়া পড়িল। সুধীর লাফাইয়া সরলা, নলিনী এবং মলিনার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন এবং নিজে সমস্ত আঘাত সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা করিলেন।

আর তখনি হঠাৎ মলিনা কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। মদের দোকান হইতে—যেখান হইতে এক সপ্তাহ আগে মলিনা বাহির হইয়া আসিয়াছিল—এক ব্যক্তি ভগ্ন কাচখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল। আঘাত মলিনার মাথায় লাগিয়াছিল—সে মাটীতে পড়িয়া গেল। তৎ-

ক্ষণাৎ নলিনী আসিয়া তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিলেন। আনন্দমোহন হস্ত উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—

"থাম! তোমরা একজন স্ত্রীলোককে খুন করেছ!"

এই বাক্যে উন্মত্ত জনমণ্ডলী কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

মলিনার অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্র বাবু নতজানু হইয়া তাহাকে ধরিয়াছিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি কি?"

সুরেন্দ্র বাবু সংক্ষেপে বলিলেন "এখনই শেষ হয়ে যাবে।" মলিনা চোখ খুলিয়া নলিনীর দিকে তাকাইল এবং একটু হাসিল। নলিনী অঞ্চল দিয়া তাহার মুখের রক্ত মুছাইয়া দিলেন এবং অবনত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। মলিনা আবার হাসিল এবং পরমুহূর্ত্তে তাহার আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

রমণীর কার্য্য।

যে সকল মেয়েরা মোটামোটি এক রকম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য কি কি কাজ করিতে পারেন, সে বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। কারণ, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে শুধু যে পুরুষদের মনেই দেশের জন্য আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ ও শ্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়, সমাজের মাতৃস্বরূপিনী কল্যাণময়ী সেবাপরায়ণা নারীদিগের সুকুমার অন্তঃকরণে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থত্যাগের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোমলাঙ্গী নারীর পক্ষে দেশের কোন্ কার্য্যটি যে করণীয়, কোন্ কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে নারীর স্বাভাবিক লজ্জা ও হৃদয়ের করুণ ভাব রক্ষা পাইবে, অনেকে তাহাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। এজন্য জলবুদ্বুদের ন্যায় অনেক রমণীর মনের ইচ্ছা মনের মধ্যেই লয় হইয়া যায়।

কিন্তু আমি আশঙ্কা করিতেছি, আমার রচনার এই একটি মাত্র প্যারা পাঠ করিয়াই অনেক পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবে। তাঁহারা বলিবেন— "মেয়েদের ঘরকন্না, রান্নাবান্না, ছেলে মানুষ করা, ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করা;—এই রকম ত কত ক রহিয়াছে; সে সকল তুচ্ছ করিয়া বাহিরের কাজে দিবার দরকার কি? তবে যদি তাঁহারা একটু পড়া শিখিয়া হেঁসেলে গিয়া রান্না করাটা অসভ্যতা করেন, পাছে বা তাঁহাদের কোমল অঙ্গে কাঁটার লাগে, সেই জন্য ঘরকন্না করিতে ভয় পান, ছেলে করার কাজটা চাকরানীর উপর রাখিয়া দিতে চান, হইলে তাঁহাদের বাহিরের কাজে যোগ দেওয়াই ভাল

মেয়েরা ঘরকন্না এবং তাঁহাদের নিত্য-প্রয়োজ কাজগুলি ফেলিয়া যে, দেশের কাজে হাত দিবে এ রকম কুপরামর্শ দেওয়ার মত দুর্ব্বুদ্ধি আমাদে নাই। আর তা দিলেই বা মেয়েরা শুনিবে সত্য বটে লেখা-পড়া জানা মেয়েদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে যে, তাঁহারা ঘরকন্নায় মন দে কিন্তু কথাটা সত্য কি-না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ ত উহার মধ্যে অল্প কিছু সত্য আছে। তাহা থা সে জন্য শিক্ষার দোষ দেওয়া যায় না; বরং বলিতে কালের দোষ। এমনই সময় পড়িয়াছে যে, মা বিলাসিতা ও সুখস্পৃহাই বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই যাঁহার ঘরে টাকা আছে, দুই চারিটা চাকর চাক ও রাঁধুনী রাখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার বাড়ীর লেখা পড়া না জানিলেও রান্নাবান্নায় মন দে জানিলেও দেন না। তা ছাড়া গরীবের ঘরের লেখা পড়া জানিলেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কাজ করেন, না জানিলেও করেন। কাজেই দের লেখা পড়ার ঘাড়ে কোন দোষ চাপাইয়া যায় না। তবে এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, দের শুধু ঘরকন্না লইয়াই তৃপ্ত হওয়া উচিত, না সুবিধা শক্তি অনুসারে দেশের কোন মহৎ কার্য্য করিয়া যশস্বিনী হওয়া এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করা উ

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে বড় কঠিন, তাহা নয়। নারীদিগের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, তাহা ক হইবে, না করিলেই নয়; তেমনি গৃহে পুরুষদি কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে; প্রত্যেক পুরুষই সেই ল আবদ্ধ। কিন্তু পুরুষেরা শুধু যদি সেই পারি- ক কর্ত্তব্য শৃঙ্খলেই আপনাদের হাত পা বাঁধিয়া ন, দেশের কাজের দিকে একবার ফিরিয়াও না ন, তবে কে তাঁহাদের প্রশংসা করিবে? এ দেশে রকম লোকের সংখ্যাই অধিক; আমরা অনেকেই নাকে লইয়া ব্যস্ত থাকি; এ জন্য সর্ব্বদাই আমা- কে ক্ষোভ করিতে হয়। আমাদের এই স্বার্থপরতার দেশের কত ভাল কাজই পণ্ড হইয়া যায়।

সুতরাং প্রত্যেক পুরুষেরই গৃহের কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন র সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেশের সেবা ও সমাজের কল্যা- জন্য শক্তি এবং সময় দেওয়া আবশ্যক; সেইরূপ হিলাদেরও গৃহকার্য্য সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও জের হিতের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। এ দেশের ীন শাস্ত্রকারগণ মানুষের কয়েক প্রকার ঋণের করিয়াছেন। আমরা যে শুধুই পরিবারের মধ্যে -ঋণে ঋণী, তাহা ত নয়। আমাদের অনেক ঋণ । আমরা জননী জন্মভূমির নিকট, জনসমাজের সহস্র ঋণে ঋণী। যে জন্মভূমি আমাদিগকে কে ধারণ করিয়া আছেন, যে জনসমাজ শত- রে আমাদের সুখের আয়োজন করিতেছেন, মরা কি সেই জন্মভূমি ও জনসমাজকে ভুলিয়া যাইতে রি? আমরা কি দেশের ও সমাজের ঋণের কথা ত হইয়া স্বার্থে ডুবিয়া থাকিতে পারি? তাহা রলে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবার আর আশা থায়?

অতএব দেশের ও সমাজের ঋণ পরিশোধ করিবার ই রমণীদিগের গৃহকার্য্য ব্যতীত বাহিরের মহৎ র্য্যে হস্তার্পণ করা আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। রমণীগণ যখন সমাজ-শরীরের টি অঙ্গ, তখন তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন কেবল মাত্র দিগের মহৎ কার্য্য দ্বারা কখনই দেশ উন্নত হইবে । এ জন্য সকল সভ্য দেশেই নারীগণ পুরুষের পার্শ্বে াইয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। তেই ঐ সকল দেশের কল্যাণ সাধিত হইতেছে। ণ সাধিত হইবার কারণ এই যে, পুরুষের চেয়ে নারীদিগের হৃদয় সরল ও সুকোমল; নারীদিগের দয়া ও অন্তরের পবিত্রতাও অনেক বেশী। সেই জন্য পুরুষের শক্তির সহিত নারী-শক্তি মিলিত হওয়ায়, ঐ সকল দেশের অনেক সদনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এ বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"যেখানে যেখানে নারীর শক্তি প্রকাশ পাইতে পারিয়াছে, সেইখানেই সমাজের নীতির উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছে। রোমরাজ্যের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, যে রোমনগর একবার রমণীদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। * * তদবধি রোমনগরের নারীগণের অতিশয় সমাদর ছিল। এই সমাদরের ভাব এতদূর প্রবল ছিল যে, সতী লুক্রিশিয়ার প্রতি অত্যাচার করাতে রাজপরিবারকে জন্মের মত রোমনগর হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। * * নারীগণের প্রতি এই সম্ভ্রম ও সমাদর যতদিন ছিল, পুরুষদিগের নীতি ততদিন উজ্জ্বল ছিল। * * ইংলণ্ডে যে সামাজিক নীতির জন্য তুমুল আন্দোলন হইয়াছে, তাহার মূলেও নারীর চেষ্টা। * * যে পরিমাণে ইংরাজ রমণীগণ স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন, সেই পরিমাণে সমাজের নীতির উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে।"

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। যে টুকু আলোচনা করিয়াছি, বোধ হয় তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা প্রমাণ করিয়াছি, গৃহের বাহিরেও রমণীদিগের কার্য্য আছে। দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সুতরাং আমরা গোড়ায় যে প্রশ্নটি তুলিয়াছি, সেই বিষয়েই আলোচনা করা আবশ্যক। রমণীগণ দেশের কোন্ কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন? কেন্ কাজ করিলে তাঁহাদের কোমলতা ও লজ্জাশীলতা রক্ষা পাইবে?

প্রথমতঃ, রমণীদিগের রমণীর উন্নতির জন্যই চেষ্টা করা উচিত। এখনো দেশের হাজার হাজার স্ত্রীলোক ঘোর দুর্গতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানের রশ্মি-রেখা তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। আত্মোন্নতির

জন্য কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহাদের উন্নতির জন্য শিক্ষিতা মহিলা-দিগের কি কোন প্রকার দায়িত্ব নাই? সত্য বটে ঐ সকল রমণীগণের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট বড় বড় জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে খ্রীষ্টান এবং ব্রাহ্ম মেয়েদেরই উপকার হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমানের ঘরের মেয়েদের আশানুরূপ উপকার হইতেছে না। কোন মুসলমান যে স্কুলে মেয়ে পাঠাই-বেন, সে আশা কোথায়? এত দিন পরে কুমারী সোফিয়া কাজী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া, অনেকে ভাবিতে পারেন; এই ত একটি মুসল-মান-বালিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। কিন্তু কুমারী সোফিয়ার পিতা আগে মুসলমান ছিলেন সত্য, এখন তিনি নিরামিষ ভোজী ব্রাহ্ম। অতএব কুমারী সোফিয়া কাজীর পাশের দ্বারা মুসলমান সমাজের কোন লাভ লোকসান নাই। তদ্ভিন্ন হিন্দুর মেয়েরা অল্পদিনই স্কুলে যায়; একটু বড় হইলেই তাহাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়। শুধু যে বাল্যবিবাহের জন্যই এরূপ হয়, তাহা নহে। এখন বরের বাজার বড় চড়া; কাজেই অনেক হিন্দু মেয়ের অধিক বয়সে বিবাহ হয়। অথচ তাহারা স্কুলে যাইতে চাহেন না। তাহার কারণ কি? ব্রাহ্ম-বালিকা স্কুল ছাড়া, আর সকল দেশীয় বালিকা-স্কুলেই পুরুষ শিক্ষক। কোন্ হিন্দু তাঁহার বয়স্কা মেয়েটিকে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠাইবেন? তাহা ছাড়া যে সকল মেয়ের বিবাহ হইয়া যায়, তাঁহাদের ত স্কুলে যাওয়ার সুবিধাই নাই। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি সপ্তাহের মধ্যে এক দিন ভদ্র, সচ্চরিত্র এবং পরিচিত হিন্দু ও মুসলমানদিগের অন্তঃপুরে গিয়া গৃহের বধূ ও বয়স্কা মেয়েদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহাদের সঙ্গে ভাল ভাল বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন, তবেই তাঁহাদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

কিন্তু দুই এক জন মহিলার চেষ্টায় এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এ জন্য জেলায় এবং মহকুমায় মহিলাদিগের এক একটী সমিতি হওয়া আবশ্যক। সমিতি হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইবে; সমিতির মেয়েরা সমবেত হইয়া শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তা[illegible] সমিতির মহিলাগণ আপনাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্ন[তির] জন্য চেষ্টা করিবেন।

আমরা জানি কোন কোন সহরে উক্ত প্র[illegible] মহিলা-সমিতি আছে। এ স্থানে প্রসঙ্গক্রমে ঐ স[illegible] মহিলা-সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ক[illegible] মহিলা সমিতির কথা বলিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কলিকা[তার] "মহিলা-শিল্প-সমিতি"র উল্লেখ করাই প্রয়োজন। [illegible] নীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রদ্ধেয়া হির[illegible] দেবী, (মিসেস্ বন্দ্যোপাধ্যায়,) কুমারী কুমুদিনী [illegible] বি, এ, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী প্রভৃতি [illegible] সম্প্রদায়ের শিক্ষিতা মহিলাগণ উক্ত সমিতির কা[illegible] যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম [illegible] নাই বলিয়া, কয়েকটী মাত্র মহিলার নামোল্লেখ [illegible] লাম। ইঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া অতি মহৎ [illegible] সূচনা করিয়াছেন। একটী স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন [illegible] য়াছেন। এ স্কুলে অনেক মেয়ে অধ্যয়ন করেন; [illegible] ছাড়া বোর্ডিং এ অনেক বিধবা ও গরিবের মেয়ে [illegible] করেন। মেয়েদিগকে লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য শি[illegible] হয়।

কলিকাতা ব্যতীত ঢাকা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, [illegible] ধুবড়ী, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি সহরে ও বিক্রমপুর[illegible] কয়েকটী গ্রামে মহিলা-সমিতি আছে। এই স[illegible] সমিতির মহিলাগণ প্রতি অধিবেশনে রচনা পাঠ ক[illegible] কিরূপে আত্মোন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা ক[illegible] কোথাও দুর্ভিক্ষ হইলে আপনাদের মধ্যে চাঁদা স[illegible] করিয়া, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্য ক[illegible]

এই সকল মহিলা-সমিতির মধ্যে, ঢাকার ম[illegible] সমিতির বিষয় আমি বেশ ভাল করিয়াই জানি। [illegible] ঢাকার মহিলা-সমিতি সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। [illegible] ফিমেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী প্রভাবতী রায় বি[illegible] উঁহার সম্পাদিকা। কুমারী লাবণ্যলতা চৌধুরী [illegible] সহ সম্পাদিকা। সমিতির অধিবেশনের দিন মহি[illegible] ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেন; রচনা [illegible] করেন। কোন কোন রচনা সাময়িক পত্রে মুদ্রিত[illegible]

[illegible]য়েক মাস হইল সম্পাদিকা এবং কুমারী সুশীলা রায়ের [illegible]না ঢাকার "সেবক" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা [illegible]ড়া সমিতির দু একটী সদনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য। [illegible]কটী রমণী বিধবা হওয়ায়, সমিতির মহিলাগণ অর্থ [illegible]গ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ [illegible]ের জন্য চাঁদা তুলিয়াছেন। মাসিক পত্র রাখিয়া ও [illegible] ক্রয় করিয়া আপনাদের জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করি-[illegible]ছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা ভদ্রলোকদিগের অন্তঃপুরে [illegible]ন করিয়া স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে [illegible]রেন কি না, সে বিষয়েও সমিতির নিকট প্রস্তাব [illegible]পস্থিত হইয়াছে। তবে দুঃখের কথা এই যে, অনেক [illegible]লারই ঐ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। [illegible] যাহা হোক, এই সকল মহিলা-সমিতির দ্বারা যে [illegible] কিছু কাজ হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। [illegible] বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সহরেই লেখাপড়া জানা [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যদি সহরের [illegible]দিগকে লইয়া এক একটি মহিলা-সমিতি গঠন [illegible]রেন, তবে সেই সমিতির দ্বারা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার [illegible]বস্ত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মহিলাগণ সমবেত [illegible]য়া আপনাদের মধ্যে প্রীতির যোগ স্থাপন করিতে [illegible] আপনাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন; [illegible]হারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিরাশ্রয়া বিধবা রমণীদিগের [illegible]হায্য করিতে পারেন। সহরের কোন অসহায়া নারী [illegible]রোগে কাতর হইলে তাঁহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে [illegible]পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, রমণীগণ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য [illegible]বিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের [illegible]শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এই কার্য্যটি [illegible]হিলাদিগের একটি বিশেষ কার্য্য বলিয়া মনে করা [illegible]চিত। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কোমল প্রাণের স্নেহ-[illegible]মতার সঙ্গে সঙ্গে যদি বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা [illegible]দান করিতে পারেন, তবেই তাহাদের মনে পবিত্র ভাব-[illegible]গুলি বিকশিত হইয়া উঠিবে। মহিলাদের ভাবিয়া দেখা [illegible]চিত, ছেলেদের মানুষ করা যেমন তাঁহাদেরই কাজ, [illegible]ছেলেদের মনে সদ্ভাব বিকশিত করা, তাঁহাদেরই কাজ।

এ স্থানে বলিতে আনন্দ হইতেছে যে, কয়েকটি স্থানের মহিলাগণ রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং ছোট ছেলে মেয়েদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কলিকাতায় কয়েকটী নীতিবিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত নীতিবিদ্যালয়টির বিষয় আমরা কিছু বলিতে পারি। মাননীয়া শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা বসু এম, এ, উঁহার সম্পাদিকা। বেথুনকলেজের শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস বি, এ, শ্রীযুক্তা সুরবালা ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্তা সুবালা সরকার, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী সেন, শ্রীযুক্তা চারু-বালা সেন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের যত্নে ও উদ্যোগে এই নীতি বিদ্যালয়টীর কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

ঢাকায় একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় আছে। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশটি বালক বালিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইডেন ফিমেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী প্রভাবতী রায় বি, এ, সম্পাদিকা; কুমারী কুমুদ রায় সহকারী সম্পাদিকা; কুমারী লাবণ্যলতা চৌধুরী, কুমারী মণিহারময়ী সিংহ উহার শিক্ষয়িত্রী। এই বিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণ অতিশয় আনন্দের সহিত স্কুলে আসিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া বাঁকিপুরে একটি নীতিবিদ্যালয় আছে। কুমারী মৃণালিনী দাস উহার সম্পাদিকা। ময়মনসিংহে একটি নীতিবিদ্যালয় আছে। একটি মহিলা উহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমি মাত্র এই কয়েকটী নীতিবিদ্যালয়ের খবর রাখি; হয় ত অন্যান্য স্থানেও নীতিবিদ্যালয় আছে, সম্ভবতঃ মহিলাদিগের দ্বারাই উহার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই যে নীতিবিদ্যালয়গুলির উল্লেখ করিলাম, উহাতে ব্রাহ্মবালক ও বালিকার সংখ্যাই অধিক। হিন্দু বালক বালিকার সংখ্যা অতি অল্প। কাজেই শত শত হিন্দু বালক বালিকা-দিগের সুশিক্ষার জন্য মহিলাদিগের চেষ্টা করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, মহিলাগণ সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা আত্মোন্নতি ও দেশের উন্নতি উভয়ই সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া অনা-

বঞ্চক। আজ কাল অনেক মহিলাই মাসিক পত্রে রচনা এবং কবিতা লিখিয়া থাকেন। কোন কোন মহিলার সুমিষ্ট কবিতা ও সুন্দর ছোট গল্প পড়িয়া সুনির্ম্মল সাহিত্য-রস উপভোগ করা যায়। আমাদের আশা আছে, আস্তে আস্তে মহিলাগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিবেন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষিতা মহিলাগণ দেশের শিল্পোন্নতি ও সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন; তদ্ভিন্ন পুরুষেরা যে সকল রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহারও সহায়তা করিতে পারেন। এ সকল বিষয়ে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইলে, রচনা দীর্ঘ হইয়া যায়। সুতরাং আজ আমরা শিল্পোন্নতি সম্বন্ধেই দু একটি কথা বলিব। কিছুদিন হইল আমি শ্রীহট্ট গিয়াছিলাম। শ্রীহট্টের বিদুষী মহিলা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরীর নাম হয় ত অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনি হিন্দি এবং বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন, সুন্দর রচনা লিখিতে পারেন। কিছুদিন একখানি হিন্দী পত্রিকার এবং অন্তঃপুর মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছেন। এই হেমন্ত দেবী স্বহস্তে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার স্বামীর কোটের ছিটগুলি তিনি নিজেই প্রস্তুত করিয়াছেন। দেখিলাম ছিটগুলি অতি সুন্দর। হেমন্ত দেবীর অনুকরণে গৃহের মহিলাগণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করা আমাদের পক্ষে কতই সহজ হইয়া উঠিবে। আমরা আশা করি, মহিলাগণ আমাদের এই সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে এক বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

দেশের কথা।

নির্ব্বাসন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ ৯ জন দেশ-সেবা-নিরত বঙ্গসন্তানকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত করিয়াছেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তিতে শ্রে[ষ্ঠ] অশ্বিনী বাবু ও কৃষ্ণকুমার বাবু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এদে[শে] সহস্র সহস্র লোক আছেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গে ইঁহা[দের] অপেক্ষা জনসাধারণের অধিকতর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভা[জন] আর কেহ আছেন বলিয়া আমরা অবগত না[ই]। কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহা[শয়] ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহ[ার] অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "নির্ব্বাসিতদিগের কেহ কে[হ] আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইঁহাদের নির্ব্বাসনে আ[মি] প্রাণে নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছি। ইঁহাদের কেহ কে[হ] আমার দীর্ঘকালের বন্ধু। আমরা অনেক দুঃখ, অনে[ক] পরাভব একত্রে প্রফুল্ল মনে বহন করিয়াছি—স[...] অনুভূতিতে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়াকৃত ও পবি[...] হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমি আম[ার] আশার স্বপ্ন কবে পূর্ণ হইবে তাহার প্রতীক্ষা করি[তে]ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি সেই স্বপ্ন ফলবান হ[...] পথে আসিয়াছে কিন্তু হায়, আজ তাঁহারা কোথা[য়]? আজ তাঁহারা কারারুদ্ধ—তাঁহাদের কেহ কেহ কো[থায়] যে অবরুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের বন্ধুগণের নিকট প[র্য্যন্ত] তাহা অবিদিত। কি অপরাধে যে তাঁহারা অব[রুদ্ধ] হইলেন তাহাও প্রকাশ করা হইল না। তাঁহারা [কি] এই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অধিবাসী? ব্রিটিশ-রাজ্যের অ[ধি]বাসীগণ ব্রিটিশ-প্রজার দাবী দাওয়ার অধিকারী। [...] ইঁহাদিগকে আপনাদের বক্তব্য বলিবার সুযোগ না দি[য়া] নির্ব্বাসিত করা হইল কেন? লর্ড মর্লি বলিয়াছেন, ভা[রত] গবর্ণমেণ্টের চতুর্দ্দিকের অবস্থা এখন এমনই বিপদপূ[র্ণ] ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন (যে আইন অনুসারে [...] বিচারে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে) এ[খন] প্রচলিত রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। লর্ড মর্লির [...] উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর অভিমত সম্মানের সহিত শ্র[বণ] যোগ্য, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে যে উত্তর দিয়াছেন তা[হাতে] আমরা কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আর [...] উত্তরও তিনি ভারতবর্ষস্থ শাসকগণের নিকট হই[তে] পাইয়াছেন। * * কাহারও প্রতি কোন অবি[চার] না হয় গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই সে চেষ্টা করিয়াছেন [...]

[...]ষের ভ্রান্তি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। সে দিন [মে]দিনীপুরে দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুণ যে প্রমাণের উপর [নি]র্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাজতে আবদ্ধ হইয়া[ছি]লেন তাহাও সত্য বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া[ছি]লেন কিন্তু অবশেষে তাহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হই[য়া]ছে। গবর্ণমেণ্টের প্রমাণ-সংগ্রহের প্রণালী যে নিতান্তই [ভ্রা]ন্তিপূর্ণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে [বক্ত]ব্য না শুনিয়া অপ্রমাণিত সাক্ষ্যে বিশ্বাস করা যে [গব]র্ণমেণ্টের পক্ষে কত দূর বিপজ্জনক মেদিনীপুরের [মো]কদ্দমায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের চরিত্র সম্বন্ধে আমি যাহা [বলি]ব তাহা আপনাদের নিকট অত্যুক্তি বলিয়া প্রমাণিত [হই]তে পারে, কিন্তু ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, [তাহ]ার একটী উক্তিও অত্যুক্তি দোষে দূষিত নয়। [...] কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত আমি অনেক বৎসর [...] দেশহিতকর কার্য্যে মিলিতেছি; তাঁহা অপেক্ষা [উচ্চ]তর নৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতে এবং [তাঁহা] অপেক্ষা পবিত্রতর জীবন যাপন করিতে আমি [কাহা]কেও দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ [...] সুহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই আমার ধারণা। [ত]াহার সহজ, সরল রীতি নীতি, জীবন, কার্য্য ও চিন্তার [প]বিত্রতা এবং তাঁহার ব্যাকুলতাপূর্ণ ভগবদ্ভক্তি কলি[...]তার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে এক মহা নৈতিক [শ]ক্তির উৎস করিয়া তুলিয়াছিল। [...] কৃষ্ণ বাবু, বুদ্ধ, মহম্মদ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতির [জ]ীবন-চরিত লিখিয়াই নিরস্ত ছিলেন না, দেশের কর্ত্তব্য [সা]ধনে আইন-বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে ছাত্রমণ্ডলীকে [নি]বৃত্ত করিতে তিনি সর্ব্বদাই নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ [প্র]দান করিতেন। তিনি আমার অতি শ্রদ্ধেয় সহকর্ম্মী [এবং] ছাত্রমণ্ডলীর আরাধ্য দেবতা ছিলেন। এই প্রকার [ল]োকের নির্ব্বাসনের কথা চিন্তা করিলে আমি সহজে [ধৈ]র্য্য রক্ষা করিতে পারি না। যে প্রকার প্রবঞ্চনা ও [বি]শ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কৌশলে তিনি স্বগৃহ হইতে থানায় নীত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছিলেন আমি সে বিষয়ে এখানে আর কোন আলোচনা করিব না।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু।

এই অল্পবয়স্ক যুবক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে দেশের সেবা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন। ছাত্রগণ যাহাতে নৈতিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী না হয় এবং এই ভাব তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে সুরেন্দ্রবাবু ইঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামে যখন স্বদেশী-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া সেই শোচনীয় ঘটনার নিন্দা করিয়া কৃষ্ণকুমার বাবুকে এক খানা পোষ্টকাড লিখিয়াছিলেন। শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, কৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাসীর সময় আমাদের স্বদেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারী এই পোষ্টকার্ডখানা প্রাপ্তে কাগজপত্রের সঙ্গে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু ইংরেজ জাতিকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে সঙ্গীয় ইংরেজ পুলিশ কর্ম্মচারী সেই কার্ড খানা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশ-সেবায় শচীন্দ্র প্রসাদ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল এবং আইন-বিগর্হিত উপায় অবলম্বনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক দল লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিল। এই প্রকার লোক নির্ব্বাসিত হইল!

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বরিশালের স্বদেশভক্ত সন্ন্যাসী অশ্বিনীকুমার পূর্ব্ববঙ্গের মুকুটবিরহিত রাজা বলিয়া অভিহিত। তিনি স্বদেশীয় কল্যাণের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সকল সম্পত্তি সকল শক্তি (তন্মধ্যে তাঁহার মানসিক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নহে) তাঁহার লক্ষ্য সাধনে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী, অশেষ গুণে ভূষিত, অতি সুশিক্ষিত ব্যক্তি। আইন ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতির ন্যায় উচ্চ অবস্থা তিনি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু জীবনে উচ্চতর আহ্বান শ্রবণ করিয়া তিনি দারিদ্র্য কেই বরণ করিয়া লইয়া দেশের যুবকদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়াছেন এবং জীবনের শ্রেষ্ঠতম বৎসর গুলি এই বিদ্যালয়ে এবং দেশের সেবায়ই যাপন করিয়াছেন। সুরাট কংগ্রেসে যে কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল অশ্বিনী বাবু তাহাতে গভীর নিরাশা ও বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় আমাদেরই সহিত ছিল। তিনি আইন বহির্ভূত প্রণালীতে দেশসেবা করাকে সর্ব্বদাই নিন্দা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই বিধিসঙ্গত প্রণালীতে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেশে একটী শক্তি স্বরূপ ছিলেন, এবং শোনা যায় যে তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা বিভাগীয় কমিশনার অপেক্ষাও বরিশালে অধিকতর শক্তি পরিচালন করিতেন তাঁহার শক্তি ও প্রভাব প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রাজপুরুষদিগের শক্তি ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কে তবে বিশ্বাস করিবে যে তিনি এমন কোন কাজ করিতে পারেন যাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব উৎপাটিত হইতে পারে? যাহারা তাঁহাকে জানে তাহারা এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু উপরোক্ত তিনজন নির্ব্বাসিত দেশ-সেবক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাদের নির্ব্বাসনের প্রকৃত কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অশ্বিনীকুমার ও কৃষ্ণকুমার দেশের অকৃত্রিম ও প্রভূত শক্তিশালী সেবক ছিলেন। তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ না করিয়া দেশে যে আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা সহজে বাধা প্রাপ্ত হইবে না এই জন্যই তাঁহাদের নির্ব্বাসন। তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার উপযুক্ত কারণ গবর্ণমেণ্ট আমাদের স্বদেশী প্রমাণদাতাগণের নিকটই পাইয়াছেন। মেদিনীপুরের বিচারে এবং শচীন্দ্র বাবুর পোষ্টকার্ড সম্বন্ধে দেশীয় পুলিশকর্ম্মচারীর ব্যবহারেই এই শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট অতি নিষ্ঠুর ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই নির্য্যাতনে আন্দোলনের বাহ্যিক প্রকাশ দমিত হইতে পারে, কিন্তু লোকের মনে স্বদেশী সংকল্প আরও বজ্র অক্ষরে অঙ্কিত হইবে। ভগবান আমাদের শাসকগণের অন্তরে সু-জ্ঞান দিন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হউন।

জাতীয় মহাসমিতি।

মান্দ্রাজে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নে… ধীনে এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হ… গিয়াছে। গরমদলের দেশসেবকগণ এবং নরম দলে… অনেকে মহাসমিতির কার্য্যে যোগদান করেন না… কারণ কংগ্রেস পরিচালনার নিয়মাবলী বিধিস… প্রণালীতে বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া অনেকেরই ধার… আমাদেরও সেই ধারণা। নিয়মাবলী সম্বন্ধে আম… কিছু বক্তব্য নাই, যে প্রণালীতে তাহা বিধিবদ্ধ হই… তাহাও দোষ শূন্য নহে। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অব… এই দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও আমরা সর্ব্বসাধারণের ক… যোগদানের পক্ষপাতী। ইংলিস পার্লিয়ামেণ্টেও… সময় এইরূপ হইয়াছে। কংগ্রেসকে সকলে রক্ষা… সুদিন যখন আসিবে আবার বাঞ্ছনীয় সংস্কার… কিছুমাত্র অসম্ভব হইবে না।

এই অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী… মহাশয়ের বক্তৃতার আমরা প্রশংসা করিতে পা… না। বক্তৃতা উদ্দীপনা শূন্য ও অতি স্তুতি পূ… আমরা গরমদলভুক্ত নহি কিন্তু গরম দলের লোকদি… প্রতি তিনি যে অযথা কটূক্তি করিয়াছেন তাহা আ… কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।

লর্ড মর্লির সংস্কার প্রস্তাব।

ভারত-সচিব লর্ড মর্লি যে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থি… করিয়াছেন সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে দেশে স্ব… শাসন অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রসার লাভ করি… বলিয়া ভরসা করা যায়। আমরা লর্ড মর্লি ও বড়লা… লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রতি এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ… কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উদার নৈতিক মন্ত্রীদলের… অবস্থা তাহাতে তাঁহারা যে আর বেশী দিন শাসনাধিক… ভোগ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে… তাহা হইলে লর্ড মর্লির প্রস্তাব বাক্যেই পর্য্যবসি… হইবে।

শ্রী—

BHARAT-MAHILA; Registered. No. C. 367
চতুর্থ ভাগ। মাঘ, ১৩১৫। ১০ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১। শব্দতত্ত্বে নারীগৌরব	শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী	...	২১৭
২। ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ	...	২২০
৩। ইংরাজ-বালকের শিক্ষা ...	...	...	২২৭
৪। লক্ষ্মী বাই	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	...	২২৮
৫। বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	...	২৩০
৬। অনুপমা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	২৩৬
৭। ভারত-নারীর অবস্থা ...	... ...	...	২৩৮

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.
ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

সুরমা

সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোহিনূর'। কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য, অতি মনোহর। তেমনি যত তৈল আছে—তার মধ্যে "সুরমা" যেন কোহিনূর। কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর, গুণে অতুলনীয় তৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের অনুরোধ, সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদিনী কিনা? রমণীর কমনীয় কেশকলাপের বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমেয় কিনা? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, ইহা অতুলন।

সত্য সত্যই, সুরমা প্রেমোপহার কহিনূর।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶৹ সাত আনা। তিন মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

সর্ব্বজন প্রশংসিত এসেন্স।

রজনী-গন্ধা। রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ-কোমল। এই কমলতাই রজনী-গন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী। সাবিত্রী সাবিত্রী চরিত্রের মতই পবিত্র পদার্থ।

সোহাগ আমাদের 'সোহাগ', সোহাগের মতই চিত্তাকর্ষক।

মিলন "মিলনের" মিলনের মতই মনোরম।

রেনুকা। আমাদের বিলাতী ... উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে

মতিয়া। আমাদের ... সৌরভে বিলাতী জেসমীনের পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। প্রী প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডা ।৶৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের অটো অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব খস্খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি আনা, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুমারী তরু দত্ত ও তাঁহার ভগিনী
শিল্পকলা-নিপুণা অরু দত্ত।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

র্থ ভাগ। } মাঘ. ১৩১৫। { ১০ম সংখ্যা।

শব্দ-তত্ত্বে নারী-গৌরব।

াচীন ভারতের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। াস বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাও কাব্যপ্রিয় কবির ী-প্রসূত। সেই সকল পুস্তকে ইতিহাস থাকিতে . কিন্তু কোন্‌টী প্রকৃত ইতিহাস, কোন্‌টী কবি- -প্রসূত, তাহা অবধারণ করা সহজ নহে। ভারতীয় াতির প্রাচীন যুগের উপরে ও পূর্ব্বপুরুষদিগের র অচলা ভক্তি, সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের জন আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতাতে যদি পূর্ব্ব- া সমুন্নত হয়েন, তবে তাঁহাদের বংশধরেরা তাহা তে পারিলে সেইরূপ সমুন্নত হইবার নিমিত্ত দিগের স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এই জন্যও ন ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। যখন লিখিত াস নাই, তখন অন্য প্রকারে তাহা আহরণ করিবার জন্য যত্নের প্রয়োজন। প্রাচীন কাব্য নাটক হইতে আমরা তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি, সমাজের উপর স্ত্রীজাতির কতখানি অধিকার ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষা দীক্ষা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারি। প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন-মন্দির ও অট্টালিকার গঠন-প্রণালী ও তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি, বিভিন্ন সময়ের রাজাদিগের মুদ্রিত মুদ্রাসমূহ এ বিষয়ের অনেক সাহায্য করিবে। নাবিকদিগের, কৃষকদিগের ভিক্ষুক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদিগের সঙ্গীত হইতে ও পুরন্ধ্রী-সমাজে প্রচলিত কবিতা হইতে, রূপকথা হইতে, আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। জগতে যত ভাষা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা সমুন্নত। সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সম্পদের মত কোন ভাষার সম্পদ নাই। কোন অরণ্যানীর মধ্যে যদি একটী প্রাচীন রাজগৃহ দেখিতে পাই, শ্বাপদনিষেবিত সেই রাজগৃহ

দেখিতে দেখিতে সেই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে যদি তাহার কোষাগারে প্রবিষ্ট হই, আর সেই গৃহে সংস্থিত যদি উজ্জ্বল হীরক প্রভৃতি নানাবিধ মণি মাণিক্য দেখিতে পাই, তবে আমরা সিদ্ধান্ত করিব, যে সেই মণি মুক্তা হীরক গুলির ব্যবহার রাজা ও রাজমহিষী জানিতেন, নিশ্চয় এগুলি তাঁহাদিগের অলঙ্কারের শোভা বর্দ্ধন করিত। সেইরূপ আমরা সংস্কৃত-প্রাসাদের কোষাগারে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত অমূল্য শব্দরাশিরূপ মহার্ঘ্যরত্ন রাশি হইতে প্রাচীন যুগের সভ্যতার ইতিহাস আহরণ করিতে সমর্থ হইব।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্যুত হইয়া সৌর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের এই সিদ্ধান্ত। সূর্য্যের অন্যান্য নামের মত সংস্কৃত "সবিতা" একটী নাম আছে। সবিতা শব্দ সূ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সূ ধাতুর অর্থ প্রসব। এই শব্দটী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। গ্রহমণ্ডল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে ইহা অবগত ছিলেন, আমরা গ্রহ দিগের "গ্রহ" নাম দেখিয়া অবধারণ করিতে পারি। সমস্ত গ্রহের কক্ষ অপেক্ষা শনির কক্ষ বৃহৎ। অন্যান্য গ্রহ নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইবার অনেক পরে শনিগ্রহ পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে শনির নাম "শনৈশ্চর" ও "মন্দ" রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন ভারতে এই তথ্য অজ্ঞাত ছিল না। 'কেতু' শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। আকাশ মণ্ডলে অনেক ধূমকেতুগ্রহ (Comet) আছে, প্রাচীন কাল হইতে এই বহুবচন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মঙ্গল গ্রহের এক নাম ভৌম। এই পৃথিবীর সহিত মঙ্গলগ্রহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এতদিনে বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় মনীষিগণ যেন এই শব্দের সৃষ্টি করিয়া বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বায়ু গৃহের মলিন অঙ্গারাম্ল (Carbonic Acid Gas) ও দুর্গন্ধ অপসরণ করে, ইহা অবগত হইয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বায়ুর পবন নাম রাখিয়াছেন। পবন অর্থ পবিত্রতাকারী। বায়ূশূন্য স্থানে অগ্নি থাকে না, এইটুকু জানিতেন বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ অগ্নির নাম 'বায়ুসখ' রাখিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে তরল করিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ গৃহে আনয়ন করে বলিয়া এবং গৃহাভ্যন্তরস্থ দুষ্ট কীট দিগের ধ্বংস সাধন করে বলিয়া অগ্নি ভারতীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক 'পাবক' এই নামে আখ্যাত হইয়াছে. করি আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

আজ 'ভারত-মহিলার' মাননীয়া পাঠিকাদিগ আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে মহিলাদি কিরূপ শিক্ষা দীক্ষার প্রসার ছিল ও সমাজের উপ স্ত্রীজাতির কিরূপ আধিপত্য ছিল এই শব্দতত্ত্ব হ আহরণ করিয়া কিঞ্চিৎ উপহার দিতে চেষ্টা করি সংস্কৃত সাহিত্যে ও কোষে 'উপাধ্যায়ী' ও 'উপাধ্য এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাই। মহর্ষি পাণিনি তাঁ অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয় ব্যাকরণে উপাধ্যায়ের পত্নী অর্থে 'উপাধ্যায়ানী' এই শব্দ সাধনের জন্য করিয়াছেন। বার্ত্তিককার এই সূত্রের আর বার্ত্তিক সূত্র করিয়াছেন। বার্ত্তিক সূত্রে স্বয়ং অধ্যা করিলে 'উপাধ্যায়ী' ও 'উপাধ্যায়া' এই শব্দদ্বয় নি হয়। * কোষকার, যে স্ত্রী অধ্যাপনা করেন এই 'উপাধ্যায়ী' ও 'উপাধ্যায়া' শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছেন এই পঞ্চদশ কোটী ভারতবাসিনী স্ত্রীজাতির গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, কুন্তী, লীলাবতীর নাম করিয়া আমরা গর্ব্বে স্ফীত হ পারি না। মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর নিকটে শঙ্করা বিচারযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কালিদাস ক রাজমহিষীর নিকটে সংস্কৃত কবিতা রচনা পরাভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অহঙ্কৃত পারি না। কারণ এই পঞ্চদশকোটী মহিলার দুই চারটী বিদুষীর নামোল্লেখ পর্য্যাপ্ত নহে। পক্ষ আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ব্যাস, বা কালিদাস, ভবভূতির মত পুরুষজাতির মধ্যেই বা ক

* ...ত্র বা ভাষ. বাচঃ। উপাধ্যায়া। উপাধ্যায়ী মতু স্ব পিকা ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী।

+ "উপাধ্যায়াপ্যুপাধ্যায়ী স্যাদাচার্য্যাপি চ স্বতঃ।"—অমরকো

গণ্য মহাকবি কয়জন ছিলেন? গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, ব্যাস, জৈমিনির মতই বা কয়জন দার্শনিক ছিলেন? প্রতিভাশালী মনুষ্য সকল জাতির মধ্যেই পরিমিত। কিন্তু পুরুষের মত যে সমাজে স্ত্রী জাতিকেও অধ্যাপকের উচ্চাসন প্রদান করা হইত, সে সমাজে ও সে জাতিতে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অল্প নহে। পরিমিত-সংখ্যক ব্যক্তির জন্য সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান শব্দ অধিকার লাভ করে না। দুই চারিটী শিক্ষিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত অবশ্য একটী শব্দের সৃষ্টি হয় নাই। দুই চারিটী নারী শিক্ষিতা হইলেও সমাজ তাহাদিকে অধ্যাপনার মত গুরুভার অর্পণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যে সকলেরই অধ্যয়ন ছিল, বেদে অধিকার ছিল, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসনে অধ্যাপনায় অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীজাতিকে এই অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সমাজের উপর স্ত্রীজাতির কতদূর পরিব্যাপ্ত ছিল ও শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কিরূপ আধিক্য ছিল, 'ভারত-মহিলার' পাঠিকাগণ অবধারণ করিবেন। আর যে পুরুষ গর্ব্বিত হইয়া স্ত্রীজাতিকে কেবল রন্ধনশালায় প্রেরণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাও একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, প্রাচীন ভারতের স্ত্রীজাতি কেবল দর্ব্বীসঞ্চালনে নিযুক্ত ছিলেন না, লেখনী সঞ্চালনেও তাঁহারা সিদ্ধহস্তা ছিলেন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ মিষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিয়াও তাঁহারা অধ্যাপনার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে যেমন মনস্বিনী লেটিসিয়া (Letitia) মহাবীর নেপোলিয়নকে প্রসব করিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতেও শৌর্য্যেবীর্য্যে মহীয়সী কুন্তীও সেইরূপ ভীমার্জ্জুনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কে বলিবে, বাল্মীকির মাতা বিদুষী ছিলেন না, মহাকবি কাসিদাসের মাতা সুকবি ছিলেন না? সেদিনেও তরুলতা দত্ত ইংরেজীও ফরাসীভাষায় সুমিষ্ট কবিতা লিখিয়া পাশ্চাত্য জগতকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাকবি মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কবিতা লিখিয়া কয়টী ইংরেজকে মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন? অবশেষে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিয়া প্রথম শ্রেণীর কবির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক-দুহিতা জয়ন্তী দেবীর দীর্ঘচ্ছন্দের সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। পাণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী সংস্কৃতে কবিতা লিখিয়া অধ্যাপক সংস্কৃত কবিদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাসুন্দরীর সংস্কৃত কবিতা প্রায়ই "মিত্রগোষ্ঠী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। শুধু কেবল গর্ব্বিত বাঙ্গালী লেখকই স্ত্রীজাতিকে দর্ব্বীচালনার উপদেশ দিতেছেন না; দার্শনিক জগতে যিনি প্রখ্যাত, ইউরোপে যাঁহার নাম এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত, সেই মহামনা হারবার্ট স্পেনসারেরও দেখিয়া শুনিয়া মতিভ্রম হইয়াছিল। তিনি কেবল পুরুষ-সেবার উপযোগিনী করিবার জন্য, পুরুষের মনোহারিণী করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * আমাদিগের স্ত্রীজাতির মধ্যে একটী প্রচলিত আভাণক (Proverb) আছে, "যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?" রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদবিবির কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, নারীজাতি সম্মার্জ্জনীর চালনায় যেমন অভিজ্ঞ, তেমনই তরবারী চালনায়ও তাঁহাদিগের যোগ্যতা আছে। বৃদ্ধ মনু স্ত্রী জাতির উপরে গৃহরক্ষার ভার, পরিবার পালনের ভার, পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষার ভার ও ব্যয় করিবার ভার দিয়াছেন, আর পুরুষদিগের উপরে কেবল অর্থাহরণের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই জন্যই বেদে নবপরিণীতা বধূকে গৃহরাজ্যের "সম্রাজ্ঞী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ-মন্ত্র রচিত হইয়াছে। তন্ত্রেও স্ত্রীজাতির নিকটে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রদত্ত মন্ত্র অধিক ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে। মন্ত্র বিচার করিবার সামর্থ্য না থাকিলে মন্ত্র দিতে পারে না, সুতরাং প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির যে তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শিতা ছিল, তাহা প্রমাণ হইতেছে। কোষকার জ্যোতিষশাস্ত্র অভিজ্ঞা স্ত্রীলোকের "বিপ্রশ্নিকা," "ঈক্ষণিকা" ও "দৈবজ্ঞা" এই তিনটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন *। ইহা দ্বারাও

* Herbetr Spence's Education PP. 187—88.

* বিপ্রশ্নিকা ঈক্ষণিকা দৈবজ্ঞা—অমরকোষ।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতি শিক্ষা দীক্ষায় কতদূর উন্নত ছিলেন, বুঝিতে পারা যায়। এই শিক্ষা দীক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়াই প্রাচীন সমাজ খনা, লীলাবতীর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। নারীজাতির পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, "অম্ভৃণ" ঋষির কন্যা "বাক্" ব্রহ্মজ্ঞানে বিহ্বল হইয়া যে সূক্তের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সূক্তটীই ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে দেবীসূক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই দেবীসূক্তের আদর। বেদশূন্য বঙ্গদেশেও দুর্গাপূজার সময়ে দেবীসূক্ত পঠিত হইয়া থাকে। এই দেবীসূক্তের ভাব গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবীসূক্ত দেখিয়াই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পৌরাণিকযুগে এই বাক্ই বোধ হয় বাগ্দেবী নামে অভিহিত হইয়াছেন ও সরস্বতী বলিয়া পূজা গ্রহণে অধিকার পাইয়াছেন। এক্ষণে ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। অনেকেই বি, এ, এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় অনেকেই উপাধি লাভ করিয়াছেন। অনেকেই প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেছেন। সেজন্য নারীসমাজের গৌরব বর্দ্ধিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি ভগিনীদিগের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা যেন মধুর ছন্দে, মধুর পদাবলীতে কেবল মধুর রসের অবতারণা না করেন। একান্ত প্রেমগাথা গাহিয়া তাঁহাদিগের সঞ্চিত প্রতিভাটুকুর যেন অপচয় না করেন। জিহ্বা একান্ত মধুর রস চায় না, তিক্ত, কষায়, কটু, অম্ল ও লবণের প্রয়োজন হয়। ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও পাকপ্রণালী ভুলেন নাই, সেইজন্যই শুক্তনির কথা তুলিতেছি। যে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বংশীধ্বনিতে জগৎ মাতাইয়াছিলেন, তিনিই আবার পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সৌদামিনী হাসিয়া মেঘের উপরে পদাঘাত করিয়া গভীর বজ্রনাদ উত্থিত করে। ত্রিতন্ত্রী বীণার ঝঙ্কারও মধুর, দিগন্তব্যাপী গভীর মেঘধ্বনিও মধুর। শুধু বীণার ধ্বনি মিষ্ট হয় না, মৃদঙ্গের গভীর ধ্বনির সহিত মিলিত বীণার ধ্বনি মধুর। পুতুলের বিবাহরূপ ক্রীড়ায় বাল্যকালেই আমোদ হয়, প্রৌঢ়কালে হয় না। আর অধিক লি পাঠিকা ও পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে চাই না।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

৭

নব সংকল্প।

নলিনীদের বাড়ীর একটী কক্ষে মলিনার প্রাণ দেহ শায়িত। প্রভাত-তপন লোহিত বসনে সা অন্ধকারের আবরণ সরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে কলি সহরকে আলোকিত করিল এবং বায়ু সম্মুখের উ হইতে ফুলের গন্ধ বহন করিয়া বাতায়ন-পথে মলি গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল।

নারায়ণ রাও এবং তাঁহার পত্নী মলিনার [illegible] সম্বন্ধে তাহার আত্মীয় স্বজনদের কি ইচ্ছা, [illegible] করিলেন। তাহারা সকলেই মলিনাকে একবার দেখা দেখিতে চাহিল।

আচার্য্য এবং নারায়ণ রাও এ বিষয় পরামর্শ ক নলিনীদের বাড়ী গেলেন। নারায়ণ রাও বলিলেন:-

"আমি শোকের অভিনয় কখনও ভালবাসি কিন্তু সেই হতভাগ্য নরনারীরা মলিনার মৃতদে একবার দেখতে আর তার প্রতি তাদের শেষ সম্মা দেখাতে চায়। তাদের এই ইচ্ছা কি করে অপূর্ণ যায়? আপনি কি মনে করেন অমরেন্দ্র বাবু বিষয়ে আপনার আর নলিনীর যা মত তাই করা চেয়ে ভাল আর ঠিক হবে।"

আচার্য্য বলিলেন:—"এ বিষয়ে আপনি যা করেন আমিও তাই মনে করি। শোকের বহিঃপ্র আমিও ভালবাসি না। শোক সম্ভোগের বস্তু, প্রদ নয়। কিন্তু এটা অন্য রকম। আমার মনে মলিনাকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেখানে উ হলেই সব চেয়ে ভাল হয়। তুমি কি মনে নলিনী?"

নলিনী দুঃখিতভাবে বলিলেন—"হাঁ, তা হলে ঠিক য়। বেচারি! আমার সময় সময় মনে হয়, সে মারি জন্য প্রাণ দিয়াছে। আমরা অবশ্যই শোকের ভিনয় করতে চাই না। তার আত্মীয়স্বজনদের ইচ্ছা র্ণ হোক্। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।"

নলিনী বাগান হইতে কয়েকটি ফুল তুলিয়া মলিনার দেহকে সাজাইয়া দিলেন এবং আচার্য্য, অধ্যাপক, সুরেন্দ্র বাবু ও সুধীর সরলা এবং নলিনীকে লইয়া তাবু অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মলিনার দেহকে যখন লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাবু লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সরলা গান গাহিলেন, উপাসনা হইল এবং তাহার পর বহুসংখ্যক নরনারী অশ্রুপূর্ণ নয়নে মলিনার বিবর্ণ মুখ একবার চিরদিনের মত দেখিয়া লইল এবং তৎপর, মলিনার মরদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া গেল; কিন্তু তাহার মৃত্যু তাহারই [illegible] কতকগুলি রমণী এবং পুরুষকে পরিবর্ত্তিত জীবন [illegible] করিয়া গেল। আজ অনেকের চক্ষু হইতে অনুতাপের উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত হইল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই রমণী।

মলিনাকে কে আঘাত করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। পৃথিবীর বিচারালয়ে মলিনার হত্যাকারীর কোনই দণ্ডবিধান হইল না।

রাত্রিতে মন্দিরের উপাসনায় আচার্য্য এই সকল কথা বলিলেন। এই সহরে মদের দোকান দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। শিক্ষিত ভারতসন্তান কি ইহার জন্য অপরাধী নহেন? যদি সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী মিলিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন, তাহা হইলে দেশে ইহার প্রভাব এত বিস্তৃত হইত কি? মদের দোকান অক্ষুণ্ণ প্রভাবে কলিকাতায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, অথচ কেহই ইহাকে দূর করিতে চেষ্টা করেন নাই। মহাপুরুষেরা কি করিতেন?

যে হস্ত মলিনাকে তাহার পাপের পথে এত আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়াছিল সেই হস্তেই তাহার মৃত্যু হইল। আর এই বিষম বিষ অনুক্ষণ শত মলিনার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিনাশ সাধন করিতেছে।

এই সকল কথা বলিতে আচার্য্যের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল, মাঝে মাঝে ক্রন্দন আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল। তিনি যখন বলিতেছিলেন, মন্দিরের নর নারী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

অধ্যাপক আনন্দমোহন বেদীর নিকটে অবনত মস্তকে বসিয়াছিলেন, অবিরল অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। পূর্ব্বে প্রকাশ্যস্থানে আপন মনের ভাবকে তিনি কখনও এইরূপে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। অরবিন্দ বাবু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুই হাত দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। এই কয় সপ্তাহ তাঁহার মনের উপর দিয়া কি সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে! তাঁহারা যে বড় বিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এই চিন্তা সম্পাদকের হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতেছিল। আজ তিনি যাহা করিতেছেন বহুপূর্ব্বে তাহা করেন নাই কেন? বহুপূর্ব্বে মহাপুরুষদের অবলম্বিত প্রণালীতে কাগজ সম্পাদন করিলে, আজ তাহার ফল কি হইত কে বলিতে পারে?

উপরে গানের জায়গায় সরলা একপ্রকার অব্যক্ত যাতনা হৃদয়ে লইয়া বসিয়াছিলেন। প্রার্থনার পর তিনি গান গাহিতে উঠিলেন। তিনি গান ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গানের পরিবর্ত্তে তাঁহার মুখ হইতে একপ্রকার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইল। সেই বিখ্যাত গায়িকা তাঁহার জীবনে আজ সর্ব্বপ্রথম গাহিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

পরের কয়েক মুহূর্ত্ত মন্দির হইতে কেবল ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আজ আর আচার্য্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীদিগকে সমবেত হইতে অনুরোধ করিলেন না; কিন্তু উপাসনার পর জনতা যখন অনেক কমিয়া গেল, আচার্য্য প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারিলেন যে প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

আজকের কার্য্য অনুতাপ, ক্রন্দন এবং অসংলগ্ন প্রার্থনাতে পরিণত হইল। আজ তাঁহারা সকলে মদ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

মলিনার মৃত্যু নলিনীর ন্যায় আর কাহাকেই এত আঘাত করিল না। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষতির ন্যায় বোধ হইতেছিল। এক সপ্তাহের সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু —যে সময় মলিনা তাঁহার কাছে ছিল—নলিনীর হৃদয়ে এক নূতন রাজ্য খুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। পর দিন তাঁহাদের বাড়ীর একটী কক্ষে বসিয়া তিনি সরলার সহিত এ বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন।

আগের দিন মলিনার নিস্পন্দ দেহ যেস্থানে শায়িত ছিল সেই দিকে তাকাইয়া নলিনী বলিলেনঃ—"আমি আমার টাকা দিয়া এই রমণীদের অবস্থা উন্নততর করতে চেষ্টা করতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে আমি দাদার সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তিনিও তাঁর টাকার অধিকাংশ এই কাজে দেবেন!"

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"কি করবে?"

"সরলা! এই যে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী, এই সব জাঁকজমক, এতে আমাদের কি দরকার আছে? মহাপুরুষেরা কি করতেন এই প্রশ্নের পর আমি ভাব্‌তে পারি না, যে তাঁরা এই ভাবে বাস করতেন। এই সব চাকচিক্য, যাকে আমরা এতদিন 'সভ্যতা' বলে এসেছি, এ আমায় বিঁধছে। এ যে সভ্যতা নয়—সভ্যতা থেকে অনেক দূরে—তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এ পৃথিবী ঈশ্বর তাঁর সকল সন্তানের জন্যই দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাতে কোনই দরকার নেই এমন সব বিষয়ে শত শত টাকা খরচ করি, আর আমাদেরই ভাই বোনেরা যা নিতান্ত দরকার তারও অভাবে মরে যাচ্ছে। একি ঘোর অবিচার নয়? জীবন ধারণের জন্য যা 'দরকার' শুধু তাই ছাড়া আর একটি টাকায়ও আমার অধিকার নেই। এত দিন যে টাকাকে আমি 'আমার' বলে এসেছি, তা আমার নয়—ঈশ্বরের। এখানে তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর টাকার সদ্ব্যবহার করতে আমি বাধ্য। এতদিন যে টাকা আমার নয়, যাতে আমার কোন অধিকার নাই সেই টাকাই আমি নিজের শারীরিক সুখ আর বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে আসছিলাম। এখন সাধ্যমত আমাকে তার প্রতিকার করতে হবে। কাজেই একটা ছোট বাড়ীতে গিয়ে দাদা আর আমি থাক্‌ব, আর এই বাড়ীটা -অবশ্য একে বিলাতী সভ্যতা থে মুক্ত করে—মলিনার মত হতভাগিনীদের জন্য রাখ্‌ কাল কতকগুলি রমণী পরিবর্ত্তিত হয়েছে, দেখেছ কিন্তু সেই প্রলোভনের জায়গায় থাক্‌লে তারা আবার পাপে ডুববে না? এই জন্যই আমি এ বাড়ী তাদের জন্য রাখ্‌তে চাই।

"আর নারায়ণ যেখানে তাঁবু ফেলেছেন, সেই মাঠ আমরা কিনে নেব। সেখানে—যদি ঈশ্বর করেন— একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত কর্‌ব। দেশের এখ প্রধান কাজ সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষা। কিন্তু দেশে এমন অবস্থা, যে অধিকাংশ লোকেরই বিদ্যালয়ের খর দেবার সামর্থ্য নাই। অবৈতনিক বিদ্যালয় হলেও ব ইত্যাদি কিন্‌তেও অনেকে পারে না। সে রকম ছাত্রী দের বইএর বন্দোবস্ত বিদ্যালয় থেকেই কর্‌তে হবে কিন্তু সরলা, এই সব বিষয় ভাবতে আমার মনে কে এই কথা আসছে, যে যতই শক্তি আর অর্থ ব্যয় যাক না কেন, মদের দোকান যতদিন সেখানে ততদিন সেখানকার কল্যাণ নেই।"

নলিনী উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সরল বলিলেনঃ—"তা সত্যি। কিন্তু নলিনি! এই টাকা দিয়ে কি আশ্চর্য্য কাজ হতে পারে! আর মদের দোকান সেখানে চিরদিন থাকবে না। ঈশ্বরের কৃপায় এমন দি অবশ্য আসবে যখন ভারতবাসীর পবিত্র সংগ্রা জয়যুক্ত হবে।"

নলিনী থামিলেন;—তাঁহার বিবর্ণ আগ্রহপূর্ণ মু উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল।

"আমিও তা বিশ্বাস করি। দিন দিনই দেশে লোক জেগে উঠছে। ভারতের সৌভাগ্য আবা ফিরবে। সরলা! আমার সময় সময় মনে হয় যে দে এক সময় ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বীরত্বে, সভ্যতায় জগতের শীর্ষ স্থানীয় ছিল, এখন তার এমন হীনাবস্থা কেন কেন এমন হল? কিন্তু বিধাতা কোন দেশেরই ভাগ্যে চির অন্ধকার, চির অধীনতা রাখেন নাই। জন্মভূমিকে তাঁর অতীত গৌরবময় স্থানে তুল্‌তে হলে আমাদে নিজেদের প্রাণপণ উদ্যমের দরকার। আমাদের য সামর্থ্য আছে, এসো, তাই আমরা মাতৃভূমির কাজে লাগাই। আর তোমাকে এক কাজ করতে হবে। বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি। একটা এই—তুমি তীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গান শেখাবে। তোমার নে এক শক্তি আছে। মানুষকে উচ্চতর, পবিত্রতর রতে গানের মত আর কি আছে?"

নলিনী থামিবার আগেই সরলার মুখ চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল। নলিনীর কথা তাঁহার মনে এমন এক তা ও ভাব প্রবাহিত করিয়া দিল, যে তাঁহার চোখে আসিল। তিনি নিজে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন হা ত তাহাই। তাঁহার মনে হইল ইহাই তাঁহার কণ্ঠ রের সর্ব্বোত্তম ব্যবহার।

তিনি সংক্ষেপে "হাঁ" বলিয়া উঠিয়া নলিনীর হাত রলেন এবং দুই জনে উৎসাহের উত্তেজনায় ঘরের ধ্য বেড়াইতে লাগিলেন। "আমি এই কাজে ন্দের সঙ্গে আমার জীবন কাটাব। আমি বিশ্বাস মহাপুরুষেরা আমার অবস্থায় এই রকম কাজ তেন। নলিনি! আমরা এই টাকা দিয়ে কত কাজ তে পারি।"—নলিনী একটু হাসিয়া বলিলেনঃ— র তোমার মত হৃদয় আর কণ্ঠস্বরের সাহায্যে আমরা বশ্যই অনেক কাজ করতে পারি।"

সরলা আর কিছু বলিবার আগেই সুধীর সেই গৃহে বেশ করিলেন। তিনি একমুহূর্ত্ত দ্বিধা করিলেন, তাহার পর চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিলেন। নলিনী াহাকে ডাকিলেন।

সুধীর ফিরিয়া বসিলেন এবং তাঁহারা তিন জনে াহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন। লিনীর উপস্থিতিতে সুধীর সরলার নিকট সঙ্কুচিত হলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সুধীরকে বাহিরে কে ডাকিল এবং লা ও নলিনী অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

"আচ্ছা, সুরেশ বসুর কি হয়েছে?" এই প্রশ্ন লিনী যথেষ্ট সরল ভাবেই করিয়াছিলেন, কিন্তু সরলা জ্জিত হইয়া উঠিলেন এবং নলিনী একটু হাসিয়া লিলেনঃ—"তিনি বোধ হয় আর একখানা বই লিখ্‌ছেন?"

সরলা বলিলেনঃ—"নলিনি, সুরেশ বাবু সেই রাত্রে—আমার কাছে তিনি বলেছিলেন—তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন—কিংবা, করতেন যদি—"

সরলা চুপ করিলেন এবং বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাবনত হইল।

'নলিনি, কিছুদিন আগেও আমি মনে করতাম যে আমি তাঁকে ভালবাসি, আর তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু সে দিন যখন তিনি বিবাহের কথা বললেন, আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হল, আর যা বলা উচিত আমি তাই বল্‌লাম। তার পর থেকে আর তাঁকে দেখি নাই। নারায়ণ রাওএর সভার প্রথম বিশেষ পরিবর্ত্তনের দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন।"

নলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি সুখী হলাম।'

সরলা একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ— "কেন?"

"কারণ সুরেশ বসুকে আমার কখনও ভাল লাগত না। আমি তাঁকে বিচার করতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর থেকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল।"

সরলা সলজ্জ ভাবে বলিলেনঃ—"লেখকরূপে তাঁকে আমি প্রশংসা করতাম। বোধ হয়, তিনি যে সময়ে বলেছিলেন সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় যদি আমার কাছে বলতেন, তা'হলে আমি সহজেই বিশ্বাস করতে পারতাম, যে আমি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু এখন সে ভ্রম গিয়াছে।"

সরলা আবার হঠাৎ থামিলেন; যখন নলিনীর দিকে চাহিলেন, আবার তাঁহার চোখে জল আসিল। নলিনী আসিয়া স্নেহের সহিত তাঁহার গলা ধরিলেন।

সরলা যখন চলিয়া গেলেন, তখন নলিনী—তাঁহার বন্ধু তাঁহার উপর যে বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন, সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে সরলার যেন আরও কিছু বলিবার ছিল।

শীঘ্রই সুধীর ফিরিয়া আসিলেন, এবং তিনি ও

নলিনী ঠিক আগেকার মত হাত ধরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অবশেষে সরলা তাঁহাদের কথার বিষয় হইলেন. কারণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যের মধ্যে সরলার স্থান অতি সুস্পষ্ট।

"তুমি কি এমন কোন মেয়ে দেখেছ দাদা, যাঁর কণ্ঠস্বর এত সুন্দর, আর যিনি তাঁর জীবন সরলা যে ভাবে কাটাতে যাচ্ছেন সেই ভাবে কাটিয়েছেন? তিনি মন্দিরে গান করেন, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁকে অন্য জায়গায় পড়াতে আর গান শেখাতে হয়, আর তার পর তিনি নারায়ণ রাওএর ওখানে তাঁর শরীর মন ও সঙ্গীতের দ্বারা সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

সুধীর শুষ্ক ভাবে বলিলেন:—"এটা নিশ্চয়ই আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত।"

নলিনী তাঁহার দিকে একটু রুক্ষ ভাবে চাহিলেন।

"কিন্তু তুমি কি মনে কর না যে এটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত? তুমি কি মনে করতে পার—" নলিনী ছয় সাত জন বিখ্যাত গায়িকার নাম করিলেন—"এরা এ রকম কোন কাজ করেছে?"

সুধীর সংক্ষেপে বলিলেন:—"না। আমি এও মনে করতে পারিনা যে—"(তিনি নলিনীকে সেই দিন যাহারা সান্ধ্য সমিতিতে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহাদের নাম করিলেন) "এঁরা কেউ তুমি যা করেছ তাই করেছেন নলিনি!"

"আমিও মনে করতে পারি না—" (নলিনী সুধীরের দুই এক জন বন্ধুর নাম করিলেন) "এঁরা কেউ তোমার কাজ করছেন, দাদা।"

ঘরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা নীরবে বেড়াইলেন।

ফিরিয়া নলিনী বলিলেন:—"সরলার সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার কেন কর দাদা? আমার মনে হয়, তিনি এতে বিরক্ত হন। তুমি আগে ত এ রকম ব্যবহার করতে না! বোধ হয়, তোমার এই পরিবর্ত্তন সরলার ভাল লাগে না।"

সুধীর হঠাৎ থামিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তে[জিত] দেখাইল। নলিনীর হাত হইতে তিনি নিজের হা[ত] ছাড়াইয়া লইলেন এবং দ্রুতপদে ঘরের অপর প্রা[ন্ত] পর্য্যন্ত একবার বেড়াইয়া লইলেন। তাহার পর ফির[িয়া] ভগিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন:—

"নলিনি, তুমি কি আমার গোপনীয় বিষয় জান না[?]" নলিনী বিস্মিত ভাবে তাকাইলেন, তাহার পর তাঁহ[ার] মুখের উপর একটি সলজ্জভাব আসিয়া পড়িল।

সুধীর ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন:—"আমি স[রলা] ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি নাই। সেই দিন— [সেই] দিন তিনি থিয়েটারে গান গাইতে যেতে অস্বীকা[র] করেছিলেন—আমি তাঁকে আমার জীবনের সঙ্গিনী হ[তে] অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যা[ন] করেছিলেন। আমি জানতাম তিনি করবেন। ত[খন] কারণ তিনি বলেছিলেন, যে আমার জীবনে [কোন] উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি ঠিক বলেছিলেন। [এখন] আমার জীবনে উদ্দেশ্য আছে; এখন আমি নূতন [মানুষ] হয়েছি, কিন্তু তুমি কি দেখ্‌ছ না নলি[নি] আমার পক্ষে কিছু বলা কিরকম অসম্ভব? আমি[র] নব জীবনের জন্য আমি সরলার সঙ্গীতের কাছে ঋণী। সেই রাত্রে যখন তিনি গান গাইছিলেন—আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি—সেই সময়ের জন্য তাঁর কণ্ঠস্বরকে আমি ঈশ্বর-বাণী ছাড়া আর কিছুই মনে করি নাই। আমি বিশ্বাস করি—সেই সময়ের [জন্য] তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত সমস্ত ভালবাসা ঈশ্বরপ্রে[মে] পরিণত হয়েছিল।"

সুধীর নীরব হইলেন, তাহার পর অধিকতর আ[বে]গের সহিত বলিলেন:—

"আমি এখনও সরলাকে ভালবাসি। কিন্তু তি[নি] আমাকে কখনও ভাল বাস্‌তে পারবেন, তা আমি ম[নে] করি না।" তিনি বিমর্ষমুখে একটু হাসি আনিয়া ভগিনী[র] মুখের দিকে চাহিলেন।

নলিনি মনে মনে অন্যরূপ ভাবিতেছিলেন। তি[নি] বলিতেছিলেন—"আমি তা মনে করি না।" তি[নি] সুধীরের মহত্ত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, বিশাল ব[ুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্ব]ল চক্ষু—যাহা তাঁহারই মুখে ন্যস্ত ছিল—এবং বীরত্বব্যঞ্জ]ক, দৃঢ়, সুগঠিত দেহ লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেন [সর]লা তাঁহাকে কোন দিন ভালবাসিবেন না? নিশ্চয় দুইজনই দুইজনের উপযুক্ত, বিশেষতঃ এখন তাঁহাদের [জী]বনের লক্ষ্য এক হইয়াছে।

তিনি সুধীরকেও এই রকমই কিছু বলিলেন, কিন্তু [তি]নি তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন [না]। সেই দিন নলিনী জানিলেন, যে সুধীর ক্লাবে [তা]হার ধনী বন্ধুদের জীবন উন্নততর করিবার জন্য [চে]ষ্টা করিতে যাইতেছেন, এবং সরলার সহিত [সাক্ষা]তের সুযোগ তিনি আর এখন খোঁজেন না। সুধীর [নি]জের হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। [নলি]নী দেখিলেন যে সরলার প্রতি তাঁহার প্রেম যে [পূর্ব্ব]বৎ রহিয়াছে ইহা জানিতে দিতে গিয়া পাছে পুনর্ব্বার [প্রত্]যাখ্যাত হন এই চিন্তাতেই তিনি সঙ্কুচিত [হই]তেছেন।

[যা]ইবার সময় সুধীর 'দৈনিকের' জন্য কত টাকা [সংগৃহীত] হইয়াছে নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নলিনী [ব]লিলেন:—"পাঁচ হাজার টাকা।"

[অ]র্থ প্রাপ্তির পরদিন অরবিন্দ বাবু নিজগৃহে বসিয়া [এ]ই দানের বিষয় ভাবিতেছিলেন। কে এই টাকা [পা]ঠাইয়াছেন? অনেক চিন্তার পরও তিনি দাতাকে [খু]জিয়া বাহির করিতে পারিলেন না, অবশেষে দাতাকে [ধন্য]বাদ দিয়া তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

প্রতিজ্ঞাগ্রহণের সেই স্মরণীয় দিনের পর দুই মাস [চ]লিয়া গিয়াছে। বসন্তকাল তাহার মধুর স্নিগ্ধতা [ল]ইয়া আবার আসিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কলিকাতাবাসী [আ]বার প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে দগ্ধ হইতেছেন।

নারায়ণ রাও এবং শ্রীমতী রমা বাই বঙ্গদেশের কার্য্য [এক] বৎসরের মত সমাপন করিয়া তাঁহাদের মান্দ্রাজবাসী [ভা]ই ভগিনীদের দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। [ক]লিকাতার সেই পাপময় স্থানে কেহ গমন করিলে [পূর্ব্বে]র অবস্থা হইতে তাহার কোন পার্থক্য দেখিতে [পা]ইবেন না, তথাপি সেস্থানে শতজীবনের পরিবর্ত্তন [ঘট]িয়াছিল। মদের দোকান তখনও সেখানে ছিল এবং নারায়ণ রাও কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত এই সকল হৃদয়ে তাহাদের হৃত অধিকার পুনঃস্থাপন করিবার জন্য ইহাদিগকে যথাসাধ্য প্রলুব্ধ করিতেছিল। পিশাচ তাহার অধিকার ক্রমে ফিরিয়া পাইতে লাগিল।

আচার্য্য এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে স্বাস্থ্যকর কোনও স্থানে গমন করিলেন না। তৎ পরিবর্ত্তে তিনি এমন এক পরিবারের স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাঁহারা সহরের বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু কখনও উপভোগ করেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার জীবনে সেই দিনের কথা কখনও ভুলিবেন না। প্রখর গ্রীষ্মতাপে কলিতাকাবাসী যখন আকুল হইতেছিলেন, সেই রকম একটি দিনে আচার্য্য সেই পরিবারকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে ষ্টেশনে গমন করিলেন। তাঁহারা কলিকাতার কোলাহল ছাড়িয়া পল্লীমাতার অনন্ত আকাশতলে সুস্নিগ্ধ, উন্মুক্ত বায়ু উপভোগ করিয়া এক নূতন জীবনের আস্বাদ অনুভব করিতে যাইতেছেন।

মাতার কোলে একটি রুগ্ন শিশু, আরও তিনটি অল্পবয়স্ক সন্তান। তাহাদের পিতা—বৃদ্ধ না হইলেও সাংসারিক দুশ্চিন্তা তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়াছে—সন্তানগুলিকে লইয়া বসিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার একটু আগে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য তিনি আচার্য্যের নিকট আসিলেন। কিছু বলিতে না পারিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই অভাবজীর্ণা, পরিশ্রান্তা মাতার তিনটি সন্তানকে গত বৎসর বিষম জ্বর আসিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত পথ জানালার পাশে বসিয়া উপরে নীল আকাশ এবং নীচে হরিৎবর্ণ মাঠ দেখিয়া এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। ইহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন।

সেই দিন অসহ্য তাপে ক্লিষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্য মনে যে এক আনন্দ অনুভব করিলেন তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এই রকম স্বার্থত্যাগ তাঁহার জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম।

রবিবার মন্দিরে প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন:—"এবার আমি স্থান পরিবর্ত্তনের কোন

আবশ্যকতা বোধ করলাম না। আমি বেশ ভাল আছি।” সেই অর্থ দ্বারা তিনি কি করিয়াছেন তাহা পত্নী ব্যতীত অপর সকলের নিকট গোপন রাখিতে পারিয়াছেন—ইহা মনে করিয়া তিনি এক প্রকার আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। গোপনে; অপরের অনুমোদন ব্যতীত এইরূপ কাজ করার আবশ্যকতা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল আচার্য্য তাঁহার নিয়মিত কার্য্য করিলেন। এই কয়মাসে কলিকাতায় কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে! আচার্য্য এর সকলগুলিতেই ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে এখনও এমন অনেক লোক ছিলেন যাহারা এই সমস্ত আন্দোলনকে—সরলার মাতার ন্যায়, কেবল মস্তিষ্ক বিকার-প্রসূত বলিয়া মনে করিতেন এবং পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেন।

আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কালীমোহন বাবুর ‘ভারত ভাণ্ডারে’ দরিদ্র ভাইদের কাছে মাসে মাসে যাইতেন।

শ্রাবণের সন্ধ্যা। দীর্ঘকালব্যাপী অসহ্য উত্তাপের পর একটি স্নিগ্ধ সুশীতল দিন আসিয়াছে। এক পসলা বৃষ্টির পর আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বর্ষাজল-ধৌত গাছপালা ও বাড়ীগুলির উপর সান্ধ্যরবির একটা অস্পষ্ট আরক্তিম আভা আসিয়া পড়িয়াছে। সুরেশচন্দ্র তাঁহার গৃহের জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

টেবিলের উপর কতকগুলি খাতাপত্র, বই ইত্যাদি ছড়ানো ছিল। সেই যে বসন্তকালের একটি জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে তিনি সরলাকে আপন প্রেম জানাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। লেখকের অভ্যাস বশতঃ তিনি স্বভাবতঃই নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন, তাহার পর সেই দিনকার সেই আঘাত তাঁহার অভিমানপূর্ণ প্রকৃতিকে আরও নির্জ্জনতার মধ্যে ঠেলিয়া আনিয়াছে।

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা তিনি কেবল লিখিয়াছেন। অন্যান্য সকলের সহিত প্রতিজ্ঞা গ্রহণের কথা তিনি ভুলিয়া যান নাই। সরলার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইবা[র] পর হইতে তিনি যতবার লিখিতে বসিয়াছেন, সে ক[থা] তাঁহার মনে হইয়াছে। ‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন[?] তাঁহারা কি এই গল্প লিখিতেন? এই প্রশ্ন তিনি শতবা[র] করিয়াছেন। এই ধরণের গল্প সাধারণ লোকের কা[ছে] খুব প্রিয় হয়। ইহার কোনও উচ্চলক্ষ্য নাই। ইহা[র] ভিতরে খারাপ কিছু নাই, কিন্তু ভালও কিছু না[ই]। এই রকম বই খুব বিক্রয় হইবে। সাধারণ লোক [কি] চায়, কি ভালবাসে তাহা তিনি জানিতেন।

‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন?’ এই প্রশ্ন নিত্য[...] অসময়ে আসিয়া তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলি[ল]। তিনি বড়ই উত্যক্ত হইলেন। লেখকরূপে মহাপুরুষদে[র] আদর্শ বড় বেশী উঁচু। মহাপুরুষেরা অবশ্যই দেশে[র] কল্যাণ, জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে[ন]। তিনি—সুরেশচন্দ্র কি উদ্দেশ্য লইয়া এই উপন্যা[স] লিখিতেছেন?—অর্থ ও যশ। এই নূতন গ্রন্থ যে ত্রি[...] এই উদ্দেশ্যেই লিখিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজের [...] গোপন নাই। তাঁহার আর্থিক অভাব ছিল না, সুত[রাং] অর্থলিপ্সায় তিনি ইহা লিখিতেছিলেন না। বি[...] লেখকরূপে তাঁহার খ্যাতি চাই-ই। তিনি অবশ্য[ই] ইহা লিখিবেন। কিন্তু ‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন[?’] সরলার প্রত্যাখ্যান অপেক্ষাও এই প্রশ্ন তাঁহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। তিনি কি তাঁহার ব্র[ত] ভঙ্গ করিতে যাইতেছেন?

যখন তিনি জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুধীর রা[...] তখনই সেই পথ দিয়া ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলে[ন]। সুরেশ তাঁহার মহত্ত্বব্যঞ্জক আকৃতি লক্ষ্য করিলে[ন]। ঠিক এই সময় সেই স্থান দিয়া একখানা গাড়ী চলি[য়া] গেল। গাড়ীর ভিতরে সরলা। সরলা নিশ্চয়ই সুধীরে[র] বাড়ীতে যাইতেছিলেন।

সুরেশ এই দুই মূর্ত্তি—যতক্ষণ না জনতার ম[ধ্যে] অদৃশ্য হইয়া গেল লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর ফি[রিয়া] আসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবেন। যখন তাঁ[হার] পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হইয়া গে[ল] তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ‘মহাপুরুষেরা [কি] করিতেন?’

এই রকম গল্পের বঙ্গভাষায় অপ্রতুল নাই। ইহা [দ্বারা] কাহারও কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না, বস্তুতঃ [অ]কল্যাণ হইবে। তাঁহার গল্প লিখিবার শক্তি আছে; [তি]নি এমন গল্প লেখেন না কেন যাহা দ্বারা দেশের, [জগ]তের কল্যাণ হইতে পারে? এই তুচ্ছ. অসার গল্পেতে [কি] তা হইবে?—না। মহাপুরুষেরা কি ইহা প্রকাশিত [ক]রিতেন?

অবশেষে তিনি ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া এই প্রশ্নের [উত্ত]র দিলেন। ঘোর অন্ধকার আসিয়া সুরেশের গৃহকে [আ]চ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

ইংরাজ-বালকের শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোন কোন বালক প্রথম হইতেই তাহাদের বিদ্যালয়-[বা]স বেশ সুখের মনে করে, কিন্তু কেহ কেহ প্রথমে [বড়] কষ্ট বোধ করে, গৃহের জন্য তাহাদের মন একান্ত [ব্যাকু]ল হইয়া উঠে।

ছোট বড় সকল স্কুলেই নবাগত দিগকে প্রথমে খুব [পরী]ক্ষায় পড়িতে হয়। অনেক দুষ্ট, মায়ের আদুরে ছেলে [ই]হাতেই বেশ শোধরাইয়া যায়। খেলাধূলা, কীলাকীলি, [ঘু]ষি যেন ইংরাজ-বালকদিগের প্রকৃতিগত। নবাগত[দি]গকে আসিয়াই সহবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে তাহাদের [বলে]র পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের প্রতি [কো]ন মনোমালিন্য জন্মে না। যুদ্ধের পরেই আবার সখ্য [স্থা]পিত হয়।

পূর্ব্বে ছোট ছোট বালকদিগকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক [বাল]কদিগের হস্তে নিতান্ত পাশব নির্য্যাতন সহ্য করিতে [হই]ত। ইদানীং তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু নবাগত[দিগ]কে এখনও স্কুলে আসিয়া প্রচুর বেগ পাইতে হয়।

বিদ্যালয়ের বালকেরা পরস্পরের অসাক্ষাতে পরস্পরের [নিন্দা] করে না, অথবা কাহারও নামে কেহ নালিশ করে [না]। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ কখন এই নিয়ম ভঙ্গ করে [তবে] তাহার আর নিস্তার নাই। সকল বালকে মিলিয়া তাহাকে “ছিচ্‌কাঁদুনে”, “কাপুরুষ” প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করে। সে যে দিকে যায় সকলে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে দেখায়। সুতরাং সে আর দ্বিতীয় বার এরূপ করিতে সাহস পায় না।

বিদ্যালয়ে ইংরাজবালকদিগের খেলা তাহাদিগের চরিত্রগঠনের এক প্রধান উপায়। বৃথা গর্ব্ব, অহঙ্কার সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। যে বালক যে স্থানের উপযুক্ত, তাহার যতটুকু শক্তি তাহার অতিরিক্ত প্রদর্শন করিতে গেলে সঙ্গীরা তাহাকে জব্দ করিয়া ছাড়ে। বর্ত্তমান সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের এক পুত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ এক সঙ্গীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছিল। রাজকুমার বলিয়া সঙ্গীরা তাঁহাকেও জব্দ করিতে ছাড়ে নাই।

ইংরাজ বালকগণ বুদ্ধিতে ভারতীয় বালকগণ অপেক্ষা হীন না হইলেও পড়াশোনায় তাহাদের মনোযোগ যে এদেশীয় ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক কম তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। খেলা এবং ছুটাছুটিতেই তাহারা অধিকাংশ সময় কাটায়, পড়াশোনা যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই করে। ছুটীর দিনে ত তাহারা পুস্তক স্পর্শই করে না বলিলে চলে। ছুটীর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কি খেলা খেলিবে তাহার আয়োজন চলিতে থাকে। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাই বেশী। “শশক ও কুকুর”-খেলায়ও অনেকে মত্ত হয়। একজন “শশক” সাজে এবং প্রথমে দৌড়িতে আরম্ভ করে, পেছনে টুকরা টুকরা কাগজ ছড়াইয়া যায়, যেন যাহারা “কুকুর” হইয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে, সে কোন দিকে গিয়াছে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, গর্ত্তে, সর্ব্বত্র “কুকুরেরা” “শশককে” খুঁজিয়া বেড়ায়। এই সকল স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে খেলিতে অভ্যস্ত বালকদিগকে যথা তথা এরূপে ছুটিতে দেখিতে কত আনন্দ বোধ হয়। সাধারণ রাস্তায় আমাদের দেশীয় ছাত্রগণ এরূপ ভাবে খেলাকে নিশ্চয়ই অভদ্রতার পরিচায়ক মনে করিবে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেরা যত দিন শারীরিক উন্নতি সাধনে যথেষ্ট মনোযোগী না হইবে, শারীরিক স্ফূর্ত্তি ও বলবৃদ্ধিকর খেলাধূলায় মন না দিবে তত দিন তাহাদের

প্রকৃত উন্নতি হইবে না। চরিত্রের উন্নতিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। দেহ সবল না হইলে মন সবল থাকিতে পারে না। মন সবল না হইলে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

ইংলণ্ডে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকেও অভিভাবকগণ প্রতিদিন কয়েক মাইল বেড়াইতে দেন। সাধারণ রৌদ্র, বৃষ্টি, বরফ কিছুতেই তাহাদিগকে বাধা দেয় না। একটু বয়স্ক হইলে ছুটীর দিনে বালকেরা সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখিবার জন্য এক এক দিনে ১৮।২০ মাইল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। কখন কখন কয়েক সপ্তাহের জন্য তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়। ভ্রমণ ছাড়া নৌকা-চালন, স্কেটিং প্রভৃতি নানা আমোদজনক খেলাও তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই খেলে।

শরীরের যাহাতে বিকাশ হয়, শারীরিক শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিলে পরিণামে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ শরীর মস্তিষ্ক ও আত্মার যন্ত্র স্বরূপ। বাদ্যযন্ত্র যদি ভগ্ন অথবা অনুপযুক্ত হয় তবে অতি শ্রেষ্ঠ বাদ্যকরও তাহা হইতে সুস্বর নির্গত করিতে পারে না; সেইরূপ মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম বুদ্ধিশালী অথবা আত্মা ধর্ম্মের জন্য অত্যন্ত উন্মুখ হইলেও দুর্ব্বল শরীরের জন্য উভয়ই প্রচুর পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয়।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ব্যবস্থা অন্যরূপ। অপেক্ষাকৃত অল্প বালকই—এমন কি সম্ভ্রান্ত গৃহেরও অল্প বালক—উপাধি লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। তাহারা কোন শিল্প ও ব্যবহারিক (practical and technical) বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া বৈজ্ঞানিক অথবা বাণিজ্য বিষয়ক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয়। অনেক আভিজাত (aristocracy) বংশের বালক বালিকাগণও এখন ব্যবসায়ের জন্য শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইংলণ্ডে নির্দ্দোষ কাজ মাত্রই সম্মানযোগ্য। যে কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিলে অর্থ ও সম্মান লাভ হয়। কেরাণীগিরিতে আয় অতি সামান্য। ইংলণ্ড কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা এবং ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারাই এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষের এতগুলি যো সন্তান আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া দো উৎপন্ন অর্থ গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। ইঁহাদের অ যদি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে মনোযোগী হইতেন, সাহায্যে কলকারখানা স্থাপন করিয়া সামান্য সামান্য দ্রব্য হইতে যন্ত্রসাহায্যে মূল্যবান দ্রব্য সকল উ করিতেন তবে দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত।

এদেশে কোন কোন ব্যবসায় হীনতাব্যঞ্জক ব বিবেচিত হয়। আশা করা যায় এই কুসংস্কার দিন দূর হইতেছে। ইংরাজ বালকদিগের শিক্ষার প্র হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে, ইংরাজের ত্রুটী বর্জ্জন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যাহা গ্র আছে তৎপ্রতি যেন আমরা উপেক্ষা না করি।

লক্ষ্মীবাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর মহারাণী জব্বলপুরের কমিশনার সা লিখিয়া পাঠাইলেন, "অসন্তুষ্ট সিপাহীরা ঝান্সীর ইংরাজ রাজপুরুষকে হত্যা করাতে অরাজকতা হইয়াছে; ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক শাসনভার পুন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিজে শাসনকার্য্য করিব।"

ইংরাজের শাসন বিলুপ্ত এবং মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিগণ (যথা, সদ দামোদর, নাথ খাঁ) উৎসাহিত হইয়া ঝান্সী অ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। লক্ষ্মীবাই যোগ্যতা সহকারে এই সকল শত্রুর বিষদন্ত ভগ্ন ঝান্সী রক্ষা করিলেন।

ঝান্সীর প্রাগুক্ত বিপদ নিবারণ করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সুবন্দোবস্ত করিলেন এ দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত হামিল্টন সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী শত্রুগণের ষড়য় পত্র পথিমধ্যেই বিলুপ্ত হইল, ইংরাজ বাহাদুরের সমস্ত বৃত্তান্ত অপরিজ্ঞাত রহিল।

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ACME PRESS.

মহারাণী ৯।১০ মাস ঝান্সীর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। "কি সৈনিক শৃঙ্খলা, কি বিচার কার্য্য, কি শান্তি স্থাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাহার অসামান্য ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। যৌবনের পূর্ণ বিকাশে তাঁহার দেহ যেমন সুগঠিত ও সৌন্দর্য্যশালী ছিল, দয়া সৌজন্য প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাঁহার প্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়াছিল। * * * রাণী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় হইতে প্রায়শঃ পুরুষ বেশে, কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত হইয়া দরবারে উপনীত হইতেন। পায় পায়জামা, অঙ্গে বেগুণী রঙ্গের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, তাহার উপর পাঠানী পাগড়ী, সোনার জরির দোপাট্টা, উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি, তাঁহার এইরূপ পুরুষবেশে তদীয় যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। * * তাঁহার বসিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দ্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া সমীপস্থিত কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কখন কখন আদেশলিপি তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার রাজ্যশাসনে যেরূপ ক্ষমতা, সেইরূপ দেব-ভক্তি, আশ্রিত-জন প্রতিপালন প্রভৃতি এবং দীন দুঃখীর প্রতি দয়া ছিল। তিনি আপনার আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায় হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন. এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহারে, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানাদেশের গুণিজনের সমাগম হইত। (১

প্রাগুক্ত ভাবে লক্ষ্মীবাই কর্ত্তৃক ঝান্সীর শাসনকার্য্য ৯।১০ মাস কাল সুসম্পাদিত হইবার পর প্রধান ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ রোজ উত্তর ভারতের নানা স্থানের বিদ্রোহ দমন করিয়া ১৮৫৮ অব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে ঝান্সীতে আসিয়া পৌছিলেন। বীররমণী লক্ষ্মীবাই ইংরাজ সৈন্যের আগমন সংবাদ শ্রবণে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। "কেহ কেহ বলেন, এই সময় ইংরাজ পক্ষ হইতে সংবাদ আসে যে, রাণী অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গকে লইয়া ইংরাজের শিবিরে উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই কথা রাণীর মনঃপুত হয় নাই, তাহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজেরা সংকল্প করিয়াছিলেন, রাণী শিবিরে গেলে তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিবেন, এই জনরব প্রচারিত হওয়াতে রাণী যুদ্ধে উদ্যত হন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাণী ইংরাজদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহার ফাঁসি দিয়াছিল বলিয়া যুদ্ধ ঘটে।" (১) ফলতঃ লক্ষ্মীবাই কিজন্য ইংরাজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি ঝান্সীস্থিত ইংরাজের বিপদকালে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, তার পর তাঁহাদের হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে প্রিয়তম ঝান্সীকে অরাজকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক পুনঃ শাসনের বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এই সকল বিবরণ তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকে পরিজ্ঞাত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও স্বার্থান্বেষী শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; এক্ষণে ইংরাজসৈন্য সমাগত দেখিয়া তিনি আপন সদভিপ্রায়ের বিষয় তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া যুদ্ধ নিবারণ রাখা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং তজ্জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহা হউক, অসাধারণ প্রতিভাশালিনী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় নিজে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক দাস দাসীর সহায়তায় এক রাত্রিতেই কামানাদি যুদ্ধোপকরণে দুর্গ সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। ইংরাজ সৈন্য ঘোর বিক্রমে ঝান্সী অবরোধ করিয়া অগ্নিময় গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে একাদিক্রমে একাদশ দিবস যুদ্ধ হইল। লক্ষ্মীবাইয়ের দুর্জ্জয় পরাক্রমের নিকট

(১) সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

(১) সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।

ইংরাজ সৈন্যের সমস্ত বীরত্ব ব্যর্থ হইয়া পড়িল। ইংরাজ সেনানীগণ জয়াশায় সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। এই সময় সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক নানা সাহেবের সেনাপতি তাত্যাতোপে বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝান্সীর অদূরে আগমন করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার দমন জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তাত্যাতোপে নানা স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয় গৌরবে দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই অহঙ্কার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। এবার তাত্যাতোপে রণক্ষেত্রে ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইলেন। সিপাহীরা যুদ্ধোপকরণ সমূহ রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এই সংবাদ ঝান্সীতে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীবাইয়ের সৈন্যদলে নিরাশার সঞ্চার হইল। বীররমণী লক্ষ্মীবাই শত্রুর নব বল দর্শনে ভীত না হইয়া অবিচলিত চিত্তে অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রাণীর সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ ব্যর্থ হইল, দুর্গাজী ঠাকুর নামক এক জন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ঝান্সীর দক্ষিণ দ্বার ইংরাজ সৈন্যের নিকট উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। অতঃপর সহজেই লক্ষ্মীবাইয়ের পরাজয় ঘটিল, বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

লক্ষ্মীবাই ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বীয় পৃষ্ঠদেশে রাজকুমারকে এক খানি শালের দ্বারা বন্ধন করিয়া পুরুষোচিত যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে ঝান্সী পরিত্যাগ করিলেন। "ঝান্সী পরিত্যাগের পর রাণী মহোদয়া ঝান্সীতে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া গোয়ালিয়র নগর লুণ্ঠন ও দুর্গ অধিকার করিলেন। ইংরাজেরা গোয়ালিয়র উদ্ধার করিবার জন্য যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেই এই বীর-মহিলার অলোকসামান্য সমর-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহা দর্শনে বিস্মিত হইয়া সার হিউ রোজ তাঁহাকে শত্রুপক্ষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং ডাক্তার লো তাঁহাকে বিদ্রোহীদলের নেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সাহসসম্পন্ন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইলে রাণী অল্পসংখ্যক অনুচর সহ সমরক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় ইংরাজ সৈনিক তাঁহার অনুসরণ করিল। আত্মরক্ষার আ... বিলীনপ্রায় হওয়ায় রামচন্দ্র রাও দেশমুখ নামক এক... বিশ্বস্ত সর্দ্দারের প্রতি স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের রক্ষণের ভ... অর্পণ করিয়াছিলেন। কিয়ৎদূর গমনের পর তিনি এ... দল ইংরাজ সৈনিকের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। ত... উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে এক জন শ্বেতাঙ্গ সৈনি... লক্ষ্মীবাইয়ের শীর্ষদেশে অস্ত্রাঘাত ও বক্ষে সঙ্গীন ... করিল। সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াও বীররমণী অ... বিক্রমে আততায়ীর প্রাণ বধ করিলেন। তাঁহা... শত্রুপক্ষের সৈনিকের ভীষণ খড়্গাঘাতে কাতর দে... রামচন্দ্র রাও নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে লইয়া গেলে... পিপাসায় রাণীর কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল। কুটীরবা... গঙ্গাদাস বাবাজী তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল পা... করাইলেন। সুশীতল গঙ্গাজল পানে কিঞ্চিৎ প্রকৃতি... হইয়া রাণী স্নেহপূর্ণ নয়নে রাজকুমার দামোদরের ... একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিতে দে... তাঁহার নেত্রদ্বয় চিরকালের জন্য দীপ্তিহীন হইল, তাঁহার অমর আত্মা অমর ধামে চলিয়া গেল। (১)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

(১) ঝান্সীর রাজকুমার।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান।

ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?—শ্রীমধুসূদন।

শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনি... স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য সম্মিলন... দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জ... আমাকে অনুরোধ করিলেন তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ... আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, না... বা ঠিকানা ভুলিয়া হয় ত তাঁহারা আমার নিকট আসি... ছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে ল... হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমা... হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আস... সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতি...

...য়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার ধৃষ্টতা ও ...লতা মাত্র। তার পর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। ...প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা ...র শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ ...র্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু ...ধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্য-পরিষদের দুই প্রধান ...স্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ...মকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ...ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার ...লেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ ...ন করিলাম। আমি এক প্রকার বন্দীভাবে আপনাদের ...ক্ষে আনীত, এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া ...নারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে ...র্য্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত ...নর উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ ...তেছি।

...ানীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি ...অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ...র হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা ...।

...াতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থা-পরিচায়ক ও ...দায়ক। যে কোন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ...হিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সে দেশের তৎ...ীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ ...যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির ...ক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে ...ত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান ...ন যদ্দ্বারা আলেখ্যবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই ...দ্ধি করা যায় তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র ...ত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ...প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মানিকচাঁদ ও গোবিন্দ...য় গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের ...সংগীত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল ...একই সুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে ...ব সাহিত্যে। প্রেমের জয়, নামে রুচি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন স্রোতে দেখিতে পাই সেই একভাব—ধর্ম্মপ্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিক্কণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত "নিকষিত হেম।"

এই ধর্ম্ম-সাহিত্যের স্রোত মানিকচাঁদের সময় অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি সাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই স্রোত আজও প্রবাহিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় (inspirer) জয়দেবের সময় হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী—এই সাত শত বৎসর—একই প্রসঙ্গ চলিতেছে। গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, "রাই উন্মাদিনীতে" ও তাহারি আঘাত ও প্রতিঘাত দেখিতে পাই। এই সংক্রামকতা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে ৭০।৭৫ জন মুসলমান কবির পদাবলী পাওয়া যায়। গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্ম-বিষয়ক।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয় তাহার আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাম রাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তার বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

"ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমস্ত

জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়!”

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা-প্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনেকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে ৩।৪টি দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক “প্রবোধ-চন্দ্রিকা” তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “কোকিলকলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরান্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে” ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল! এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র “আলালের ঘরের দুলাল”এর মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকেরা ঘিকে “আজ্য” বলিতেন, কদাচ ‘ঘৃতে’ নামিতেন। খইকে “লাজ”, চিনিকে “শর্করা” ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষায় সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাস-গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার ‘আনন্দমঠে’ স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যো[illegible] অনুশীলন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে ‘বঙ্গদর্শ[ন]’ বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসাম[ান্য] প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গালা সাহিত্য স[মগ্র] ভারত-সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষ[য়]কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনা[থ] প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন ক[রিয়া] উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বর গু[প্ত] শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যে[র] কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে[ন]। কিন্তু এ সমস্ত সত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটী ভী[ষণ] বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্ন[তি] হইয়াছে মাত্র, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের [illegible] বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটী কা[illegible] ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারী[র] তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয় সেই [illegible] দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে আবার, যে অঙ্গের চালনা [হয়] না তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবা[রে] নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদিগের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষ[য়ক] পুস্তকের বড়ই অভাব।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে[র] জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ [illegible] লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিদ্য[ায়] পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে [illegible] জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের ‘কামসূ[ত্র]’ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ধাতুবা[দ] (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কল[ার] মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়[া] বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়[তা] প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অ[স্ত্র] বিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে[র] মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটী প্রধান অঙ্গ। সুশ্রু[তে] যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে, তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রে[র] এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাই[তে] পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগ[ণ]

[জ্ঞ]ানে ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান জগতেরও আদর্শ, যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বন ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমানকাল হইতে কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাইতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞান-[র]বি, দুর্ভাগ্য বংশধর আমাদিগের দোষে অস্তমিত হইল! সত্যই কবি গাহিয়াছেন:—

“অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে”
“তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।”

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ্ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত [হ]ইল। অস্ত্রচালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত [হই]ল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় [ব্যস্ত] হইবার প্রয়োজন নাই, এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে! বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারত-[ব]র্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার [পূ]র্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়” পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে” ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ [লি]খিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া [থা]কিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু [স]মাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা [চির]ঋণী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopædia Bengalensis অথবা “বিদ্যাকল্পদ্রুম” আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (classics) মধ্যে গণ্য হইবে না তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন! কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, ‘খৃষ্টানী বাঙ্গালা’ বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে ‘পদার্থ-বিদ্যাসার’ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন! ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন “কিমিয়া বিদ্যাসার” নামক রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ‘সমাচার দর্পণ’ নামে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার ‘দিগ্দর্শন’ নামক নানা তত্ত্ব বিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে “বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি” (Society for translating European Sciences) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন, এবং উক্ত সমিতির

চেষ্টায় "বিজ্ঞানসেবধি" নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ বার্ণেকুলার লিটারেরী সোসাইটী নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্‌যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে-যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠলিপ্‌সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানব-শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

বিজ্ঞান-প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭খানি পুস্তক-প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এ দেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা, এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যাঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ-প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না? বিজ্ঞানবিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে, তাহা টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩ টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজিতে একটি কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই!

জামিন পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য-সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ এক-জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোনও দেশেই নাই। আমরা এ দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে; তাঁহারা এ কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক-পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয় ত উদ্ভিদবিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবককে ২।১ বৎসর পরে আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না! পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এই ত পরিণাম। জাপানের জ্ঞান-তৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা, দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি "সঞ্জীবনী"তে কোনও বাঙ্গালী ছাত্র জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট কি বড়, কি ধনী, নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সংগ্রাম—দুঃখ দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানানুধাবনের প্রবৃত্তি, দুইটি মহীয়সী আসক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট। এই দুইটি প্রবৃত্তির কোন্‌টি প্রথম এবং কোনটি দ্বিতীয় ইহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। জ্ঞানস্পৃহা প্রবৃত্তিদ্বয়ের একটি, জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠা অপরটি। এই দুইটির সমন্বয়েতেই জাপান আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের সংগ্রামে অটুট। 'আমি উপলক্ষ্যমাত্র, দেশের ও মানব সমাজের কল্যাণ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশ আমার জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করুক, এই বাণী জাপযুবকহৃদয়ের ধমনীতে তাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। এই ভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। বাঙ্গালার যুবক! সমগ্র ভারতের যুবক! তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি এ সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে না? তোমাদের কি জগতের জ্ঞানকোষে অর্পণ করিবার কিছুই নাই? তোমরা কি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে?

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল, তাহা বাকল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জন্য দুই চারি জন বিশেষজ্ঞমাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন

বার্ত্তা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়ান রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাঙ্গালার মশা, বাঙ্গালার সাপ, বাঙ্গালার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোঁদাল, বেল, বাবলা ও শ্যাওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি,—এ সবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবেও কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়?

এদেশের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন উদ্ভিদ্‌নিচয় আহরণের জন্য স্যার জোসেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) ১৮৪৫খৃঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে কি অদম্য উৎসাহ, কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যান্‌সেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল। *

অনুপমা।

অয়ি জন্ম-জন্মান্তের জীবন-সঙ্গিনী,
কল্যাণী মানসী মোর! দেবী মন্দাকিনী
আয়ুষ্ক দেবতা সম যে দিন প্রথম
লভিলেন সাগরের পবিত্র সঙ্গম
বহু তপস্যার পরে, সেই দিন হতে
শত বাধা অতিক্রমি' শত লক্ষ স্রোতে
কত স্নিগ্ধ সুধা-ধারা করিয়া অর্পণ
করিলা অর্চ্চনা তার নিত্য অনুক্ষণ
অদ্যাবধি প্রেমময়ি! মোর মনে হয়,
তুমি যত পুণ্য-প্রেমে এ শূন্য হৃদয়
করিয়াছ পূর্ণ মোর জন্ম-জন্ম ধরি
অকাতর-করুণায় দিবস-শর্ব্বরী
আত্ম-হারা জ্ঞান-হারা, তা'রি সনে হায়!

* রাজসাহীতে সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতা। আগামী বারে সমাপ্য।

হয় না তুলনা কভু জাহ্নবী-ধারায়
চির-অতুলনা অয়ি!
সিন্ধু সে মহান;—
সাম্যের আদর্শপূত, জাহ্নবীর দান
করে নাই ক্ষীত তারে, দেয়নি গৌরব,—
তুচ্ছ পঙ্ক আবর্জ্জনা হাস্য-মুখে সব
গ্রহণ করেছে শুধু, দেখেনি ভাবিয়া
কত প্রেম তা'রি সাথে এনেছে বহিয়া
নিঃশব্দে হিমাদ্রি-সুতা!
ক্ষুদ্র নর আমি;—
তব প্রেম অয়ি দেবি, মোরে দিন-যামি
করেছে পবিত্র ধন্য, ঊর্দ্ধে স্বর্গ-মুখে।
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে অতি প্রশান্ত কৌতুকে
নিয়ে গেছে সদা মোরে করি আকর্ষণ
কি অচিন্ত্য শুভ-ক্ষণে, ভাস্কর যেমন
শুষি' লয় বারি-কণা তীব্র রশ্মি-জালে
বিশ্ব-হিতে সারাদিন! তুমি কোনো কালে
অযোগ্য ভকতে তব পঙ্কিল সম্ভারে
করনি অর্চ্চনা প্রিয়ে, ত্রিদিব মাঝারে
অমর-বাঞ্ছিত যেই সত্য ভালবাসা
অতি শ্রেষ্ঠ নিরমল, মোর সাধ-আশা
তাই দিয়ে তুমি শুধু মিটায়েছ হায়
প্রতি পলে আশাতীত!
সর্ব্ব সুষমায়
লজ্জা দাও তুমি সখি, আপন অপার
ভুবন-মোহন রূপে, চরণে তোমার
বিশ্বের সৌন্দর্য্য কাঁদে করুণার কণা
কাতরে সকলে প্রাণে করিয়া কামনা
সৌন্দর্য্য-নিলয়া অয়ি! রবি-চন্দ্র-তারা
চেয়ে রয় তব পানে হয়ে আত্ম-হারা
নিশিদিন, শ্রীঅঙ্গের চারু গন্ধ মাখি'
মৃদুমন্দ বহে বায়ু কুসুমিত শাখী
দোলায়ে আনন্দ ভরে, হাস্যবিন্দু তব
চুরি ক'রে লক্ষ কলি নিত্য অভিনব
ফুটে উঠে প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে হায়
কি গৌরবে অতুলন! বিচিত্র ছটায়
তোমার অঞ্চল খেলে শ্যাম শষ্প'পরে
বিতরি' সু-বর্ণ-রেণু, বিহঙ্গ সু-স্বরে
তব কণ্ঠ অনুসরি' ত্রিলোক মাতায়
অপূর্ব্ব বন্দনা-গানে, ঊষায় সন্ধ্যায়
নিত্য নিত্য প্রিয়তমে! মুগ্ধা শৈল-বালা
মাগি লয়, প্রতি পাদক্ষেপে লো চঞ্চলা,
তব অঙ্গে জাগি উঠে অনন্ত সুন্দর
ছন্দের তরঙ্গ যেই, বহে নিরন্তর
বিশ্ব-দ্বারে তা'রি বার্ত্তা! দীর্ঘ তপস্যায়
ক্ষণেকের তরে শুধু লভি সিদ্ধি হায়,
সুগোপন সুকোমল চিত্তের তোমার
অক্ষয় আনন্দোচ্ছ্বাস পুলকে অপার
নিয়ে আসে ঋতুরাজ ত্রিদিব-সুখের
প্রবল প্লাবন সম!
মর-জগতের
অমৃত রূপিনী অয়ি প্রেয়সী আমার!
এ বিশ্বে ভঙ্গুর সবি, স্বপ্ন-পারাবার
দিশে দিশে দিশা-হারা করিয়া সবায়
উথলিছে মুহুর্মুহুঃ, কি মহা মায়ায়
সবে যেন নিতে চায় ব্যাকুল হৃদয়ে
বাঁধি' দৃঢ় আলিঙ্গনে!
যায় অস্তালয়ে
রবি শশী, তারকার সুস্নিগ্ধ কিরণ
নিভে আসে, থেমে যায় ফুল্ল সমীরণ
তাপ দগ্ধ বসুধায় করিয়া বীজন
মাতৃ-স্নেহে অকাতরে; প্রসূন শোভন
দু'দিনে বিশুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে ধীরে
অসহায় শিশু সম; বিবর্ণ-তিমিরে
ডুবে যায় তৃণের সে শ্যামল মাধুরী
কাল-বশে একদিন; সঙ্গীত-লহরী
থেমে যায় বিহঙ্গের; প্রমত্তা তটিনী
শান্ত হয়ে আসে, ক্রমে ক্ষীণা বিষাদিনী;—
প্রথম আবেশে যথা প্রদানি' নবোঢ়া
প্রাণেশে যৌবন-অর্ঘ্য অবসাদ ভরা

অকালে কালের চক্রে! বসন্ত ফুরায়
একটু মধুর স্মৃতি রাখিয়া ধরায়
চির-বিরহীর ক্ষণ-মিলনের মত
তৃপ্তি-হীন হর্ষ মাখা!
তুমি লো শাশ্বত
অয়ি মোর অন্তর্লক্ষ্মী, মর্ম্ম-বীণা-পাণি,
হৃদি-নন্দনের মোর প্রেমদা ইন্দ্রানি,
সুখদা বরদা অয়ি! তব শোভারাশি
চিরদিন সমভাবে রহে গো বিকাশি'
দেব-আশীর্ব্বাদ সম! ভুবন আমার
বারেক মুহূর্ত্ততরে করিয়া আধার
তুমি ত যাও না কভু অস্তাচলে প্রিয়ে,
বিন্দু-বিশ্রামের আশে! সদা বিতরিয়ে
পুণ্য-প্রভা, ম্লান তুমি নহ কোন দিন
চির-জ্যোতির্ম্ময়ী অয়ি! তুমি মৃত্যু-হীন;—
সুস্থির-যৌবনা তুমি! অফুরন্ত-সুখ
অফুরন্ত হর্ষ সাথে ওই কান্ত বুক
পূর্ণ করি রহিয়াছে! তব সুধা-স্বর
আমার মানস-কুঞ্জে জাগে নিরন্তর
উদ্‌ভ্রান্ত আকুল করি! তুমি শত রূপে
আমার 'আমিত্ব' হরি' চুপে চুপে চুপে
মঙ্গল-ইচ্ছার তব কল্প-তরু-বনে
মোরে নিয়ে যেতে চাও একান্তে গোপনে
মগ্ন হতে তব মহা তপস্যার মাঝ,
সাধক-বৎসলা অয়ি!
ভাবি আমি আজ
অনাদি অনন্ত তুমি! অগম্য মহান্
তোমার অপূর্ব্ব সত্ত্বা! দেবতার দান
তুমি মম! বিশ্ব-জয়ী কল্পনা আমার
পারে না করিতে স্পর্শ ছায়ায় তোমার
শত চেষ্টা-সাধনায়! তুমি লোকান্তরে
আশ্বাস-প্রাসাদ কিবা আপনার করে
বিরচিয়া মোর লাগি অজ্ঞাতে সবার
রাখিয়াছ প্রাণময়ি! কেহ কভু আর
দেয় নাই মোরে হায়, এত ভালবাসা
উৎসর্গিয়া আপনায়! মোর এত আশা
করে নাই পূর্ণ কেহ!
তাই ভুলে হায়,
ভাবি কভু, তুমি বুঝি বিদগ্ধ ধরায়
সর্ব্ব তাপ-গ্লানি-হারী সুশীতল ছায়া
রমণীয়, আরাধ্যের অনাবিল মায়া
সংসার-শ্মশানে এই!
অয়ি বিশ্ব-রমা,
রূপে গুণে সত্য তুমি চির-অনুপমা!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভারত-নারীর অবস্থা।

বিগত সমাজ-সংস্কার সমিতির অধিবেশন উপ মান্দ্রাজে ভারত-নারীর উন্নতি বিষয়ে কয়েকটী উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামনাথ আয়ার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন

"গবর্ণমেণ্ট, খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি বা সমিতি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য করিতেছেন, এই সমিতি তাহাদের চেষ্টার প্রশংসা তেছেন। সমিতি ইচ্ছা করেন, সকল ভারত স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারকারী উপায় সমূহের সমর্থন করেন আপন আপন বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ ক অথবা অন্য প্রকারে গৃহে তাহাদিগকে প্রাথমিক ও শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। * * *"

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে আয়ার মহাশয় ব বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও যে শিক্ষা দে উচিত এদেশের পিতামাতাগণ এখনও তাহা বুঝি পারিতেছেন না। বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রে করা পিতামাতার অবশ্য পালনীয় গুরুতর কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবের সমর্থন উপলক্ষে শ্রীমতী হা বলেন যে, "আজ কাল শিক্ষার কথা অনেক শো যাইতেছে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে শ্রোতাগণ শি সম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ডের সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। ম্যা আর্ণল্ড বলেন, "Education was an atmosphere

cipline and a life" অর্থাৎ শিক্ষা এক মানসিক ওয়াতে বাস, শিক্ষা—জীবন গঠন। বালিকাদিগের সম্বন্ধে এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে তাহারাই বংশের জননী হইবে। শিশুদিগের উপর প্রভাব কত তাহা আমরা সকলেই জানি। আমা রণ রাখা কর্ত্তব্য, যে শিশুগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি র্ব্বে তাহাদের প্রথম জীবন মাতারই হস্তে থাকে। প্রাথমিক বৎসরগুলি চরিত্রগঠনের পক্ষে অতি ন। এই সময়ে মস্তিষ্ক-কোটর সমূহ হইতে n-cells) স্নায়ুগুলি বিবিধ ধারণা গ্রহণ করিবার তুর্দ্দিকে ব্যাপৃত হয়। যাহাদের নিকট শিক্ষার অবরুদ্ধ তাহাদের হস্তে এই মূল্যবান সময়ে শিশুর র ভার দিলে কি ফল উৎপন্ন হয়? শিশুগণ পরে বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে, তখন এই শ্রেণীর গণ তাহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি কি প্রকারে করিবেন, তাহাদের সকল অবস্থা তাঁহারা কিরূপে ন? বালকদিগকে তাঁহারা উচ্চতম কলেজে করেন, সাধ্যানুসারে সকল শিক্ষাই দিয়া থাকেন, তাহাদিগকে হয়ত এমন বালিকার সঙ্গে বিবাহ হয়, যে লেখাপড়া জানে না। এই দুইয়ের মধ্যে ত কি সখ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? ভারতবর্ষে প্রভাব কত অধিক আমরা তাহা জানি, কিন্তু কত সময় এই প্রভাব ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। রা শিক্ষা লাভ করিলে এরূপ হইত না। জগতের রাজ্যের প্রজারূপে নারীগণের দায়িত্ব-জ্ঞান জাগ্রত ছে। সে দিন জাতীয় মহাসমিতিতে কথিত হই- জাপানের নারী-সম্প্রদায়ে নব যুগের আবির্ভাব হই- । ইহার কারণ এই যে, পুরুষগণ অনুভব করিয়াছেন, র দায়িত্ব শুধু পরিবারের প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে, সমাজের প্রতিও তাঁহার দায়িত্ব রহিয়াছে এবং বিস্তৃততর দায়িত্বপালনের জন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষা য়া আবশ্যক। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মস্তিষ্ক দয় মিলিয়া যেমন মানুষ, পুরুষ ও নারী লইয়া সেই জগৎ সংসার। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রথম জ অধীশ্বরী এক জন নারী, ইহা কি একটা উপে ক্ষণীয় ঘটনা মাত্র? এই সুশিক্ষিতা, মহৎচরিত্রা নারীর রাজ্যশাসন কি নারীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপ নহে?"

পণ্ডিতা অচলাম্বিকা আম্মল, রুক্মিণী আম্মল, কুমারী সুন্দরামা প্রভৃতি মহিলাগণ এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীমতী কাশীবাই দেবধর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন:—

"বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ হয়, তদপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা প্রদান জন্য, ক্রম-বর্দ্ধনশীল জাতীয় শারীরিক অবনতির গতি অবরুদ্ধ করিবার জন্য এবং অল্প বয়সে বিধবা হইবার সম্ভাবনা হ্রাস করিবার জন্য, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে কন্যা ঋতুমতী হইবার পর বিবাহদান-প্রথা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেখানে লোক-মত এই পরিবর্ত্তনের অনুকূল নহে সেই সেই স্থানে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার সূত্রপাত স্বরূপ কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স অন্ততঃ ১২ এবং পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত হউক।"

শ্রীমতী দেবধর বলেন যে, "যদিও অনেকেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার ঔচিত্য স্বীকার করেন কিন্তু কার্য্যকালে অন্তরের বিশ্বাস অনুসারে চলিতে তাঁহাদের সাহস হয় না। কন্যা ঋতুমতী হইবার পর বিবাহ দেওয়া উচিত, পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াও অনেকেই অতি বাল্য বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। কোন কোন উন্নত ও শিক্ষিত পরিবারে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এই সকল বিবাহ জনসাধারণের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য হয় না। কারণ এই সকল সুসংস্কৃত পরিবারের সহিত জনসাধারণের কোন সংস্রব নাই। তার পর সংস্কারের মন্দ গতির আর এক কারণ, নারীগণ শিক্ষার অভাবে সংস্কারের এই প্রয়োজনীয়তা ভালরূপে বুঝিতে পারেন না, অথচ তাঁহারাই অধিক ভুক্তভোগী।"

শ্রীমতী শ্রীরঙ্গাম্মল বি, এ, এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দিবার

দুইটী পথ খোলা আছে। প্রথম, তাহাদিগকে বিবাহ না দেওয়া, অবিবাহিতভাবে সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করা এবং নারীজাতির সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ইহা অতি কঠিন পথ, জনসাধারণের নিকট এই প্রণালী আদৃত হইবার সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়, বালিকাদিগকে এতদূর উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাহার ফল এমন স্থায়ী হয় যে, বিবাহিত জীবনেও তাহারা সেই শিক্ষা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। এই কারণে বালিকাদিগের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রামনাথ আয়ার প্রস্তাবের সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—

"এই বিষয়ে সংস্পৃষ্ট সকলকে এই সমিতি অনুরোধ করেন যে, হিন্দু বিধবাদিগকে প্রচলিত মস্তকমুণ্ডণ প্রভৃতি দ্বারা বিকৃতাকার করিবার প্রথা রহিত করিতে এবং শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া এবং অধ্যাপক কার্ব্বের বিধবাশ্রমের ন্যায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের অব-স্থার উন্নতি করিতে এবং তাহাদিগকে লোক-সেবার উপযুক্ত করিতে, যত্নশীল হউন এবং তাহাদের পুনর্বিবা-হের পথে কোন বাধা না দেন।"

শ্রীমতী নাইডু বলেন, "এইরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপন করা যে আবশ্যক হইয়াছে, ইহা আমাদের জাতীয় লজ্জার কারণ। জগতে অন্যান্য জাতি যখন সভ্যতার সোপানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সেই সময়ে আমাদিগকে, ভারত-বর্ষে, সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থার সামাজিক প্রশ্ন সমূহ লইয়া আন্দোলন করিতে হইতেছে। আমি আশা করি, অতি সত্বর সেই দিন আসিবে যখন আমাদিগকে আর জাতীয় লজ্জার কথা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতে হইবে না। সে দিন মাত্র কংগ্রেসে আমাদের রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপায়সমূহ আলোচিত হইয়া গিয়াছে। সমাজ-দেহের অন্তঃস্থলে এইরূপ ক্ষত পোষণ করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আশা করা কি নিতান্ত দুঃসাহসিক আপেক্ষা নহে। চিন্তা লোকের নিকট ইহা যেন অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয় যে দেশে মনুর ন্যায় ব্যবস্থা-প্রণেতা এবং বুদ্ধের মৈত্রী-প্রচারক ধর্ম্মনেতার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দে পুত্রগণ এতই অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহারা দু নারীর কষ্ট দেখিয়াও নারীর প্রতি পুরুষোচিত স্ব বিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী প্র করিতেছে! ইহা যেন আরও অবিশ্বাস্য বলিয়া হয় যে, যে দেশ এমন অমরকীর্ত্তিশালিনী নারীগণের করিয়াছিল যাঁহাদের নাম জাতীয় সভ্যতার ইতিহা সঙ্গে সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিচিত, সেই দে কন্যাগণ শুধু যে তাহাদের মাতৃস্নেহ ভুলিয়া যাইতে প তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের প্রথম কথা—ঈশ্বে পিতৃত্ব, নরের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগ্নিত্ব পর্য্যন্ত ভু যাইতে পারে!"

তৎপর তিনি দেশের সর্ব্বত্র বিধবাশ্রম স্থাপ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া বক্তব্য শেষ করিলে স নান্তে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

এ বৎসর মান্দ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলে ভারত-ম পরিষদের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্র আট শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভি গাপত্তনের মহারাণী শ্রীমতী গজপতি রাও সভানেত্র আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তামিল, তেলেগু, মার ও ইংরাজী ভাষায় নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে লি কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহটী মনো চাইনিজ ল্যাণ্টার্ণ মালা ও লতা পুষ্পে অতি সুন রূপে সাজান হইয়াছিল। সভানেত্রী উপস্থিত হই এতদুপলক্ষে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটী সুন্দর অভ্যর্থ সংগীত গীত হইয়াছিল। হিন্দু প্রথামত জলযোগে আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাগৃহ পরিত্যাগ কা প্রত্যেক মহিলার গায়ে গোলাপজলের প্রক্ষেপ এ তাঁহাদিগের হস্তে পান ও ফল ফুল উপহার দেও হইয়াছিল।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367

চতুর্থ ভাগ। চৈত্র, ১৩১৫। ১২শ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১।	ভারত-নারী ও হিন্দু নীতিবিজ্ঞান	শ্রীমতী লক্ষ্মী আম্মল	২৬৫
২।	আহ্বান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল,	২৬৮
৩।	ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা	শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ	২৬৯
৪।	ইংরাজ-বালিকার শিক্ষা	...	২৭০
৫।	বাসবদত্তা	শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ	২৭২
৬।	জাপান-মহিলার সামাজিক [illegible]স্থা	... ...	২৭৩
৭।	কিশা-গোতমী	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৭৬
৮।	সয়তানের শোক	... ...	২৭৯
৯।	কবিবর নবীনচন্দ্র	শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	২৮৪
১০।	মহীশূর মহারাণী-কলেজ	শ্রীমতী শ্রীরঙ্গাম্মল বি, এ	২৮৬
১১।	কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন	...	২৮৭

BHARAT-MAHILA OFFICE—Wari, Dacca.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

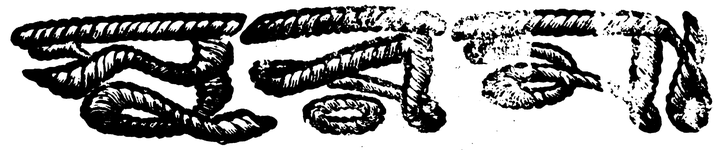

সুরমা

সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোহিনূর'। কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য, অ[illegible] মনো[illegible]। [illegible]মনি যত তৈল আছে—তার মধ্যে "সুরমা" যেন কোহিনূর। কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর, গুণে অতুলনীয় আ[illegible] তৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু সানিবন্ধ [illegible] সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণে [illegible] কি না? রমণী কমনীয় কেশকলাপের[illegible] বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমেয় কিনা? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, [illegible] অতু[illegible]

সত্য সত্যই, সুরমা প্রেমোপহার কহিনূর।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶৹ সাত [illegible]না। [illegible] মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

সর্ব্বজন প্রশংসিত [illegible]

রজনী-গন্ধা। রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ-কোমল। এই কমলতাই রজনী-গন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী। সাবিত্রী সাবিত্রী চরিত্রের মতই পবিত্র পদার্থ।

সোহাগ। আমাদের 'সোহাগ' সোহাগের মতই চিত্তাকর্ষক।

মিলন। "মিলনের" মিলনের মতই মনোরম।

রেনুকা। আমাদের [illegible] বিলাতী কাশ্মীরী বোকে [illegible] উচ্চ আসন অধিক[illegible]

নতিয়া। আমাদের [illegible] সৌরভে বিলাতী জেসমীনের পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ আনা। ছোট ৷৹ আট আনা। প্রী[illegible] প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২৷৹ আড়াই টাকা। মাঝারি [illegible] শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট [illegible] শিশি ১৷৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, [illegible] ।৶৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ৷৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের অটো অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া অটো, অব খস্খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি [illegible] ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখে[illegible] বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি [illegible] আনা, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর শিশি ও এসেন্সের [illegible] সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও [illegible] বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, [illegible]ন এণ্ড কোম্পানী,
[illegible]কাচারি কোম্পানী।
১৯২নং [illegible] রোড, [illegible]।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free:
If she be small, slight-natured, miserable,
How [illegible]

[illegible]র্থ ভাগ। | চৈত্র, ১৩১৫। | ১২শ সংখ্যা।

[illegible]ত-নারী ও হিন্দু নীতিবিজ্ঞান।

[illegible] দিন, হিন্দুনারী সুদৃঢ় পর্দ্দার [illegible] যাহাতে [illegible]পীড়িত হিন্দু-পুরুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া ধ্বংস ও [illegible]তাভ্রংশ রূপ সাগরের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইতেছে কথা বলিলে বোধ হয় কিছুই অত্যুক্তি [illegible]

[illegible]ত সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দুহৃদয়ের উপর দিয়া [illegible]বান অসংখ্য ঝটিকা [illegible]বাহিত হইয়া গিয়াছে; আমরাই—হিন্দুনারী—পুরুষদিগের মনকে [illegible]ার চিরসম্মানিত ভিত্তি-ভূমিতে [illegible] রাখিয়াছি।

"The old order changeth, yielding place to new."

[illegible]নের পরিবর্ত্তন হয়, নূতন তাহার স্থান [illegible] করে। আমরাও এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে [illegible]ছি। আমরা জীবনের এক নূতন অবস্থায়, সম্পূর্ণ [illegible]পকরণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—এবং তাহা আমাদের রীতি নীতি ও চরিত্রে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। [illegible] যে সকল পরিবর্ত্তন আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া, আমাদিগকে একটা প্রকৃত জাতিতে পরিণত করিবে, আসুন আমরা সেই সকল পরি[illegible]কে সাদরে অভ্যর্থনা করি। কিন্তু [illegible] পরিবর্ত্তন আমাদিগকে আমাদের জাতীয়তা হইতে বিচ্যুত করিতে [illegible] আমরা তাহার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করি[illegible] [illegible]নারী তাহার জ্ঞানালোকে যতটুকু পারিয়াছে [illegible] ও বর্ত্তমানে তাহার ভ্রাতাগণকে সকল সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছে এবং করিতেছে। কিন্তু ভগিনীগণ, আসুন আমরা দেখি, এই সুমহৎ সহায়তা কার্য্যের জন্য আমরা আরো অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারি কি [illegible] এই যুগসন্ধি স্থলে—এই সমস্যাপূর্ণ সময়ে ভারতনারী তাহার ভ্রাতাদিগের কতটুকু সাহায্য করিবে—আসুন আমরা তাহা আলোচনা করি।

আমার বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নারীদিগকে যে শিক্ষা দিতেন, বর্ত্তমান সময়েও ভারতনারীর পক্ষে সেই শিক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবশ্য বর্ত্তমান কালের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন তাহাতে করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুনারীর যেরূপ হওয়া উচিত তাঁহারা তাহাই হইয়াছেন—এ কথা বলা যেমন নিতান্তই সত্যবিরুদ্ধ হইবে, তেমনি তাঁহারা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত —এ কথা বলাও ঠিক নহে। তাঁহারা সুপণ্ডিতা না হইতে পারেন, বৈজ্ঞানিক অঙ্গচালনা তাঁহারা না করিতে পারেন, অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতে পারে; এক কথায়, স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, গৃহের সুদক্ষ গৃহিণী, সন্তানের সাবধান ও বুদ্ধিমতী মাতা এবং রাজ্যের রাজভক্ত উপযুক্ত প্রজা হইতে যে যে গুণের আবশ্যক, তাহার অনেক গুণই তাঁহাদের না থাকিতে পারে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন বিষয়ে নারীদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি শ্রবণ সম্পূর্ণ বৃথা গিয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাচীন মহাকাব্য পাঠে আমরা অনেক আদর্শ-নারীর বিষয় জানিতে পারি, যাঁহারা সতীত্ব, পতির প্রতি অনুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা, লজ্জাশীলতা ও আত্মোৎসর্গের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমরা ঐ সূত্রেই আরো জানিতে পারি যে, আমাদের প্রাচীন কালের ভগিনিগণ প্রাচীন আর্য্য-সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব পরিচালনা করিতেন এবং আর্য্য-চরিত্রের বিকাশে তাঁহাদের যথেষ্ট হাত ছিল। নারীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ নারীদিগকে এমন শিক্ষা দিতেন যাহাতে তাঁহারা পরিবার ও সমাজের উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত জগতের উপর পাশ্চাত্য উন্নতির একটা প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় আদর্শ নারী-জীবনে কিরূপে সুচারুরূপে মিলিত হইতে পারে এখন তাহাই দেখিতে হইবে।

যে সকল পাশ্চাত্য লেখক ও চিন্তাশীল লোক ভারত-নারীকে দেখিবার ও ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা ভারত-নারীর কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভারত-নারীর ঐ সকল মহাগ্রন্থের মূল্য বেশী বুঝিতে পারেন। সুরঞ্জিত শাড়ী, হীরামণিমুক্তার অলঙ্কার অথবা বাহ্য রূপে এই সকল গ্রন্থের গুণ বর্ণন করিতে বিদ্যার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া ভুলেন নাই, কি—আমার সেই ক্ষমতা নাই। আমার মনে মানবের প্রকৃত কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আমাদের অন্তরে নীতিজ্ঞানের বিকাশের জন্য উপযোগী কিছু মূল্যবান গুণ তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন, এই জন্যই এই প্রশংসা। তাঁহারা লজ্জাশীলা সুনম্র-প্রকৃতি কুমারী, অনুরাগিনী পত্নী, স্নেহময়ী জননী ও দয়াশীলা নারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ও জননীগণের (যাহারা ভবিষ্যদ্বংশকে গঠন করিবে) কিরূপে তাঁহারা এই প্রশংসার অধিকারী হইলেন? যেই করিবে। ভারতীয় আদিম আর্য্যগণ মহৎ চরিত্রের এই সকল গুণ তাঁহারা কোথা হইতে লাভ করিলেন? ও উচ্চ নীতি দ্বারা পরিচালিত হইতেন। হইতে কি তাঁহারা এই সকল মহৎগুণ লাভ করিয়াছেন? নিশ্চয়ই নয়। বিদ্যালয়ের যৎসামান্য পুস্তক হইতে কি তাঁহারা এ সকল গুণ অর্জ্জন করেন? সম্ভবত নহে। বরং এই শিক্ষা কাহাকে কাহাকে তরল-প্রকৃতি এবং অহঙ্কারী করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের হিন্দু ভগিনী যুগ যুগান্তর ধরিয়া চির সম্মানিত হিন্দুনীতি রূপ মহানদীর অমৃত-বারি প্রচুর পরিমাণে পান করিতেছেন এ বিষয়ে পুরুষগণ অপেক্ষা আমরা অধিক ভাগ্যবতী এই মহানদীর উৎস—প্রাচ্য দেশের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, বেদান্ত, উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতা এই নীতিশিক্ষা পুস্তক পাঠে অথবা বিদ্যালয়ে লব্ধ নাই, প্রতিযোগে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আমরা এখন সংকল্প করি, আমরা সংস্কৃত শিখিয়া নিজেরা এই সকল পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিব, তাহা হইলে এক পুরুষ পরে ভারতনারীর অবস্থা কিরূপ হইবে বলিয়া আপনারা মনে করেন? নিশ্চয় জানিবেন ভারতবর্ষ পুনরায় সীতা, সাবিত্রী, গার্গী ও কৌশল্যা পূর্ণ হইবে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য অমূল্য রত্নখনি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে আমরা তাহা হইতে আলোক ও উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারি। আমাদের গ্রন্থে মহাসত্য—সার্ব্বভৌমিক সত্য সকল নিহিত আছে। দুঃখের বিষয় যে আমাদের তরুণীগণ মাতৃভাষায় লিখিত তরল উপন্যাসাবলী পাঠ করিতে ভালবাসে। এই সকল পুস্তকে সাধারণতঃ কোন উচ্চ নীতি উপদেশ থাকে না, অধিকাংশই কুরুচির পরিচায়ক। পিতা-মাতার কর্ত্তব্য যে এই সকল অনিষ্টকর পুস্তক সন্তানদিগের হস্তে যাহাতে যাইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া। আর এই সকল লেখকগণও নানাপ্রকার উপকারী সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

চরিত্রই জাতীয় শক্তি। বহু দিনের আলস্য ও অধীনতায় আমরা যাহা হারাইয়াছি তাহা আমাদিগকে পুনরায় লাভ করিতে হইবে। উন্নত ও কল্যাণকর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়া আমরা আমাদের প্রকৃত অভাব দেখিতে পাইতেছি এবং সেই ক্ষতি পরিপূরণের জন্য সচেষ্ট হইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে জীবন নানা জটিলতায় পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। নানা কঠিন সমস্যা জীবনে পূর্ণ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতাগণ সমাজ, অর্থবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে নানা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। অনেক দোষ ত্রুটী বর্জ্জন করিতে পারিলে তবে ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবে। অনেক সামাজিক কুপ্রথা দূর করিতে হইবে, অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথা ও তদনুষঙ্গিক বিবিধ অকল্যাণকর সংস্কার দূর করিতে হইবে, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে মিলন সংঘটিত করিতে হইবে, বালবিবাহ দমন করিয়া জাতিটীকে সবল করিতে হইবে। শিল্প বিজ্ঞান ও আর্থিক উন্নতিতে আমরা অন্যান্য জাতির অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা আমাদের ভ্রাতাগণকে দশজনে মিলিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে (যৌথ কারবার) উৎসাহিত করিব। উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে আমরা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিব। অলঙ্কার ও বিবিধ বিলাস-দ্রব্যে অর্থব্যয় করিতে আমরা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিব। নিম্নশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, এবং অনেক কোণে কোণে লুকানো আঁধার দূর করিবার জন্য আলো জ্বালিতে হইবে। আমা-

দের ভ্রাতাগণকে তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনের পরিণত করিতে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। আমরা—ভারতনারীগণ—এই সুকঠিন কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে উপযুক্ত হইয়াছি কি? প্রাচীন ভারতের নারীগণ জীবনের কঠিন সংগ্রামে এই প্রকার অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন কি? তাঁহারা কি আমাদের ন্যায় শুধু শাড়ী ও অলঙ্কার-পরিহিতা পুতুলের ন্যায় সমাজে বিচরণ করিতেন? না, নিশ্চয়ই নহে। তবে আমরাও কেন উঠিব না? আমরাও কেন আমাদের ভ্রাতাগণের প্রকৃত কর্ম্মোৎসাহিনী সাহায্যকারিণী হইব না? নারীর ও পুরুষেরই ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। তাহারা একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে অধঃপতিত হয়। আমরা যদি পশ্চাতে টানিতে থাকি তবে আমাদের ভ্রাতাগণ সম্মুখে অগ্রসর হইবেন কি করিয়া? দুর্ভাগ্য এই, আমরা আবার সংখ্যায় তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক। আসুন, আমরা সুশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতির স্রোতকে বলশালী করি। আমরা আমাদের জাতীয় সদ্‌গুণাবলী রক্ষা করিব, আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান আরো বৃদ্ধি করিব। অন্যান্য দিক হইতেও আমরা জ্ঞানসম্পদ আহরণ করিব। ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া আমরা ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের বাহিরে যে জ্ঞান আছে তাহাও সংগ্রহ করিব। আমাদের অন্ততঃ এতটুকু শিক্ষিত হওয়া উচিত, যাহাতে স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হইতে পারি, শিশুদিগের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হৃদয়বৃত্তিগুলিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে পারি, সুদক্ষ গৃহিনী এবং রাজ্যের উপযুক্ত প্রজা হইতে পারি।

আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া জ্ঞানের এক সুপ্রশস্ত রাজ্য যাঁহারা আমাদিগের নিকট অবরুদ্ধ রাখিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত আমার সহানুভূতি নাই। আমি তাঁহাদের সহিত এক মত নই। আমাদের ভ্রাতাগণ যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন তজ্জন্য ইংরেজী শিক্ষার নিকট কতই ঋণী। যে জ্ঞান-ফল আমাদের ভ্রাতৃগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই, আমরা কেন তাহার আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? নারী অপূর্ণ পুরুষ নহে, নারীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র (woman is not u[ndeveloped] developed man but diverse)—এই কথা স্ম[রণ] রাখিয়া চলুন আমরা ততটুকু ইংরেজী শিক্ষা লাভ ক[রি] যাহাতে আমরা জগতের উপযুক্ত অধিবাসী হই[তে] পারি; আমরা সাবধান থাকিব যে আমাদের প্রকৃ[তি] ও ব্যবহার নারীজন-বিরুদ্ধ না হইয়া পড়ে। [আজ] যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শান্তিপূর্ণ শাসনাধীনে রা[জা] ও প্রজা উভয়ের অন্তরে ভারত-নারীর উন্নতি সাধ[নের] ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে, আসুন সেই রাজ[শক্তির] প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করি। ভগ[বান] আমাদের লক্ষ্য সাধনে সহায় হউন।*

আহ্বান।

আঁধার মগন গগনে আমার
আন গো উষার আলো,
আমার ভুবনে আজি নির্ম্মল
কিরণের ধারা ঢালো।
নীরব কাননে যত পাখী
যেন গো আবার উঠে ডাকি',
তোমার আলোকে হেরি' ধরণীরে
ফিরে' যেন বাসি ভালো।

শিশির-শীর্ণ কুঞ্জে আমার
আন গো মলয় বায়.
শুষ্ক লতিকা নব কিশলয়ে
যেন পুন ছেয়ে যায়।
শুভ্র কুসুম বন ভরে'
ফুটে উঠে যেন থরে থরে,
মুকুলিত তরু মর্ম্মর সুরে
সান্ত্বনা গাথা গায়।
শিশির-শীর্ণ কুঞ্জে আমার
আন বসন্ত-বায়।

শ্রীরমণীমোহন ঘো[ষ]

* মান্দ্রাজে ভারত-মহিলা পরিষদের অধিবেশনে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী ... প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতায় আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীর [সা]ধন-কুটীরে আচার্য্য একা।

ঢাকায় পরেশ বাবু তাঁহার বন্ধুগণকে লইয়া যে মহৎ [ক]ার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া গত কল্য [ত]িনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ সারা [দি]ন এই কুটীরে উপাসনায় কাটাইয়াছেন। সন্ধ্যা [হ]ইয়া আসিয়াছে। প্রণামান্তর তিনি উঠিয়া বসিয়াছেন। [এ]ইখানে বসিয়া জাগিয়া জাগিয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য [য]েন তাঁহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্ব প্রথমে তিনি দেখিলেন—তিনি নিজে জগত-জননীর অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এবং তাঁহার [দ]ৈনিক কর্ত্তব্য তিনি প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত সম্পন্ন [ক]রিতেছেন। তিনি দেখিলেন—সরলা এবং নলিনী [শ]ত শত বালিকাকে নিজেদের প্রকৃতির অনুরূপ [ক]রিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। সরলা এবং সুধীর শুধু [এ]ক-হৃদয় নয়—এক-আত্মা হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন [এ]বং তাঁহাদের মিলিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে [উ]ৎসর্গীকৃত। 'দেশ-সেবা' তাঁহাদের ব্রত! তাঁহাদের [প]রস্পরের প্রতি ভালবাসা তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রেমকে দিন [দ]িন উজ্জ্বলতর এবং পবিত্রতর করিতেছে।

তিনি দেখিলেন—অধ্যাপক আনন্দমোহন তাঁহার [অ]গাধ পাণ্ডিত্য, ও সর্ব্বস্ব দিয়া জাতীয় বিদ্যালয়কে [স]ফল করিয়া তুলিয়াছেন। দেশের যুবকদলের উপর [ত]াঁহার প্রভাব অসামান্য। অধ্যাপকের নামে তাঁহাদের [ম]স্তক ভক্তিতে অবনত হয়। পবিত্র, বিদ্বেষহীন, খাঁটি [স্ব]দেশপ্রেম তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এখানে [জ্ঞ]ান, ভক্তি ও কর্ম্মের পবিত্র মিলনক্ষেত্র হইয়াছে!

তিনি দেখিলেন, নবীনচন্দ্র দাস পারিবারিক জীবনে [অ]নেক সংগ্রাম বহন করিতেছেন কিন্তু কখনও পথভ্রষ্ট [হ]ন নাই। কণ্টকময় সংসারপথে বিচরণ করিতে [ক]রিতে তাঁহার চরণদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে কিন্তু মেহময় ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্মের মহিমাতে তাঁহার ললাট [উ]জ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন—কালীমোহন গুপ্ত 'ভারত-ভাণ্ডারে' আপন কাজ করিতেছেন। দুঃখী আর্ত্তকে ধরিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার স্নেহ-হস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তিনি দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন।

তিনি দেখিলেন—অরবিন্দ সেনের আশা এবং বিশ্বাস পূর্ণ হইয়াছে। 'দৈনিক' এখন জাতীয় সংবাদপত্র-জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

তিনি দেখিলেন—সুরেশচন্দ্র বসু শুষ্ক ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছেন। নিজেকে ভুলাইবার জন্য তিনি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে তিনি তাঁহার দেবতাকে অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন—পূর্ব্ববঙ্গে পরেশবাবু, তাঁহার পত্নী এবং তাঁহাদের কয়েক জন সহকারী ধর্ম্মসাধন ও জগতের সেবা করিতেছেন। আর দেখিলেন তাঁহারা একটি 'সন্তান দল' গঠন করিয়াছেন। এই সন্তানদল এখন আশ্রমে সাধনাধীন। সাধনান্তে এই তরুণ তপস্বী-দল যখন কার্য্যে বাহির হইবেন, তখন তাঁহাদের অন্য চিন্তা থাকিবে না, অন্য কার্য্য থাকিবে না, ইঁহাদের চিন্তা হইবে 'ভারত-মঙ্গল', ইঁহাদের কার্য্য হইবে, 'স্বদেশসেবা,' ইঁহাদের লক্ষ্য হইবে, ভারতে ধর্ম্মরাজ্যকে সফল করিয়া তোলা! এই দৃশ্য দেখিয়া আচার্য্যের হৃদয় আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দান করিল।

তিনি দেখিলেন—হিংসা, অপ্রেম দূর হইয়াছে, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা যুবকবৃন্দ সকল প্রকার হালকা ভাব ত্যাগ করিয়া পবিত্র, গম্ভীর ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া স্বদেশ-জননীর সেবা করিতেছেন এবং ভারত-মাতার কন্যাগণ বিলাসিতা, নীচতা দূরে ফেলিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। ভারতের নরনারী ভারতের পুণ্য-তপোবনে ধর্ম্ম সাধন ও ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া ঈশ্বরের কাজে জীবন কাটাতেছেন।

তিনি দেখিলেন—সমগ্র ভারতে এক মহা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। (সমাপ্ত)

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

ইংরাজ-বালিকার শিক্ষা।

ইংরাজ-বালকের শিক্ষা প্রণালী ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বালিকা-জীবন সম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবারের বালিকাগণকে বোর্ডিং স্কুল বা কলেজে প্রেরণ করা হইত। কিন্তু এখন প্রায় প্রতি সহরেই বালিকাদিগের শিক্ষালাভের উপযোগী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় (High School) স্থাপিত হওয়াতে পিতামাতা কন্যাগণকে আর গৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে প্রেরণ করিতে চাহেন না, আপনাদের নিকটে রাখিতেই ভালবাসেন।

উভয় প্রণালীরই সুবিধা অসুবিধা দুই দিক আছে। যে বালিকা গৃহে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে সে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক সামাজিক হইয়া পড়ে, অনেক সভা সমিতিতে যোগ দেয় এবং তাহার অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় গুরুজনদিগের প্রতি তাহার ব্যবহারও খুব ভাল দেখা যায় না।

সুপরিচালিত বোর্ডিং-স্কুলে নিয়ম প্রণালী (discipline) বিশেষ ভাবে প্রতিপালিত হয়। সেখানে বাহিরের কোন আকর্ষণ বালিকাদিগের মনকে অধ্যয়ন ও কর্ত্তব্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তাহাদের আহার সাদাসিধে, কিন্তু তাহা পুষ্টিকর ও পরিমাণে যথেষ্ট। মুখরুচিকর মিষ্ট দ্রব্য সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবেশ করিলেও তাহা পরিমাণে সামান্য, তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না। ভোরে গাত্রোত্থান এবং রাত্রে সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার অভ্যাস করিতে হয়। সাধারণতঃ ৮ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা বালিকাগণকে রাত্রি ৮½টার সময় নিদ্রা যাইতে হয়। প্রতিদিন বালিকাগণকে শরীর চালনার জন্য খেলা করিতে হয়। কখন কখন তাহাদিগকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। দুটী দুটী করিয়া বালিকা এক এক সারি করিয়া পথে চলিতে থাকে, ২।১ জন শিক্ষয়িত্রী সতর্ক প্রহরীর ন্যায় তাহাদের সঙ্গে যান, রাস্তায় তাহারা কথা বলিতে পারে না। যখন কোন বাগানে বা মাঠে উপস্থিত হয় তখন শিক্ষয়িত্রীর আদেশ পাইয়া তাহারা শ্রেণীভঙ্গ করিয়া যার তার প্রিয় সঙ্গীর গলা ধরিয়া মনের আনন্দে বেড়াইতে ও গল্প করিতে আরম্ভ করে। ভ্রমণ শেষ হইলে আবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোর্ডিঙে গমন করে এবং অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। বোর্ডিং-স্কুলে বালিকাগণ সর্ব্বক্ষণ—খেলাতেই হউক অথবা অধ্যয়ন সময়েই হউক—শিক্ষয়িত্রীর সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। চাকর চাকরাণীর সহিত কথোপকথন নিষিদ্ধ। যে চিঠি বালিকারা লেখে বা যাহা তাহাদের নিকট আসে সকলই প্রধান শিক্ষয়িত্রী পাঠ করিয়া দেন। এই সকল কারণে বোর্ডিং-স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাগণ অনেকটা স্বাভাবিকতা-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে এবং ১৭।১৮ বৎসর বয়সে যখন তাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তখন যদিও তাহারা নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহাদের মন অনেকটা অবিকশিতই থাকে।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বালিকা সাধারণতঃ ১৭।১৮ বৎসর বয়সে মনের আনন্দে স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। গৃহ যত উৎকৃষ্ট হয়, নিজের প্রকৃতি স্বভাবতঃ যত ভাল হয় বালিকার জীবন তত শীঘ্র নারীজনোচিত গুণাবলীতে ভূষিত হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি তাহাকে অনেক অযথা-প্রশংসা করা হয় অথবা অনেক সামাজিকতার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অতিরিক্ত মিশিতে, নাচ তামাসায় অধিক পরিমাণে যোগ দিতে দেওয়া হয় তবে তাহার বিকাশ অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি বালিকা পরিবারে মাতার দক্ষিণ হস্ত রূপে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁহাকে গৃহিণীর কর্ত্তব্য-ভার হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত করে, কতকগুলি কর্ত্তব্য যথা নিয়মে সম্পন্ন করে, অধ্যয়নের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখে, তবে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বালিকার জীবন শীঘ্র শীঘ্রই বিকশিত হইয়া উঠে। কনিষ্ঠা ভগিনী থাকিলে বিদ্যালয়-ফেরত বালিকা তাহার পাঠশিক্ষাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বোর্ডিং-স্কুলে বাস করিয়া বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা কতটা বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করি-

য় আছে। কবিবর লংফেলো (Longfellow) লিয়াছেন :—

"It is the heart and not the brain
That to the highest must attain."

র্থাৎ মস্তিষ্কের বিকাশ অপেক্ষা হৃদয়ের বিকাশই অধিক য়োজনীয়। বর্ত্তমান প্রণালীতে বোর্ডিং-স্কুলে থাকিয়া চ্চশিক্ষা লাভ করিলে হৃৎবৃত্তির বিকাশ যে কিয়ৎ রিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মুখস্থ দ্যা, পরীক্ষা পাশ, পুরস্কার লাভ ইত্যাদি দ্বারা হঙ্কার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে দ্ধি পায়। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, বালিকার চরিত্রে স্বাভাবিক সদ্‌গুণ অনেক অধিক না থাকিলে বোর্ডিংএর ছাত্রীগণের প্রকৃতি কতক পরিমাণে নারীজনোচিত কোমলতা-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে প্রকৃত দ্‌গুণাবলী অপেক্ষা মস্তিষ্ক-শক্তিই অধিক প্রশংসা লাভ রে।

কিন্তু গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দ্বারা জীবনের কঠিন মস্যা সকল মীমাংসা করা যায় না। সংসারে যত দিন খ, পাপ, দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা এত অধিক পরিমাণে দ্যমান থাকিবে ততদিন সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, হাতে এই সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে নারীকে র্থ করে। গৃহে শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে লিকাগণকে অবশ্যই বোর্ডিঙে প্রেরণ করা আবশ্যক, ন্তু বোর্ডিঙের শিক্ষার ত্রুটী যাহাতে দূর হয় জননীগণ হে তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। ইংলণ্ডে অনেক নারীকে বিকার জন্য শিক্ষা লাভ করিতে হয়, কারণ াহারা অনেকে চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন রে, সুতরাং ঠিক পুরুষদিগের মত তাহাদের অনেকের বস্থা। কিন্তু তাহা হইলেও বালিকাদিগকে গৃহের াজ কিছু কিছু করিতেই হয়। কখনও বালিকার পরে তাহার পড়াশোনা সত্ত্বেও পরিবারের সমস্ত পুকর্ম্মের ভার দেওয়া হয়। কখন কোন স্থলে লিকাকে তাহার নিজের এবং ভগিনীর পোষাক জেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইংরাজ-লিকা খুব পরিশ্রমী, এবং তাহারা যাহা করে মনপ্রাণ াই করে। তাহাদের এই শ্রম দ্বারা যে শুধু তাহাদেরই উপকার হয় তাহা নহে, পারিবারিক অর্থও অনেক বাঁচিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পোষাক-পরিহিতা বালিকারা অনেকেই নিজের দর্জি নিজে। সুন্দর সুন্দর আদর্শ কিনিয়া তাহার অনুকরণে তাহারা পোষাকের কাপড় কাটে; কাটা কাপড়গুলি টাকিয়া পরিয়া দেখে গায়ে ঠিক লাগে কি না; তার পর শেলাই করে।

গৃহে দুই তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা গৃহকর্ম্মের দুই তিনটী বিভাগ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। একজন হয়ত এক সপ্তাহ রান্নার ভার লইল, আর এক জন ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, আসবাবের ধূলা ঝাড়িবে, ফুল সাজাইবে, রিপুকর্ম্ম করিবে, ইত্যাদি। পরের সপ্তাহে তাহারা কাজ বদলাইবে। কোন্ ভগিনী ভাল রান্না করে বাড়ীর বালকেরা তাহা পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়া দেয়। তাহারা হয়ত বলিবে, "ও, এই সপ্তাহে জেসীর রান্না করিবার পালা! বা! কি মজা, সপ্তাহটা ভাল খাওয়া যাবে।" যে ভগিনী ভাল রান্না করিতে পারে না, সে হয়ত ভাইদের পেটুক বলিয়া নিন্দা করিবে কিন্তু তাহার রান্না যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য পর সপ্তাহে যে সে দ্বিগুণ চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বালিকা গৃহকর্ম্মে সহজেই নিপুণা হইয়া উঠে, কেহ কেহ বা এই কার্য্যটী অত্যন্ত কষ্টকর মনে করে। কিন্তু মাতা উৎসাহ প্রদান করিলে ও কন্যাকে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার সংকল্প করিলে ক্রমে তাহার পক্ষেও গৃহকর্ম্ম সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইলেই বালিকাদিগকে নিজের একটী ক্ষুদ্র শয়নগৃহ দেওয়া হয়। এই গৃহটীর সম্পূর্ণ অধিকার সেই বালিকার। তাহার ইচ্ছামত সে সেখানে শয়ন করিতে, পাড়িতে অথবা প্রার্থনা করিতে যায়; সেই গৃহে অন্যের কোন অধিকার নাই। যদি একটী ঘর একটী বালিকাকে দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাহার প্রায় সমবয়সী আর একটী বালিকাকে সেই ঘরে দেওয়া হয়। ইংরাজ-বালিকা ও ইংরাজ-মহিলাগণ পুরুষদিগের সঙ্গে কথা

বার্ত্তা বলেন বটে, এবং অন্তঃপুরেও আবদ্ধ থাকেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত লজ্জাশীলতা এদেশের নারীগণ অপেক্ষা কম নহে। এদেশে সংস্কার-বিবাহ উপলক্ষে যে অশ্লীল আমোদ প্রমোদ হয় তাহা জাতীয় কুরুচির পরিচায়ক। পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এরূপ অশ্লীল প্রথা প্রচলিত নাই। আবার এদেশে অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু নারীর নিজস্ব কোন ঘর থাকে না বলিলেই হয়। পরিবারস্থ পুরুষগণের, অন্ততঃ কনিষ্ঠগণের অবাধ যাতায়াত নাই এমন গৃহ বাটীতে একটীও থাকে না।

ইংলণ্ডে স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এদেশের মত কথায় কথায় উল্লিখিত হয় না। তাহার কারণ, ইংলণ্ডে পুং-স্ত্রী ভেদ এদেশের মত এত বেশী নহে। এই অস্বাভাবিক পার্থক্যজ্ঞান অল্প বয়স হইতেই এদেশের বালক-বালিকার জীবনে কুফল উৎপন্ন করে। (সংকলিত)

বাসবদত্তা।

(১)

পূর্ব্বকালে মথুরা নগরে বাসবদত্তা নাম্নী এক বারাঙ্গনা বাস করিত। তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যের মোহে ডুবিয়া মথুরার অনেক ধনী যুবক আত্মবিনাশ করিয়াছিল। বাসবদত্তা হঠাৎ একদিন বুদ্ধের শিষ্য সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। উপগুপ্ত ব্রহ্মচারী। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল ও প্রশান্ত ললাটে ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র দীপ্তি স্ফুরিত হইতেছিল। প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী বারাঙ্গনা তাঁহাকে নিজ গৃহে আহ্বান করিলে সেই জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী প্রশান্ত ভাবে বলিয়া পাঠাইলেনঃ—"উপগুপ্তের পক্ষে বাসবদত্তার গৃহে গমনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।"

বাসবদত্তার যে রূপ-বহ্নিতে মথুরার ক্রোড়পতিগণ ভস্মীভূত হইতে প্রস্তুত—সামান্য একজন ভিখারী সেই অনুপম সৌন্দর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিল!! বাসবদত্তা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ভাবিল যে, সন্ন্যাসী হয়তঃ অর্থাভাব-বশতঃ তাহার নিকট আসিতে সাহসী হয় নাই, পুনরায় বলিয়া পাঠান হইল. "বাসবদত্তা স্বর্ণমুদ্রা চায় না, সন্ন্যাসীর ভালবাসা চায়।" সন্ন্যাসী পূর্ব্বেরই ন্যায় ধীর ভাবে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

(২)

কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। বাসবদত্তা ইতিমধ্যে মথুরার একজন নাগরিকের সঙ্গে প্রেমের কপট অভিনয় করিতেছিল। এমন সময় শুনিতে পাইল যে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বণিক মথুরায় আগমন করিয়াছেন। ধন-লোভে পাপীয়সী নবাগত বণিককে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিল। নূতন প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী নাগরিককে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গোময়স্তূপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

নাগরিকের আত্মীয়গণ পুলিসের সাহায্যে স্তূপ হইতে তাহার মৃতদেহ বাহির করিল। রাজার বিচারে বাসবদত্তার হস্তপদ ও নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে শ্মশানের নিকট ফেলিয়া রাখিতে আদেশ হইল।

(৩)

শ্মশানের নিকট বাসবদত্তা পড়িয়া রহিয়াছে। পদ ও নাসা কর্ণের ক্ষত হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে! গাত্রবস্ত্র লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আসিয়া তাহার ক্ষত স্থান ঠুকরাইতে চেষ্টা করিতেছে। একজন করুণহৃদয়া দাসী নিকটে বসিয়া কাকগুলি তাড়াইতেছে। এমন সময় সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন।

(৪)

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া হতভাগিনী নারী বস্ত্র দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিতে দাসীকে অনুরোধ করিল। উপগুপ্ত সকরুণ স্বরে আহ্বান করিলে বাসবদত্তা ক্রোধ ও দুঃখের সহিত উত্তর করিলঃ—"একদিন এই দেহ পদ্মের ন্যায় রূপপ্রভাদ্বারা চারিদিক বিমোহিত করিয়াছিল এবং আমি তোমার ভালবাসায় মত্ত হইয়াছিলাম! তখন এই দেহ মণিমুক্তা ও সুচিকণ মস্‌লিনে আবৃত থাকিত। আততায়ীর আঘাতে এখন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, শোণিত ও ময়লা মস্‌লিন ও মুক্তার স্থান অধিকার করিয়াছে! তুমি এখন আসিয়াছ কেন?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "ভগ্নি, ভোগের জন্য আমার নিকট আসি নাই। দেহের লাবণ্য তুমি হারাইয়াছ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দান করিতে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

"তুমি যখন চতুর্দ্দিকে প্রলোভনের দ্বারা বেষ্টিত ছিলে তখন আমার ধর্ম্মের উপদেশ তখন ত তোমার হৃদয়ে স্থান করিতে পারিত না, তাই তখন আসি নাই। ক্ষণস্থায়ী রূপের গর্ব্বেই তখন তুমি মজিয়াছিলে। ত্রাতা মহাত্মা 'তথাগতের' (বুদ্ধের) পবিত্র উপদেশ-তে তখন তুমি কর্ণপাত করিতে না, তাই তখন সি নাই।

"হায়! অস্থায়ী বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও ভোগের কি চনীয় পরিণাম!! সুগঠিত দেহের অসামান্য রূপরাশি সঘাতকের ন্যায় দ্রুতবেগে তোমাকে ধ্বংশের পথে া গিয়াছে। কিন্তু বাসবদত্তা, আর এক সৌন্দর্য্য ছ, যাহার ধ্বংশ ও বিনাশ নাই। প্রভু বুদ্ধের হস্তময় উপদেশ শ্রবণ করিলে হৃদয়ে এমন পবিত্র শান্তি সৌন্দর্য্য পাইবে, যে জগতের পাপপূর্ণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ র কণিকাও প্রদান করিতে পারে না।"

উপগুপ্তের মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার শান্ত হইল। আধ্যাত্মিক আনন্দের আভাসে তাহার ারিক যাতনা প্রশমিত হইল।

জগতের এক দিকে যেমন দুঃখ যাতনা রহিয়াছে, দিকে তদপেক্ষা মহান্ শান্তি রহিয়াছে।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাসবদত্তা ত চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল।*

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

জাপান-মহিলার সামাজিক অবস্থা।

শ্রীযুক্ত ইনাজো নিতোবে এম, এ; পি, এচ, ডি লিখিত "বুসিদো" অথবা "জাপানের প্রাণ" অতি সুন্দর পুস্তক। কি গুণে জাপান এত বড় হইতে পারিয়াছে, কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিয়া জাপানীগণ চরিত্রের বর্ত্তমান দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, "বুসিদো"-তত্ত্ব অবগত না হইলে তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসিদ্ধ জাপান পণ্ডিত প্রাচীন জাপানে নারীর শিক্ষা ও সামাজিক সম্মান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"জাপানের নারীপ্রকৃতি একটী দুর্বোধ্য সমস্যা বিশেষ। পুরুষ তাহার স্থূল বুদ্ধিতে সহজে এই নারীপ্রকৃতি আয়ত্ত করিতে পারে না। জাপানের শিক্ষাগুরু চাইনিজগণের মতে "শিশু" ও "নারী" দুই-ই 'অবোধ্য' ও 'রহস্যপূর্ণ'।

জাপানের নারী-চরিত্রে দুইটী পরস্পর-বিরোধী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নারীজনোচিত কোমলতা এবং পুরুষোচিত সামরিক ভাব দুই-ই রহিয়াছে। চাইনিজ গণের আদর্শ-পত্নী চিত্রশিল্পে সম্মার্জ্জনী হস্তে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অবশ্যই এই সম্মার্জ্জনী স্বামীর বিরুদ্ধে চালিত হইবার জন্য নহে; ইহা কোনরূপ যাদু-চিহ্নও নহে! ইংরেজী পত্নী (ওয়াইফ wife) শব্দ যেমন বস্ত্র-বয়ন-কারিণী (weaver) এই কথা হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত দুহিতা (কন্যা, গাভীদোহনকারিণী) শব্দ যেমন দোহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, চাইনিজ পত্নী-বোধক শব্দও তেমনি 'গৃহপরিষ্কার-কারিণী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানী নারীর আদর্শও তেমনি গার্হস্থ্যভাবপ্রধান। গার্হস্থ্য ও সামরিক এই দুই বিরোধী ভাব জাপানী নারী-জীবনে কিরূপে মিলিত হইল তাহা বোঝা কিছুই কঠিন নহে!

"বুসিদো"-নীতি বীরত্বপ্রধান, বুসিদো-নীতির উপাসকগণ বীরত্বের উপাসক। সুতরাং ভীরুতাপ্রধান নারী-চরিত্রেও জাপানীগণ বীরত্ব-ভাব দেখিলেই সুখী হইত। নারীর স্বাভাবিক কোমলতা তাহাদের নিকট আদৃত হইত না। উইঙ্কেলম্যান (Winckelman) বলেন, গ্রীকদিগের শিল্পে সৌন্দর্য্যের আদর্শ পুরুষভাব-প্রধান, নারী-ভাব প্রধান নহে। লেকি (Lecky) বলেন,এই আদর্শ গ্রীকদিগের নৈতিক জীবনেও পরিস্ফুট

* Paul Carus প্রণীত Gospel of Buddha হইতে অনুবাদিত।

হইয়াছিল। গ্রীক আদর্শের ন্যায় বুসিদো-নীতিও সেই সকল নারীকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, যাহারা নারীর স্বাভাবিক কোমলতা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস প্রদর্শন করিতে পারিত। সুতরাং অল্প বয়স হইতেই বালিকাগণ তাহাদের মনের ভাব সংযত করিতে, মাংসপেশিগুলি দৃঢ় করিতে, ও অস্ত্র চালনা করিতে শিক্ষা লাভ করিত। আত্মরক্ষার জন্য 'নাগিনাতা' নামক এক প্রকার তরবারি চালনা করিতে তাহারা শৈশবেই শিক্ষিত হইত। কিন্তু যুদ্ধ করা এই অস্ত্র চালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। পুরুষগণকে যেমন দলপতির সেবা করিতে হইত, প্রাণ দিয়াও প্রভুকে রক্ষা করিতে হইত, নারীকে সেরূপ করিতে হইত না। নিজে অস্ত্র চালনা করিয়া নারী আত্মরক্ষা, সতীত্ব রক্ষা করিতেন। তা ছাড়া তাঁহার অস্ত্রশিক্ষার আর এক উদ্দেশ্য ছিল, সন্তানগণকে অস্ত্র শিক্ষা দান।

নারীর পক্ষে তরবারি চালনা শরীরের পক্ষেও হিতকারী, কিন্তু শুধু স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে জাপানী নারীগণ অস্ত্র চালনা শিখিতেন না। প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন বালিকাগণ যৌবনে পদার্পণ করিলেই "কেইকেন" নামক ক্ষুদ্র পকেট-তরবারী উপহার পাইত। আততায়ীর বক্ষে এবং প্রয়োজন হইলে নিজের বক্ষেই তাহা প্রোথিত হইত। অধিকাংশ স্থলে কেইকেন নারীবক্ষেই ব্যবহৃত হইত। জাপানী মহিলা যখন দেখিতেন, তাঁহার সতীত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা, তখন তিনি পিতা বা স্বামীর তরবারির সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না, তাঁহার নিজ তরবারি সর্ব্বদাই তাঁহার বক্ষে লম্বমান থাকিত। আত্মবিনাশের প্রকৃষ্ট প্রণালী না জানা জাপানী মহিলার পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা ছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, যদিও নারীগণ শরীরতত্ত্ব বিদ্যায় (anatomy) শিক্ষা লাভ করিতেন না, কিন্তু গলার কোন্ স্থানে কাটিলে আত্মহত্যা সহজে হয় তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইত; কি প্রকারে পদদ্বয় বন্ধন করিয়া আত্মহত্যা করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইত, কারণ তাহা হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা যতই কষ্টদায়ক

হউক না কেন, তাঁহার মৃতদেহ কখনও শ্লীলতাবর্জ্জি
ভাবে ভূপতিত হইতে পারিত না।

কিন্তু আমাদের নারীগণের মধ্যে বীরত্ব-ভা
প্রাবল্য থাকিলেও তাঁহারা কোমল গুণাবলীতে ব
ছিলেন না। গীতবাদ্য ও নৃত্যকলায় তাঁহারা সুদক্ষ ছিলে
জাপানী-সাহিত্য নারীরচনায় পূর্ণ। চালচলন সু
করিবার জন্য নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। পিতা ও স্বা
ক্লান্তি দূর করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিবার
তাঁহারা গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেন। এই স
কলাবিদ্যা মানসিক পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্যই তাঁহা
শিখিতেন, শিল্পকলায় পাণ্ডিত্য লাভ ইহার উদ্দে
ছিল না। লণ্ডনের এক বল নাচে উপস্থিত হ
এক পারস্যরাজকুমার নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হ
উত্তর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে এক শ্রে
নর্ত্তকী আছে, তাহারাই শুধু এরূপে নৃত্য করে।
উক্তির সহিত জাপানীদিগের আন্তরিক সহানুভূ
আছে।

আমাদের নারীগণ যে শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠা
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, প্রদর্শন অথবা সামা
প্রশংসা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। পারিবারিক
আনন্দ বৃদ্ধিই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। দশজনের নিক
সকল গুণপনা কখন কখন প্রদর্শন করিবার আব
হইত বটে, কিন্তু তাহা অভ্যাগতদিগকে বিমল আ
দিবার একটা উপায় মাত্র ছিল। প্রাচীন জাপ
নারীগণের সকল প্রকার শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল প
পরিবারের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁহা
দাসীর ন্যায় শ্রম করিতেন, আবশ্যক হইলে
বিসর্জ্জন করিতেন। কন্যারূপে পিতার জন্য, প
রূপে পতির জন্য, মাতা রূপে পুত্রের জন্য, তাঁহারা
উৎসর্গ করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহারা আত্ম
অভ্যস্ত হইতেন। প্রাচীন জাপানে নারীর
অবিরাম আত্মোৎসর্গের জীবন ছিল। কেহ কেহ
আমরা নারীদিগকে দাসী করিয়া রাখিয়াছি।
শব্দ যদি 'আপন ইচ্ছার বলিদান' অর্থে ব্যবহৃত
তবে এই দাসত্ব অতি সম্মানের সামগ্রী।

দেশ ও প্রভুর জন্য জাপানী পুরুষের আত্মোৎসর্গ
প স্বেচ্ছাকৃত, গৃহ পরিবারের জন্য জাপানী নারীর
আত্মোৎসর্গও তেমনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত। যে আত্মত্যাগ
ত জীবনের কোন কঠিন সমস্যারই মীমাংসা হয় না,
আত্মত্যাগের উপর যেমন জাপানী পুরুষের দেশ-
ক্ত ও রাজভক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মত্যাগেরই উপর
পানী মহিলাদিগের গার্হস্থ্য জীবনও প্রতিষ্ঠিত।
পানের নারী যে অর্থে পুরুষের দাসী ছিলেন, জাপানের
সেই অর্থে তাহারা প্রভু বা দলপতির দাস ছিল।
ীন ইচ্ছার বলিদানের অযথা প্রশংসা করা আমার
উদ্দেশ্য নহে। হিগেল (Hegel) বলিয়াছেন, স্বাধীন-
র বিকাশই মানবজাতির ইতিহাস। আমি একথার
ত্যতা স্বীকার করি। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে,
দো-নীতির প্রধান কথা, শুধু নারীর নহে—
ষেরও আত্মোৎসর্গ।

এক জন নারীহিতৈষী আমেরিকান জাপানী নারী-
জের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "কবে
পানের নারীগণ জাপানের প্রাচীন প্রথাসমূহের
বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন!" যতদিন জাপানে
দো-নীতির প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়, তত দিন
পানীগণ এরূপ উক্তির সহিত সহানুভূতি প্রকাশ
তে পারিবে না। এরূপ বিদ্রোহ কি সফল হইতে
ইহাতে কি নারীদিগের অবস্থা উন্নত হইবে?
উপায়ে নারীগণ যে অধিকার লাভ করিবেন, তাহা
তাঁহাদের প্রকৃতির বর্ত্তমান মধুরতা ও কোমলতার
হইবে? এগুলি অতি গুরুতর প্রশ্ন। পরিবর্ত্তন
য়ই আসিবে, কিন্তু বিদ্রোহ হইবে না। আমরা এখন
লোচনা করিয়া দেখি, বুসিদো-নীতির প্রাধান্য সময়ে
স্ত্রীজাতির অবস্থা এমন ছিল কি না, যাহাতে এখন
দের বিদ্রোহ সমর্থন করা যাইতে পারে।
ইউরোপে ফিউডেল-প্রথার (Feudal system)
ন্য সময়ে নারীর প্রতি (Knights) নাইটদিগের
ক সম্মান-প্রদর্শনের ফলাফল ঐতিহাসিকগণের গভীর
লোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। হালাম (Hallam)
ন, এই সম্মান-প্রদর্শন (Chivalry) পবিত্র ভাবমূলক

নহে। গুইজো (Guizot) বলেন, ইহাতে সমাজের উপকার হইয়াছে। স্পেন্সার বলেন, সামরিক-ভাবপ্রধান অবস্থায় সমাজে নারীর অবস্থা স্বভাবতঃই হীন থাকে, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থা উন্নত হয়।

জাপানে নারীজাতির অবস্থা দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধব্যবসায়ী সামুরাইদিগের রমণীগণই সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। উচ্চ শ্রেণী ও শিল্পকর-দিগের সমাজে স্বামী স্ত্রী প্রায় সমান স্বাধীনতাই ভোগ করিতেন।

বুসিদো-নীতির প্রাধান্য সময়ে জাপানের নারীগণ পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দও ছিল না। নানাপ্রকার অসাম্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার হইতে পারে না।

পুরুষে পুরুষে কি পার্থক্য নাই? ভোট দিবার সময় সকল পুরুষেরই ভোটের মূল্য সমান হইতে পারে, কিন্তু ভোট দানে সমান অধিকারী দুই জন পুরুষের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে। আইনের চক্ষে সকল মানুষই সমান হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের একটা অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র মূল্য আছে। পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি বিশেষ কার্য্য আছে; সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যকে এক তুলাদণ্ডে ওজন করা চলে না। বুসিদো-নীতি যুদ্ধক্ষেত্র এবং রন্ধনশালা উভয়ত্রই নারীর শক্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং দেখিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর স্থান নাই বলিলেই চলে, কিন্তু রন্ধনশালায় নারীই সর্ব্বেসর্ব্বা সুতরাং রাজনৈতিক জগতে নারী অধিক সম্মান লাভ করেন নাই, কিন্তু পত্নী ও মাতা রূপে তিনি অতি উচ্চ সম্মান ও গভীর ভাল-বাসার অধিকারী হইয়াছিলেন। রোমানগণ যোদ্ধৃজাতি ছিল, তাহাদের মধ্যে নারীগণ এত সম্মান পাইতেন কেন? যোদ্ধা অথবা ব্যবস্থা-প্রণেতারূপে কি নারীগণ সম্মান পাইতেন? —না। তাঁহারা জননীজাতি বলিয়াই গভীর সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। আমাদের

সমাজেও তাহাই ছিল। পিতা অথবা স্বামী যুদ্ধে গেলে গৃহের সকল ভারই নারীর হস্তে পড়িত। সন্তানদিগের শিক্ষা দান, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ নারীগণই করিতেন। নারীদিগের যে অস্ত্রচালনা শিক্ষা, তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শিশুদিগকে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ততা লাভ করা।

আমরা আমাদের পত্নীগণকে 'চাষা স্ত্রী (rustic wife) বলিয়া থাকি; এজন্য বিদেশীগণ মনে করেন, আমরা পত্নীগণকে নিতান্ত হেয় চক্ষে দেখি। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের বিবাহ-বন্ধন ও দাম্পত্য মিলন খ্রীষ্টান বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিত্ব-প্রধান এংলোস্যাক্‌সন জাতি (Anglo Saxon) স্বামী-স্ত্রীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে না করিয়া পারে না। যখন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে খুব মিল থাকে তখন পরস্পরের আদর আর ধরে না। যখন মনোবাদ হয়, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র অধিকার। স্বামী অথবা স্ত্রী তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পরস্পরের গুণ বা দোষ কীর্ত্তন করিলে আমাদের নিকট তাহা নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হয়। স্বামী স্ত্রী ত এক! তবে আবার নিজের প্রশংসা বা দোষ অপরের নিকট কীর্ত্তন করিবে কি? আমাদের সামুরাইগণ পত্নীকে একটু নিন্দা করাই ভদ্রতার পরিচায়ক মনে করিতেন।"

অধ্যাপক নিতোবে-লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রাচীন কালে ভারতের হিন্দু নারী অপেক্ষা জাপান-নারীর অবস্থা উন্নত ছিল না। বরং কোন কোন বিষয়ে ভারত-নারীর অবস্থা জাপান-নারীর অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কারণ, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা জাপানী প্রাচীন সভ্যতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইউরোপে মধ্য যুগে নারীগণ যে সম্মান লাভ করিতেন—সেই গ্যালাণ্ট্রি (galiantry) বা সিভাল্‌রি (Chivalry যে বিশেষ উন্নত পদার্থ ছিল, তাহাও মনে হয় না। ভারত-নারী প্রাচীন কালে যে সম্মান ভোগ করিতেন তাহা এই গ্যালাণ্ট্রি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনা করিলে কি মনে হয়? প্রাচীন কালে ভারতের হিন্দুনারীর অবস্থা জগতের অন্য সকল দেশের নারীগণের অবস্থা অপেক্ষ ভাল ছিল, কিন্তু এখন যদি তাঁহাদের অবস্থা আ সকলের অবস্থা অপেক্ষা হীন হয়, তবে শুধু অতীতে দোহাই দিয়া কি হইবে? জাপান-নারী জাগি উঠিয়াছে। জাপানে এখন শতকরা ৮০ জনের অধি স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিয়াছে। শিক্ষা মানুষের অন্তর দৈব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। অগ্নিকে যেমন কে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে না, শি প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতিস্পৃহাকে জাগ্রত করি দেয়, কোনও সামাজিক রীতি, কোন শাস্ত্রীয় কুবি তাহাকে বাধা দিতে পারে না। অধ্যাপক নিতো বলিয়াছেন, জাপানে নারীগণ প্রাচীন প্রথার বিরু বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে না। পুরুষগণ বুদ্ধিমান হই নারীর বিদ্রোহ-ঘোষণার প্রয়োজন কি? অন্য দেশে ঘোর রক্তারক্তির পর নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠি হয়, কিন্তু জাপান ও তুরস্কের সম্রাট বুদ্ধিমান ছিলে বলিয়া এই দুই দেশে বিনা রক্তপাতে নিয়মতন্ত্র প্রণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতে তাহাতে আশা করা যায়, জাপান ও তুরস্কের নারীগণ বিনাবিদ্রোহেই সমাজে আপন অধিকার লাভ করি সমর্থ হইবেন। কেবল ভারত-নারীই কি জাগিবে না যে সকল ভারত-নারী শিক্ষার আলোক লাভ করিয়াছে তাঁহারা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য উঠিয়া পড়ি লাগুন। তাঁহারা প্রত্যেকে সংকল্প করুন, তাঁহাদে অন্ততঃ ২।৪ জন অশিক্ষিতা প্রতিবাসিনীকে নিজের বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। দেখিবেন, তাঁহাদের কার্য্যে অনুপাতে নহে, শ্রমের অনুপাতে নহে, কিন্তু প্রাণে সদাকাঙ্ক্ষার অনুপাতে স্ত্রীশিক্ষা এ দেশে বৃদ্ধি পাইবে নারীজাতির অবস্থা উন্নত হইবে, সকল বাধা দূরে পলায় করিবে, দেশ জাগিবে।

কিশা গোতমী।

একদিন বুদ্ধদেব সপার্ষদ বসি'
জগতের দুঃখ দৈন্য জরা-মৃত্যু-মসী

কেমনে হইতে পারে সহজে স্খালন
তাহারি শাশ্বতোপায় করেন বর্ণন
অমৃত-মধুর ভাষে; মুগ্ধ আত্মহারা
সুবিপুল জনসঙ্ঘ নব জ্ঞান-ধারা
আনন্দে করিয়া পান; বুঝি অলক্ষিতে
দেবগণও স্তব্ধ হয়ে ছিলা চারিভিতে
নির্ব্বাণের মহাবাণী উৎসুক হৃদয়ে
করিতে শ্রবণ আহা!

এমন সময়ে,
নভোভেদী-আর্ত্তনাদ জাগিল অদূরে
ব্যাকুল চঞ্চল করি সকরুণ সুরে
সবাকারে অকস্মাৎ! সহস্র নয়ন
নিরখিল নারী এক করে আগমন
অতি দ্রুত, ঝড় যথা বৈশাখী-সন্ধ্যায়,—
উন্মাদিনী, ভূমিতলে অঞ্চল লুটায়
বিচূর্ণ আশার সম, কুঞ্চিত কুন্তল
আলুথালু, শূন্যে উড়ে কৃষ্ণ মেঘদল
যেন নব বর্ষাগমে! মৃত পুত্রক্রোড়ে;
ক্ষণে ক্ষণে বাঁধি তায় দুটী ভুজডোরে
চাপে বক্ষে, মাতৃ-স্নেহ যেন হৃদি-চিরি
মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর ভবে বারেক বাহিরি'
নবীন পরাণ চাহে করিবারে দান
প্রাণাধিক প্রিয় সুতে; সুন্দর অম্লান
রৌদ্র-দগ্ধ পুষ্প-কলি যবে পড়ে ঝরি'
জননী ধরিত্রী দেবী পুনঃ বৃন্তোপরি
করে বৃথা স্থাপিতে প্রয়াস!

ত্রস্তে সবে
সরে গেল; মুক্ত-পথে আপন গৌরবে
গেল অগ্রে ক্ষিপ্র পদে দুর্ভাগিনী নারী
বুদ্ধ পাশে; সম-দুঃখে মুছি আঁখি-বারি
চিনিল অনেকে সেই সন্তান বৎসলা
কিশা গোতমীরে হায়! আজিকে চঞ্চল
গাম্ভীর্য্যের প্রতিরূপা সুশীলা কামিনী
মহাশোকে, শরতের স্থিরা তরঙ্গিনী
ব্যাত্যা-ক্ষুব্ধা সুভীষণা!

প্রণমি গোতমে
গোতমী কহিল ক্ষেদে—"যদি ভাগ্যক্রমে
পেয়েছি দর্শন তব ওগো ভগবান্,
কর তবে কৃপাময়, মোরে পরিত্রাণ
এ তীব্র যাতনা হতে! শুনিয়াছি আমি
বিশ্বের মুক্তির বার্ত্তা বহিবারে তুমি,
ভবে আসিয়াছ শুধু; মৃত সুতে মোর
ভেঙ্গে দিয়ে আজিকার কাল-সুপ্তি-ঘোর
দাও মোরে মুক্তি প্রভো!

করুণা-নির্ঝর,
সমর্পিনু এই তব শ্রীপদ উপর
প্রাণ-মণি বৎসে মম!"

এতেক কহিয়া
অশ্রুসনে সুনির্ভরে শোকাতুর হিয়া
বুদ্ধের চরণে শিশু করিল রক্ষণ
ভক্তের অঞ্জলি হেন!

বিস্ময়ে মগন
সুমহান্ জনার্ণব; সিদ্ধার্থ গম্ভীর
প্রসন্ন দয়ার্দ্র আঁখি, বিশ্ব-জগতীর
হরি গ্লানি কহিলেন (দৈববাণী যেন
উদ্ভাসিল নভোপথে!) "বৃথা দুঃখ কেন,
শান্ত হও হে রমণি! জরা-মৃত্যু শোক
জগতের ধর্ম্ম এই, নিত্য মর-লোক
সহে তা'রি দারুণ সন্তাপ, দুর্নিবার
মায়ামোহ বশে! একমাত্র আছে তার
মুক্তির উপায় বৎসে! কেহ কারো নয়,
সংসার প্রপঞ্চ শুধু'—সমগ্র হৃদয়
এ বিশ্বাসে পূর্ণ করি মুমুক্ষু পরাণে
কর্ত্তব্য-পালন-ব্রতে সাফল্য-সন্ধানে
নির্ব্বাণের পথ হবে করিতে আশ্রয়
হে কল্যাণি! চাই সেথা শুধু আত্ম-জয়;
দুস্তর সাধনা সে যে!

যাও গৃহে ফিরে
সন্তানের প্রতি তব অয়ি লো অধীরে,
অন্তিম-কর্ত্তব্য শুধু করিতে পালন

সুমঙ্গল পুণ্য কৃত্যে !”
তরঙ্গ ভীষণ—
কে রোধিতে পারে হু'টী বাহু প্রসারিয়া
অকস্মাৎ ? উন্মাদিনী উঠিল গর্জ্জিয়া
ক্ষোভে রোষে—“বুঝিলাম চাতুরী তোমার,
তুমি নহ মুক্তিদাতা ! বাক্যে চমৎকার
বৃথা মুগ্ধ কর সবে ! কোথা সে নির্ব্বাণ,
মিথ্যা প্রতারণা তব ! কোন্ ক্ষুদ্র প্রাণ
নিস্ফলে ভুলিবে তায় ? তুমি মাতা নহ—
নাহি জান কি অপূর্ব্ব জননীর স্নেহ,
পুত্রহারা মায়ে তাই সান্ত্বনার ছলে
করিতেছ পরিহাস ! ধন্যা ভূমণ্ডলে
ভাগ্যবতী মায়াদেবী, দহে নাহি তাই
জীবন্তে মৃতের প্রায় তোমারে হারাই'
গৃহাশ্রমে হে নির্ম্মম ! তুমি রহ তব
নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা লয়ে ! অন্ধকার ভব ;
নাহি আর স্থান মোর ! উদ্বন্ধনে ত্যজি'
শোক-দীর্ণ তুচ্ছ প্রাণ, পাব শান্তি আজি
পুত্র পথ অনুসরি'
থামি ক্ষণকাল
দীপ্ত চক্ষে চারি ধারে নিরখি ভয়াল
ত্রস্তকরে মৃত সুতে নিল আরবার
তুলি বক্ষে, কহে পুনঃ করি হাহাকার
ঊর্দ্ধে চাহি—“হে দেবতা, তুমিও নির্দ্দয়
নির্ম্মম নরের সম ! এ দগ্ধ হৃদয়
শূন্য করি, হরি হায়, বাছনিরে মোর
কি শুভ উদ্দেশ্য দস্যু, সাধিলিরে তোর
নাহি বুঝি ! নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ শিশুর
ক্ষুদ্র প্রাণে প্রয়োজন যদি হে নিষ্ঠুর,
এত তোর, কর তবে মোরেও গ্রহণ
ধর্ম্মরাজ !
দাঁড়াও, দাঁড়াও প্রাণ-ধন,
মায়ে তার, একা ফেলি যেতেছ কোথায়
আসি আমি !”
এত কহি ছুটিবারে চায়
কক্ষ-চ্যুত উল্কা সম সে কিশা গোতমী
মৃত্যুর করাল দ্বারে ! মর্ম্মোচ্ছ্বাস দমি,
স্থির তবু জনসঙ্ঘ !
ক'ন শাক্যমুনি
পুনর্ব্বার—“নিভাইব তব শোকাগুনি
স্থির হও, মৃত সুতে দিব প্রাণদান
হে ললনে ! বাক্য মোর কর অবধান
গুটিকত শস্য মোরে দাও শুধু আনি
ভিক্ষা করে।”
অকস্মাৎ শুনি আশা-বাণী
স্তম্ভিতা গোতমী, মন্ত্র-মুগ্ধা সর্পী যথি ;—
চাহি রহে বুদ্ধ পানে, ক'ন শুদ্ধমতি
পুনরায়—“যাও বৎসে, পুত্রে রাখি হেথা,
শস্য-মুঠি মাগি আন, ঘুচাইব ব্যথা
নন্দনে জীয়ায়ে তব ; কিন্তু রেখো মনে
সেথা হ'তে আন শস্য, যাহার সদনে
মৃত্যু করে নাই কভু কঠোর পরশ
রুদ্র করে, দুঃখ-হীন নির্ম্মল হরষ
জাগি আছে অনুক্ষণ !”
হায়রে নাচিয়া
উঠিল জননী প্রাণ ! বারেক ভাবিয়া
দেখিল না সুলভ কি দুর্ল্লভ অতুল
কালাতীত মর-গৃহ ! পথ করি ভুল
ছুটিল সে শোকাতুরা শস্যের সন্ধানে
প্রতি গৃহস্থের দ্বারে ; ভিক্ষা দিতে আনে
শস্যপুঞ্জ পুরাঙ্গনা, শুধায় রমণী
ব্যগ্র ভাবে—“কহ অগ্রে আমারে জননী,
তব গৃহে কোন দিন মরেছে কি কেহ—
জেগেছে কি দুঃখের কল্লোল ?” হেন গেহ
কোথা মর্ত্ত্যে ! ভিক্ষাদাত্রী বিস্মিত অন্তরে
ফিরে যায়, শুনাইয়ে আপনি কত রে
সহিয়াছে মর্ম্ম-জ্বালা !
মহা নগরীর
প্রতি গৃহ তন্ন তন্ন খুঁজিয়া অস্থির
কিন্তু বামা, নাহি পায় কোথা হেন ঠাঁই
কালের চরণ-চিহ্ন যেথা পড়ে নাই—
কোন দিন ; আসে নাই বিষাদ-প্লাবন
ভাসাইয়া জীবনের আনন্দ মোহন
মুহূর্ত্তেকে ! বহু যত্নে রচা কুঞ্জবন
ক্ষণে ক্ষণে কালানলে করিয়া দহন
ভস্ম করি দিয়ে গেছে প্রাণাধিক প্রিয়
আত্মীয় স্বজনগণে ! নহে রমণীয়
এ সংসার ! পিতা-হারা, মাতা-হারা কেহ,
পতি-পুত্র-ভ্রাতৃ-হারা কাঁদে অহরহঃ
কোন জন ! চারিধারে বীভৎস ভীষণ
নিশীথ-শ্মশান সম, মোহের বন্ধন—
তবু রাখিয়াছে সবে প্রমত্ত ক্রীড়ায়
অর্ব্বাচীন শিশু হেন !
নির্ম্মূল-আশায়
সারা দিনমান ভ্রমি দুয়ারে দুয়ারে
চিন্তিল গোতমী কিশা, নিখিল সংসারে
সে নহে একেলা শুধু পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী, লক্ষ গুণে বেদনা-বিধুরা
দিশে দিশে মাতিয়াছে মায়ার উৎসবে
অবিরাম ; সে কেন গো শুধু আর্ত্ত রবে
বিসর্জ্জিবে তপোলব্ধ মনুষ্য-জীবন
অকারণে ; দেব-দান বুঝি' এ বেদন
লইবে না কেন শিরে তুলি' ?—
শান্তি ধীরে
ফিরে আসে, মরুভূমি নব বর্ষা-নীরে
সিক্ত যেন ! তমোময় রজনীর শেষে
স্ব-বর্ণ কনক-আভা প্রাচ্য নভোদেশে
রঞ্জে যবে মন্দগতি, তারকার দল
একে একে মিলায় কোথায়, জলস্থল
জেগে উঠে দিব্য করে ; তেমতি সুন্দর
শান্তি সনে আত্মজ্যোতিঃ সকল অন্তর
উদ্ভাসিল গোতমীর. বেদনানিকর
ম্লান হয়ে গেল ধীরে, যেমতি লহর
মিশে যায় সিন্ধু-বক্ষে বারেক উথলি
অকস্মাৎ !
মুছি আঁখি 'ধন্য দেব' বলি
ফিরিল গোতম পাশে আবার গোতমী
ভক্তি-শান্ত-নম্র-মনে, রাঙ্গাপদে নমি
কহিল সম্বোধি তাঁরে—“ক্ষম অপরাধ
হে সিদ্ধার্থ ! লভি ভাগ্যে তব আশীর্ব্বাদ
জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে আমার
আজি নাথ ! চিনিয়াছি কেমন সংসার
যন্ত্রণার রঙ্গভূমি ! সমগ্র নগরী
ভ্রমি' হায়, পারি নাই আনিতে আহরি'
শস্য-কণা, পাই নাই একটি কোথায়
অ-মৃত গৃহস্থ-গৃহ, শূন্য হাতে হায়,
তাই আসিয়াছি ফিরি' ! সারা মর্ত্ত্যলোক
শোক-দগ্ধ, বিশ্ব-শোকে ভুলিয়াছি শোক
আপনার ! নাহি চাই আর পুত্র-প্রাণ,—
দাও দীক্ষা লভি যেন অন্তিমে নির্ব্বাণ !”

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সয়তানের শোক।

শ্রীমতী মেরী করেলী বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ মহিলা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখিকা। তাঁহার গভীর চিন্তা-শীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়ের উদারতা-ব্যঞ্জক উপন্যাসাবলী ইংরেজ জাতির গৌরবের সামগ্রী। ভারত-মহিলার পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমরা অদ্য তাঁহার সয়তানের শোক (Sorrows of Satan) নামক উপন্যাসের উপাখ্যানটী সংকলন করিয়া দিলাম।

ধন সম্পদে যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না এবং মানুষ স্বার্থপর ও আত্মসুখরত হইলে অর্থ তাহাকে নরকের পথে কেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর করে, আর ঈশ্বরের করুণা সেই পতন হইতে মানুষকে কিরূপে রক্ষা করে, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এই গল্পটী বুঝিতে হইলে গ্রন্থোক্ত সয়তানের চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া আবশ্যক। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সয়তান স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত ; উন্নত অবস্থা

হইতে অধঃপতিত হইয়াছে। এখন সর্ব্বদাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং মানুষকে ভগবানের বিরোধী হইতে, নরকের পথে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তাহার সুখ এবং কুপথে মানুষকে সাহায্য করাই তাহার কাজ। কিন্তু মেরী করেলী সয়তানের প্রকৃতিকে একটু বিভিন্ন রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার সয়তান পুনরায় স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্য, অন্তরে শান্তি পাইবার জন্য ব্যাকুল। মানুষ যতই সয়তানের পরীক্ষা প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সয়তানের মুক্তির পথ ততই পরিষ্কার হয়।

গ্রন্থের নায়ক জিওফ্রে টেম্পেষ্ট একজন সাহিত্যসেবী দরিদ্র লোক। সাহিত্যের সেবা করিয়া তাহাকে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, জীবিকানির্ব্বাহের আর কোন উপায় নাই। উৎসাহী যুবক সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য লালায়িত, কিন্তু আজ কালের দিনে লোকের তরলভাবের পক্ষে তৃপ্তিকর লেখা লিখিতে না পারিলে না পাওয়া যায় সম্মান, না মিলে তাহাতে অর্থ। নিজের আদর্শকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাধারণ পাঠকের মনের মত, সমালোচকদিগের মনের মত করিতে হইবে, তবে ত পুস্তকের আদর হইবে! নানাস্থানে নিরাশ হইয়া, প্রকাশকদিগের নিকট প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়া হতাশ হৃদয়ে যুবক রোজ আপনার ভাড়াটিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং কি করিয়া বাড়ী ওয়ালির প্রাপ্য শোধ করিবে, ভাবিয়া আকুল হয়। একদিন এই প্রকার নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে হইল, এবং তাহার নিকট সাহায্যের জন্য পত্র লিখিল। সেই সহৃদয় বন্ধু আনন্দের সহিত জিওফ্রেকে সাহায্য করিল। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন অসম্ভাবিত উপায়ে অর্থ আসে, জিওফ্রেরও তাহাই হইল। তাহার দূরসম্পর্কিত এক ধনী আত্মীয়ের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে এবং তাহার নিকট-উত্তরাধিকারী না থাকায় জিওফ্রে হঠাৎ লক্ষপতি হইয়া পড়িল। এমন সময়ে আবার লুসিও রোমানেজ নামক একজন অতি বিখ্যাত ক্রোড়পতি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জিওফ্রের বন্ধুত্ব লাভের জন্য উপস্থিত হইল। এই সম্মানিত, সুশিক্ষিত ধনীর সাহায্যে জিওফ্রে অভিজাত-পদবীতে আরোহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কারণ, ধ আছে, বিদ্যা আছে তবে সে কেন সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণ করিবে না? আর রোমানেজও নিতান্ত ভদ্র সর্ব্বদাই জিওফ্রেকে আপ্যায়িত করিতে যত্নবান কিন্তু রোমানেজের মধ্যে জিওফ্রে মাঝে মাঝে কেম একটা অস্বাভাবিক ভাব অনুভব করে, তাহাকে যে সময় সময় কেমন একটা সমস্যার মত মনে হয়।

অগাধ ধনের অধিপতি হইয়া জিওফ্রের প্রথ আকাঙ্ক্ষা হইল সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অনেকদিন ধরিয়া প্রাণে যে তৃষ্ণা পোষণ করিতেছিল তাহা পরিতৃপ্ত করাই এখন তাহার প্রধান কাজ হইল সে তাহার দৈন্যাবস্থায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিল পাঠক সমাজে আদৃত হইবে না আশঙ্কায় প্রকাশক তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই। রোমানেজ এখন পরামর্শ দিল, নিজের যখন অর্থের অপ্রতু নাই, তখন প্রকাশকের অর্থসাহায্যের আর প্রয়োজ কি? তাহার পরামর্শে বহু অর্থব্যয়ে পুস্তক মুদ্রি হইয়া প্রকাশিত হইল। বিখ্যাত সমালোচকদিগে অনেক ঘুষ দেওয়া হইল। বড় বড় সংবাদপত্রে জিওফ্রের পুস্তকের প্রশংসার ধুম পড়িয়া গেল। একজ প্রতিভাশালী উদীয়মান গ্রন্থকারের একখানি মূ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সমালোচকগণ ধ্ ধন্য করিতে লাগিল। এক সংস্করণের পুস্তকেই কিছুদি পরে পরে মলাট দিয়া তিন সংস্করণ করা হইল। কি হায়! জিওফ্রে যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল না লৌকে লক্ষপতি জিওফ্রে রূপেই তাহার পরিচয় দিতে লাগিল, সাহিত্যসম্মান তাহার ভাগ্যে জুটিল না। জিওফ্রে ভাবিয়া দেখিল, তাহার দৈন্য দশায় মনের যে উন্নত ভাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, এখন আর অন্তরে সহিত তাহার সঙ্গে সহানুভূতি করিতে পারে না সে দেখিল, দরিদ্র উন্নত-হৃদয় জিওফ্রে এখন ধন লা করিয়া মনের উন্নত অবস্থা হারাইয়াছে। মনের অবস্থায় পুস্তকখানি লিখিয়াছিল, এখন সে চেষ্ট করিয়াও সেই অবস্থা আর ধারণা করিতে পারেনা

থকের জীবন ও লেখার মধ্যে এত পার্থক্য থাকিলে হার পুস্তক লোকসমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে। জিওফ্রে নিজেই এখন বিস্মিত হইতে লাগিল যে, এক য়ে তাহার মনে এমন উচ্চ চিন্তার উদয় হইত! কিন্তু ধন কি পরিবর্ত্তন! দারিদ্র্যের নিদারুণ কশাঘাতে জর্জ্জ-ত হইয়া যে ব্যক্তি ধনসম্পদের অধিকারী হয়, সংসারের ধক্লেশ দূর করিবার জন্য আগ্রহ হওয়াই তাহার ক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু জিওফ্রের হৃদয়ে সেই উন্নত চিন্তা াসিয়াও স্থান পাইল না। সে মনে করিতে লাগিল, ামার দুঃখের দিনে একজন মাত্র বন্ধু ব্যতীত কেহ ত ামার মুখের দিকে চাহে নাই! তবে আমি কেন পরের দুঃখে ব্যথিত হইব? সংসারের দীন দরিদ্র হারা, আপন ভাবনা লইয়া তাহারা মরুক গিয়া, হাদের প্রতি আমার আবার কর্ত্তব্য কি?

লক্ষপতি জিওফ্রের ধন মানের প্রশংসা দিন দিন াড়িতে লাগিল। লুসিও রোমানেজ তাহাকে ধনীসমাজে নীদিগের প্রিয় ক্রীড়াসমূহে ও জুয়াখেলার আড্ডায় ইয়া যাইতে লাগিল। তাহাকে লর্ড এলটন নামক কজন অভিজাতের সহিত পরিচিত করিয়া দিল। হার জমিদারী বন্ধক পড়িয়াছে, সহরের জাঁকজমকটুকু-ত্র অবশিষ্ট আছে। জিওফ্রে তাঁহার জমিদারী ক্রয় রিবার বাসনা করিল। লর্ড এলটন তাঁহার কন্যা ডি সিবিলের সহিত জিওফ্রে ও রোমানেজকে পরিচিত রিয়া দিলেন। লেডি সিবিল অপূর্ব্ব রূপবতী, গীত বাদ্য-তে সুশিক্ষিতা। জিওফ্রে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। াহাকে বিবাহ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। বশেষে তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিল। ন্তু লেডি সিবিলের চিত্ত রোমানেজই আকর্ষণ করি-ছিল, জিওফ্রে তাহা অধিকার করিতে পারে নাই। মানেজের আকৃতি রাজপুত্রের ন্যায়, তাহার আচার বহার অতি সুমার্জ্জিত, তাহার হৃদয় অতি সুকোমল, হার বাক্যবিন্যাস নারী-চিত্তহারী। কিন্তু রোমানেজ ডি সিবিলের নিকট বড় ঘেঁসিত না। সুতরাং লেডি বিল বুঝিতে পারিল, রোমানেজ তাহার প্রতি আকৃষ্ট য় নাই। ঋণদায়গ্রস্ত লর্ড এলটন জিওফ্রের হস্তে কন্যা সমর্পন করিয়া অস্তগামী সৌভাগ্যকে আরো কিছু দিন রক্ষা করিলেন। ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়া থাকে। ধনের খাতির, সম্ভ্রমের খাতির দেখিয়া অনেক তরুণীকে বর নির্ব্বাচন করিতে হয়, হৃদয়ের ভালবাসাই সকল সময়ে বর মনোনয়নে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে না। অনেক মূল্য দিয়া জিওফ্রে লেডি সিবিলকে লাভ করিল। হায় জিওফ্রে! আজ যদি তুমি এত অর্থশালী না হইতে, চিরজীবন দরিদ্র থাকিয়া যদি কোন সামান্যা নারীর অকৃত্রিম প্রেমের অধিকারী হইতে, তবে তুমি কি স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারিতে! বাস্তবিক বিলাতী সমাজে ধনীগণ অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেম ভোগ করিতে পারে কি না, অনেক সময়েই তাহাতে সন্দেহ হয়। নারীর পবিত্র প্রেমরূপ স্বর্গসুখ বুঝি কেবল দরিদ্রগণই প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে পারে! দুঃখ দরিদ্রতায় যে প্রেম অটল, দারিদ্র্যের পেষণ ও মনস্তাপের মধ্যে যে প্রেম অনাবিল, সন্দেহ ও নিরাশার গভীরতম অন্ধকারে যে প্রেম সাহস, মাধুর্য্য ও আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল, কয়জন ধনবানের ভাগ্যে সে পবিত্র প্রেম আস্বাদন করিবার সুযোগ ঘটে? ক্রোড়পতিগণ সকল সুন্দরী হইতে বাছিয়া এক পরমা সুন্দরীকে পত্নী মনোনীত করিতে পারে, এবং অলঙ্কার ও মণিমুক্তায় তাহাকে জড়িত করিতে পারে, কিন্তু নারীর অন্তরের প্রকৃত ভালবাসা না পাইলে কোনও স্বামীই সুখী হইতে পারে না। হতভাগ্য জিওফ্রেও সুখী হইতে পারিল না।

গ্রন্থকর্ত্রী এই স্থানে মাবিস ক্লেয়ার নাম্নী এক জন লোকপ্রিয়া উপন্যাস-লেখিকাকে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। মাবিস ক্লেয়ার সরলস্বভাবা নারী। সমালোচকদিগের তীব্র আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তাঁহার যশঃ দিন দিন বাড়িতেছে, তাঁহার পুস্তকাবলীর কাটতি দিনের পরে দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। ক্লেয়ারের মস্তিষ্ক শীতল, হৃদয় শান্ত। সমালোচকের কঠোর আক্রমণে তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। জিওফ্রেও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। সাহিত্যজগতে নিজের নিরাশা এবং মাবিস ক্লেয়ারের যশোবৃদ্ধিই এই

হিংসার কারণ। একজন স্ত্রীলোক সাহিত্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে, সমালোচকগণের পক্ষে ইহাই যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু জিওফ্রে ক্রমে মাবিস ক্লেয়ারের মহত্বে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার প্রকৃতির সরলতা ও অমায়িকতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমে জিওফ্রে ও মাবিস ক্লেয়ারের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। জিওফ্রে বুঝিতে পারিল, হিংসাপ্রণোদিত হইয়া এক নির্ম্মল রমণীরত্নের প্রতি সে অতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে।

লুসিও রোমানেজও মাবিস ক্লেয়ারের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহাকে সাহায্য করিতে, সুখী করিতে, ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ক্লেয়ার তাহার আগ্রহের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান দেখান নাই। সে ক্লেয়ারের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে উদ্রিক্ত করিয়া সংসারের সুখে তাঁহাকে আসক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে; তাঁহার যশঃ ও মানসিক শক্তির সঙ্গে একজন জীবন-সঙ্গীর অনাবিল প্রেমের সংযোগ ঘটিলে তাঁহার জীবন আরো কত মধুময় হইবে, সুললিত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মাবিস ক্লেয়ারের মন কিছুতেই গলিল না, তিনি তাহার সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ওদিকে লেডি সিবিল ও জিওফ্রের মিলন সুখের হইল না। সিবিল স্পষ্টাক্ষরে জিওফ্রেকে বলিয়াছে, সে তাহাকে এক তিলও ভালবাসে না, শুধু অর্থের জন্যই এই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু জিওফ্রে সিবিলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাহার কমনীয় গুণরাশিতে অভিভূত। তাহার মনে আশা এই, সিবিলের হৃদয়ের প্রেম এখন না পাইলেও শীঘ্রই সে তাহার চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার সুখের স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিল। বিবাহের পর বিদেশে মধুমাস (Honeymoon) যাপন করিয়া সিবিল ও জিওফ্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখন রোমানেজ কয়েক দিনের জন্য তাহাদের গৃহে অতিথি হইল। সিবিল অতি সমাদরে অতিথির সেবা করিতে লাগিল। একদা গভীর রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিওফ্রে পত্নীকে বিছানায় দেখিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধ মনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখিল, সিবিল রোমানেজের সহিত কথা কহিতেছে। অতি আবেগের সহিত সে রোমানেজের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু রোমানেজ স্বামীর প্রতি তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তীব্র ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। হঠাৎ জিওফ্রে সিবিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেখান হইতে দূর করিয়া দিল। দর্পিতা সিবিল আত্মহত্যার সংকল্প অন্তরে ধারণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। বন্ধুকে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ দিয়া জিওফ্রে মনের নির্ব্বেদে কিছু দিনের জন্য বিদেশ যাত্রা করিল। কিন্তু জিওফ্রে গৃহত্যাগ করিয়া মাত্র সিবিল বিষপানে আত্মহত্যা করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক খানা পত্রে সে তাহার চরিত্রের এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ লিখিয়া গিয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, 'যে শিথিলনীতি সমাজে সে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে তাহার এই প্রকার পরিণামই স্বাভাবিক। সামাজিক অবস্থা যত উন্নত হয়, মানুষের অধঃপতনের পথও ততই প্রশস্ত হয়।' কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী সিবিলের সরলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সে সর্ব্বদাই সরল ভাবে জিওফ্রেকে বলিয়াছে, সে তাহাকে ভালবাসে না, তাহার হৃদয় কলুষিত। অভিজাত-সমাজের শিথিল নীতি ও তৎকালীন তরল সাহিত্য অধ্যয়নই যে সিবিলের অধঃপাতের কারণ, সে স্পষ্টাক্ষরেই তাহা বার বার জিওফ্রের নিকট স্বীকার করিয়াছে।

সিবিলের মৃত্যুর পর জিওফ্রে মাবিস ক্লেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ক্লেয়ার বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিওফ্রেকে রোমানেজের সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করিয়া দিলেন, তাহার বন্ধুত্ব যে নিরাপদ নহে, একথা স্পষ্ট ভাবেই তাহাকে বলিয়া দিলেন।

অর্থবিত্ত ও আরামের সকল উপকরণ লইয়াও জিওফ্রে এখন দুঃখী। সে এখন অর্থকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুরের হস্তে বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া

মনের শান্তি লাভের জন্য জিওফ্রে রোমানেজের সহিত বিদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইল। রোমানেজের নিজের জাহাজ ছিল, সেই জাহাজেই তাহারা যাত্রা করিল। ফিরিয়া আসিবার সময় জিওফ্রে তাহার বন্ধু রোমানেজ ও তাহার জাহাজের নাবিকদিগের মধ্যে, কিছু কিছু অতি-প্রাকৃত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জাহাজ চলিল, কিন্তু গন্তব্য পথ কিছুতেই ফুরায় না। জিওফ্রে এত দিনে তাহার বন্ধুকে চিনিতে পারিল। সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল, ভীষণ দৃশ্যাবলী জিওফ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অবশেষে জাহাজ এক অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইল। তখন জিওফ্রে রোমানেজের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইল। এ যে লুসিফার—সয়তান—ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রধান শত্রু! কত অধঃপতিত আত্মা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে বন্দনা করিতেছে। তাহার মৃত পত্নী সিবিলের আত্মাকেও সে তন্মধ্যে দেখিতে পাইল।

রোমানেজ তখন তীব্রস্বরে জিওফ্রেকে উৎসনা করিতে লাগিল:—"রে নির্ব্বোধ! আমার সঙ্গে তোর যে দিন প্রথম পরিচয় হইল, সেই দিনই আমি তোকে তর্ক করিয়াছি, সেই দিনই বলিয়াছি, আমাকে বাহির হইতে দেখিয়া যাহা বোধ হয়, আমি তাহা নই। কুপথ বর্জ্জন করিয়া সুপথে চলিবার জন্য তোর মনে যখনই আগ্রহ দেখিয়াছি তখনই আমি কি তোর মনের সর্ব্বনাশ বল হইতে দিতে ইঙ্গিত করি নাই? সহস্র বার তোর হৃদয়কে মঙ্গলকার্য্যে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—যাহার প্রভাবে আমি তোর নিকট হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতাম, এবং আমার শোকে এক বিন্দু সান্ত্বনা, যাতনায় এক বিন্দু বিরাম লাভ করিতে পারিতাম!"

জিওফ্রের ন্যায় ধনীর সংখ্যাই সংসারে বেশী। ধনের আসক্তি তাহাদিগকে মোহান্ধ করিয়া রাখে, সংসারের সুখই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যাহা হউক, জিওফ্রের মোহের ঘোর ভাঙ্গিয়া তাহার সম্মুখে আবার শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই পথ উন্মুক্ত হইল। সে এখন সংসারের পথে কি ঈশ্বরের পথে চলিবে, এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার প্রয়োজন হইল। কোন্ পথে চলিলে কিরূপ ফল হইবে তাহা দেখিবার দিব্যজ্ঞানও সে লাভ করিল। সয়তান তাহাকে প্রলুব্ধ করিল না। মেরী করেলীর অঙ্কিত সয়তান-চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। তাঁহার অঙ্কিত সয়তান নিজের মুক্তির জন্য মানুষের কল্যাণ-কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে। মেরী করেলী বলিতে চাহেন, মানুষ আত্মবুদ্ধিতে, স্বাধীন ইচ্ছা বলেই পাপের পথে অগ্রসর হয়, অপর কেহ তাহাকে কুপথে লইয়া যায় না।

সৌভাগ্য বশতঃ জিওফ্রের সুমতি হইল, সে সয়তানকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই বরণ করিল। তাহার দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই সংবাদ-পত্রে ঘোষিত হইয়াছিল, জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে লক্ষপতি জিওফ্রে টেম্পেষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জিওফ্রে স্বদেশে আসিয়া তাহার বিষয়-আশয় কিছুই ফিরাইয়া লইল না, নীরবে আবার সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিল। আবার সেই ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে সে আশ্রয় লইল।

দেশে ফিরিয়াও জিওফ্রে রোমানেজকে এক দিন দেখিতে পাইয়াছিল। পাঠক পাঠিকা জানেন কোথায়? —ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে!

লেখিকা এই পুস্তকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন:—(১) সংসারে অর্থে সুখ নাই। অর্থে যাহারা সুখান্বেষণ করে তাহাদের ভাগ্যে সুখ মিলে না। (২) মানুষ আপন দোষে, ঈশ্বরের বাণীকে অবহেলা করিয়া পাপের পথে অগ্রসর হয়। (৩) মানুষ যতই অধঃপতিত হউক না কেন, ঈশ্বর তাহাকে পাপের আবর্ত্ত হইতে তুলিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। (৪) তরল কলুষিত সাহিত্য অনেক নরনারীকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। প্রকৃত সাহিত্যের প্রকৃতি তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—সাহিত্য এক প্রবল শক্তি, —নরনারীকে চিন্তা করিতে, আশা করিতে, জীবন সংগ্রামে কিছু লাভ করিতে, এই শক্তি সমর্থ করে। এই শক্তি চক্ষু হইতে অশ্রু আকর্ষণ করে, সহস্র নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক করে, অত্যাচারীকে কম্পিত করে, অন্যায় বিচারককে বিচারাসন-ভ্রষ্ট করে। ভণ্ডের

বাহিরের ছদ্ম আবরণ উন্মোচন করে এবং মিথ্যাবাদীর ললাটে স্পষ্টাক্ষরে 'মিথ্যাবাদী' নাম অঙ্কিত করিয়া দেয়।

কবিবর নবীনচন্দ্র।

এ মর জগতে কিছুই স্থায়ী নহে—আজি হউক, কালি হউক, দুই দিন পরে হউক, সকলকেই মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে; ইহাই বিশ্বজনীন চিরন্তন নিয়ম। কবিবর নবীনচন্দ্রও এই নিয়মের বশীভূত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মরেন নাই—তিনি আমাদের দর্শনের বহির্ভূত হইলেও, প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার অনুপম কাব্যনিচয় তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভায় বঙ্গের সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার অনুবাদিত শ্রীমদ্ভগবৎগীতার সূচনায় বলিয়াছেন, "কাব্য ও ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের এক-মাত্র উদ্দেশ্য।" কবিবরের এই মহাবচনের মধ্যে যে মহান্ ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষণ করিলে কাব্যের ও ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কবির স্বপ্রণীত কাব্য সমুদয়ে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কতদূর সংসিদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহাই অদ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখাইব। তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও খণ্ড-কবিতাসমূহের আলোচনা করিলে, আমরা প্রধানতঃ তিনটী স্তর দেখিতে পাই; প্রথম—তাঁহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ, দ্বিতীয়—তাহার বিকাশ, তৃতীয় তাহার চরম স্ফূর্ত্তিলাভ ও পরিসমাপ্তি।

আপনারা সকলেই জানেন, নবীনচন্দ্রের পিতা ও পিতামহ উভয়েরই হৃদয়ে কবিত্ব ছিল; সুতরাং তিনি কবির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। কবিত্বশক্তি তাঁহার সহজাত; সেই সহজাত শক্তি তদীয় অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে কতদূর মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে হইবে। তিনি যে অনুপম প্রতিভা লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট পরিব্যক্ত। দারিদ্র্যের কঠোর অঙ্কুশ তাড়নে, নৈরাশ্যের নিদারুণ মর্ম্মভঙ্গেও তাহা কিছু মাত্র দমিত হয় নাই—বরং তাহার শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে সকল সংবেষ্টক অবস্থানিচয় সেই শক্তির স্ফূরণে সহায়তা করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাঁহার জন্মভূমির অপূর্ব্ব নিসর্গ-শোভা প্রধান। সেই জন্মভূমি চট্টলক্ষেত্র—চারিদিকে সৌধকিরিটী অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী, তাহার বক্ষে পৃষ্ঠে স্কন্ধে দূর অধিত্যকা-দেশে নাতিনিবিড় অগণ্য কানন-কুন্তল, দূরে সাগরের সফেন তরঙ্গভঙ্গ, মধ্যে গিরিগাত্রে বাড়বানলের লেলিহান দৃশ্য! কবি নিজে বলিতেছেন:—

"পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড শোভিছে উত্তরে
কনক চম্পকারণ্য, গর্জ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারি বাড়বানল—মানব বিস্ময়!
পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, ব্যাস সরোবর,
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কলকলে
কলকণ্ঠা মন্দাকিনী স্বরপ্রবাহিনী।"

জ্যোতির্ম্ময়—মনোহর যেন ইন্দ্রজালের উদ্ভবস্থল যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই অনন্তের বিরাট বিশাল মহান্ দৃশ্য! এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের পরম শক্তিতে জড় ব্যক্তিরও হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, কবির কথা ত স্বতন্ত্র।

নিসর্গের সেই অতুলনীয় লীলাক্ষেত্রে, প্রতিভার বিকাশযোগ্য সকল পদার্থের, সকল অবস্থার সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাবেশস্থলে নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল। গিরিতরঙ্গিনী যেমন পর্ব্বতের কোন নিভৃতদেশে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এবং পরিশেষে বিশালবপু ধারণ করিয়া সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা চট্টলের সেই চির নবীন, চির মধুর, অনন্ত মহিমাময় মনোহর সৌন্দর্য্যের একস্থলে আবির্ভূত হইয়া, ক্রমে বঙ্গ, ভারতভূমি, অবশেষে সমগ্র জগৎ আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব পরিব্যক্তির আদি শক্তি ধর্ম্ম। চট্টল ভূমি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন:—"এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি—এই আদিনাথ আর ঐ সুদূরে মেঘের গায়ে

মহীশূরের মহারাজা।

Acme Press

দর্শন কর। জগতের কোথাও একস্থানে এত নাই।" ইহাতেই চট্টগ্রামের অপূর্ব্বত্ব; এই লইয়াই চট্টলের শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাতেই নবীনচন্দ্রের ! যে মহান্ অপ্রমেয় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত তিনি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের' অভিনব র্য্য কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ভব এই চট্টলের ম ক্ষেত্রেই।

াহার পর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর। বিপদের স্মৃতি, ার যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া, শোকের অশ্রু এই স্তরের ভূমি;—ধর্ম্ম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, ভগবৎপ্রেম, র প্রধান উপাদান;—শ্রীকৃষ্ণ তাহার আদর্শ;— ঈশা, চৈতন্য, মহম্মদ তাহার এক একটী পবিত্র । আমাদের নবীনচন্দ্র সেই সকল অনুপম উদার ান দ্বারা সেই বিরাট, অতি মহান, অনন্ত, াপী অনন্ত ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের আধার আদর্শরূপে খ রাখিয়া, স্বীয় অপার্থিব কল্পনার সাহায্যে বঙ্গের জগতে অভিনব, অপূর্ব্ব, অতুলনীয় সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা য়াছেন। একমাত্র পলাশীর যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলে, সমস্ত কাব্যে তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিসামর্থ্যের পূর্ণ চয় পাওয়া যায়।

আমি এই স্থানে কবির নিজের ভাষায় বলিব, ভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের ত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গ-লেখা এখনও সেই শৈল তাকায় রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার শান্ত দেশ— দৃশ্য, ভাষাতীত ভগবান বাসুদেব ঐ সকল প্রতিভায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং নী নির্দ্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর, পতিত জাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।"

এই একটীমাত্র বাক্যে কবির মনোভাব সম্পূর্ণ যাইতেছে; বুঝা যাইতেছে, তিনি কি উদ্দেশ্যে ভারতের ঘটনাবলী সর্ব্বথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গবানের লীলা প্রকাশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য— াই তাঁহার সাধনা, তাহাতেই তাঁহার সিদ্ধি। রৈব ভগবানের আদ্যলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা, প্রভাসে লীলা। রৈবতকে কাব্যের সূচনা, কুরুক্ষেত্রে তাঁহার বিকাশ এবং প্রভাসে তাঁহার অবসান। যে প্রচণ্ড বিপ্লবে ভারতের আর্য্যবীরকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল, জগতের নানা দিগ্‌দেশে আর্য্যসভ্যতা বিসর্পিত হইয়াছিল, ভারতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, যাহার ভীষণ প্রভাবে রজঃ ও তমঃ গুণের পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের মরকত সিংহাসনে সত্ত্বগুণের অমল ধবল প্রশান্ত স্বর্গীয় প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল, সেই যুগান্তকারী মহাবিপ্লবের প্রদীপ্ত-রেখা রৈবতকের গিরিব্রজে প্রথম দেখা দিয়াছিল। আর্য্য-ভারতের অনন্তশক্তিরূপিণী সুভদ্রার অদ্ভুত রণাভিনয় ও পতিপ্রেম, সত্যভামার দীপ্ত অভিমানজড়িত নানা বৈচিত্র্যময় স্বামিভক্তি এবং রুক্মিণীর অচল অটল ধীরশান্ত অকল্পিত একীভূত পাতিব্রত্য, কোথায় তাহার তুলনা পাইবে? জগতের কোন্ মানবসমাজে, সংসারের কোন্ অমরাবতীতে তাহার সমান চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়?

রৈবতকের সেই সাগরচুম্বিত শৈলশিখরে যে অগ্নি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইল, দাবানল-তেজে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান-ভূমে তাহা দিগ্‌দাহী রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রভাসের পুণ্যতীর্থে যদুকুলের বিপুল শোণিতসেকে তাহার পর্য্যবসান হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের একস্থলে দ্বৈপায়নমুখে কবি বলাইয়াছেন:—

"ধনঞ্জয়! শোক তব কর পরিহার,
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্বনিয়ন্তার।
এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়—নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীববীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া,
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।
পুত্র যাবে পৌত্র যাবে প্রপৌত্র আবার,
এই বিবর্ত্তনে শোক কর পরিহার।
সৃজন পালন লয় করিছে সাধন,
মুহূর্ত্তে অনন্ত এই নীতি বিবর্ত্তন।
সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ,
বিশ্বের এই মূল নীতি ধর্ম্ম সনাতন।

পুত্রশোকার্ত্ত ধনঞ্জয়কে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত ভগবান দ্বৈপায়ন তাঁহাকে যে বিবর্ত্তবাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণে জগতের ও মানব সংসারের নীতি ও প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সেই মহান্ বিবর্ত্তনের একটী অঙ্ক মাত্র; সেই একটীমাত্র অঙ্কে জগতের যে ভীষণ বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূলতত্ত্ব নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই শুনুন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহর্ষি দ্বৈপায়নকে কি বলিতেছেন :—

"যে অনন্ত নীতিচক্র ... মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ বর্দ্ধন,
তাহাই মানব ধর্ম্ম, তাহার শিক্ষক শাস্ত্র
কর্ম্ম ধর্ম্ম শিক্ষা ও পালন।
এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনন্ত সিন্ধুমুখে।
সিন্ধু—চিদানন্দ নারায়ণ।
অনন্ত এই মনুষ্যত্ব অনন্ত মানবসুখ
মোক্ষ সেই সাগর-সঙ্গম।

কবি এইরূপে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে মনুষ্যত্বের নীতি ও আদর্শ, পরিণতি ও বিবর্ত্তন সমস্তই জ্বলন্তবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাব্যের ভিত্তি, ইহাতেই তাঁহার বিকাশ ও পরিসমাপ্তি এবং ইহাতেই আমাদের নবীনের নবীনত্ব। আজি আমরা সকলে মিলিত হইয়া শতকণ্ঠে তাঁহার অক্ষয় স্বর্গবাস কামনা করি, এবং তদীয় অনুপম গুণাবলী বার বার স্মরণ ও কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পচন্দনে বাসিত করিয়া আমাদের হৃদয়মন্দিরে চিরকালের জন্য স্থাপিত করি। *

মহীশূর মহারাণী-কলেজ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের মহারাণী মহোদয়া (বর্ত্তমান মহারাজের মাতা) মহারাণী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সে সময়ে কলেজে ছাত্রী মিলা নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না। কয়েক জন উৎসাহী সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষ চেষ্টা করিয়া নানা যুক্তিতর্কে অভিভাবকদিগের কুসংস্কার দূর করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাহার ফলে ক্রমে ছাত্রী কলেজে আসিতে আরম্ভ করে। দক্ষিণ ভারতে যে স... বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শক স্বরূপ, এই ক... তাহাদের অন্যতম।

কলেজে প্রথমে নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষাই প্র... হইত। পুরাণ ও শাস্ত্রাদি অবলম্বনে রচিত সুন্দর সু... চিত্র সম্বলিত পুস্তক এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছি... কারণ, আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ও সদ্‌গুণরাশিকে অ... রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কেনা... ও সংস্কৃত ভাষাই প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইত, অবশ... ইংরেজী ভাষাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতি সামান্য ভ... ভূগোল ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইত। সঙ্গী... শেলাই ও চিত্রবিদ্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দে... হইত। ব্যায়াম ও বাদ্য শিক্ষার প্রতি লোকে... বিশেষ কুসংস্কার ছিল, এজন্য প্রথমে এই দুই বিষ... হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ৩।২ বৎসরের শিক্ষার ... অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ নূতন ন... বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। বাদ্যযন্... সম্বন্ধে প্রবল কুসংস্কার দূর করিয়া ক্রমে আমা... জাতীয় যন্ত্র "বীণা" শিক্ষা দিবার আয়োজন করা হই... পুরস্কার বিতরণ-সভা প্রভৃতিতে ছোট ছোট বালিকাদি... বীণাবাদন এতই চিত্তাকর্ষক হইতে লাগিল, যে ব... বাদনের বিরুদ্ধে লোকের কুসংস্কার অতি সত্বর দূর হই... বালিকাগণ ক্রমে স্কুল মধ্য-পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া তাহা... উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এইখানেই হঠাৎ তাহাদে... শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইবার উপক্রম ঘটিল। কারণ, বিবাহে... পর আর বালিকারা বিদ্যালয়ে আসিত না। কি... ভগ্নোদ্যম না হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ গৃহে গৃহে শিক্ষা দিব... আয়োজন করিলেন। ক্রমে ক্রমে অধিক বয়স পর্য্য... বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিতে অভি... ভাবকগণ সম্মত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শিক্ষালা... করিয়া এই কলেজে এবং অন্যান্য বালিকাবিদ্যাল... শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে লাগিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টী এণ্ট্রেন্স স্কুলে এ... ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা কলেজে পরিণত হইয়াছে। ১৯...

* ঢাকায় কবিবর নবীনচন্দ্রের স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক পঠিত।

...বিদ্যালয়ের দুইটী ছাত্রী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ...ন। ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত এখানে এখন টোলের ...য় উপাধি হইবার জন্য "পাণ্ডিতী" শিক্ষাও দেওয়া ...স্থানীয় "পণ্ডিতী" পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ...ছাত্রী সকল পুরুষ ছাত্র অপেক্ষা অধিক ...পাইয়া উত্তীর্ণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার ...ছেন। সুতরাং এখন এই বিদ্যালয়ে তিনটী ...আছে :—(১) মাতৃভাষা শিক্ষাবিভাগ (২) ইংরেজী (৩) সংস্কৃত বিভাগ। শিক্ষয়িত্রী কার্য্যের জন্য ...লাভ করিতে বিধবাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া ...সম্প্রতি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষাদান এবং ...ও টেনিস্ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ...গকে নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিদ্যা... কার্য্যারম্ভের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ছাত্রীগণ বিস্তৃত হলে ...হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠ করে। সংক্ষেপে ...ণীর কলেজের শিক্ষাপ্রণালী বর্ণিত হইল।

...এখন এই বিদ্যালয়ে লাভজনক কোন গৃহশিল্প প্রবর্ত্তনের বিষয় আমি কয়েকটী কথা বলিব। ...রিক পরিশ্রম যে হেয় কার্য্য নহে, বহু শতাব্দী ব্যাপী ...কুসংস্কার দিন দিন দূরীভূত হইয়া যাইতেছে এবং ...অতি সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া ...হইতেছে। সম্ভ্রান্ত গৃহপরিবারে যদি এখন গৃহ-... প্রচলিত হয় তবে ভারতবর্ষের অনেক লুপ্তপ্রায় ...পুনরুজ্জীবিত হইবে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে ...ের গত শিল্পপ্রদর্শনী এ বিষয়ে মহীশূরের নারীগণের ...দাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়াছে। এই শিল্পপ্রদর্শনীতে ...পুব মহিলা-সমিতি" এবং ডাক্তার নঞ্জুন্দা রাওএর ...ণের গৃহশিল্প সমিতি" হইতে অনেকগুলি সুন্দর ...শিল্পের নমুনা প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল ...দেখিয়া অনেক মহিলা আপন আপন পরিবারে ...প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছেন। ...ই উদ্দেশ্যে আমরা মহীশূরের মহারাজ এবং ...য়ের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষকে শীঘ্রই এই অনুরোধ ...যে তাঁহারা মহারাণীর কলেজের সংশ্রবে শিল্প ...ও আয়োজন করুন। ইহাতে শুধু একদেশদর্শী শিক্ষার পরিবর্ত্তে বালিকাদিগের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আমাদের সুশিক্ষিত মহারাজা বাহাদুর এ বিষয়ে যত্নশীল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের নাম শুনেন নাই, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক বিরল। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই এই সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে রোগমুক্ত হইয়াছেন। ... ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরাশ ব্যক্তির পক্ষে কবিরাজ দ্বারকানাথ জ্বলন্ত আশার প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন। সেই আশার প্রদীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইল। বঙ্গজননীর এক শ্রেষ্ঠ পুত্ররত্ন তাঁহার ক্রোড়শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন। বঙ্গবাসী—শুধু বঙ্গবাসী কেন, সমগ্র ভারতবাসী কবিরাজ দ্বারকানাথের মৃত্যুতে দরিদ্র হইল।

ইং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ সেন ফরিদপুর জেলার ঝাঁন্দারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন শক্তি-গোত্রীয় হিন্দুসেন-বংশীয়। কবিরাজ মহাশয়ের বংশ শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য চির প্রসিদ্ধ। এই পরিবারে খ্যাতনামা অভিরাম কবীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি রাজা সীতারাম রায়ের সভার প্রধান পণ্ডিত ও রাজবৈদ্য রূপে বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন। অভিরাম কবীন্দ্র "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি-ভূষিত ও স্বসমাজের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিলেন। অভিরামের পুত্র দুর্গাদাস শিরোমণি পিতার সুযোগ্য পুত্র এবং শাস্ত্র-চর্চ্চায় বিশেষ কৃতী ছিলেন। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর কবিরাজের ছাত্র গোপাল কর "রসেন্দ্রসারসংগ্রহ" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরিবারে বংশানুক্রমে যে টোল প্রচলিত আছে তাহাতে বঙ্গীয় অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ

* মহারাণী কলেজের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শ্রীরঙ্গাম্মল বি, এ, ... ভারত-মহিলা পরিষদের বিগত অধিবেশনে পঠিত।

সেনের স্বনামধন্য পিতা নীলাম্বর কবিরাজ দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দর কবিরাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে অল্পদিন বিক্রমপুরের সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করিয়া মুর্শিদাবাদের অদ্বিতীয় পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজের টোলে ন্যায়, দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদও এই স্থানে পঠিত হয়। গঙ্গাধরের টোলের গৌরব তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সময়ে উচ্চ [illegible] লাভ করিয়াছিল।

ইং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কলিকাতায় জাতীয় ব্যবসায় আরম্ভ [illegible] অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, এবং তিনি ক্রমে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের নানাস্থানের রাজন্যবর্গ ইঁহাকে সম্মানের সহিত পারিবারিক চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সাধারণ লোক ইঁহার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেক রোগী ইঁহার দর্শন লাভ মাত্রেই যেন রোগমুক্ত হইলেন, এরূপ মনে করিতেন; ইনি জীবনে কোনও বিজ্ঞাপন দ্বারা আত্মপ্রচার করেন নাই, অথচ ইঁহার নাম বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেওয়ারের যুবরাজ বাহাদুরের বিশেষ অসুস্থতার নিমিত্ত তথাকার মহারাণা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজকে যুবরাজের চিকিৎসার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। সরকার বাহাদুর দ্বারকানাথকেই এই কার্য্যে মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই উপাধি লাভ করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন বহুলোকের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। এরূপ নিরভিমান উদারহৃদয় আশ্রিতবৎসল মহাজন একালে বিরল। তিনি আ[illegible] ও বহুশাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, বঙ্গদেশে সর্ব্ব[illegible] তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই; তাঁহার [illegible] আজ বহুরোগী হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] তাঁহাকে ধন্বন্তরি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। চিকিৎস[illegible] স্বপরিবারের আশ্রয় এবং রক্ষক নহেন, সর্ব্বসাধ[illegible] চিকিৎসককে আশ্রয়স্থান বলিয়া মনে করে; ক[illegible] মহাশয়ের জন্য যে শোক, তাহা আজ শুধু বঙ্গদেশের [illegible] সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদভক্ত জনসাধারণের। মু[illegible] জয়পুর, লাহোর, দিল্লী, রত্নগিরি, হায়দারাবাদ, [illegible] মান্দ্রাজ, প্রভৃতি অনেক স্থানেই ইঁহার ছাত্র[illegible] আছেন। ইনি নিজের ব্যবসায় এবং ব্রাহ্মণপ[illegible] দিগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনায়ই সমস্ত [illegible] যাপন করিতেন না, রাজনীতিক সম্প্রদায়ের স[illegible] ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি [illegible] তাঁহাদের নিকট কখন দর্শনি লইতেন না। ছাত্র[illegible] ইনি পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন।

তিনি উৎকৃষ্ট কবি, বৈয়াকরণিক ও আল[illegible] ছিলেন, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য [illegible] গিয়াছে; ইনি সুশ্রুতের টীকা লিখিতেছিলেন; [illegible] কাল তাহা আর সমাধা করিতে দিল না। [illegible] পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়ের একটু সামান্য জ্বর ও [illegible] অসুখ হয়, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উদরী রোগে প[illegible] হয়। গত ভাদ্র মাসে কাশীধামে যাইয়া কতকট[illegible] হইয়াছিলেন। গত ১৬ই মাঘ কলিকাতা [illegible] আসিবার পর হইতে রোগ ভয়ানক বাড়িয়া উঠে[illegible] এই রোগেই ২[illegible]এ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ ঘ[illegible] সময় তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

কবিরাজ মহাশয় তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা, দুই [illegible] পৌত্রী, তিন দৌহিত্র ও পাঁচ দৌহিত্রী [illegible] গিয়াছেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রী[illegible] নাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী[illegible]
ভারত-মহিলা কার্য্যালয় হইতে [illegible]ন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।